# SHORT HISTORY.

*or*

. brief account of India including the Hindu, Mahomedan and English periods,

BY.

NANI LALL MUKERJEE.

Teacher, Normal School, Calcutta.

---

# সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অর্থাৎ

ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজরাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কলিকাতা নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রী ননীলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

---

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৩।

# বিজ্ঞাপন।

"সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামে এই ভারতবর্ষের ইতিহাস খানি প্রচারিত হইল। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিশেষ বৃত্তান্ত, নেপাল এবং ব্রহ্মদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান স্থানের সন্নিবেশ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার চতুর্বিংশতি বৎসরের ঐতিহাসিকপ্রশ্নের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিবরণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী প্রধান অংশ; এই নিমিত্ত উহা সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে হিন্দু ও মুসলমানরাজত্বের বিষয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। এই পুস্তকে নূতনপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সুতরাং ক্রমবিপর্য্যয়ও ঘটিয়াছে।

এক্ষণে ইহা সাদরে পরিগৃহীত হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করি। পরন্তু যদি ইহাতে কোন ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়, তবে পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া তৎসংশোধনপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে পরম উপকৃত হইব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকে যে ভৌগোলিক স্থানসন্নিবেশ ও প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বোধ করি ছাত্রগণের সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। যাহা হউক কলিকাতা নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং মডেল পাঠশালার সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুখসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর কোন কোন শিক্ষক মহাশয়েরা এই পুস্তক প্রণয়নে আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম ইতি।

কলিকাতা
নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়
সেপ্টম্বর ১৮৮৩
আশ্বিন ১২৯০

শ্রীননীলাল মুখোপাধ্যায়।

# সূচিপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা।

## (১ম পরিশিষ্ট) ১ম অধ্যায়।



## ২য় অধ্যায়।



## ২য় পরিশিষ্ট।

# সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

## প্রথম অধ্যায়।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও রাজকীয় বিভাগাদির সংক্ষেপ বিবরণ।

ভারতবর্ষ একটী প্রকাণ্ড দেশ। ইহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা বঙ্গোপসাগর ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ, পশ্চিম সীমা আফ্গানিস্থান, বেলুচিস্থান ও আরব সাগর এবং দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর।

ভারতবর্ষ স্বভাবতঃ চারি ভাগে বিভক্ত। (১) উত্তর ভাবতবষ, হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে বিস্তৃত। (২) মধ্য ভাবতবষ, উত্তর ভারতবর্ষ ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যস্থিত। (৩) বিন্ধ্য প্রদেশ, বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (৪) অনুকৃষ্ণ প্রদেশ, কৃষ্ণানদী হইতে কুমারীকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১ম বিভাগে এই কয়েকটী প্রদেশ আছে যথা—কাশ্মীর, সর্মুর, গড়োয়াল, কমায়ুন, নেপাল, সিকিম ও ভোট। ২য় বিভাগে যথা—পঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, মালব, এলাহাবাদ,

অযোধ্যা, দিল্লী, আগরা, বেহার ও বাঙ্গালা। ৩য় বিভাগে যথা—খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা, উড়িষ্যা, বিরার, হায়দরাবাদ, আরঙ্গাবাদ, কঙ্কন, বিজাপুর ও সরকার প্রদেশ। ৪র্থ বিভাগে যথা—মহিসুর, কর্ণাট, বালাঘাট, কানাড়া, মলবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর।

ভারতবর্ষে রাজকীয় বিভাগ চারিটী। (১) ইংরাজাধিকৃত প্রদেশ। (২) করদ ও মিত্ররাজ্য। (৩) স্বাধীন রাজ্য। (৪) ইংলণ্ড ভিন্ন ইউরোপীয় অন্যান্য রাজাদিগের অধিকার।

ইংরাজাধিকৃত প্রদেশ প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। (১) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী। (২) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী। (৩) বোম্বাই প্রেসিডেন্সী। (৪) যে সকল প্রদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের কর্তৃত্বাধীন। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট। কলিকাতা, এলাহাবাদ, লাহোর, বম্বে এবং মান্দ্রাজ যথাক্রমে বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, বম্বে ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের রাজধানী। নিম্ন লিখিত প্রদেশ গুলি ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্বাধীন।

| প্রদেশ। | রাজধানী। |
|---|---|
| ১। আসাম | সিলং। |
| ২। মধ্য প্রদেশ | নাগপুর। |
| ৩। আজমীর | আজমীর। |
| ৪। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিরার | অকোলা। |
| ৫। কুর্গ | মারকেরা। |

## করদ ও আশ্রিত রাজ্য।

| রাজ্য। | রাজধানী বা প্রধান নগর। |
|---|---|
| ১। কাশ্মীর | শ্রীনগর। |
| ২। চম্বা | চম্বা। |
| ৩। ঝিন্দ | ঝিন্দ। |
| ৪। কপূরতলা | কপূরতলা। |
| ৫। মণ্ডী | মণ্ডী। |
| ৬। সুকেত | সুকেত। |
| ৭। বিলাসপুর | বিলাসপুর। |
| ৮। পতৌদী | পতৌদী। |
| ৯। পতিয়ালা | পতিয়ালা। |
| ১০। বহবলপুর | বহবলপুর। |
| ১১। বুসাহিব | সাংনম। কনম অপর একটী প্রধান নগর। |

১২। রাজপুতানা. ইহার মধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। যথা—

| | |
|---|---|
| যোধপুর | যোধপুর। |
| জসলমির | জসলমির। |
| বিকেনিয়র | বিকেনিয়র। |
| জয়পুর | জয়পুর। অম্বর অপর একটী প্রধান নগর। |
| আলওয়ার | আলওয়ার। ম্যাচিরি অপর একটী প্রধান নগর। |

| রাজ্য। | রাজধানী বা প্রধান নগর। |
| --- | --- |
| উদয়পুর (মিবার) | উদয়পুর। গোগন্ধা, চিতোর প্রধান নগর। |
| সিরোহী | সিরোহী। |
| কৃষ্ণগড় | কৃষ্ণগড়। |
| বুন্দী | বুন্দী। |
| কেরৌলী | কেরৌলী। |
| কোটা | কোটা। |
| ১৩। গড়োয়ালের কিয়দংশ। (অপরাংশ ইংরাজদিগের অধিকৃত) | তরাই। |
| ১৪। সমুর | নহান। |
| ১৫। সিকিম | টম্‌লং। |
| ১৬। সাহপুর | সাহপুর। |
| ১৭। রামপুর | রামপুর। |
| ১৮। রেওয়া (বঘেলখণ্ড) | রেওয়া। |
| ১৯। বুন্দেলখণ্ড | ঝান্সী। পান্না অপর একটী প্রধান নগর। |
| ২০। ধোলপুর | ধোলপুর। |
| ২১। ভরতপুর | ভরতপুর। |
| ২২। গোয়ালিয়র (সিন্ধিয়ারাজ্য) | গোয়ালিয়র। মহারাজপুর, পন্নর দুইটী বিখ্যাত নগর। প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর এই রাজ্যে অবস্থিত। |
| ২৩। ইন্দোর (হুলকার রাজ্য) | ইন্দোর। |
| ২৪। ভূপাল | ভূপাল। |

| রাজ্য। | রাজধানী বা প্রধান নগর। |
| --- | --- |
| ২৫। মহারাষ্ট্রীয় জায়গীর সমূহ | ...... |
| ২৬। খীরপুর | খীরপুর। |
| ২৭। কাটীগর | রাজকোট। সোমনাথ-পত্তন অপর একটী প্রধান নগর। |
| ২৮। বরোদা (গুইকবাড় রাজ্য) | বরোদা। কাম্বে অপর একটী প্রধান নগর |
| ২৯। কচ্ছ | ভুজ। অঞ্জর, মাণ্ডবী প্রভৃতি প্রধান নগর; |
| ৩০। কোলাপুর | কোলাপুর। |
| ৩১। সাবন্তবাড়ী | সাবন্তবাড়ী। |
| ৩২। হায়দরাবাদ (নিজাম রাজ্য) | হায়দরাবাদ। আরঙ্গাবাদ, বিদর প্রভৃতি প্রধান নগর। |
| ৩৩। মহীসুর | মহীসুর। শ্রীরঙ্গপত্তন, বঙ্গলুর প্রভৃতি প্রধান নগর। |
| ৩৪। কোঞ্চী | কোঞ্চী। |
| ৩৫। ত্রিবাঙ্কুর | ত্রিবিন্দ্রম। |
| ৩৬। পদ্দকোটা | পদ্দকোটা। |
| ৩৭। উড়িষ্যার করদ মহল সমূহ। | ... ... |
| ৩৮। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত করদ মহল সমূহ। | |
| ৩৯। মণিপুর | মণিপুর। |
| ৪০। কুচবেহার | বেহার। |

### নিম্ন লিখিত কয়েকটী স্বাধীন রাজ্য।

| | |
|---|---|
| ১। নেপাল | কাষ্ঠমুণ্ড। |
| ২। ভূটান | তাসিস্থদন। |

## ইংলণ্ড ভিন্ন ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিদিগের অধিকার।

### ফরাসীদিগের অধিকৃত স্থান।

| | |
|---|---|
| ১। পণ্ডিচেরী ও কারিকোল | করমণ্ডল উপকূলে। |
| ২। মাহী | মলবার উপকূলে। |
| ৩। চন্দন নগর (ফরাসী ডাঙ্গা) | বাঙ্গালা দেশে। |
| ৪। ইয়নান্ | উড়িষ্যাদেশে। |

### পর্টুগিজদিগের অধিকৃত স্থান।

| | |
|---|---|
| ১। গোয়া | কানাড়ার উত্তরে। |
| ২। ডমায়ুন | বোম্বাইয়ের উত্তরে। |
| ৩। ডিউ দ্বীপ | কাটীগর রাজ্যের দক্ষিণে। |

ভারতবর্ষের মধ্যে এই কয়েকটী পর্ব্বত প্রধান। যথা—হিমালয়, অর্ব্বলী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, পশ্চিমঘাট, পূর্ব্বঘাট, এবং নীলগিরি। নদী যথা—সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্ম্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী। ভারতবর্ষের সন্নিহিত দ্বীপ যথা—মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, আণ্ডেমানপুঞ্জ, নিকোবর, সিংহল, সাগর, সন্দ্বীপ, বম্বে, এলিফান্টা এবং সালসীট্। উপসাগর যথা—বঙ্গোপসাগর, ফল্সোপসাগর, কাম্বে উপসাগর এবং কচ্ছোপসাগর। প্রণালী যথা—

পক্ ও মান্নার প্রণালী। ভারতবর্ষের অন্তরীপ যথা—পালমীরা পয়ন্ট, কালীমির পয়ন্ট, জগৎপয়ন্ট এবং কুমারিকা।

উপদ্বীপ যথা—দক্ষিণ উপদ্বীপ এবং তদন্তর্গত কাটীগর ও কচ্ছ।

হ্রদ যথা—রণ, ওয়ালার, সম্বর, পুষ্কর, পলীকট্ এবং চিল্কা।

ভারতবর্ষের মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান নগর যথা—কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাজ, মুরশিদাবাদ, ঢাকা, কাছাড়, গৌহাটী, সিলং, দার্জিলীং, কাষ্ঠমুণ্ড, ডাসিস্হদন, শ্রীনগর, পেসোয়ার, লাহোর, দিল্লী, গোয়ালিয়র, আগরা, এলাহাবাদ, অমৃতসহর, ফরেক্কাবাদ, বেরেলী, নাগপুর, মৃজাপুর, বানারস, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, আহম্মদাবাদ, হায়দরাবাদ, পুনা, আরঙ্গাবাদ, তাঞ্জোর, মঙ্গলুর, কোচিন, মচ্ছলীপত্তন এবং কটক।

## নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান বন্দর।

কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাজ, মচ্ছলীপত্তন, কোচিন, কালিকট, মঙ্গলুর, গোয়া, সুরট, এবং করাচি।

সাধারণতঃ ভারতবর্ষের বায়ু উষ্ণ। গ্রীষ্ম, শীত ও বর্ষা এই তিনটী প্রধান ঋতু।

স্বর্ণ ভূমি ভারতবর্ষে কৃষিজাত সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্য, যব, গোধূম নানা জাতীয় কলাই, ইক্ষু, তুলা, তামাক, নীল, আফিং, চা, কাফি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে। আম, কাঁঠাল, জাম, আনারস প্রভৃতি সুখাদ্য ফলও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাল, শেগুণ, শিশু, অশ্বত্থ, বট, আবলুস প্রভৃতি বৃহদাকার বৃক্ষও যথেষ্ট আছে। এদেশ হইতে নীল, চিনি, আফিং, চাউল, পাট, শণ, তুলা, রেসম, সোরা, লাক্ষা, কুসুমফুল, এরণ্ডতৈল, চামড়া, শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্রব্য বাণিজ্যার্থে বিদেশে নীত হইয়া থাকে।

আরণ্য জন্তুর মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, বন্য-হস্তী, বন্যমহিষ, হরিণ প্রভৃতি প্রধান।

গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে গো, মেষ, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, কুক্কুর প্রভৃতি প্রধান।

ভারতবর্ষের ভাষা নানা প্রকার, সমস্ত ভাষাই কোন না কোন রূপে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে পঞ্জাবী, সৈন্ধবী, গুর্জ্জরী, হিন্দি, বাঙ্গালা ও আসামী এই কয়েকটী ভাষা প্রধান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে উড়িষ্যা (উৎকলী), তৈলঙ্গী, তামিল, কর্ণাটী ও মহারাষ্ট্রী প্রধান। অসভ্য বন্যবাসীদিগের ভাষার বিষয় বলা দুরূহ।

ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান। জৈন, শীখ, খৃষ্টান ও য়িহুদী ধর্ম্মাবলম্বী লোকও নিতান্ত কম নহে। বোম্বাইয়ের পার্সীরা অগ্নির উপাসক এবং জড়োপাসনাই ভারতবর্ষীয় অনেক জাতির ধর্ম্ম।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনার্য্য জাতির বা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী-দিগের বাসভূমি, ভারতবর্ষের সহিত ইতিহাস সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত কতিপয় স্থান ও ভারতবর্ষস্থ প্রধান কতকগুলি দেশের সংক্ষেপ বিবরণ।

মধ্য আসিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আর্য্যজাতি এই দেশ জয় করিবার পূর্ব্বে যে সকল আদিম অধিবাসী এইখানে বাস করিত তাহারা আর্য্য-পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পার্ব্বতীয় প্রদেশে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহাদিগের সন্তানেরা প্রায়ই সেই অসভ্য অবস্থায় এপর্য্যন্ত রহিয়াছে এবং ভারত-বর্ষের সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার এত পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু তাহাদিগের কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

এই সকল অসভ্য জাতির মধ্যে বোদো, কোচ, ধিমাল, বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তের পার্ব্বতীয় প্রদেশে বাস করিতেছে। আসামের প্রান্তভাগে গারো জাতির নিবাস। লেপ্চা জাতি সিকিমে, লোপা ভুটানে এবং কিরান্তি ও অন্যান্য জাতি নেপালে বাস করে। খন্দ জাতি উড়িষ্যার পার্ব্বতীয় প্রদেশে এবং গণ্ডজাতি সাগর ও নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছে। রাণীগঞ্জ ও রাজ-মহলের পাহাড় সাঁওতাল ও ভূমাজি জাতির বাসস্থান। কোলেরা ছোটনাগপুরের পাহাড়ে বসতি করে। ভিলেরা

গুজরাট, মালব ও খান্দেশ প্রদেশ সমূহের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে বাস করে। টুডা জাতীয়েরা নীলগিরি পর্ব্বতের অধিবাসী। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণাংশে কতক গুলি অসভ্য জাতি আছে।

কনোজ্ (কাণ্যকুব্জ)—অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর। কানপুর হইতে প্রায় ২৬ ক্রোশ দূরে বায়ু কোণে অবস্থিত। ইহা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ফরেক্কাবাদ জেলার অন্তর্গত। কনোজ্ রাজ্যকে পঞ্চাল কহিত। ১১৯৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, তৎপরে বোধ হয় উহা মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। কাণ্যকুব্জ নগরীতে সূর্য্যবংশসম্ভূত রাঠোর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন।

অযোধ্যা—অযোধ্যা প্রদেশের পূর্ব্বতন রাজধানী। সূর্য্যবংশীয় রাজাদ্রিগের বিশেষ রামচন্দ্রের বৃত্তান্তে অযোধ্যার অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। ইহার বর্ত্তমান রাজধানী লক্ষ্ণৌ। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, রামচন্দ্র ১২০০ খৃঃ পূঃ অযোধ্যায় আধিপত্য করিয়াছিলেন। এবিষয়ে নানা রূপ মতভেদ আছে।

মিথিলা—ইহার বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত। বেহার প্রদেশের পাটনা বিভাগে অবস্থিত। অদ্যাপি ত্রিহুতে জনকপুরী বলিয়া একটী স্থান আছে, বোধ হয় জনক রাজা তথায় বাস করিতেন। ইতিহাসে ১৩২৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, তৎপরে বোধ হয় উহা মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়।

সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ—ইহার ইংরাজী নাম সিলোন।

রোমান ও গ্রীকেরা এই দ্বীপকে "তপ্রবেন" এবং আরবেরা "সিরেণ" কহিত। এই দ্বীপটী ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্ব্বরা। নারিকেল, কাফি ও দারুচিনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। খনিজের মধ্যে লৌহ, টীন ও কয়েক জাতীয় হীরক পাওয়া যায়। পুরাকাল হইতে এই দ্বীপ মুক্তার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, ইহাব সন্নিহিত মান্নার উপসাগরে যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। মহামালী গঙ্গা এই দ্বীপের প্রসিদ্ধ নদী। কলম্বো, কাণ্ডী পয়ণ্টডিগালি ও ত্রিনকমলী চারিটী প্রধান নগর। এই দ্বীপটী ইংলণ্ডের শাসনাধীন, কিন্তু শাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। ইহার একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা আছেন। রামায়ণে যে রাবণ রাজার উল্লেখ আছে, তিনি এই দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। তিনি অতি প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন।

গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী—একটী প্রাচীন নগর। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে মহামারী উপস্থিত হয়। প্রায় সেই সময় হইতে এই নগর ধ্বংস হইয়া অরণ্যাবৃত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব সময়ে ইহা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। এজন্য সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে কখন কখন গৌড় কহিত। বর্ত্তমান মালদহ জেলায় গৌড় নগর অবস্থিত ছিল। বাঙ্গালা দেশ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। মগধ রাজ্য যে সময়ে অন্ধ্র বংশীয় রাজাদিগের দ্বারা শাসিত হইত তৎকালে বাঙ্গালাদেশ উক্ত রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। তৎপরে পাল বংশীয়েরা ও শেষে সেন বংশীয়েরা এদেশে রাজত্ব করেন।

গৌড় ভিন্ন নিম্নলিখিত কয়েকটী নগরও সময়ে সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। সুবর্ণগ্রাম ১২৯৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালাব রাজধানী হইয়াছিল, গৌড়ের নিকটস্থ পাণ্ডুয়ায় ১৩৪৩, তণ্ডা ও পরে রাজমহলে ১৫৮৯, ঢাকায় ১৬০৮, ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে পুনরায় রাজমহলে ও মুরশিদকুলীখাঁর সময়ে ১৭১৮ খৃঃ অব্দে মুরশিদাবাদে রাজধানী হয়। মীরজুম্লার সময়ে কিছুদিন ঢাকায় পুনরায় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত মুরশিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল।

বারাণসী বা কাশী—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত। ইহা গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী একটী প্রধান নগর ও হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ। অতি পুরাকাল হইতে এই নগরটী সমধিক বিখ্যাত। কথিত আছে কাশী নামক রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন। ধন্বন্তরি কাশী রাজার পৌত্র। ১১৯৭ খৃঃ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের হিন্দু রাজাদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাশী অঞ্চলে নীল, চিনি ও আফিং যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। নদী, পথ ও রেলরোড এই ত্রিবিধ সুবিধা থাকায় নানা দেশ হইতে বহুমূল্য দ্রব্যাদি এই স্থানে বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়। এখানে তুলা প্রভৃতির কারখানা আছে। সম্রাট আরঙ্জেব ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে অত্রস্থ সমস্ত দেবালয় ধ্বংস করিয়া তত্তৎস্থানে মসজিদ সকল নির্ম্মাণ করেন।

হস্তিনাপুর—দিল্লীর প্রায় ৩০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা কৌরবদিগের রাজধানী ছিল।

দিল্লী—ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রধান নগর, যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের এলাকাধীন।

এই নগর হিন্দু, পাঠান ও মোগল বংশীয় সম্রাট্‌দিগের রাজ-ধানী ছিল। বর্ত্তমান দিল্লীনগর ১৬৩১ খৃঃঅব্দে সাজেহান বাদসাহ দ্বারা স্থাপিত। ইহাতে সুবৃহৎ অট্টালিকা ও মসজিদ অনেক আছে। জমা মসজিদ অতীব উৎকৃষ্ট। কুতব মাইনর * দিল্লী হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নগর দিল্লীর অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। ১৮৭৭ খৃঃঅব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণোপলক্ষে এইস্থানে একটী মহা দরবার হইয়াছিল।

মথুরা—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আগরা বিভাগস্থ স্বনাম খ্যাত জেলার প্রধান নগর। ইহা যমুনা নদীর তীরে অব-স্থিত। কথিত আছে মথুরাধিপতি কংসের কারাগৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

মগধরাজ্য—ইহার বর্ত্তমান নাম বেহার প্রদেশ; কেহ কেহ বেহারের দক্ষিণাংশকে মগধ রাজ্য কহিয়া থাকেন। জরাসন্ধ মগধরাজ্যে রাজত্ব করিতেন। বেহার বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন। বেহার প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—পাটনা বিভাগ ও ভাগলপুর বিভাগ। গয়া জেলাকেও বেহার কহিয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র—পঞ্জাব প্রদেশে অম্বালা বিভাগের থানেশ্বর

---

* কুতব মাইনর এই নাম শ্রবণে ইহা মুসলমান নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ হিন্দুরাজ পৃথ্বীরায় ইহার নির্ম্মাতা। মুসলমানেরা বহিরাকারের সহিত নামের পরিবর্ত্ত করিয়া নিজস্ব করিয়াছিলেন।

নগরের সন্নিহিত। কুরুক্ষেত্রে কুরু ও পাণ্ডবদিগের মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করেন।

কলিঙ্গ—তৈলঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগকে কলিঙ্গ কহিত। তৈলঙ্গদেশ দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। চালুক্যবংশীয় রাজপুতেরা তথায় রাজত্ব করিতেন। বোধ হয় ইহাঁরা কল্যাণ নগরের চালুক্য বংশোদ্ভব হইবেন। প্রথমে ইহাঁরা অন্ধ্রদেশীয়গণপতিরাজাদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত ও অবশেষে কটকের রাজাদিগের দ্বারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের পশ্চিম ভাগকে পূর্ব্বে কল্যাণ কহিত। চালুক্য বংশীয়েরা পাণ্ডব বংশসম্ভূত বলিয়া বিখ্যাত।

পাটলীপুত্র—পুরাণে কথিত আছে যে এই নগর বলরাম কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইহা মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল। যদিও কেহ কেহ পাটনা নগরকে তৎস্থানীয় কহিয়া থাকেন, তথাপি এই নগরের পূর্ব্ব অবস্থান কোথায় ছিল, তাহা সম্যক্‌রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই।

দ্বারকা—ইহা একটী প্রাচীন নগর; গুজরাট প্রদেশে অবস্থিত। এই নগর শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল, তজ্জন্য ইহা হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। যদুবংশের ধ্বংসের পর অন্যান্য রাজারা দ্বারকায় রাজত্ব করেন। পরে সূর্য্যবংশীয়েরা গুর্জ্জরে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। বল্লভীপুর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। ইহাঁরা অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন ও আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে ৭৪৬ খৃঃ হইতে ৯৩১ খৃঃ পর্য্যন্ত চৌর বংশীয় রাজারা গুর্জ্জরে রাজত্ব করেন। শেষে ৯৩১ খৃঃ অব্দে সোলাঙ্কী বংশীয়েরা গুর্জ্জরে রাজাসন প্রাপ্ত

হন। ১২৯৭ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন খিলজী দ্বারা এই দেশ পরাজিত হইলে, উক্ত বংশের শেষ হয়।

সিন্ধুদেশ—ইহা সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। মহাভারতে এই রাজ্যটীর উল্লেখ আছে। এই দেশের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই। ৭১১ খৃঃ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের হিন্দুরাজাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। বর্ত্তমান সময়েও এই দেশটী সিন্ধু দেশ নামে অভিহিত এবং ইংরাজ সাম্রাজ্য ভুক্ত।

সাইথিয়া—পূর্ব্বে আসিয়া ও ইউরোপের উত্তরভাগকে সাইথিয়া কহিত। সাইথিয়ানেরা কাহার কাহার মতে অসভ্যজাতি মধ্যে পরিগণিত। তাহারা পশুচর্ম্ম পরিধান ও দুগ্ধ দ্বারা জীবন ধারণ করিত। তাহারা আসিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের দেশ সকল আক্রমণ এবং আসিয়ামাইনরে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। মিসর ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ সকলও ইহাদের কর কবলিত হয়।

পারস্যদেশ—আসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত। পারস্যরাজ ডেরায়স্ হিস্টাস্পিস্, নৌসেতু দ্বারা সিন্ধুনদ পার হইয়া আনুমানিক ৫২১—৫১৮ পূঃ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের সবিস্তার বিবরণ নাই। তিনি সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী কতিপয় স্থান অধিকার করিয়া নিজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন। বিজিত স্থান সকল হইতে পারস্যরাজ করস্বরূপ স্বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। উক্ত কর তাঁহার রাজস্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে মধ্যআসিয়া আর্য্য জাতির আদি নিবাস স্থান। পরে তাহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ক্রমে

দুই দল হইয়া উঠিল। একদল পারস্য দেশে বাস করিল, দ্বিতীয় দল ভারতবর্ষে আসিয়া ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিল। যে আর্য্যজাতি পারস্যরাজ্যে অবস্থান করিল, তাহারই বর্ত্তমান শ্রমশীল ও উন্নতি বিশিষ্ট বোম্বাই, সুরট প্রভৃতি স্থানবাসী পার্সীগণের পূর্ব্ব পুরুষ। ৬৪১ খৃঃ অব্দে মুসলমানদিগের দ্বারা পারস্য রাজ্য অধিকৃত হইলে, পারস্য-স্থিত আর্য্যেরা ক্রমে বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন ও কাল সহকারে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিলেন।

গয়া—বেহার প্রদেশে ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত এবং হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। ইহার নিকটবর্ত্তী একটী স্থানের নাম বুদ্ধগয়া, উহা বৌদ্ধদিগের পবিত্রস্থান।

কটক—উড়িষ্যার অন্তর্গত মহানদী তীরস্থ প্রধান নগর। এখানে অশোক রাজার সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমধিক প্রচার হয়, এবং এপর্য্যন্ত কটকে স্তম্ভাবলীতে তাঁহার প্রচারিত অনুশাসন খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে উত্তরোত্তর কটকের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; তথায় কমিসনর সাহেব অবস্থিতি করেন, গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত একটী কালেজ আছে এবং বাণিজ্য বিষয়েও উহা উন্নতিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রীস দেশ—ইউরোপের অন্তর্গত এবং তুরস্কের দক্ষিণে অবস্থিত। ঐ দেশ পূর্ব্বে সুসভ্য ছিল। কি দর্শন, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি শস্ত্রবিদ্যা, কি শিল্প সকল বিষয়েই গ্রীক জাতি সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তত্রত্য মহাকবি হোমারের সুধাময়ী লেখনী হইতে যাহা বিনির্গত হইয়াছিল,

তাহা এ পর্য্যন্ত সমস্ত সভ্য জাতিকে নিরতিশয় আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে। পণ্ডিতবর হোমারের নাম করিলেই যে যথেষ্ট হইল, এরূপ নহে; ডিমস্থেনিস্, সোলন্, লাইকরগস্, থেলিস, সক্রেটিস্, প্লুটো, জেনোফন্, প্লুটার্ক, পেরিক্লিস্, থেমিস্টক্লিস্ প্রভৃতি মহাত্মারাও অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন লোক ছিলেন। গ্রীসদেশের অন্তর্গত থেসালি বিভাগের উত্তরে মেসিডোনিয়া রাজ্য স্থাপিত ছিল। মহাবীর আলেক্জণ্ডার সেই দেশের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় ভুজ বলে নানা দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। যদি তিনি অল্প বয়সে কাল গ্রাসে পতিত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাব দ্বারা অনেক সুমহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইত সন্দেহ নাই। তাঁহার পিতার নাম ফিলিপ্ ও মাতার নাম ওলিম্পীয়া। তিনি ৩৩১ পূঃ খৃঃ অব্দে পারস্যরাজকে পরাস্ত করেন এবং চারি বৎসর কাল পারস্যরাজ্যের অধিকৃত বেলুচিস্থান, কাবুল প্রভৃতি পরাজয় করিয়া ৩২৭ পূঃ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি পঞ্জাবের সর্ব্ব উত্তরে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী অধুনাতন আটক নগরের নিকট প্রথমে উপস্থিত হন। পরে অবাধে নদ পার হইয়া সিন্ধু ও ইরাবতীর মধ্যবর্ত্তী দেশের অধিপতি ট্যাক্সাইলেস্কে (তক্ষশীল) বশ্যতা স্বীকার করাইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। তথায় মহারাজ পুরুর সহিত ইরাবতী নদীর তীরে তাঁহার একটী যুদ্ধ হয়, পুরুরাজ প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হন। আলেক্জণ্ডার তদীয় বিক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ হন। পুরুরাজকে তাঁহার রাজ্য

প্রত্যার্পণ করেন ও তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া দেন।' পুরু-রাজের রাজ্য পূর্ব্বদিকে দিল্লী অভিমুখে বিস্তৃত ছিল। আলেক্জণ্ডার সেই সময়ে মগধ রাজ্যের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া তদ্দেশ জয়ে কৃত সংকল্প হন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা সুদীর্ঘকাল ব্যাপী গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্ত ও বর্ষাজন্য ক্লিষ্ট হইয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করে নাই। তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হওয়ায় অগত্যা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। প্রত্যাগমন কালে অপ্রতিকার্য্য জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া ৩২ বৎসর বয়সে ব্যাবিলন প্রদেশে কাল-গ্রাসে পতিত হন। মিসর দেশের প্রান্ত ভাগে ভূমধ্য সাগরের তীরে তিনি একটী নগর স্থাপিত করেন, এবং নিজ নামানুসারে উহার নাম আলেক্জণ্ড্রিয়া রাখেন। ঐ নগর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইনিই প্রথমে ইউরোপ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

আটক—পঞ্জাব প্রদেশের রাউলপিণ্ডী জেলার অন্তর্গত এবং সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত। প্রায় সকল বিদেশীয় আক্রমণকারী এই স্থান অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

মিসর বা ইজীপ্ট—আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন দেশ, ইহার বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। দেশটী নদী-মাতৃক, তাহাতে নীলনদী প্রবাহিত হইতেছে মিসরের রাজধানী কেরো। মৈসর-দিগের মতে মিসর রাজ্য ৫০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়া-ছিল। ইহা কতদূর ঠিক তাহা বলা যায় না, কিন্তু পিরামিড্

নামক প্রকাণ্ড স্তম্ভ সকল যে ২৭০০ পূঃ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটী প্রকাণ্ড পিরামিড্ উর্দ্ধে প্রায় ৬০০ শত ফুট এবং প্রায় ৩৫ বিঘা ভূমি আবরণ করিয়া আছে। এই সকল পিরামিড্ রাজাদিগের সমাধি মন্দির ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ ইহাদিগের প্রকোষ্ঠ মধ্যে ঔষধাদি দ্বারা পরিরক্ষিত রাজগণের মৃত শরীর প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন মৈসরেরা যে বিপুল ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, এই স্তম্ভ সকল তাহার সম্পূর্ণ পরিচায়ক। পিরামিড্ সকল অত্যাশ্চর্য্য মানবকীর্ত্তির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। মৈসরেরা তাঁহাদিগের গৃহ-ভিত্তি ও দেবমন্দিরের সর্ব্বাংশে যে সকল বিষয় চিত্রিত ও খোদিত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন, তদ্দর্শনে উহাদিগের আচার, ব্যবহারও ইতিবৃত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে মৈসরেরা পারসীকদিগের দ্বারা পরাজিত হন, পরে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাও মিসরজয় করিয়াছিল। এই-রূপে মিসরের প্রাচীন সমৃদ্ধি লোপ হয়। অধুনা এখানে একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা আছেন। তিনি নামে তুরস্কের সুলতানের অধীন, তাঁহার উপাধি "খেদিব"।

ব্যাবিলন—আসিয়িক তুরস্কের অন্তর্গত ইউফ্রেটীস্ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ইহা ব্যাবিলোনিয়া নামক রাজ্যের রাজধানী। অধুনা ইহার কোন চিহ্ন নাই।

যাবা—ভারতমহাসাগরীয় একটী দ্বীপ। ইহার রাজধানী বটেভিয়া। ধান্য, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি এই স্থানে জন্মিয়া থাকে। তত্রস্থ ইতিহাস লেখকেরা কহেন যে ৭৫ পূঃ খৃঃ অব্দে যাবা বাসীরা ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

উক্ত দ্বীপের প্রচলিত ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর মাত্র। ইহা ভিন্ন এই স্থানে হিন্দুধর্ম্মের যে সম্পূর্ণ প্রচার হইয়াছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একজন চীন দেশীয় ভ্রমণকারীর লিখিত বৃত্তান্তে জানা যায়, যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যাবা দ্বীপ হিন্দুদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে আমি হিন্দু নাবিক পরিচালিত পোত সকল, সিংহল ও যাবা হইয়া চীন যাই-তেছে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। যাবায় একটী হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত ছিল, পরে মুসলমানেরা উহা অধিকার করে। এক্ষণে উহা হলণ্ড দেশের অধিকৃত। এ পর্য্যন্ত সন্নিকটবর্ত্তী বালি দ্বীপে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তথায় আমাদিগের ন্যায় জাতিভেদ ও পুরাতন সহমরণ প্রথা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বতন হিন্দুরা সমুদ্র যাত্রায় সঙ্কোচ বা সমাজচ্যুতির ভয় করিতেন না।

আবু পাহাড় বা আবু গিরি—রাজপুতানা রাজ্যে সিরোহী প্রদেশে অবস্থিত। ইহা জৈনদিগের তীর্থস্থান। এই পর্ব্বতের উপরি ভাগে একটী নগর আছে, তথাকার জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যপ্রদ।

ইলোরা——ইহা একটী নগর, নিজাম রাজ্যে অবস্থিত। ইহার পার্ব্বতীয় ভাগে পর্ব্বত মধ্য খোদিত করিয়া যে সকল দেব মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষস্থ অপরাপর ঈদৃশ মন্দির অপেক্ষা বহ্বায়ত ও সুঘঠিত। ঐ মন্দির সকল বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত। তন্মধ্যে অনেক বৌদ্ধ প্রতিমা অবস্থাপিত ছিল। বৌদ্ধেরা হীন প্রতাপ হইলে, হিন্দুরা মন্দির সকল অধিকার পূর্ব্বক বৌদ্ধ প্রতিমা নষ্ট করিয়া

তত্তৎস্থলে আপনাদের দেববিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। হিন্দুরা ঐ সকল মন্দির প্রশস্তায়তন করিয়া উচ্চ ও সুঘঠিত করেন, তাহা অতি চমৎকারজনক ও শিল্প-নৈপুণ্য-ব্যঞ্জক।

উজ্জয়িনী—সিন্ধিয়া রাজ্যে শিপ্রা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। গোয়ালিয়র হইতে প্রায় ১৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম। ইহা হিন্দুদিগের সাতটী পবিত্র নগরের অন্যতম। অপর ছয়টার নাম যথাক্রমে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী ও দ্বারবতী। উজ্জয়িনীর আর একটী নাম অবন্তিকা। ইহা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। ৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হয়। তৎপ্রচারিত সংবৎ নামক শাক এপর্য্যন্ত চলিতেছে। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন এবং ভারতবর্ষের সকল স্থানাগত বিদ্যা-বিশারদ জনগণের গুণোচিত পুরস্কার করিতেন। বিক্রমাদিত্য ব্যতীত, শালিবাহন ও ভোজরাজ নামক দুই জন বিখ্যাত নামা নরপতি উজ্জয়িনীর রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শালিবাহনের শাক অদ্যাপি চলিতেছে, সেই শাক শকাব্দা নামে খ্যাত। তাহা ৭৭ খৃঃঅব্দে আরম্ভ হয়, বর্ত্তমান শকাব্দা ১৮০৪। ভোজ রাজা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শেষে ধারাবার নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের ১৩৪ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন।

জুডিয়া—আসিয়িক তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশের একটী ভাগ। ইহার বৃত্তান্ত বাইবেল নামক ধর্ম্ম পুস্তকে সবিশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জুডিয়ায় বেথলেহেম নগরে

মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্ত-য়িতা। এইরূপ কথিত আছে যে উঁহার সেণ্টটমাস্ নামক একজন শিষ্য প্রথমে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করেন।

কাশ্মীর—অতি প্রাচীন প্রধান রাজ্য, ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত। এস্থলের জল বায়ু উত্তম ও দৃশ্য অতি চমৎ-কার। কাশ্মীরের ইতিহাসের নাম রাজতরঙ্গিণী, তাহাতে অনেক প্রাচীন কালের বিবরণ প্রকটিত আছে। রাজ-তরঙ্গিণী ভিন্ন হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। কাশ্মীর রাজ্য ১০১৫ খৃঃঅব্দে সুলতান মহম্মদ গজ-নবী কর্ত্তৃক বিজিত হয়।

কলিঞ্জর বা বুন্দেলখণ্ড—ইহার এক দিকে যমুনা নদী ও অপর দিকে সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ। ইহাতে যে রাজারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা সূর্য্য বংশ প্রসূত। এক্ষণে বুন্দেলখণ্ড একটী করদ রাজ্য, ইহার প্রধান স্থান ঝান্সী।

মিবার—রাজপুতানার অন্তর্গত। উদয়পুর ইহার বর্ত্তমান রাজধানী। প্রাচীন রাজধানী চিতোর। এই রাজ্যের রাজগণের উপাধি রাণা, তাঁহারা সূর্য্যবংশ সম্ভূত।

আজমীর—রাজপুতানার অন্তর্গত। তুয়ার বংশীয় রাজা পৃথ্বীরায়ের সময়ে দিল্লী ও আজমীর এই উভয় রাজ্য এক-ত্রিত ছিল। এক্ষণে আজমীর বিভাগ ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও গবর্ণর জেনেরলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বাধীন। প্রধান নগর আজমীর।

যশল্মীয়ার—রাজপুতানার অন্তর্গত। এই রাজ্যটী এখ-নও বর্ত্তমান আছে। যদুবংশীয় রাজারা খৃষ্টীয় অষ্টম শতা-

ন্দীর প্রথমে এই রাজ্য লাভ করেন। উক্ত যদুবংশোদ্ভবেরা ভট্টিজাতি নামে প্রসিদ্ধ।

জয়পুর—রাজপুতানার অন্তর্গত। এই রাজ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার প্রধান নগর জয়পুর। অম্বর প্রাচীন রাজধানী। সূর্য্য বংশীয়েরা এই রাজ্য লাভ করেন। জয়পুর রাজ্য, অম্বর বা ঢুণ্ডার এই দুই নামেও পরিচিত।

অতি প্রাচীন কালে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে পাণ্ড্য ও চোল নামে দুইটী রাজ্য ছিল। এই দুই রাজ্য দ্রাবিড় দেশের অন্তর্ভূত। অযোধ্যা হইতে পাণ্ড্য নামক এক ব্যক্তি পূঃ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এই রাজ্য স্থাপিত করেন। ইনি উচ্চবংশ সম্ভূত ছিলেন না, পরন্তু কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। পাণ্ড্যবংশীয় রাজারা সমধিক প্রতাপান্বিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন রোমের সম্রাট অগষ্টসের নিকট দূত প্রেরণ করেন। মদুরা নগর ইহাঁদিগের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্যবংশের শেষ হইলে, নায়কান বংশীয়েরা তথায় রাজত্ব করেন। মদুরা নগর সেই সময়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। ১৭৩৬ খৃঃঅব্দে আর্কাডুর নবাব কর্ত্তৃক পাণ্ড্য রাজ্য বিজিত হয়। চোল রাজ্যের স্থাপয়িতার নাম তয়মনলাল। ইনি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আসিয়া এই রাজ্য স্থাপিত করেন। ৩৫০ পূঃ খৃঃ হইতে ২১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত চোল রাজ্য পাণ্ড্য রাজ্যের সহিত সম্মিলিত ছিল। পরে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে, এবং তাঞ্জোর নগর এই সময়ে চোল রাজ্যের রাজধানী হয়। প্রসিদ্ধ কাঞ্চী (কাঞ্চিবরম) প্রথমে এই

রাজ্যের রাজধানী ছিল। পরে চোল রাজ্য মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত হইয়া তাঞ্জোর রাজ্য নামে অভিহিত হয়।

চের রাজ্য—ত্রিবাঙ্কোড়, মলবারের কিয়দংশ ও মহীসুরের পশ্চিমাংশ লইয়া চের রাজ্য পরিগণিত। ইহার স্থিতিকাল খৃষ্টীয় ১ ম শতাব্দী হইতে সহস্র বৎসর।

কেরল রাজ্য—মলবারেব কিয়দংশ ও কানাড়া লইয়া পূর্ব্বকালে এই রাজ্য সঙ্ঘটিত হয়। কথিত আছে, পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই রাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই রাজ্যেব দক্ষিণাংশ কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্তহয়, তম্মধ্যে কালিকট বা কলিকট্ট একটী। ১৪৯৮ খৃঃঅব্দে জামরিনদিগের রাজত্ব সময়ে ভাস্কোডিগামা নামক পর্টুগাল দেশীয় নাবিক কালিকটে উপস্থিত হয়েন। জামরিনেরা ১৭৬৬ খৃঃঅব্দে হায়দরআলির কালিকট আক্রমণ কাল পর্য্যন্ত তথায়ং রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাম্বুরীরা ইংরাজী ভাষায় জামরিন নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কেরল রাজ্যের কিয়দংশ বিজয় নগর রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

কর্ণাট—চের রাজ্যের অধিকৃত ভূভাগের উত্তরাংশ কর্ণাট রাজ্য। ইহাতে বোধ হয় কর্ণাট রাজ্য চের রাজ্যের রাজাদিগের দ্বারা এক সময়ে পরাভূত হইয়া ঐ রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হয়। দ্বারসমুদ্র এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। বল্লাল বংশীয় রাজপুতেরা কর্ণাটে রাজ্য বিস্তার করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা তৈলঙ্গ দেশেরও কিয়দংশ আপনাদিগের অধিকার ভুক্ত করেন। বল্লাল বংশীয় রাজারা জৈনধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু তদ্বংশীয় বিষ্ণুবর্দ্ধন

নামক জনৈক রাজা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা এই রাজ্য জয় করেন।

অন্ধ্র রাজ্য—দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত অন্ধ্র বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব ছিল। অন্ধ্র দেশ তৈলঙ্গেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী। এই রাজ্যের রাজধানী বরঙ্গুল নগর হায়দরাবাদের প্রায় ৪০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। বোধ হয় মগধের অন্ধ্রবংশীয় রাজারা এই বংশ-সম্ভূত হইবেন। ১৩২৩ খৃঃ অব্দে বরঙ্গুল মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। পরিশেষে ১৪৩৫ খৃঃ অব্দে আহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক এই রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

মহারাষ্ট্র—এই দেশের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। এই দেশ কর্ণাটের উত্তরে অবস্থিত। দেবগিরি এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগর যদুবংশীয় রাজাদিগের দ্বারা স্থাপিত। উহা মুসলমানদিগের অধিকারের পর দৌলতাবাদ নাম ধারণ করিয়াছে। মহম্মদ তোগলক এই নাম প্রদান করেন ও এই নগর রাজধানী করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে উক্ত নগর অল্প সময়ের নিমিত্ত তাঁহার রাজধানীও ছিল। এই দেশের আর একটী প্রধান নগরের নাম কল্যাণ; চালুক্য বংশীয় রাজাদিগের কর্ত্তৃক স্থাপিত। দৌলতাবাদ বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত।

উড়িষ্যা—এইটী ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন রাজ্য। বর্ত্তমান সময়ে ইহা বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন। ইহাতে কটক, পুরী ও বালেশ্বর তিনটী জেলা

ও কতকগুলি করদ মহল আছে। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অতীব অস্পষ্ট। অশোকের সময় এই দেশটী মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, পরে কেশরী বংশের অধীন হয়। ৪৭৩ খৃঃ অঃ হইতে ১১৩১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই দেশটী উক্ত বংশীয়দিগের অধীন থাকে। যযাতিকেশরী এই বংশের প্রথম রাজা। ইহাঁরা শিবভক্ত ছিলেন এবং ইহাঁদিগেরই রাজত্ব কালে উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির সকল নির্ম্মিত হয়। কেশরী বংশের শেষ হইলে, গঙ্গা বংশীয়েরা উড়িষ্যায় রাজ্য করেন। ঐ বংশীয় রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময় জগন্নাথ দেবের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে বঙ্গাধিপতির সেনাপতি প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় অত্রত্য শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেবকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। উড়িষ্যার প্রাচীন নাম উৎকল।

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে মোগলাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

মক্কা—আরব দেশের একটী নগর। মুসলমান ধর্ম্ম সংস্থাপক মহম্মদ ৫৬৯ খৃঃ অব্দে এই নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, আমি সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর কর্ত্তৃক ভুজবলে সত্য ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছি এবং তিনি আমাকে কোরান নামে একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। অনন্তর তিনি স্বকীয় বুদ্ধি বলে স্বদেশের লোকদিগকে স্বমতে আনয়ন পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে তিনি আপনার পরিবার বর্গকে নিজ মত গ্রহণ করাইয়াছিলেন। প্রাচীন মতাবলম্বীরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণ বধের সঙ্কল্প করিলে, তিনি ৬২২ খৃঃ অব্দে মদিনায় পলায়ন করেন। তদীয় পলায়ন দিবস হইতে হিজিরা শকের আরম্ভ হয়। তথায় অনেকে আগ্রহের সহিত তাঁহার মত গ্রহণ করিলে ক্রমশঃ তিনি মদিনায় রাজা হইয়া উঠিলেন। এবং আপনার শিষ্যদিগকে কহিলেন যে সত্য ধর্ম্ম প্রচার জন্য তরবারি গ্রহণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তিনি আরও কহিলেন ঈশ্বরাভিপ্রেত এই মহৎ কার্য্য সাধনের

নিমিত্ত যাঁহারা সমরশায়ী হইবেন তাঁহারা স্বর্গধামে গমন পূর্ব্বক বিবিধ সুখ-সেব্য দ্রব্য সম্ভোগে কজ্জলনয়না স্বর্গ-কন্যাগণের সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করিবেন এবং যাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কবিবেন, তাঁহাদিগকে পর-কালে অনন্ত নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। সাহসী ও সমরপ্রিয় আরবেরা সম্পূর্ণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল এবং আরব দেশ শীঘ্রই মহম্মদের করকব-লিত হইল। মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মুসলমান অর্থাৎ ভক্ত ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে কাফর অর্থাৎ ধর্ম্ম ভ্রষ্ট বলিয়া অভিহিত করেন। আরবেরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে সাকার দেব দেবীর আরাধনা করিত। ১০ম হিজিরাব্দে (৬৩২ খৃঃ অঃ) মহম্মদের মৃত্যু হয়। আরবীযেরা এরূপ পরাক্রান্ত হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর অল্প কাল পরেই ইউরোপ ও আসিয়ার অনেক দেশে মুসলমানেরা জয়পতাকা উড্ডীন করেন। মহম্মদ স্বভাবতই ঈশ্বর চিন্তা পরায়ণ ছিলেন, তিনি অবসর সময়ে হিরা পর্ব্বতের গুহায় আসীন হইয়া ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন এবং কিরূপে স্বমতের সুপ্রচার হইবে সতত সেই চিন্তা করিতেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও নিরাকার এবং তাঁহার আরা-ধনাই মনুষ্যের একমাত্র অবলম্বন।

খোরাসান—পারস্য-রাজ্যের একটী বিভাগ। এই প্রদেশ হিজিরা শকের প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক বিজিত হয়।

তাতার—মধ্য আসিয়ার একটী দেশ। জৈহুন ও সৈহুন নদীদ্বয় এই দেশ দিয়া প্রবাহিত। সমরকণ্ড ও বোখারা

ইহার প্রধান নগর। এই দেশ সুবিখ্যাত তৈমুরলঙ্গের রাজ্য ছিল। * খলিপা হারুন্ অল্ রসিদের মৃত্যুর পর মুসলমান রাজ্য স্ব স্ব প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া উঠে। ঐ সময়ে ইসমেল্‌সামনি নামক জনৈক মুসলমান-সর্দ্দার বোথারায় রাজত্ব স্থাপন করেন। তদ্বংশীয়েরা ঐ স্থানে ১২০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ বংশীয় পঞ্চম রাজার আলপ্তগিন নামে এক জন ক্রীতদাস ছিল। ইনিই গিজনী রাজ্যের স্থাপয়িতা।

লঘমন্—এই স্থানটী আফগান রাজ্যের অন্তর্গত এবং পেশোর ও কাবুলের মধ্যস্থিত। গিজনী রাজ সবক্তগিন ও জয়পাল এই স্থানে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়েন, কিন্তু হঠাৎ জল, প্রবলবাত্যা ও বজ্রপাত হওয়ায় জয়পালের সৈন্তেরা ভীত হইল এবং জয়পাল সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

পেশোর—পঞ্জাব প্রদেশের পেশোর জেলার প্রধান নগর। এই স্থানটী অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে একটী সেনা-নিবেশ আছে। এই স্থানে সুলতান মামুদের সহিত তাঁহার পিতৃশত্রু জয়পালের যুদ্ধ হয় (১০০১ খৃঃ অঃ)। লাহোরাধি-পতি জয়পাল পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়া রাজস্ব প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে, মুক্তি লাভ করেন। তিনি পরা-ভবহেতু অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি প্রবেশ দ্বারা দেহ ত্যাগ করেন। ১০০৮ খৃঃঅব্দে সুলতান মামুদ জয়-পালের পুত্র অনঙ্গপালকে এই স্থানে পরাস্ত করেন।

মুল্‌তান—পঞ্জাব প্রদেশে স্বনাম বিখ্যাত জেলার

---

* মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণকে খলিপা কহে।

প্রধান নগর। চেনাব্ (চন্দ্রভাগা) নদীর পূর্ব্বতীরে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহাতে একটী সেনানিবেশ আছে। 'এই নগর একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। ১০০৫ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ মুলতানের শাসনকর্ত্তা দাউদকে আক্রমণ করেন, পরে ১০১০ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে পরাজয় ও বন্দী করিয়া মুলতান গ্রহণ করেন।

নগরকোট বা কাঙ্গারা—ইহা বহুকাল হইতে হিমালয়স্থ একটী পার্ব্বতীয় দুর্গ। ইহা পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত। ১০০৮ খৃঃঅব্দে সুলতান মামুদ এই স্থান অধিকার পূর্ব্বক অত্রত্য হিন্দুদের দেবমন্দির হস্তগত করেন। এই দেবালয়ে বহুল স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকাদি সঞ্চিত ছিল। সুলতান মামুদ তৎসমুদায় হস্তগত করিয়া লইয়া যান।

থানেশ্বর—(পূর্ব্বেদেখ) ১০১১ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ এই স্থান অধিকার করিয়া অত্রত্য দেবালয় সমূহ হইতে যথেষ্ট ধন লুণ্ঠন পূর্ব্বক কতকগুলি বন্দীর সহিত গিজনী নগরে প্রেরণ করেন।

কনোজ—(পূর্ব্বেদেখ) ১০১৭ বা ১০১৮ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ কনোজ আক্রমণ করেন। কনোজরাজ বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বন্ধুতা করেন, তাহাতে সুলতান ঐ রাজ্যের কোন অপকার না করিয়া মথুরা আক্রমণ পূর্ব্বক তাহা অধিকার ও লুণ্ঠন করেন।

কালিঞ্জর—(পূর্ব্বে দেখ) কনোজ রাজ সুলতান মামুদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, কালিঞ্জররাজ তাঁহাকে বিনষ্ট করেন; এই জন্য মামুদ ১০২২ খৃঃ অব্দে এই রাজ্য আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ হইতে পরি-

ত্রাণ করিবার নিমিত্ত অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়-পাল কালিঞ্জরের রাজাকে সাহায্য করেন, তাহাতে জয়-পালের সহিত মামুদের যুদ্ধ ঘটিলে জয়পাল পরাজিত হন ও লাহোর রাজ্য মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সুল-তান তৎপরে লাহোরে একজন প্রতিনিধি রাখিয়া তথাকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই ঘটনাকে ভারতবর্ষে মুসল-মান রাজ্য সংস্থাপনের প্রথম সূত্রপাত বলিতে হইবে। ১০২৪ খৃঃ অব্দে কালিঞ্জর ও গোয়ালিয়ারের রাজারা সুল-তানের বশ্যতা স্বীকার করেন।

সোমনাথ—গুজরাট প্রদেশে ডিউ হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ দূরে সাগরকূলে সোমনাথ দেবের মন্দির ছিল। ১০২৪ খৃঃ-অব্দে বা ১০২৬—২৭ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ এই হিন্দু-দেবালয় অধিকার পূর্ব্বক যথেষ্ট ধন সংগ্রহ করেন।

গিজনী—আফ্‌গানিস্থানের একটী নগর। স্বনাম বিখ্যাত নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানটী পর্ব্বতোপরি স্থিত।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তিরৌরি—এই স্থানটী থানেশ্বর হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে ১১৯১ খৃঃ অব্দে তুয়ার বংশীয় দিল্লীরাজ পৃথ্বীরায়ের সহিত মহম্মদঘোরীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পরাস্ত হন। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে পুনরায় এই স্থানে সমবেত রাজপুত সৈন্য ও রাজাদিগের সহিত পৃথ্বীরায় মহম্মদঘোরীর নিকট পরাজিত ও তাঁহার হস্তে নিহত হন।

চন্দ্রবর—গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী দোয়াব প্রদেশে অবস্থিত। এই স্থানে ১১৯৪ খৃঃঅব্দে মহম্মদ ঘোরী রাঠোর বংশীয় কনোজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করেন। মহম্মদ ঘোরী কনোজ রাজ্য অধিকার করেন এবং এই অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই একটী প্রাচীন রাজ্য একেবারে উৎসন্ন হয়। তৎপরে রাঠোরেরা রাজপুতানায় যাইয়া যোধপুর (মাড়োয়ার) রাজ্য সংস্থাপন করেন, ঐ রাজ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত রাজ্যের রাজারা রাঠোর বংশোদ্ভব।

বেহার ও বাঙ্গালা—(পূর্ব্বে দেখ) ১২০২—১২০৩ খৃঃ অব্দে কুতুবউদ্দিনের সেনানী বক্তিয়ার খিলিজী এই দুই প্রদেশ অধিকার করেন। বৃদ্ধরাজা লাক্ষণেয় সেন মুসলমানদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পলায়ন করেন। ইনি সেন বংশের শেষ রাজা। আদিশূর ও বল্লালসেন এই বংশের প্রধান রাজা ছিলেন। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সুপণ্ডিত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে অনুচর পাঁচজন কায়স্থের সহিত বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ যথা (১) ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, (২) শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, (৩) কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, (৪) সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ, (৫) বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়। কায়স্থ যথা (১) মকরন্দ ঘোষ, (২) কালিদাস মিত্র, (৩) দশরথ গুহ, (৪) দাশরথি বসু, (৫) পুরুষোত্তম দত্ত। বল্লাল সেন উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সন্তানগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপিত করিয়া যান।

রিন্তাম্বুর—রাজপুতানা রাজ্যে জয়পুরের অন্তর্গত একটী দুর্গ। সম্রাট আলতমাস এই দুর্গটী আক্রমণ করেন। ১২২৬

খৃঃঅব্দে জেলালুদ্দিন খিলিজী একবার এই স্থান আক্রমণ এবং ১৩০০ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দিন ঐ দুর্গটী পরাজয় করেন।

উজ্জয়িনী—(পূর্ব্বে দেখ) আলতমাস এই নগর আক্রমণ করিয়া তথাকার সুবিখ্যাত মহাকালের মন্দির নষ্ট করেন। এই মন্দির রাজা বিক্রমাদিত্যের স্থাপিত।

দেবগিরি বা দৌলতাবাদ—(পূর্ব্বেদেখ) ১২৯৪ খৃঃঅব্দে জেলালুউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন ঐ স্থান আক্রমণ করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে মুসলমানদিগের দাক্ষিণাত্যে প্রথম প্রবেশ হয়। আলাউদ্দিন গমন করিলে রাজা রাম-দেব ভীত হইয়া সন্ধিস্থাপন করেন এবং উনিও প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু আলাউদ্দিন স্বয়ং সম্রাট্ হইয়া সেনানী মল্লিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্য পরাজয় করিতে প্রেরণ করেন এবং সেই সময়ে দেবগিরিরাজ বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হন। ১৩০৬ খৃঃ অব্দে রামদেবের পুত্র স্বাধীন ভাব গ্রহণ করায়, কাফুর ১৩১২ খৃঃ অব্দে পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করেন ও তাঁহাকে নিহিত করিয়া মহারাষ্ট্ররাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। মহম্মদ তোগলক দেবগিরি নগরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া এই নগরকে অল্প সময়ের নিমিত্ত রাজধানী করিয়া ইহার নাম দৌলতাবাদ রাখেন।

গুজরাট—(পূর্ব্বে দেখ) ১২৯৭ খৃঃঅব্দে এই রাজ্য আলা-উদ্দিনের সেনানী কর্তৃক পরাজিত হয়। রাজমহিষী কমলা-দেবী ও রাজকন্যা দেবলদেবী দিল্লীতে আনীতা হন। তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। পরে আলা-উদ্দিনের পুত্রের সহিত দেবলদেবীর বিবাহ হয়।

চিতোর—রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর বা মিবারের

মধ্যস্থিত একটী নগর। এই নগরে একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এই নগর আগরা হইতে প্রায় ১৩৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ১৩০৩ খৃঃঅব্দে আলাউদ্দীন এই দুর্গ আক্রমণ করেন। রাজা নিহত হন এবং রাণী পদ্মিনী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ অনলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। আলাউদ্দিন এই স্থান ধ্বংস করিয়া প্রত্যাগমন করেন।

তৈলঙ্গ—( পূর্ব্বে দেখ ) বরঙ্গল এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। কাফুর ১৩০৯ খৃঃ অব্দে এই রাজ্য আক্রমণ ও তত্রত্য রাজাকে কর দিতে বাধ্য করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। পুনরায় ১৩২৩ খৃঃ অব্দে মহম্মদতোগলক এই রাজ্য পরাজয় করেন।

কর্ণাট—( পূর্ব্বে দেখ ) ১৩১০ খৃঃঅব্দে কাফুর এই রাজ্য আক্রমণ করেন। কর্ণাটের রাজধানী দ্বারসমুদ্র আক্রমণ করিলে, রাজা বল্লালদেব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন এবং পরিশেষে পরাজিত হইয়া বন্দীকৃত হন। ইহাঁ হইতেই বল্লাল বংশের শেষ হয়।

রামেশ্বর—এই ক্ষুদ্র দ্বীপটী সিংহল ও দক্ষিণ উপদ্বীপের মধ্যস্থিত। মল্লিক কাফুর এই স্থানে তাঁহার দাক্ষিণাত্য জয়ের চিহ্ন স্বরূপ একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিল্লী প্রস্থান করেন।

বাঙ্গলা—( পূর্ব্বে দেখ ) মহম্মদতোগলকের সময়ে ১৩৩৮ খৃঃঅব্দে বাঙ্গলা স্বাধীন হয় এবং ঐ স্বাধীনতা ২৩৯ বৎসর স্থায়ী হয়।

বিজয় নগর—দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। ১৩৪৪ খৃঃ অব্দে

এই স্থানে একটী হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। অধুনা বিজয় নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র পতিত রহিয়াছে।

গোলকুণ্ডা—হায়দরাবাদ হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই নগরের নিকট গোলকুণ্ডার হিন্দু রাজগণের রাজধানী প্রাচীন গোলকুণ্ডার ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। গোলকুণ্ডা হীরকের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। বিজয়নগরে হিন্দু রাজ্য স্থাপনকালে এই স্থলেও একটী হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

বামনি রাজ্য—নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণস্থ কতিপয় স্থান লইয়া এই রাজ্য সঙ্ঘটিত হয়। দাক্ষিণাত্যস্থিত আমিরেরা গুজরাট বাসী কতকগুলি বিদ্রোহী মোগলকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক কুপিত হইয়া অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে, বিদ্রোহ উত্থিত হয়। সেই বিদ্রোহে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রথমে ইসমেল্ খাঁ নামক জনৈক আফগান এই রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু জাফর খাঁর বুদ্ধি কৌশলে এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায় তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন পদ ত্যাগ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জাফর খাঁ বামনি রাজ্যের স্থাপয়িতা। জাফর সামান্য বংশোদ্ভব ছিলেন। গঙ্গনামক জনৈকহিন্দু জাফরের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। তিনিও সম্রাটের অনুগ্রহে ক্রমে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করেন এবং রাজা হইয়া সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন এই উপাধি ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ উক্ত নামে "গঙ্গ বামনি" এইটী যোগ করিয়া দেন।

তন্নিমিত্ত হোসেন গঙ্গ স্থাপিত রাজ্যকে বামনি রাজ্য কহে। ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে এই প্রথম মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। বামনি রাজ্য এক সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিল। ১৪৮৯ খৃঃঅব্দ হইতে ১৫১২খৃঃ অব্দের মধ্যে এই রাজ্যটী বিছিন্ন হইয়া পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। যথা—(১) বিজাপুরে ইউসফ্ আদিল সাহ একটী রাজ্য স্থাপন করেন, সেই রাজ্যটী আদিলসাহী বলিয়া পরিচিত। (২) আহম্মদ নগরে আহম্মদ নিজাম কর্ত্তৃক একটী রাজ্য স্থাপিত হয়, সেইটী নিজামসাহী বলিয়া পরিচিত। (৩) ইমাদ উলমুলুক কর্ত্তৃক বিরারে একটী রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহা ইমাদসাহী বলিয়া পরিচিত। (৪) কুলীকুতব কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডায় কুতবসাহী রাজ্য স্থাপিত হয়। (৫) আহম্মদ বিরিদ্ কর্ত্তৃক বিদরে বিরিদ্সাহী রাজ্য স্থাপিত হয়।

বিজাপুর—সেতারার মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা অতিশয় মন্দ।

আহম্মদ নগর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণে স্বনাম জেলার প্রধান নগর। বরদা হইতে প্রায় ৪৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

বিরার—নিজাম রাজ্যে অবস্থিত। এই স্থানে কার্পাস যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

বিদর—ইহা নিজাম রাজ্যে অবস্থিত, হায়দরাবাদ হইতে প্রায় ৩৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। এই স্থলে মিশ্রিত ধাতুর নানা প্রকার পাত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা "বিদ্রী" নামে প্রসিদ্ধ।

জৌনপুর—উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বারাণসী বিভাগে স্ব-নামবিখ্যাত জেলার প্রধান নগর। তোগলক বংশের শেষ সম্রাট্ তৃতীয় মহম্মদতোগলকের মন্ত্রী খোজা জেহান ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে জৌনপুরে একটী রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে তোগলক বংশ হীনাবস্থ হয়।

খান্দেশ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জেলা। খোজা জেহানের জৌনপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কালে, নাজির খাঁ ঐ স্থানে একটী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপিত করেন।

দিল্লী—(পূর্ব্বে দেখ) ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে আমির তৈমুর-লঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করেন। ইনি তুরস্ক-জাতীয়, সমরকণ্ড নগরের নিকট জন্মগ্রহণ করেন এবং চৌত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সমরকণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সমস্ত মধ্য আসিয়া আয়ত্তীকৃত করিয়া তিনি স্বীয় পৌত্র পীর মহম্মদকে প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। পীর মহম্মদকে অবাধে কার্য্য করিতে অসমর্থ দেখিয়া তিনি স্বয়ং তাঁহার সহায়তার জন্য ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইনিও মহাবীর আলেক্জণ্ডারের ন্যায় সিন্ধুনদ পার হইয়া নানা স্থান লুণ্ঠন পূর্ব্বক ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে ১২ ই সেপ্টেম্বর দিল্লী নগরে উপস্থিত হন। ৩য় মহম্মদ তোগলক পরাস্ত হইয়া গুজরাট পলায়ন করেন। তৈমুর ক্রমাগত পাঁচ দিবস লুণ্ঠন ও মনুষ্য-হত্যা করিয়া এই নগর ত্যাগ করেন। প্রতিগমনকালে মিরট নগরে অনেকলোক বিনাশ পূর্ব্বক ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে সিন্ধুনদ পার হইয়া চলিয়া যান।

মিবার বা চিতোর—(পূর্ব্বে দেখ) গুজরাটরাজ কুতুব-শাহ মালবরাজ মামুদের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া ১৪৫৬

খৃঃ অব্দে মিবার আক্রমণ করেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা কহেন যে, এই আক্রমণে মিবার মামুদের হস্তগত হয় এবং হিন্দু লেখকেরা বলেন যে হিন্দুরা জয় লাভ করেন।

গার্ণল—গুজরাটের অন্তর্গত কাটীগর উপদ্বীপের অন্তর্গত একটী সুদৃঢ় দুর্গ। কুতুব সাহের ভ্রাতা সুবিখ্যাত মামুদসাহ ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে গুজরাটের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং ১৪৬৯ খৃঃ অব্দে এই দুর্গটী আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয় বারে ঐ দুর্গটী অধিকার করেন। একজন হিন্দু রাজা ঐ স্থানের পূর্ব্বতন অধিকারী ছিলেন।

চম্পানিয়র—বরদা হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব। ইহা এক সময়ে গুইকবাড় রাজ্যের রাজধানী ছিল। অধুনা ইহার ধ্বংসাবশেষমাত্র পতিত রহিয়াছে। গুজরাটাধিপতি সুবিখ্যাত মামুদসাহ ১৪৮২ খৃঃ অব্দে চম্পানিয়রের হিন্দু রাজাকে আক্রমণ করেন। কথিত আছে, ষাটি হাজার রজঃপুত সৈন্য ইহার রক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ সজ্জীভূত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে অধিকাংশ কালগ্রাসে পতিত হইল। রাজা ও মন্ত্রিগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহারাও মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন।

মালব—ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রাচীন রাজ্য; নর্ম্মদা নদীর উত্তরাংশে বিস্তৃত। উজ্জয়িনী মালবের রাজধানী ছিল। মালবের যে অংশ বর্ত্তমান সিন্ধিয়া রাজ্যভুক্ত, উজ্জয়িনী সেই অংশে অবস্থিত। সুলতান দিলওয়ার খাঁ মালবে একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র

হোসঙ্গ, হোসঙ্গাবাদ নামক নগর স্থাপিত করেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে গুজরাটের রাজা বাহাদুর সাহ মালব পরাজয় করিয়া স্বরাজ্য ভুক্ত করেন। তখন ২য় মামুদ মালবের রাজা ছিলেন।

চন্দেরী—সিন্ধিয়া রাজ্যে অবস্থিত; গোয়ালিয়র হইতে প্রায় ৫২ ক্রোশ দক্ষিণ। এই নগরের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল নহে। মালবের শেষ রাজা ২য় মামুদের মন্ত্রী মেদিনী-রায় এই স্থানবাসী ছিলেন।

মাণ্ডু—মালবরাজ সুলতান দিলওয়ারখাঁ প্রথমে উজ্জয়িনী হইতে ধর, পরে মাণ্ডু নগরে রাজধানী করেন। এই নগর মালব দেশে অবস্থিত। ইন্দোর হইতে প্রায় ১৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম। মালবরাজ ২য় মামুদ স্বীয় মন্ত্রী মেদিনী রায়ের ক্ষমতা দর্শনে ভীত হইয়া গুজরাটে পলায়ন-পর হইয়া তত্রত্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে সুবিখ্যাত কুম্ভরাণার পৌত্র সঙ্গরাণা চিতোরের রাজা ছিলেন। পাছে মেদিনীরায় সঙ্গরাণার সহিত একত্রিত হইয়া চারিদিকে বিপদ্ উত্থাপিত করেন, এই ভয়ে মামুদ ও গুজরাটপতি উভয়ে সম্মিলিত হইয়া মাণ্ডু নগর আক্রমণ করেন। মুসল-মানেরা জয় লাভ করে ও মামুদ স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি ১৫১৯ খৃঃ অব্দে সঙ্গরাণাকর্ত্তৃক পরাস্ত হন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে মালব গুজরাটরাজ্যভুক্ত হয়।

# তৃতীয় অধ্যায়।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### মোগল অধিকার।

ফার্গনা—স্বাধীন তাতারের একটী প্রাচীন বিভাগ। ভারতবর্ষে মোগলরাজ্য-স্থাপয়িতা বাবর প্রথমে এই পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন।

পানিপথ—পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কর্ণাল জেলার একটী নগর। দিল্লী হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। এই স্থলে অনেকগুলি যুদ্ধ হইয়াছিল। বাবর এই স্থানে ১৫২৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ ইব্রাহিম্‌লোদিকে পরাস্ত করেন, সম্রাট্ও এই যুদ্ধে নিহত হন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দের মে মাসে বাবর দিল্লীর শূন্য সিংহাসন অধিকার করেন। এইটী পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।

ফতেপুর সিক্রী—উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় আগরা জেলার অন্তর্গত। আগরা হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ পশ্চিম। ১৫২৭ খৃঃ অব্দে বাবর বিখ্যাত সঙ্গরাণাকে এই স্থানে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে রজঃপুতেরা সমধিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল।

চন্দেরী—(পূর্ব্বে দেখ) ১৫২৯ খৃঃ অব্দে বাবর মেদিনী রায়কে পরাস্ত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

অযোধ্যা ও বেহার—(পূর্ব্বে দেখ) ১৫২৯ খৃঃ অব্দে বাবর এই দুই স্থান অধিকার করেন।

গুজরাট—(পূর্ব্বে দেখ) হুমায়ুন ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে গুজরাটের পরাক্রান্ত রাজা বাহাদুর সাহকে মাণ্ডিশোরের যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরে বাহাদুর সাহ পর্টুগিজদিগের সহিত একটী গোলযোগে লিপ্ত হইয়া ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চম্পানিয়র—(পূর্ব্বে দেখ) হুমায়ুন ১৫৩৫ খৃঃঅব্দে অত্রত্য দুর্গ আক্রমণ ও তথায় গুজরাট রাজ্যের যে ধন সঞ্চিত ছিল তাহা লুণ্ঠন করেন।

সাসিরাম—পাটনা বিভাগের সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত। বিখ্যাত সের খাঁ (আফ্‌গান্) এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্যাপিও সাসিরামে সেরখাঁর সমাধি বিদ্যমান আছে।

চুণার—এই নগরটী উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় মির্জাপুর জেলার অন্তর্গত। কাশী হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম। সম্রাট্ হুমায়ুন বক্‌সার যুদ্ধের পূর্ব্বে এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

রোটাস গড়—পাটনা বিভাগের সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত; পাটনা হইতে প্রায় ৫৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম। এই স্থানস্থিত একটি সুদৃঢ় দুর্গ মধ্যে সেরখাঁ ধন সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ রাখিয়া হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন।

বক্‌সার—সাহাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেসন। ১৫৩৯ খৃঃঅব্দে হুমায়ুন, সেরখাঁ কর্ত্তৃক এই স্থানে পরাস্ত হন। ইহার পরে

সেরখাঁ, সের সাহ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সাম্রাজ্য লাভ করিতে লোলুপ হন।

কনোজ—(পূর্ব্বে দেখ) এই স্থানের সন্নিকর্ষে ১৫৪০ খৃঃ অব্দে সেরসাহের সহিত হুমায়ুনের পুনরায় একটী যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কিছুদিনের নিমিত্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

অমরকোট—সিন্ধুদেশের অন্তর্গত একটী নগর, ইহার চারি দিক্ মরুভূমিময়। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে মোগলকুলতিলক সুবিখ্যাত আকবর, হুমায়ুনের সেই দুর্দ্দশার সময় এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। হুমায়ুনের মহিষী তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই।

মালব—(পূর্ব্বে দেখ) ১৫৪২ খৃঃ অব্দে সেরসাহ এই স্থান অধিকার করেন।

রেইসিন বা রাইসিন—উজ্জয়িনী হইতে প্রায় ৬২ ক্রোশ পূর্ব্ব। ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে সেরসাহ এই স্থানের দুর্গটী অধিকার করেন। এই দুর্গটী রাইসিন দুর্গ নামে খ্যাত।

চিতোর—(পূর্ব্বে দেখ) সেরসাহ ১৫৪৪ খৃঃ অব্দে ইহা পরাজয় করেন।

কালিঞ্জর—(পূর্ব্বে দেখ) সেরসাহ ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে এই স্থান আক্রমণ করেন। কিন্তু হঠাৎ কামান ফাটিয়া আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় এইস্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পানিপথ—( পূর্ব্বে দেখ ) ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে ৫ই নবেম্বর এই স্থানে সুরবংশীয় ৩য় সম্রাট্ সুলতান আদিল সাহের হিন্দু সেনানী হিমুর সহিত আকবর সাহের সৈন্যদিগের একটী তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিমু পরাস্ত হন ও আক-

ধর সাহ তাঁহার প্রাণ বধ করিতে ইচ্ছুক না হইলেও বাই-রাম তাঁহাকে বধ করেন। এইটী পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। ঐ খৃঃ অব্দে আকবার সাহ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

গরা—মধ্য ভারতবর্ষে জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য ছিল। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে তত্রত্য রাণী দুর্গাবতীকে সম্রাট্ আকবরের সেনানী আসফজা পরাস্ত করেন। তিনি শত্রু হস্তে পতিত হইবার ভয়ে আত্মঘাতিনী হন।

চিতোর—(পূর্ব্বে দেখ) ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে আকবর সাহ এই নগর অক্রমণ করেন। বিখ্যাত সঙ্গ রাণার পুত্র উদয়সিংহ চিতোরের রাজা ছিলেন। তিনি বেডনোরের রজঃপুত সর্দ্দার জয়মলের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়া পলায়ন করেন। জয়মল হত হইলে চিতোর বিধ্বস্ত হয়। ঐ সময় হইতে একটী নুতন নগর মিবার রাজ্যের রাজধানী হয় এবং তাহার স্থাপয়িতা উদয়সিংহের নামানুসারে ঐ নগর উদয়পুর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কথিত আছে, আকবর এই সময়ে চিতোরে ৭৪॥ মণ স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হন। সমস্ত রজঃপুত জাতিরা বিশেষতঃ মাড়ওয়ার বাসীরা তাহাদিগের বাণিজ্য বিষয়ক পত্রাদির উপরি ভাগে "৭৪॥" চিহ্ন ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, অপর ব্যক্তি যদি পত্র খুলিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে চিতোর নগরের হত্যাকাণ্ড জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। এই প্রথা এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত আছে।

বেডনোর—শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে প্রায় ৭৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। জয়মল এই স্থানের সামান্য রাজা ছিলেন। হায়দর আলি এক সময়ে এই স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন।

গুজরাট—(পূর্ব্বে দেখ) ১৫৭২ খৃঃ অব্দে আকবর এই রাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা—(পূর্ব্বে দেখ) সলিমান কররাণীর পুত্র দাউদ খাঁ আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিলে তিনি সম্রাটের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। যখন আকবর গুজরাট রাজ্য জয়াভিলাষে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দাউদ গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী একটী দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। আকবর তৎশ্রবণে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলে দুর্গটী তাঁহার হস্তগত হয় ও দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। দাউদ দিল্লীর অধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলে ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহা হইতেই ২৩৯ বৎসরের পর বাঙ্গালায় স্বাধীন রাজ্যের শেষ হয়। ইহার পরও অনেকবার আফ্গানেরা সম্রাট্‌কে পুনঃ পুনঃ উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। পরিশেষে ১৬০০ খৃঃ অব্দে তিনি আফ্গানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা দিল্লী রাজ্যভুক্ত করেন।

গাজিপুর—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে স্বনামবিখ্যাত জেলার প্রধান নগর; গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এস্থলের আতর ও গোলাপ জল অতিশয় প্রসিদ্ধ। লর্ড করণওয়ালিস্ এই স্থানে জীবন বিসর্জ্জন করেন ও সমাহিত হন।

গৌড়—(পূর্ব্বে দেখ) সম্রাট্ আকবর সাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা

দেশ আক্রমণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৬০ খৃঃ অব্দে মহামারী উপস্থিত হইয়া এই স্থানে অনেক লোকের মৃত্যু হয় ও প্রায় সেই সময় হইতে ইহা একেবারে উৎসন্ন হয়। এই প্রাচীন নগরটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭॥ ক্রোশ ছিল এবং বহুসংখ্যক রাজা এই স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই মহানগরী বিবিধ হর্ম্ম্যাদিতে অতিশয় সুশোভিত করিয়াছিলেন। প্রায় দুই শত বৎসর এই নগরটী বর্ত্তমান ছিল।

কাশ্মীর—(পূর্ব্বে দেখ) ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে আকবরের শ্যালক জয়পুররাজ এই স্থান অধিকার করেন।

সিন্ধু—(পূর্ব্বে দেখ) আকবর সাহ কর্ত্তৃক ১৫৯১ খৃঃ অব্দে এইস্থান অধিকৃত হয়।

কান্দাহার—আফ্‌গানি স্থানের একটী নগর এবং প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। কথিত আছে, মহাবীর আলেকৃজণ্ডার এই নগর স্থাপিত করেন। ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে আকবর এই স্থান পুনরাধিকার করেন।

তিল্লিকোটা—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সোলাপুর জেলার অন্তর্গত; বিজয় নগর হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তর। বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য সমধিক প্রবল হইলে, তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত বিজাপুর, আহম্মদ নগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের মুসলমান শাসন কর্ত্তারা ঐক্যমতাবলম্বনপূর্ব্বক এই রাজ্য আক্রমণের মানস করেন। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে ২৫ সে জানুয়ারি এই স্থানে একটী তুমুল সংগ্রাম হয়। বিজয় নগরের রামরাজা পরাস্ত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের পর হইতে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু পরাক্রম প্রায় অস্তমিত হয়।

চন্দ্রগিরি—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত; মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৩৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। রামরাজার ভ্রাতা পরে এই স্থান বিজয় নগর রাজ্যের রাজধানী করেন। তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তি ১৬৪০ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগকে একটুকু স্থান প্রদান করেন এবং ঐ স্থানোপরিই বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগর স্থাপিত হয়।

আহম্মদনগর—(পূর্ব্বে দেখ) ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে আহম্মদ নগরের রাজা বুরহান্ নিজাম সাহের মৃত্যু হইলে, রাজ্য মধ্যে চারিটী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দল সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রধান দলভুক্তেরা মোগলদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে আকবর ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে স্বীয় পুত্র মোরাদ ও বাইরাম খাঁর পুত্র মির্জা খাঁকে আহম্মদ নগর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। রাজা বাহাদুর নিজামসাহ প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না, সুলতান নিজাম সাহের কন্যা, নাবালকের পিতৃস্বসা বিখ্যাত চাঁদবিবি এই সময়ে অসাধারণ ক্ষমতার সহিত রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। বিজাপুরের আলিআদিলসাহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিধবা হইবার পর তিনি পিতৃ রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া বাহাদুরের রাজ্য শাসন করেন। পরিশেষে তিনি নবার্জ্জিত বিরার রাজ্য প্রদান করিয়া ১৫৯৬ খৃঃ অব্দে মোগলদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করেন। সোনপুতের যুদ্ধ শেষ হইলে পর ১৬০০ খৃঃ অব্দে আকবর স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাইয়া পুনরায় আহম্মদনগর আক্রমণার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আহম্মদনগর রাজ্য অন্তর্দ্রোহে নিরতিশয় পীড্যমান থাকিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি সন্ধির প্রস্তাব

করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, চাঁদবিবি ১৬০০ খৃঃ অব্দে শত্রুগণের প্রোৎসাহে সাধারণ লোক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। রাজা ও রাজপরিবারবর্গ বন্দীকৃত হইয়া গোয়ালিয়রে প্রেরিত হন। যদিও রাজধানী মোগলদিগের অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু ইহার ৩৭ বৎসর পরে আহম্মদনগর রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

সোনপুত—১৫৯৭ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে এই স্থানে বিজাপুর, আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সমবেত সৈন্যের সহিত মোগলদিগের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ ফল লাভ করিতে পারে নাই।

খান্দেশ—( পূর্ব্বে দেখ ) আকবর ১৬০০ খৃঃ অব্দে এই রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জাহাঙ্গীর হইতে মোগল বংশের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের কতিপয় ঘটনা।

আহম্মদ নগর—(পূর্ব্বে দেখ) সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় এই রাজ্য পুনরায় মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু পরাক্রান্ত অমাত্য মল্লিক আম্বরের বুদ্ধিকৌশলে উক্ত রাজ্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। পরে ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ যুবরাজ খরমকে (সাজেহান) মল্লিক আম্বরের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন, কিন্তু স্বয়ং এই ব্যাপারের তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত মাণ্ডু পর্য্যন্ত যান। আম্বর

সুযোগ না বুঝিয়া সন্ধি সংস্থাপন করেন। মল্লিক আম্বর সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, ১৬২১ খৃঃ অব্দে পুনরায় সাজেহান তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। সাজেহান অনেক কষ্টের পর তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন এবং অম্বর পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর নিয়মে সন্ধি সংস্থাপিত করেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে মল্লিক আম্বরের মৃত্যু হয়। মল্লিক আম্বর একজন আবিসিনীয়। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী, সুচতুর এবং রাজনীতিজ্ঞতায় একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। মল্লিক আম্বর, রাজা তোডর্‌মলের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে রাজস্ব বিষয়ক বন্দোবস্ত করেন। এইটী তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি! তিনি খির্‌কী নামক নগর সংস্থাপিত করেন। পরে আরঙ্গেব এই নগরের নাম আরঙ্গবাদ রাখেন। আম্বরের অধীনে মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারেরা বিশেষতঃ বিখ্যাত শিবজীর পিতা সাহজী সমধিক উন্নতি লাভ করেন।

বুরহান্‌পুর—এই নগরটী তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত। যুবরাজ খরম্‌ (সাজেহান) জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক মল্লিক আম্বরের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলে, এই স্থানে আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

উদয়পুর—(পূর্ব্বে দেখ) সাজেহান ১৬১৪ খৃঃ অব্দে এই স্থান অধিকার করেন। রাণা উদয়সিংহের পৌত্র ও বিখ্যাত রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ তখন চিতোরের অধিশ্বর ছিলেন। যদিও চিতোর রাজ্যটী পরাজিত হইল বটে, কিন্তু রাণারা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তথায় রাজ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে আট শত বৎসরের

পর চিতোরের রাণা বংশীয় রাজাদিগের স্বাধীনতার উচ্ছেদ সংসাধিত হয়।

আহম্মদনগর—(পূর্ব্বে দেখ) খাঁজেহান লোডী নামক জনৈক আফ্‌গান এই সময়ে সম্রাট্ সাজেহানের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে সামান্য লোক ছিলেন, পরে জাহাঙ্গিরের সময়ে সৈনিক কার্য্যে সুখ্যাতিলাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যে সুবেদার হন। তাঁহার দুর্ব্বৃত্ততায় সম্রাট্ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সম্রাটের সভায় আহুত হন ও তথায় আপনার জীবন বিষয়ে সন্দিহান হইয়া স্বসৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। সম্রাটের সৈন্যেরা তাঁহার পশ্চাদ্গামন করিল। তিনি বিজাপুর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হন এবং সেই সময়ে তাঁহার বন্ধু সাহজী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মোগলদিগের সহিত মিলিত হন। খাঁজেহান চম্বল নদীর তীরে পরাস্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া যান ও ১৬২৯ খৃঃ অব্দে আহম্মদনগর রাজ্যের সাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করেন। আহম্মদনগরের সৈন্য নিচয় দৌলতাবাদে পরাস্ত হইলে খাঁজেহান একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন ও পরে স্বদেশ যাইবার ইচ্ছায় উত্তরাঞ্চলে গমনকালে ১৬৩০ খৃঃ অব্দে বুন্দেলখণ্ডে নিহত হন। আহম্মদনগর রাজ্য আরও কিছু দিন জীবিত ছিল। মোগলদিগের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে বিজাপুররাজ এই রাজ্যের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের দমনার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মোগলেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কিছু দিন পরে উভয় পক্ষ ক্লিষ্ট হইয়া পরস্পর সন্ধি করিল। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধের

ফল এই যে, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে ১৫০ বৎসর অবস্থিতির পর আহম্মদনগর রাজ্যের ধ্বংস হয়। ইহার কতক অংশ বিজাপুর ও কতক অংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

চম্বল—ইহা যমুনার একটী উপনদী। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া মালব দেশ দিয়া প্রবাহিত।

কান্দাহার—(পূর্ব্বে দেখ) ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে এই রাজ্য সাজেহানের করকবলিত হয়। অত্রত্য শাসন কর্ত্তা আলীমর্দ্দান স্বীয় প্রভু পারস্যরাজের উপর বিরক্ত হইয়া এই রাজ্য মোগলদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। আলীমর্দ্দান পরে সাজেহান কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানিত হন। তিনি দিল্লীর নিকটে একটী খাল খনন করাইয়া তাহাতে আপন নাম সংযোগ করেন। সেই খাল দ্বারা তন্নিকটস্থ লোকদিগের কৃষি ইত্যাদি কার্য্যে যথেষ্ট উপকার হইতেছে।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—(পূর্ব্বে দেখ) ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে সম্রাটের পুত্র আরঞ্জেব দাক্ষিণাত্যের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন। এই সময়ে গোলকুণ্ডার রাজমন্ত্রী প্রসিদ্ধ মীরজুম্‌লা স্বীয় পুত্র প্রতি রাজার অসদ্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগলদিগের সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন ও সাজেহানের সচীব হন। আরঞ্জেব ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে গোলকুণ্ডা আক্রমণ ও হায়দরাবাদ অধিকার করেন। গোলকুণ্ডার রাজা সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হন। পর বৎসর মীরজুম্‌লা ও আরঞ্জেব একত্রিত হইয়া বিজাপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু সাজেহানের পীড়া শুনিয়া আরঞ্জেব রাজ্য লাভ লালসায় ত্বরিত পদে দিল্লী প্রস্থান করেন। পরে তিনি সম্রাট্ হইয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন পূর্ব্বক ১৬৮৬

খৃঃ অব্দে বিজাপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৯৭ বৎসরের পর ঐ রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। এই রূপে গোলকুণ্ডা রাজ্যও ১৭৫ বৎসর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে আরঞ্জেব কর্ত্তৃক বিজিত হয়। মীরজুম্‌লা ক্রমে আরঞ্জেবের একজন প্রধান সেনানী ও মন্ত্রী হইয়া উঠেন।

আরাকান—ইহা সম্প্রতি ব্রিটীস্ বর্ম্মার একটী ভাগ। পূর্ব্ব হইতে আরাকান রাজ্যের পরিচয় ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্রাট্ আরঞ্জেবের ভ্রাতা সুজা, মীরজুম্‌লা কর্ত্তৃক মুঙ্গের, রাজমহল, তণ্ডা ও অবশেসে ঢাকা হইতে তাড়িত হইয়া সপরিবারে আরকান রাজের শরণাপন্ন হন এবং তদ্দ্বারা কৌশল ক্রমে সপরিবারে নিধন প্রাপ্ত হন।

ঢাকা—বঙ্গদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার প্রধান নগর। কলিকাতা হইতে প্রায় ৭৫ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব। ইহা বুড়ী গঙ্গা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। মীরজুম্‌লা আসাম প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন কালে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে ঢাকার নিকট কলেবর ত্যাগ করেন।

খাইবার—কাশ্মীর প্রদেশ হইতে আফ্‌গানিস্থান যাইবার পর্ব্বতমধ্যস্থ পথ। ইহাকে সচরাচর "খাইবার পাস" কহে। ইহার নিকট পার্ব্বতীয় প্রদেশে খাইবীরিস্ ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় জাতিরা বাস করে। উহারা মীরজুম্‌লার পুত্র মহম্মদ আমীনকে পরাস্ত করিলে, ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ আরঞ্জেব স্বয়ং তথায় যাত্রা করেন; কিন্তু সামান্য কার্য্যে নিজে ব্যাপৃত হওয়া উচিত নহে জ্ঞান করিয়া, আপন পুত্রকে তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ

করেন। তিনিও দুই বৎসরের পর তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ বশ্যতায় আনয়ন করিয়াছিলেন।

নার্ণল—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত। ১৬৭ খৃঃ অব্দে নার্ণল নিবাসী সত্তরামী নামে খ্যাত কতকগুলি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী লোক জনৈক পুলিস্ কর্ম্মচারী কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করে। যদিও কৃষিকার্য্য ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ছিল, তথাপি ইহারা সর্ব্বদা অস্ত্রাদির দ্বারা সজ্জীভূত থাকিত। কতকগুলি জমীদার ও অন্যান্য প্রধান লোকেরা এই বিদ্রোহে যোগ দিযাছিলেন। আরঞ্জেব অনেক কৌশল করিয়া এই বিদ্রোহ নিবারণ করেন।

কঙ্কন—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আরব সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী অপ্রশস্থ ভূভাগ। টানা ও রত্নগিরি ইহার মধ্যে অবস্থিত। ১৬৮৪খৃঃ অব্দে আরঞ্জেব এই স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।

আগরা—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত স্বনাম বিখ্যাত জেলার প্রধান নগর; যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহাতে অনেক সুরম্য সৌধ আছে, তন্মধ্যে তাজমহল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পৃথিবীতে তাজমহল একটী অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে আরঞ্জেবের দুই পুত্র ময়জীম (বাহাদুর সাহ) ও আজীম্ রাজ্য লাভার্থে এই স্থানে পরস্পর যুদ্ধ করেন। আজীম্ পরাস্ত ও নিহত হন।

দিল্লী—(পূর্ব্বে দেখ) বিখ্যাত নাদিরসাহ ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে এই নগর আক্রমণ পূর্ব্বক লুণ্ঠন ও অনেক মনুষ্য হত্যা করেন। নাদিরসাহ আদৌ খোরাসান প্রদেশের একজন

সামান্য লোকের পুত্র। কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ও চতু-রতায় উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে তিনি পারস্যের রাজাসন গ্রহণ করেন। কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে তিনি পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ ও তথা হইতে দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট্ মহম্মদসাহ, নাদির সাহের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে নাদিরসাহ দিল্লী ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন ও গমন কালে মহম্মদসাহকে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। নাদিবসাহের নিষ্ঠুরতায় প্রজাবর্গ সাতিশয় পীড়িত হইয়া ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে হত্যা করে।

সরহিন্দ—এই প্রদেশের কতক অংশ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত ও কতক অংশ পতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের রাজগণের অধিকৃত। বর্ত্তমান সরহিন্দ নগর অম্বালা বিভাগের লুধি-য়ানা জেলার অন্তর্গত। এই স্থানে সুবিখ্যাত আমেদ খাঁ আবদালী (ডুরানী) ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ মহম্মদ সাহের পুত্র আহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হন। মোগল বংশের অধঃপতনের সময় রাজ্যরক্ষার্থে এইটী শেষ যুদ্ধ বলিতে হইবে।

নাদির সাহের ভারতবর্ষ আক্রমণের পর আমেদ খাঁ আব-দালী এই দেশে আসিয়া কিছু দিন উৎপাত করিয়াছিলেন। বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগের মধ্যে ইনি এক জন প্রধান। ইনি আফ্গানদিগের মধ্যে আবদালী জাতীয় লোক ছিলেন ও ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠেন। নাদির সাহের মৃত্যুর পর ইনি কান্দাহারের আধিপত্য গ্রহণ করেন

ও তৎপরেই সিন্ধুনদ পার হইয়া ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব প্রদেশ লুণ্ঠন পূর্ব্বক সরহিন্দে উপস্থিত হন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপে পরাস্ত হইয়া চলিয়া যান। নাদির সাহ যখন দিল্লীর ব্যাপারে ব্যাপৃত হন, তখন আমেদ আবদালী ইহার সমভি-ব্যাহারে ছিলেন। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে আমেদ আবদালী, সম্রাট্ আহম্মদ সাহের সময় দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং মুলতান ও লাহোর গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া যান। প্রথম নিজামের পৌত্র ২য় গাজিউদ্দীন পঞ্জাব আক্রমণ করিলে আমেদ আবদালী তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আসিতে বাধ্য হন। গাজিউদ্দীন সেই সময়ে এরূপ প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সম্রাটের উপরও ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আমেদ আবদালী ভারত-বর্ষে আসিয়া পঞ্জাব উদ্ধার করেন। তিনি দিল্লী লুণ্ঠন এবং নাদির সাহের ন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া, হঠাৎ মারী ভয় উপস্থিত হওয়ায় ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে প্রত্যাগমন করেন। তিনি গমন কালে স্বীয় পুত্র তৈমুরকে পঞ্জাবে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া ও গাজিউদ্দীনের অত্যাচার হইতে হীন প্রতাপ সম্রাট্ ২য় আলম গীরের রক্ষার্থ নজি-বুদ্দৌলা নামক জনৈক রোহিলা সর্দ্দারকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া যান। এই যাত্রায় তিনি পর্ব্বোপলক্ষে সমাগত মথুরাস্থ কতকগুলি তীর্থ যাত্রীকে বিনাপরাধে হত্যা করিয়া আপন নামে এক দুরপনেয় কলঙ্কার্পণ করিয়া গিয়া-ছেন। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন, সেকেন্দরসুরকে সরহিন্দে পরাস্ত করিয়া আপন রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন।

আমেদ আবদালী প্রস্থান করিলে, গাজিউদ্দীন মহা-

রাষ্ট্রীয়দিগকে সাহায্যার্থে আহ্বান করেন। পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘব দিল্লী যাত্রা করিয়া এক মাস অবরোধের পর গাজিউ-দ্দীনকে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। নজিবুদ্দৌলা রোহিলখণ্ড প্রস্থান করেন। ইহার কিছুদিন পরেই পঞ্জা-বস্থ আদিনা বেগ নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত, পঞ্জাব ও মুল্‌তান মহারাষ্ট্র রাজ্যভুক্ত করিবার নিমিত্ত রাঘবকে আহ্বান করেন। রাঘব ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে মে মাসে লাহোরে উপস্থিত হন, আবদালীরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয় ও তৈমুর পারস্য-দেশে চলিয়া যান। পঞ্জাব রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর কব-লিত হইলে রাঘব দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। গাজিউদ্দীন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহযোগে রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থান জয় করিবার অভিলাষে ব্যগ্র হইলে, তাঁহারা হঠাৎ শুনিলেন যে আমেদ আবদালী আপন বিজিত রাজ্য উদ্ধার ও রাজ্য বিস্তার মানসে ভারতবর্ষে পুনরায় আসিতেছেন। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সিন্ধু নদ পার হইয়া লাহোরে উপস্থিত হন। তিনি ১৭৬০ খৃঃ অব্দে হুলকার ও সিন্ধিয়া নামক মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদ্বয়কে পরাস্ত করিয়া দিল্লী উপস্থিত হন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৭ই জানু-য়ারি তারিখে সাম্রাজ্য লাভ লালসায় পানিপথে আমেদ আবদালীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের একটী ঘোরতর সংগ্রাম হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাস্ত হন ও এই সময় হইতে তাঁহাদিগের অবনতির সূত্রপাত হয়। এইটী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং ইহা ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। আমেদ আবদালী অতঃপর দিল্লী অধিকার করিয়া ২য় সাহ আলমকে সম্রাট্ স্বীকার পূর্ব্বক ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

এই স্থলে বালকগণের সহজে বোধ হইবার জন্য তৈমুরলঙ্গ বংশীয় যাঁহারা দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ অর্থাৎ তৈমুর বংশাবলী লিখিত হইল।

তৈমুরলঙ্গ
|
সুলতান মহম্মদ মির্জ্জা
|
সুলতান আবুসৈয়দ মির্জ্জা
|
উমার সেখ মির্জ্জা
|
বাবর (ভারতবর্ষের ১ম মোগল সম্রাট্)
|
হুমায়ুন (২য়)
|
আকবর (৩য়)
|
জাহাঙ্গির (৪র্থ)
|
সাজেহান (৫ম)
|
* আরঞ্জেব (৬ষ্ঠ)
|
* বাহাদুরসাহ (৭ম)

জেহেন্দারসাহ (৮ম) | আজিম্ওযাণ | রফ্ওষাণ | মহম্মদআখ্তার

ফেরোক্সের (৯ম)

রাফিউদ্দরাজেত (১০ম) | রাফিউদ্দৌলা (১১শ)

২য় আলমগির (১৪শ)
|
২য় সাহ আলম (১৫শ)

মহম্মদ সাহ (১২শ)
|
আহম্মদ সাহ (১৩শ)

---

* আরঞ্জেব ১ম আলমগির এবং বাহাদুরসাহ ১ম সাহ আলম বলিয়া উক্ত হইতেন।

যদিও ২য় সাহ আলমের পর অপর দুই জন দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নাম মাত্র সম্রাট্ ছিলেন। সাহ আলমের দ্বিতীয় পুত্র আকবর ১৮০৬ খৃঃ অব্দে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। পরে ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুত্র মহম্মদ বাহাদুর তৎপদাভিষিক্ত হন। তিনি মোগল বংশের শেষ সম্রাট্। মহম্মদ বাহাদুর ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন। মেজর হড্‌সন্ সাহেব তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার দুই পুত্র এবং এক পৌত্রকে নিহত করেন। তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তিনি দ্বীপান্তরিত হন। ব্রহ্মদেশ তাঁহার দণ্ড ভোগের স্থান রূপে নির্দ্ধারিত হয়, তথায় তিনি প্রিয় মহিষী জিনাৎ মহাল ও কনিষ্ঠ পুত্র জেওয়ান বখ্‌তকে সঙ্গে লইয়া গমন করেন। মৌলমিনে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। এইরূপে সুবিখ্যাত মোগল বংশের অবসান হয়। জেওয়াম বখ্‌ত এ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন।

# চতুর্থ অধ্যায়।

---

## মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিবরণ।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

### শিবজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত।

মহারাষ্ট্রদেশ দাক্ষিণাত্যের একটী ভাগ, মহাভারতে এই দেশের উল্লেখ আছে। এই দেশের অধিবাসীদিগকে মহারাষ্ট্রীয় বা সাধারণতঃ মার্হাট্টা কহে। ইহার উত্তরে সাতপুরা নামক পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণে গোয়া হইতে বিদর হইয়া বরদা নামক নদীর তীরস্থ চন্দানগর পর্য্যন্ত কল্পিত রেখা। পূর্ব্বে বরদা নদী। পশ্চিমে আরব সমুদ্র। নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, ভীমা ও কৃষ্ণা নদী এই দেশ দিয়া প্রবাহিত। মহারাষ্ট্রীয়েরা খর্ব্বাকৃতি ও দেখিতে সুন্দর নহে, কিন্তু দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু। বহু পূর্ব্ব হইতে মার্হাট্টারা সামান্যরূপে জীবনোপায় করিত, পরে তাহারা বিজাপুর ও আহম্মদনগর রাজাদ্বয়ে সেনা সম্পর্কীয় ও অন্যান্য বিভাগে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করে; কিন্তু মল্লিক আম্বরের সময় হইতে বিখ্যাত হয়।

প্রায় ১৬০০ খৃঃ অব্দে মালজী ভোন্‌স্লে নামক জনৈক মার্হাট্টা, আহম্মদনগররাজের অশ্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি রাজার নিকট হইতে পুনা, সুপা প্রভৃতি

কয়েকটী স্থান জায়গির প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র সাহজী ক্রমে আহম্মদনগরে প্রধান হইয়া উঠেন ও তৎপরে বিজাপুরের রাজার নিকট সৈনিক কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বাঙ্গালোরে একটী প্রশস্ত জায়গির প্রাপ্ত হন। সাহজী, মল্লিক আম্বরের অধীনে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সাহজীর তিন পুত্র শম্ভুজী, শিবজী ও বঙ্কজী। বঙ্কজী প্রথমোক্ত দ্বয়ের বৈমাত্রেয় ছিলেন। সাহজী, দ্বিতীয় পুত্র শিবজীকে পুনা প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং বাঙ্গালোরে যাইয়া অবস্থিতি করেন। শিবজীই প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের স্থাপয়িতা।

১৬২৭ খৃঃ অব্দে শিবজী জন্মগ্রহণ করেন। দাদাজী পন্থের নিকট তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। শিবজী লিখিতে পড়িতে জানিতেন না ও অত্যন্ত হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। শিবজী ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পুনা হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমস্থিত টরনিয়া নামক পার্ব্বতীয় দুর্গ অধিকার ও ১৬৪৭ খৃঃ অব্দে রায়গড় নামে একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পরে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি দুর্গ আক্রমণ করিলে, তত্রত্য রাজা কুপিত হইয়া তাঁহার পিতাকে বন্দী করেন। বিজাপুরাধিপতি সম্রাট্ সাজেহানের উপরোধে সাহজীর প্রাণনাশ করেন নাই, কিছু দিন বন্দীভাবে রাখিয়া ছিলেন। ১৬৬২ খৃঃ অব্দে বিজাপুরের রাজা শিবজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। অতঃপর শিবজী মোগলাধিকারের নানা স্থানে উপদ্রব করায়, আরঞ্জেব তাঁহার সহিত

সন্ধি করেন। কিন্তু তিনি অচিরে সন্ধির নিয়ম উল-ঙ্ঘন পূর্ব্বক মোগল রাজ্যে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। সায়স্তা খাঁ তাঁহার দমনার্থ গমন করেন, কিন্তু তিনি কিছুই করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে শিবজী সুরাট নগর লুণ্ঠন করেন; কেবল ইংরাজদিগের কুঠী কোনরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর তিনি বারসিলোর লুণ্ঠন ও মক্কাগামী যাত্রীদিগকে আক্রমণ করেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় স্বয়ং রাজোপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট্ আরঞ্জেব শিবজীর অসদ্ব্যবহারে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েকজন সুদক্ষ সেনা-নীকে তাঁহার দমনার্থ প্রেরণ করেন এবং শিবজীও ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে অগত্যা বাধ্য হন। সম্রাটের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি মোগলাধিকার হইতে গৃহীত সমস্ত দুর্গ ও অন্যান্য স্থান সমূহ প্রত্যার্পণ করেন। কেবল দ্বাদশটী দুর্গ তাঁহার অধিকারে থাকে।

সেই সময়ে শিবজী কৌশল পূর্ব্বক বিজাপুরস্থ কোন কোন স্থানের চৌথ্ ও সরদেশ্‌মুখী (রাজস্বের চতুর্থাংশ ও দশমাংশ) পাইবার উপায় করেন। মার্হাট্টারা ইহার পরে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই উক্ত স্বত্ব দাবী করিয়া-ছিল। শিবজী এক্ষণে সম্রাটের সৈন্য সহিত মিলিত হইয়া বিজাপুর আক্রমণ করেন ও তদীয় কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া আরঞ্জেব তাঁহাকে দিল্লীতে আহ্বান করায় তিনিও দিল্লীতে গমন করেন (১৬৬৬)। তিনি সম্রাটের ব্যবহারে অপমান

বোধ করেন ও পরে আপনাকে বন্দীকৃত ভাবিয়া; ছদ্মবেশে দিল্লী হইতে পলায়ন পূর্ব্বক ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে রায়গড়ে উপস্থিত হন। শিবজী ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগকে কর দিতে বাধ্য করেন। তৎপরে আপন রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত করেন। তিনি কোন মতেই পূর্ব্বকৃত সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৬৭০ খৃঃঅব্দে শিবজী সিংহগড় ও পুবন্দর পুনরধিকার, সুরাট লুণ্ঠন (ইংরেজেরা এবারও আপনাদিগের কুঠী সংরক্ষিত করিয়াছিলেন) ও খান্দেশ আক্রমণ করেন। তিনি এই সময়ে প্রথমে মোগলাধিকৃত স্থান সমূহ হইতে করসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। বিজাপুরস্থ জিন্‌জিরা নামক বন্দর শিবজী অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৬৭০ খৃঃ অব্দে পুনরায় আক্রমণ করিয়াও বিফল প্রযত্ন হন। ১৬৭২ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত মোগলদিগের একটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে মোগলেরা পরাস্ত হন। সেই সময়ে তিনি গুপ্তভাবে গোলকুণ্ডা আক্রমণ পূর্ব্বক রাজার নিকট কতকগুলি ধন সংগ্রহ ও মৃত বিজাপুরাধিপতির উত্তরাধিকারীকে নাবালক ও অক্ষম দেখিয়া, কঙ্কন ও অন্যান্য স্থান আত্মসাৎ করেন। ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ৬ই জুন তিনি রায়গড়ে সমধিক আড়ম্বরের সহিত রাজচ্ছত্র গ্রহণ করেন। পরে শিবজী গুজরাট প্রদেশ লুণ্ঠন এবং হস্তবহির্ভূত পৈতৃক জায়গির সমস্ত আক্রমণ করেন। প্রায় সেই সময়ে জিঞ্জী নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বঙ্কজী ঐ সময়ে তাঞ্জোর প্রভৃতি পিতৃদত্ত জায়গির সকল উপভোগ করিতেছিলেন।

শিবজী তাহার অর্দ্ধাংশ গ্রহণেচ্ছু হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা তৎ-প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। অনন্তর তিনি বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে বাৎসরিক রাজস্বের অর্দ্ধেক বঙ্ক-জীকে প্রদান করিবেন এই বন্দোবস্ত করেন।

এই সকল ব্যাপার শেষ করিয়া তিনি ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে রায়গড়ে প্রত্যাগত হন। পর বৎসর মোগলেরা বিজাপুর আক্রমণ করে। বিজাপুরাধিপতি শিবজীর সাহায্যে তাহা-দিগকে বিফল মনোরথ করেন। শিবজী পুরস্কার স্বরূপ বিজাপুরের রাজার নিকট তুমভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যস্থিত রাইচর দোয়াব, মহীসুরের জায়গিব ও অন্যান্য স্থান প্রাপ্ত হন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে ৫ই এপ্রেল শিবজীর মৃত্যু হয়। তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান অগ্রগণ্য ছিলেন। অধিক কি তিনি হায়দর আলি ও রণজিৎ সিংহ অপেক্ষা ক্ষমতা-শালী। আরঞ্জেব ভান করিয়া শিবজীব ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন ও তাঁহাকে পার্ব্বতীয় ইন্দুর বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু শিবজীর মৃত্যুর পর তাঁহাকেও তাদৃশ প্রবল শত্রুর গুণকীর্ত্তনে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### শিবজীর মৃত্যুর পর হইতে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পর্য্যন্ত।

বিখ্যাত নামা শিবজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী রাজাসন গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় দুশ্চ-রিত্র ও অকর্ম্মণ্য লোক ছিলেন। কলুষা নামক জনৈক

কনোজদেশীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল। তিনি নয় বৎসর রাজ্য করেন। তাঁহার প্রজাবর্গ কেহই সুখে কালাতিপাত করিতে পারে নাই। পরে তিনি মোগল-দিগের কর্ত্তৃক ধৃত ও সম্রাট্ আরঙ্গেবের আজ্ঞানুসারে অতি-ভয়াবহরূপে নিহত হন (১৬৮৯)। তাঁহার শিশু পুত্র সাহু মাতার সহিত বন্দীকৃত ও আরঙ্গেবের মৃত্যুর পর কারামুক্ত হন। সাহুর বন্দীকরণ সময়ে রায়গড় মোগলদিগের অধি-কৃত হয়। রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান লোকেরা সাহুকেই রাজা বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক তদীয় পিতৃব্য রাজারামকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে প্রতিভূ নিযুক্ত করিলেন। রাজারাম শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রাজারাম জিঞ্জীতে প্রস্থান পূর্ব্বক রাজো-পাধি গ্রহণ করিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে সম্রাটের সেনানী জলফিকর খাঁ জিঞ্জী গ্রহণ করিলে, রাজারাম সেতারায় পলায়ন করেন। রাজারামের মৃত্যুর পর ১৭০০ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ সেতারা ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্যান্য দুর্গ অধিকার করেন। আরঙ্গেব বহুল চেষ্টা করিয়াও মহা-রাষ্ট্রীয়দিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারেন নাই। তাহারা ক্রমে আপনাদিগের বল বৃদ্ধি করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত অধি-কার সমস্ত পুনরায়ত্ত করিতে লাগিল। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে মালব, খান্দেশ ও বরার প্রদেশ লুণ্ঠন ও গুজরাট প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করে। সম্রাট্ তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ১৭০৭ খৃঃঅব্দে আরঙ্গেবের মৃত্যু হয়। সাহু, সম্রাটের পুত্র কর্ত্তৃক কারামুক্ত হইয়া ১৭০৮ খৃঃঅব্দে সেতারা অধিকার করেন। এই সময়ে রাজারামের পত্নী তারাবাই সেতারার রাজ-

পদ লাভার্থ সৈন্য সংগ্রহ করেন ও মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারেরা বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করেন। তারাবাই কোলাপুরে স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য স্থাপন করিতে সচেষ্টিতা হন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে কোলাপুর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য হইয়া উঠে। কোলাপুর-রাজ্য-স্থাপন মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সূত্রপাত বলিতে হইবে। তারাবাই রাজ্ঞীর গর্ভজাত পুত্র ২য়শিবজীর মৃত্যু হইলে, তদীয় মন্ত্রী রাজারামের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ২য়শম্ভুজীকে উক্ত স্থানের রাজপদ প্রদান করেন। ২য় শম্ভুজী সাহুর প্রতিপক্ষ ছিলেন।

১৭১৪ খৃঃঅব্দে বালাজী বিশ্বনাথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সাহুর প্রধান মন্ত্রীত্বে অভিসিক্ত হন। তিনি অন্তর্দ্রোহ-বিচ্ছিন্ন মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যকে পুনর্জীবিত করেন। প্রধান মন্ত্রী পেশোয়া নামে অভিহিত। বালাজী, পেশোয়া পদটী তাঁহার বংশাবলী ক্রমে পাইবে এইরূপ করিয়া তুলেন ও ক্রমে পেশোয়ারা সেতারায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে সৈয়দহোসেন আলীর * সহিত সন্ধির মর্ম্মানুসারে সাহু দাক্ষিণাত্যের চৌথ্ ও সরদেশমুখী এবং পুনা ও সেতারার সমীপস্থ স্থান সমূহ পাইবেন এই স্থিরীকৃত হয়। সম্রাট্ ফেরোক্সের তাহাতে অনুমোদন করেন নাই। পেশোয়া তৎপরে দিল্লী গমন করিয়া সম্রাট্ মহম্মদ সাহের নিকট হোসেনআলী কৃত সন্ধির ব্যবস্থা দৃঢ়ীভূত করিয়া আইসেন।

---

* হোসেনআলী ও আবদুল্লা খাঁ নামক দুই ভ্রাতা কিছু দিন দিল্লীতে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে সাধারণতঃ সৈয়দ কহিত।

১৭২০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বাজীরাও, পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, উচ্চাশয়সম্পন্ন, রণকুশল ও অধ্যবসায়শীল লোকছিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। ১৭২৪ খৃঃ অব্দে কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার উন্নত পদবীতে আরোহণ করেন ও পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া লোকান্তরিত হন। ইহাঁদিগের মধ্যে (১ম) মলহররাও হুলকার, একজন শূদ্র জাতীয় সৈনিক। (২) রণজী সিন্ধিয়া, ইনি রজঃপুত জাতীয় ও পেশোয়ার একজন যৎসামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। (৩য়) উদজী পোয়ার, ইনি মালবের এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। (৪র্থ) পীলাজী গুইকবাড়, একজন গোপালকের পুত্র। তাঁহার পিতা গোপালকের কার্য্য হইতে কৌশল ক্রমে উন্নত পদ লাভ করেন। (৫ম) ফতেসিংহ ভোন্‌স্লে, ইনি অকল্‌কটস্থ রাজাদিগের আদিপুরুষ। মলহররাও হুলকারের স্বজাতীয়েরা ইন্দোরে, রণজীসিন্ধিয়ার বংশীয়েরা গোয়ালিয়রে ও পীলাজী গুইকবাড়ের বংশীয়েরা বরোদায় অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন। উদজী পোয়ার ধর রাজ্যের স্থাপয়িতা। নিজামউল্‌মুলুক্‌, বাজীরাওর ক্ষমতাদর্শনে ভীত হইয়া মার্হাট্টাদিগের ক্ষমতা লোপ করিবার নিমিত্ত কোলাপুর ও সেতারার নির্ব্বাপিতপ্রায় চিরশত্রুতা উদ্দীপন করেন। কোলাপুররাজও সাহুর অধিকৃত স্থানে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হন। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়।

নিজামউল্‌মুলুকের আদিনাম চিনক্লিচ খাঁ। তিনি

কালক্রমে নিজামউল্‌মুলুক্ ও আসফজা এই দুয়ের অন্যতর নামেই অধিক প্রসিদ্ধ হন। ইনি সম্রাট্ আরঙ্গেবের মন্ত্রী-পুত্র। ফেরোক্‌সাহ ১৭১৩ খৃঃ অব্দে ইহাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী পদ প্রদান করেন। পরে ১৭১৪ খৃঃ অব্দে সৈয়দ হোসেন আলী, নিজামকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সুবেদার হন এবং তাঁহাকে গুজরাট প্রদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ঐ সময় দিল্লীতে সৈয়দদিগের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে উপচিত হইয়াছিল। নিজাম সৈয়দদিগের পরমশত্রু হইয়া উঠিলেন। ১৭২০ খৃঃঅব্দে নিজামউল্‌মুলুক্ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। সৈয়দ হোসেন আলী, নিজামের বিরুদ্ধে স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন ও পথিমধ্যে হঠাৎ নিহত হইলেন। সম্রাট্ মহম্মদ সাহের আদেশানুসারে নিজাম দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করেন ও তথায় উজিরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু সম্রাটের সভার বিশৃঙ্খলতা ও সাতিশয় ইন্দ্রিয় পরায়ণতা দর্শনে ভাবি অমঙ্গলের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যে চলিয়া আইসেন। বলিতে গেলে তিনি ১৭২৪ খৃঃ অব্দ হইতে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করেন। তাঁহা হইতেই নিজামবংশের উৎপত্তি ও তাঁহার বংশীয়েরা এপর্য্যন্ত হায়দরাবাদে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহাদিগের রাজ্যকে নিজামরাজ্য কহে। নিজাম মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ১৭৩১ খৃঃ অব্দে পেশোয়ার সহিত সন্ধি করেন। ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে মালবরাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের আয়ত্ত হয় ও সম্রাট্ নিয়োজিত তত্রত্য রজঃপুত শাসনকর্ত্তা ২য় জয়সিংহ তাঁহাদিগের কর্তৃত্বাধীন হন। জয়সিংহ এক-

জন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন, তিনি বারাণসী, দিল্লী, মথুরা উজ্জয়িনী এবং জয়পুর নগরে পর্য্যবেক্ষণিকা স্থাপন করেন।

১৭৩৭ খৃঃঅব্দে বাজিরাও দিল্লী অভিমুখে গমন করেন। সম্রাটও নিজামউল্‌মুলুক্‌কে সাহায্যার্থে আহ্বান করেন। নিজামউল্‌মুলুক্ ভুপালের সন্নিকটে বাজীরাও কর্ত্তৃক পরাস্ত হন ও সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক মালব ও নর্ম্মদা এবং চম্বল নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অধিকার প্রদান করেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা পর্টুগীজদিগের নিকট হইতে বেসিন নামক স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর বাজীরাও নিজামের ২য় পুত্র নাজির জঙ্গকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। বাজীরাও ১৭৪০ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি ক্ষমতা ও বুদ্ধিতে শিবজীর সদৃশ ছিলেন। বাজিরাওর প্রভুত্ব সময়ে নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। নাদির সাহ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান সময়ে সাহু, বাজিরাও ও অন্যান্যকে এই বলিয়া পত্র লিখেন যে, তোমারা সম্রাট্ মহম্মদ সাহের বশ্যতা স্বীকার না করিলে ও সমুচিত সম্মান প্রদানে অস্বীকৃত হইলে সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

বাজীরাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি তৃতীয় পেশোয়া। তিনি সাহুর নিকট হইতে বেসিন প্রভৃতি কয়েকটী স্থান গ্রহণ করেন। বরার বা নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোন্‌স্লের সহিত পেশোয়ার প্রথমে অসৌহার্দ্দ জন্মায়, কিন্তু কিছু দিন পরে তাহা মিটিয়া যায়। রঘুজী ভোন্‌স্লে পার্সজী ভোন্‌স্লের পুত্র। পার্সজী ভোন্‌স্লে সেতারায় একটী

সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, পরে আপনার ক্ষমতা বলে নাগপুর বা বরার রাজ্য স্থাপন করেন। রঘুজীর সেনানী ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪১ খৃঃ অব্দে প্রথমে বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন। তখন আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাঙ্গালা আক্রমণকে এদেশে "বর্গির হাঙ্গামা" কহিয়া থাকে। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে সাহুর মৃত্যু হয়। পেশোয়ার ক্ষমতা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল এবং তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন (১৭৫০)। অতঃপর পুনা নগরে পেশোয়া সর্ব্বদা বাস করিতেন এবং এই সময় হইতে পুনা নগর মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী হয়। সাহুর মৃত্যুর পর পেশোয়া, ২য়শিবজীর রামরাজা নামে পুত্রকে মহারাষ্ট্রীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে ফরাসী ও নিজামউল্‌মুলুকের তৃতীয় পুত্র সলবৎ-জঙ্গের মিলিত সৈন্যের নিকট রাজপুর নামক স্থানে পেশোয়া পরাজিত হন। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে পেশোয়া স্বয়ং কর্ণাট গমন করিয়া চৌথাদি পাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ বা রাঘব গুজরাট প্রভৃতি স্থান বিলুণ্ঠন করেন। রঘুনাথ প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে রঘুনাথ দিল্লী ও লাহোর অধিকার করেন। পানিপথে আমেদ খাঁ আবদালীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে যুদ্ধ হয়, রঘুনাথ কর্ত্তৃক দিল্লী ও লাহোর অধিকার তাহার কারণ। পেশোয়া আহম্মদনগর অধিকার করিলে, সলবৎজঙ্গ ও তাঁহার ভ্রাতা নিজাম আলী তাহা উদ্ধারার্থে চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৭৬০ খৃঃ অব্দে উদয়গিরি নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে

পরাস্ত হন ও দৌলতাবাদ, আসিরগড়, বিজাপুর এবং আরঙ্গাবাদ প্রদেশ প্রদান করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা চরমসীমায় উপস্থিত হয় ও তাঁহাদিগের রাজ্য সিন্ধুনদ হইতে কাবেরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠে। কিন্তু "উঠিলেই পড়িতে হয়" এই কথার যাথার্থ্য ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পানিপথের যুদ্ধে সবিশেষ প্রকাশ পায়।

আমেদ খাঁ আবদালী পঞ্জাব উদ্ধার করিতে আসিলে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে হুলকার ও সিন্ধিয়া প্রথমতঃ তাঁহার নিকটে পরাস্ত হন। পরে পেশোয়া, সদাশিব রাও ও স্বীয় পুত্র বিশ্বাস রাওকে আমেদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৭ই জানুয়ারি তারিখে পানিপথে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং বেলা দুইটার সময় বিশ্বাস রাও নিহত হন। সদাশিব রাও, হুলকার ও গুইকবাড় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, সিন্ধিয়া ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয়েরা শত্রুহস্তে পতিত হইয়া পরদিন প্রাতে নিধন প্রাপ্ত হন। এইটী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। পেশোয়া শোকে ও দুঃখে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মোগলেরা পূর্ব্ব হইতেই হীনবীর্য্য হইয়াছিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা যদিও ইহার পরে সময়ে সময়ে মস্তক উন্নত করিয়াছিল বটে, তথাপি এই সময় হইতে তাঁহাদিগের ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় ও ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশীর সংগ্রামে যে জাতির জয় লাভ হয়, তাঁহাদিগেরই ভারতবর্ষ প্রাপ্তির পথও এই সময় সম্পূর্ণরূপে কণ্টক শূন্য হয়।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হইতে সালবাই নামক স্থানের সন্ধিপর্য্যন্ত।

বালাজী বাজরাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মধুরাও সপ্তদশ বৎসর বয়সে পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হন এবং তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ বা রাঘব প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সলবৎজঙ্গের ভ্রাতা ও মন্ত্রী নিজাম আলী পুনা নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিলে, রাঘব কর্তৃক ১৭৬৩ খৃঃঅব্দে পরাজিত হন। ১৭৬৫ খৃঃঅব্দে মধুরাও নিজপিতৃব্য রঘুনাথের সাহায্যে হায়দর আলীকে পরাস্ত করেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয়েরা হিন্দুস্থান আক্রমণ করে। পরে রজঃপুত ও জাটদিগের নিকট হইতে কর সংগৃহীত করিয়া রোহিলখণ্ড বিলুণ্ঠন করে। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ১৮ই নবেম্বর পেশোয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণরাও তৎপদে অধিরূঢ় হন। মধুরাও অষ্টবিংশতি বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার অসাময়িক মৃত্যু, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ অমঙ্গলের বিষয় হইয়াছিল; কারণ তিনি সাহসী, দক্ষ ও সুবিজ্ঞ লোক ছিলেন এবং যাহাতে স্বরাজ্যের উন্নতি সাধন হয় তাহার চেষ্টায় নিরত ছিলেন। সকরাম বাপু ও নানা ফর্ণাবিস্, নারায়ণরাও পেশোয়ার দুই প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। এই দুই ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। কিছু দিন অতীত হইতে না হই

তেই পেশোয়া গোপনে নিহত হইলেন। বোধ হয় রাঘবের পত্নী এই গর্হিত কার্য্যের অভিনেত্রী ছিলেন।

নারায়ণরাওর মৃত্যু হইলে, রাঘব পেশোয়ার শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। সকরাম বাপু, নানা ফর্ণাবিস্ ও হরিপন্থ এই কয়েক জনে মিলিত হইয়া রাঘবের বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইহাঁদিগের সহিত রাঘবের একটী যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি জয় লাভ করেন। মৃত পেশোয়ার গর্ভবতী পত্নী ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এক পুত্র প্রসব করিলেন। নানা ফর্ণাবিস্ প্রভৃতি মৃত পেশোয়ার স্বপক্ষীয়েরা নবকুমারকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করিলেন। ইনিই ৬ষ্ঠ পেশোয়া। ইহাঁর নাম মধুরাও নারায়ণ বা সামান্যতঃ ২য় মধুরাও। সিন্ধিয়া ও হুলকার রাঘবের পক্ষত্যাগ করিয়া পেশোয়ার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রাঘবও উপায় বিহীন হইয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন। রাঘব ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে ৬ই মার্চ্চ তারিখে সুরাট নগরে এক সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করেন, সেই সন্ধির নিয়মানুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। তিনিও সালসীট্ ও বেসিনসমেত কয়েকটী স্থান কোম্পানী বাহাদুরকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল কিটিং রাঘবকে পেশোয়া পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন এবং আরস্ নামক স্থানে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে ১৭৭৫ খৃঃঅব্দে ৭ই মে তারিখে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত একটী সামুদ্রিক যুদ্ধ হয় তাহাতেও

কমোডর্ মুর জয়লাভ করেন। কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরেরা রাঘবের সহিত সন্ধিস্থাপন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অন্যায্য বোধে স্থগিত করিলেন এবং সকরাম বাপু ও নানা ফর্ণাবিসের সহিত ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ১লা মার্চ্চ একটী সন্ধি স্থাপন করিলেন। এইটী পুরন্দরের সন্ধিনামে খ্যাত। ইহার দ্বারা এই নিয়ম হইল যে, সালসীট্ নামক দ্বীপ ইংরাজদিগের থাকিবে, তাঁহারা ভড়োচ নামক স্থানের রাজস্ব ব্যতীত যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ বার লক্ষ টাকা পাইবেন এবং রাঘবের কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন না। হরণ্বী সাহেব সেই সময়ে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাঘবের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন না। রাঘব ইংলণ্ডস্থ ডিরেক্টর সভা এবং রাজা ৩য় জর্জ্জকে পর্য্যন্ত আপনার বিষয় অবগত করাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারাও সুরাটের পূর্ব্ব সন্ধি মঞ্জুর করিয়া এখানে এই মর্ম্মে পত্র পাঠাইলেন যে, প্রেসিডেন্সী সকলের অধ্যক্ষেরা রাঘবকে সাহায্য প্রদান করিবেন ও তিনি যে সমস্ত স্থান প্রদান করিয়াছেন তাহাও কোম্পানীর অধিকারভুক্ত থাকিবে। ফরাসীরা এই সময়ে নানা ফর্ণাবিসের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন এই চক্রান্ত করিতেছিলেন, ইহা জানিয়াও হেষ্টিংস রাঘবের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৭৭)।

কর্ণেল লেস্‌লিকে কলিকাতা হইতে প্রেরণ করা হইল, তিনি কোন কারণ বশতঃ পথিমধ্যে বিলম্ব করায় ফিরিয়া আসিতে আদিষ্ট হইলেন এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে কর্ণেল গডার্ডকে মহা-

রাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আজ্ঞা প্রদান করা হইল, তিনিও দ্রুতপদে স্থল পথে যাত্রা করিয়া ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে সুরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রাঘবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কর্ণেল ইগার্টন ও কার্ণক নামক দুই জনকে পুনায় পাঠাইলেন। তাঁহারা ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে ৯ই জানুয়ারি তেলিগাঁও নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, নানা ফর্ণাবিস্ ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। কর্ণেল ইগার্টন ও কার্ণক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বর্গম নগরে উপনীত হইলেন এবং যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় অগত্যা সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কাপ্তেন হার্টলী এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন ও পুরস্কার স্বরূপ পরে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। নানা ফর্ণাবিস্ ও মহদাজী সিন্ধিয়া উভয়েই রাঘবের বিরুদ্ধে উপস্থিত গোলযোগে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পরের বৈরিভাব ছিল।

সিন্ধিয়া রাজ্যের স্থাপয়িতা রণজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র জয়পা পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে নিহত হন। তাঁহার পুত্র জঙ্কজী, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পরদিবস শত্রু কর্ত্তৃক মৃত্যু মুখে পাতিত হন। রণজীর উপ-পত্নী গর্ভজাত মহদাজী সিন্ধিয়া ১৭৬১ খৃঃ অব্দে এই মহা-রাষ্ট্রীয় শাখার কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। ইনি নানা ফর্ণাবিসের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

রাঘব সিন্ধিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করায়, প্রাগুক্ত সন্ধি সিন্ধি-য়ার সহিতই শেষ হইল এবং সন্ধির নিয়মানুসারে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে যে সমস্ত স্থান

ইংরেজেরা হস্তগত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পিত হইবে, সিন্ধিয়াকে ভড়োচ নামক স্থানটী প্রদত্ত হইবে এবং কর্ণেল গডার্ডকে অগ্রসর হইতে নিবারণ করা যাইবে। দুই জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ এই সন্ধির নিয়ম প্রতিপালনার্থে প্রতিভূ স্বরূপ থাকিলেন। কাপ্তেন হার্টলী সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিলেও ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে বর্গামের সন্ধি শেষ হইল।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও ডিরেক্টর সভা উক্ত সন্ধির বিষয়ে অনুমোদন করিলেন না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কর্ণেল গডার্ড এই সময়ে সুরাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফরাসীদিগকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে অপসারিত করিয়া তাহাদিগের অন্তর্বিবাদ ভঞ্জন করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। নানা ফর্ণাবিস্ প্রথমেই বলিয়া বসিলেন যে, সালসীট্ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে ও রাঘব আমাদিগের আজ্ঞাধীন থাকিবে। সুতরাং এরূপ জিদ করিলে কখন বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে না। যাহা হউক ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি বিবাদানল প্রজ্বলিত হইবার সূত্রপাত হইল। কর্ণেল গডার্ড গুজরাটস্থ ধবয় ও আহম্মদাবাদ অধিকার করায়, ফতেসিংহ গুইকবাড় তাহার সহিত সন্ধি করিলেন। পরে ঐ কর্ণেল হুলকার ও সিন্ধিয়ার সমবেত সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলেন। এদিকে হেষ্টিংস কাপ্তেন পফ্যাম্‌কে সিন্ধিয়ার রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। তিনি সাতিশয় কৌশল ও সাহস সহকারে লাহোর ও গোয়ালিয়রের দুইটী দুর্গ হস্তগত করিলেন। সিন্ধিয়াকে পুনার নিকট হইতে অপসারিত করাই এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে

৩রা আগষ্ট গোয়ালিয়রের দুর্ভেদ্য দুর্গ পফ্যাম্ সাহেব অধিকার করেন।

১৭৭৯ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে হেষ্টিংস সংবাদ পাইলেন যে, গুইকবাড় ব্যতীত অপরাপর মহারাষ্ট্রীয়গণ, হায়দর আলি ও নিজাম মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার মন্ত্রণা করিতেছেন ও এই স্থির করিয়াছেন যে, তিন দিকে তিনটী প্রেসিডেন্সী যুগপৎ আক্রান্ত হইবে। হুলকার, সিন্ধিয়া এবং পেশোয়া বোম্বাই আক্রমণ করিবেন, হায়দর মান্দ্রাজ এবং নাগপুররাজ মহদাজী ভোন্‌স্লে বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন। হেষ্টিংস সহজেই অস্থির হইলেন। হায়দর আলি ১৭৮০ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে কর্ণাট আক্রমণ করেন। হেষ্টিংস অগ্রে মান্দ্রাজ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদানে বিরত হইলেন। সেই সময়ে কাপ্তেন হার্টলী বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কঙ্কন নামক স্থান অধিকার পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত রক্ষা করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার নিকট পরাভূত হইল। কাপ্তেন হার্টলীর এই কার্য্যটী ১৭৮০ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে শেষ হয়। কর্ণেল গডার্ডও সেই সময়ে সুরাট হইতে আসিয়া ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ১৩ই নবেম্বর বেসিন আক্রমণ ও অব্যবহিত পরে অধিকার করেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে উক্ত কর্ণেল পুনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য কর্ত্তৃক প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া বোম্বাই নগরাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন। হুলকার এই আক্রমণের প্রধান নেতা ছিলেন।

তাঁহার এই উদ্যমে অনেক গুলি ইংরাজ সৈন্যের ক্ষয় হয়। সিন্ধিয়া স্বরাজ্য রক্ষার্থ যদি এই সময়ে দূরে না থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় উক্ত ঘটনাটী আরও গুরুতর হইত। হেষ্টিংস মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিতে ব্যস্ত হইলেন। তিনি ষোল লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া নাগপুর রাজের সহিত একতা স্থাপন করিলেন এবং পফ্যাম্ কর্ত্তৃক সিন্ধিয়ার রাজ্যের যে যে স্থান বিজিত হইয়াছিল, গোয়ালিয়র ব্যতীত তৎসমুদায় সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। গোয়ালিয়র গোহদের রাণাকে প্রদত্ত হইল। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে এপ্রেল মাসের শেষে যুদ্ধ ব্যাপারের অবসান হয়, এবং সেই অবধি যে সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল, তাহা ১৭৮২ খৃঃ অব্দে মে মাসে শেষ হইল। পেশোয়ার সহিত এই সন্ধি স্থাপন বিষয়ে সিন্ধিয়া মধ্যস্থ হইলেন। সন্ধির নিয়ম দ্বারা এই স্থির হইল যে, রাঘব তিন লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া যে কোন স্থানে ইচ্ছা করিলে অবস্থান করিতে পারিবেন, ফতে সিংহ গুইকবাড়কে তাঁহার পূর্ব্বপদ প্রদান করা হইবে, পুরন্দর সন্ধির তারিখ হইতে যে সমস্ত স্থান ইংরাজেরা হস্তগত করিয়াছেন তাহা তাঁহারা প্রত্যর্পণ করিবেন, হায়দর আলি ছয় মাসের মধ্যে কর্ণাট প্রদেশস্থ বিজিত স্থান সমূহ প্রত্যর্পণ ও বন্দীকৃত ইংরাজ সকলকে মুক্ত না করিলে পেশোয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবেন, পর্টুগীজ ভিন্ন সমস্ত ইউরোপীয় জাতি মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য হইতে অপসারিত হইবে এবং ভড়োচ নামক স্থানটী সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হইবে। নানা ফর্ণাবিস্ উক্ত সন্ধির নিয়মগুলি অনেক তর্কবিতর্কের

পর অনুমোদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হায়দর আলির সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক পণে সন্ধি বন্ধন করিতে হইবে এই আশায় তৎকাল পর্য্যন্ত পেশোয়ার স্বাক্ষরের দ্বারা সন্ধিপত্র দৃঢ়ীকৃত করিয়া দেন নাই। কালবিলম্ব দেখিয়া হেষ্টিংস চিন্তিত হইতে লাগিলেন, পরে দৈবঘটনায় হায়দরের মৃত্যু হওয়াতে সমস্ত চিন্তা অপনীত হইল। নানা ফর্ণাবিস্, হায়দরের মৃত্যুর পর উক্ত অব্দে ডিসেম্বর মাসে পেশো-য়ার নামাঙ্কিত মোহর সন্ধিপত্রের উপর অঙ্কিত করিলেন। এই যুদ্ধটী প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ ও উক্ত সন্ধিটী সালবাইর সন্ধি বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের শেষ হইতে বেসিনের সন্ধি পর্য্যন্ত।

সালবাইর সন্ধি দ্বারা সিন্ধিয়ার স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য-স্থাপন রূপ মহতী আশা বহুল পরিমাণে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে গোহদের রাণার নিকট হইতে গোয়া-লিয়র অধিকার করিলেন, এবং ২য় সাহআলম সম্রাটের সর্ব্বময় কর্ত্তা অফ্রসাহেব খাঁ আপন প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ বেগের ক্ষমতা লোপ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি দিল্লীতে যাইয়া আপন প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে প্রধান সেনানায়কের পদ প্রদান করিয়া নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৬৫,০০০ টাকা পাইবেন এই স্বীকার

করাইয়া দিল্লী ও আগরা প্রদেশদ্বয় অর্পণ করিলেন। সিন্ধিয়া পদগৌরবে এতদূর প্রফুল্ল ও সাহসিক হইয়াছিলেন যে, তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে বঙ্গদেশের চৌথ্ পাই-বার বিষয় উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। কিন্তু ম্যাক্ফার্সন সাহেব এরূপ বুঝাইলেন যে, তিনি দাবিটী অন্যায্য বোধে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

নিয়ত উপদ্রবে দিল্লী ও আগরা প্রদেশ দ্বয় একরূপ হীনকোষ হইয়াছিল, সুতরাং সিন্ধিয়ার প্রচুর সৈন্যব্যয় উক্ত প্রদেশ দ্বয়ের আয় দ্বারা নির্ব্বাহিত না হওয়ায় তাহাকে ধনাগমের অন্য উপায় দেখিতে হইল। তিনি সম্ভ্রান্ত মুসল-মানদিগের জায়গির সমস্ত আক্রমণ করিলেন এবং রজঃ-পুতদিগের নিকট রাজস্ব চাহিলেন। রজঃপুতদিগের নিকট কতকটাকা পাইয়াও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তাঁহার এক জন সেনানী পুনর্ব্বায় দাওয়া উত্থাপিত কবিল। রজঃপুতেরা ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইল এবং মুসলমানেরা পূর্ব্ব হইতেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা এই বিদ্রোহে যোগ দিল। সিন্ধিয়ার সেনানী পরাস্ত হইলে, তিনি স্বয়ং বিপক্ষদিগের দমনার্থ গমন করিলেন। মহম্মদ বেগ, অফ্রখাঁর মৃত্যুব পর সিন্ধিয়ার সপক্ষ হন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া রজঃপুতদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহার সুযোগ্য ও সাহসিক ভ্রাতু-ষ্পুত্র ইস্মেল বেগ সিন্ধিয়াকে আক্রমণ করায়, তিনি অগত্যা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় দিবসে সিন্ধিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময়ে সম্রাটের সমস্ত সৈন্য ইস্মেলের পক্ষ অবলম্বন করিল। সিন্ধিয়া ঘোর

বিপদে পতিত হইলেন, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রজঃপুতেরা তাঁহার অনুসরণ করে নাই। ইস্‌মেলবেগ আগরা আক্রমণ করিল। সিন্ধিয়া অনন্যোপায় হইয়া নানা ফর্ণাবিসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তিনিও হুলকার ও অন্য এক জন সেনানীব অধীনে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সাহায্য করা অপেক্ষা উহাকে দমন করাই ইহাঁদিগেব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

১৭৮৮ খৃঃ অব্দে রোহিলা সর্দ্দার জাবিটা খাঁর পুত্র গোলাম কাদির আগরা গমন করিয়া ইস্‌মেল্ বেগের সহিত মিলিত হইলেন এবং সিন্ধিয়া উভয়কে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি পরাভূত হইয়া জাটদিগের রাজধানী ভরতপুরে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে গোলাম কাদির শিখদিগের হস্ত হইতে আপন জায়গির রক্ষার্থ গমন করিলে, সিন্ধিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে ১৮ই জুন তারিখে আগরায় ইস্‌মেল বেগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। ইস্‌মেল পলাইয়া গোলাম কাদিরের সহিত মিলিত হইলেন ও উভয়ে একত্রিত হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের নগর প্রবেশ প্রতিষিদ্ধ হইলে, তাঁহারা কৌশল ক্রমে কার্য্য সাধন করিলেন এবং গোলাম কাদির অভূতপূর্ব্ব অত্যাচারের পর সম্রাটের চক্ষুরুৎপাটন করিয়া দিলেন। ইস্‌মেল বেগ এই নিষ্ঠুর কার্য্য দেখিতে অসমর্থ হইয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন এবং সিন্ধিয়া, তাঁহাকে জায়গির প্রদান করিবেন এই অঙ্গীকার করিলে তিনি তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সিন্ধিয়া তৎপরে দিল্লী

উপস্থিত হইলেন এবং বৃদ্ধ সম্রাটকে সিংহাসনস্থ করিয়া তাঁহাকে শান্তনা করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। গোলাম পরে মিরটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পলায়ন কালে ধৃত হইয়া সিন্ধিয়ার সমীপে আনীত হইলে, তিনি তীব্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

সিন্ধিয়ার ক্ষমতা এই সময়ে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কাউণ্ট ডি বয়নী নামক একজন ফরাসী তাঁহার প্রধান সেনা-নায়ক ছিলেন; তিনি অতিশয় অভিজ্ঞ ও রণপণ্ডিত। তাঁহার তত্ত্বাবধানে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছিল এবং অনেক সুদক্ষ ইউরোপীয় তাঁহার সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সিন্ধিয়া উল্লিখিত সৈন্য-বলে অনেক নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়া সর্ব্বত্র জয় লাভ করিয়াছিলেন। কোন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার পূর্ব্বে এরূপ প্রতাপ প্রদর্শন করেন নাই।

ইস্‌মেল বেগ যদিও সিন্ধিয়ার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাহা উচ্ছেদ করিয়া জয়পুর ও যোধপুরের রাজাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ২০ শে জুন সিন্ধিয়া পত্তন নামক স্থানে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইস্‌মেল বেগ পরাস্ত হইয়া জয়পুরে প্রস্থান কবিলেন। রজঃপুতেরা এ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই; পর বৎসর ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মৈর্ত্ত নামক স্থানে তাঁহারা ডি বয়নীর নিকট পরাভূত হই-লেন। হুলকারের উদ্যোগে রজঃপুতদিগের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

চারিদিকে ক্ষমতা বিস্তার করাই সিন্ধিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তিনি ১৭৯২ খৃঃ অব্দে পুনা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পত্তনের যুদ্ধের পর তিনি সম্রাটের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সনন্দ গ্রহণ করেন যে, পেশোয়া মহারাষ্ট্রীয় চক্রের রাজ প্রতিনিধিত্ব পাইবেন এবং সিন্ধিয়া ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পেশোয়ার সহকারী হইয়া কার্য্য করিবেন। পেশোয়াকে এই অভিনব উপাধি প্রদান করিবার নিমিত্ত সিন্ধিয়া ১৭৯২ খৃঃ অব্দে ১১ই জুন মহারাষ্ট্রীয় রাজধানী পুনায় উপস্থিত হইলেন। নানা ফর্ণাবিস্, সিন্ধিয়ার আগমনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কুঅভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে যাহাতে নূতন উপাধি গ্রহণ করিতে পেশোয়া ইচ্ছুক না হন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়া নানা কৌশলে পেশোয়াকে স্ববশে আনয়ন করিয়া, প্রাগুক্ত কার্য্য শেষ করিবার নিমিত্ত দিন স্থির করিলেন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে মহাড়ম্বরে সিন্ধিয়া, পেশোয়ার নূতন উপাধি গ্রহণ কার্য্য শেষ করিলেন এবং তিনিও এই সময়ে নম্রতা ও বিনয়ের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পেশোয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সিন্ধিয়া অন্যান্য বংশ মর্য্যাদাপন্ন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাতে উপবিষ্ট আছেন। তাহাতে তিনি সিন্ধিয়াকে প্রধান ব্যক্তিদিগের পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন। সিন্ধিয়া বলিলেন আমি ঐরূপ সম্মানের যোগ্য লোক নহি। এবং তৎক্ষণাৎ কক্ষদেশ হইতে এক যোড়া পাদুকা বাহির করিয়া বলিলেন, "আপনাদিগের পাদুকা বহনই আমাদিগের পৈতৃক কার্য্য।"

অনেক বিলম্বের পর সিন্ধিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। প্রসিদ্ধ টিপুসুলতান সেই সময়ে অত্যন্ত হীনবল হওয়ায়, সিন্ধিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে একজন প্রধান রাজা হইয়া উঠেন; তাঁহার এতাদৃশ বিনয়-নম্র ব্যবহার সম্পূর্ণ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

উক্ত ঘটনার পর সিন্ধিয়া ও নানা ফর্ণাবিস্ উভয়েই মৌখিক সদ্ভাব প্রকাশ করিতেন, কিন্তু গোপনে পরস্পর অধঃপাতনের চেষ্টায় যত্নবান ছিলেন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে ডি বয়নী হুলকারকে পরাস্ত করেন। এই জয়লাভে সিন্ধিয়ার প্রতিপত্তি সম্যক্ রূপে বর্দ্ধিত হয়। নানা ফর্ণাবিস্ তাহাতে অতিমাত্র ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারি সিন্ধিয়ার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার সমস্ত উদ্বেগের কারণ দূরীভূত হইল। নানা ফর্ণাবিস্ পুনায় সর্ব্বময় হইয়া উঠিলেন। মহদাজী সিন্ধিয়া একজন উচ্চাশয়সম্পন্ন, প্রতিভাশালী ও রাজনীতিজ্ঞ লোক ছিলেন, কিন্তু স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহার কূটমন্ত্রণাভিজ্ঞতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি তাঁহার পিতার একটী সামান্য রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া পরিশেষে এক সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ও কতকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্য রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার ভ্রাতৃ পৌত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত বিশাল রাজ্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

তৃতীয় মহীসুরের যুদ্ধের পর লর্ড করণওয়ালিস যে সন্ধির * প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নিজাম আলি তদ্বিষয়ে

---

* ইহা গরান্টীট্রীটি নামে খ্যাত।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের দাওয়া হইতে চিরদিনের নিমিত্ত মুক্ত হই-লাম ভাবিয়া সন্তোষের সহিত অনুমোদন করেন। মহদাজী সিন্ধিয়া তৎকালে জীবিত ছিলেন, তিনি এই সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। নানা ফর্ণাবিস্ সুচতুর লোক ছিলেন, ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কার্য্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং উক্ত সন্ধিতে মতামত প্রকাশ না করিয়া কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি এমন একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন, যাহাতে লর্ড করণওয়ালিস মহা-রাষ্ট্রীয়দিগকে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া অগত্যা তাহাদিগের মৌখিক অঙ্গীকার গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষান্ত থাকি-লেন।

চৌথ্ ইত্যাদির বাকী দাওয়া লইয়া নানা ফর্ণাবিসের সহিত নিজাম আলির মনমালিন্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লা-গিল ও শেষে তাহা যুদ্ধরূপে পরিণত হইল। পেশোয়া স্বয়ং নিজামের বিরুদ্ধে গমন করেন। সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারেরা এই যুদ্ধে ঐকমত্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন। নিজাম আলি পূর্ব্ব সন্ধির নিয়মানুসারে ইং-রাজ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সার জন সোর সাহেব সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন না। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ১১ই মার্চ্চ কুর্দ্দলানামক স্থানে দুই দলে পরস্পর সা-ক্ষাৎ হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্পূর্ণ জয় লাভ করিল এবং নিজাম কঠিনতর পণে ১৩ই মার্চ্চ তারিখে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

কুর্দ্দলা যুদ্ধে জয়লাভের পর নানা ফর্ণাবিস্ পুনায় একা-ধিপত্য বিস্তার করিলেন। সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার ঐকমত্য

না থাকিলেও অপর সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারেরা তাঁহার বশ্যতাপন্ন ছিলেন। তিনি রাঘবের যে সকল পুত্রকে বন্দীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজীরাও রূপ-গুণ-সম্পন্ন ও সকলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পেশোয়ার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। পেশোয়া তৎকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী নানা ফর্ণাবিস্ তাঁহাকে এরূপ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিনি কোন কর্ম্মেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তিনি বাজী রাওর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা ফর্ণাবিস্ তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই ঘটনা ও মন্ত্রীর নানা রূপ অসদ্ব্যবহার বশতঃ আত্মাবমাননা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মরিবার অভিপ্রায়ে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ২২সে অক্টোবর প্রাসাদের উপর হইতে পতিত হন ও দুই দিন জীবিত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

পেশোয়া ২য় মধুরাও মৃত্যুকালে দুর্ভাগ্য রাঘবের পুত্র বাজী রাওকে আপন পদাভিষিক্ত করিবার অনুমতি পত্র লিখিয়া যান। কিন্তু নানা ফর্ণাবিস্ কৌশল পূর্ব্বক উক্ত পত্র গোপন করিয়া প্রস্তাব করেন যে, মৃত পেশোয়ার পত্নী, বাজী রাওর কনিষ্ঠ সহোদর চিমনজীকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া পেশোয়া পদ প্রদান করিবেন। বাজীরাও তাহা জানিতে পারিয়া ফর্ণাবিসের প্রস্তাবনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে সিন্ধিয়া ও সিন্ধিয়ার মন্ত্রী বল্লভ তাস্তিয়ার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানা ফর্ণাবিস্ ইহা অবগত হইয়া সিন্ধিয়াকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত বাজী রাওকে পেশোয়া করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বন্দীভূত বাজী

রাও মুক্ত হইয়া পুনায় আগমন পূর্ব্বক নানার সহিত পুনর্মিলিত হইলেন এবং তাঁহাকে মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন। বল্লভ তান্তিয়া, নানার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং গোদাবরী তীরে সিন্ধিয়ার যে সমস্ত সৈন্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকে পুনাভিমুখে আসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। নানা ফর্ণাবিস্ অত্যন্ত ভীরু স্বভাব ছিলেন; তিনি এই সংবাদ জানিতে পারিয়াই পলায়ন পূর্ব্বক পুরন্দর নামক স্থানে গমন করিলেন। বল্লভ এক্ষণে পুনার সেনানায়ক পরেশরাম ভাওর সহিত এই পরামর্শ করিলেন যে, বাজীরাও বন্দীকৃত হইবেন ও চিমনজীকে পেশোয়া করা হইবে। বাজীরাও এই সমস্ত চক্রান্তের বিষয় কিছুই জানিতেন না, সুতরাং তিনি অবাধে সিন্ধিয়ার শিবিরে গমন করিলেন ও তথায় যাইয়া বন্দীকৃত হইলেন। চিমনজী অনিচ্ছুক হইলেও ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ২৬সে মে পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হইলেন।

পরেশরাম পুনায় সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন এবং ঐ সময়ে পুনাস্থ যাবতীয় প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা নানা ফর্ণাবিস্‌কে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনিও পুরন্দর হইতে পলাইয়া মার নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অপর লোক হইলে বোধ হয় ঈদৃশ ভয়াবহ সময়ে কখনই ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু তিনি সাতিশয় সুচতুর লোক ছিলেন পত্রাদির দ্বারা বাজীরাওর সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, নিজামকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়া তাহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা গত সন্ধিতে তোমার নিকট যে সমস্ত

স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রত্যর্পিত হইবে ও আর কোন দাবী তোমার নিকট থাকিবে না। বল্লভ, নানার পরম শত্রু ছিলেন, তিনি সমস্ত অবগত হইয়া যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয় তজ্জন্য বাজীরাওকে আর্য্যাবর্ত্তে পাঠাইতে উদ্যোগ করিলেন। সিন্ধজীরাও ঘট্‌কে নামক এক ব্যক্তির সহিত তিনি প্রেরিত হইলেন। কিন্তু পথি-মধ্যে বাজীরাও কৌশল করিয়া সিরজীর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন এবং নানার মন্ত্রণা সমূহ এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত হইল। নানা ফর্ণাবিস্, রঘুজী ভোন্‌স্লে ও হুলকারের সহায়তা লাভ করিলেন ও কার্য্য সফল হইলে পরেশরামের সমস্ত জায়গির প্রদান করিব এই অঙ্গী-কারে সিন্ধিয়াকে হস্তগত করিলেন। পরেশরাম পলা-য়ন করিলেন। নানা ফর্ণাবিস্ সমারোহে পুনায় প্রবেশ করিলেন এবং বাজীরাও ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ৪ ঠা ডিসেম্বর পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সিন্ধিয়া ও নানা ফর্ণাবিস্ এই ব্যাপারের মূলীভূত ছিলেন।

বাজীরাওই শেষ পেশোয়া। ইনি ২য় বাজীরাও বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বাজীরাও গুণশালী হইলেও দোষ-সম্পর্ক-শূন্য ছিলেন না। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না এবং সকলকে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহারই অব-মৃশ্যকারিতা ও অব্যবস্থচিত্ততা নিবন্ধন মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের উচ্ছেদ সংসাধিত হয়। তিনি প্রথমেই সিন্ধিয়া ও নানা ফর্ণা-বিসের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিন্ধিয়া সেই সময়ে পুনায় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। পেশোয়া প্রথমে নানাকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক

হইয়া সিন্ধিয়াকে তৎকার্য্যে ব্রতী করিলেন। কৌশল ক্রমে নানা ধৃত হইয়া আহম্মদনগরের দুর্গে বন্দীকৃত হইলেন। এই রূপে নানাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া পেশোয়া, সিন্ধিয়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সিন্ধিয়া, সিরজীরাওর কন্যাকে বিবাহ করেন। সিরজীরাও অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর লোক ছিলেন, তাঁহার অত্যাচারে পুনার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা রহিল না। রাঘবের উপপত্নী গর্ভজাত অমৃতরাও সেই সময়ে বাজীরাওর মন্ত্রী ছিলেন, তিনি এই সমস্ত কার্য্য সিন্ধিয়ার প্ররোচনায় সম্পাদিত হইতেছে ভাবিয়া তাঁহার বধোপায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হত্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বিত হইল, কিন্তু বাজীরাও তৎকার্য্যে সাহস প্রকাশ না করায়, সিন্ধিয়া পুনা ত্যাগ করিতে অনুমত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই গোলযোগের সময় লর্ড ওয়েলেস্লি ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরলের পদ গ্রহণ করেন।

লর্ড ওয়েলেস্লি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে নিজামের সহিত সৈনিক সাহায্য প্রদানরূপ নূতন বিধ সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং পেশোয়ার সহিত ঐরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। পূর্ব্ব বৎসর পেশোয়া, সিন্ধিয়ার উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সার জন সোর তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের সুযোগ নষ্ট করিয়াছিলেন। বাজীরাও হতাশ হইয়া নিজামের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। সিন্ধিয়া কুপিত হইয়া নানা ফর্ণাবিস্‌কে মুক্ত করিয়া দেন ও নিজামকে আক্রমণার্থ টিপুকে আহ্বান

করেন। নানা পুনায় আসিলে পেশোয়া ত্রস্ত হইলেন ও নিশীথ সময়ে একটী মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া যথেষ্ট অনুনয় ও বিনয়ের সহিত তাঁহাকে পূর্ব্বপদ গ্রহণ করিতে জিদ করিলেন। নানা ফর্ণাবিস্ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময়ে লর্ড ওয়েলেস্লি পুনাস্থ রেসিডেণ্টকে পেশোয়ার সহিত নিজামের ন্যায় সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিতে অনুমতি করেন। পেশোয়া, নানা ফর্ণাবিসের পরামর্শে রেসিডেণ্টের প্রস্তাবনায় স্বীকৃত হইলেন না।

১৮০০ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে নানা ফর্ণাবিসের মৃত্যু হয়। পঞ্চবিংশতি বৎসরেরও অধিক তিনি মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। তিনি বহুগুণালঙ্কৃত ছিলেন এবং যদি তাঁহার ভীরুতা দোষ না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যে তাঁহার ক্ষমতার ইয়ত্তা থাকিত না। তিনি ইংরাজদিগকে প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন, তাঁহার পক্ষে এক ভয়ানক ঈর্ষার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই অসামান্য বুদ্ধিবলে এপর্য্যন্ত সিন্ধিয়া বা ইংরাজেরা আপন আপন দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রভূমির গৌরব তিরোহিত হইয়া স্বাধীনতা বিলোপের সূত্রপাত হইল। অতঃপর পুনায় সিন্ধিয়ার আধিপত্যের আর সীমা রহিল না। পেশোয়া ভীত হইলেন। কিন্তু যশবন্তরাও হুলকারের বর্দ্ধনশীল ক্ষমতা দ্বারা পরিত্রাণ পাইব ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। যশবন্তরাও হুলকার ও সিন্ধিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন।

মলহররাও হুলকার অতি সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যো-পাধি প্রাপ্ত হন। তিনি চল্লিশ বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে এক জন প্রধান বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি রণজী সিন্ধিয়ার সমকালেই মালব প্রদেশে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন। প্রসিদ্ধ অহল্যা বাই তাঁহার পত্নী ছিলেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা দত্তকপুত্র গ্রহণার্থে প্রার্থনা করেন ; কিন্তু অহল্যাবাই তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যত্নবতী হন। তিনি তুকাজী হুলকার নামক জনৈক বিশ্বস্ত মহারাষ্ট্রীয়কে প্রধান সেনানী পদে নিযুক্ত করেন। তুকাজী, মলহররাওর স্বজাতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্পর্কীয় নহেন। তুকাজীর একজন বংশধর এপর্য্যন্ত ইন্দোর শাসন করিতেছেন। তুকাজী যথোচিত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি সহকারে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেন। তিনিও সুশিক্ষিতা এবং তীক্ষ্ণ—বুদ্ধিশালিনী ছিলেন, সুতরাং কখনই তাঁহাদের মতের অনৈক্য ঘটে নাই। অহল্যা বাই স্বয়ং প্রত্যহ যথা নিয়মে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সুবিচার পূর্ব্বক ত্রিশ বৎসর অবাধে রাজ্য শাসন করেন। তিনি অতিশয় মহানুভবা, ধর্ম্মশীলা ও শ্রমশীলা ছিলেন এবং ভারতবর্ষবাসিনী এমন কি ভূমণ্ডলবাসিনী বিখ্যাত নাম্নী মহিলাগণের মধ্যে পরিগণিতা হইয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার উচ্চ-স্বভাবে তিনি অন্যান্য রাজগণের সম্মান ভাজন হইয়া-

ছিলেন এবং কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা স্বরাজ্যের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপও কম ছিল না। কোন রাজাই তাঁহার রাজ্যে অত্যাচার করিতে সমর্থ হন নাই। ইন্দোর একটী সামান্য গ্রাম হইতে এক সমৃদ্ধিশালিনী নগরীতে পরিণত হয়। তাঁহার কীর্ত্তি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বিরাজমান হইয়া রহিয়াছে এবং নানা স্থানে দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণে বহু সংখ্যক অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। অবতীর্ণা দেবী বলিয়া অনেকে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে অহল্যাবাই কালগ্রাসে পতিত হন ও তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী তুকাজীও ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে সেই পথাবলম্বী হন। তুকাজী চারি পুত্র রাখিয়া যান, তন্মধ্যে মলহর রাও ও কাশী রাও তাঁহার পত্নীর গর্ভজাত এবং যশবন্ত রাও ও বিটুজি রাও তাঁহার উপপত্নী গর্ভজাত ছিলেন। তুকাজীর মৃত্যুর পর মলহর রাও, হুলকাররাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কাশী রাও পুনা গমন করিয়া সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধে হুলকার রাজ্যের ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। বহু দিন হইতে সিন্ধিয়া রাজ্য, হুলকার রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী; সিন্ধিয়া সুযোগ বুঝিয়া কৌশল ক্রমে উভয় ভ্রাতার ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিলেন। মলহর রাও আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে নিহত হইলেন এবং হুলকার রাজ্যের বল হ্রাস হইয়া পড়িল। যশবন্ত রাও এই যুদ্ধে মলহর রাওর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি পলাইয়া নাগপুরে বন্দীকৃত হন। কিন্তু কোন সুযোগে মুক্তি লাভ করিয়া ধারাবাররাজ আনন্দ রাওর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিন্ধিয়া

তাঁহার পশ্চাদগমন করিলে, ধারাবাররাজ ভীত হইয়া যশবন্তকে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া বিদায় করিলেন এবং তিনিও যৎসমান্য অর্দ্ধসুসজ্জিত সৈন্য সমভিব্যাহারে আপন ভাগ্য পরীক্ষার্থ তাঁহার রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যশবন্ত রাও আপন আভিজাত্যপক্ষে প্রজাগণের সম্মানার্হ হইবেন না ভবিয়া প্রকাশ করিলেন যে, মৃত মলহব রাওর পুত্র খণ্ডে রাও, হুলকার রাজ্যের অধীশ্বর ও আমি তাঁহার মন্ত্রী। তিনি সিন্ধিয়াব অত্যাচার হইতে মুক্ত পাইবার নিমিত্ত রাজ্যেব সমস্ত লোককে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহার্থপ্রস্তুত হইলেন। সেই সময়ে মধ্য ভারতবর্ষে দুর্দম দস্যু ব্যবসায়ী সৈনিকগণ পরস্বাপহরণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কবিত। যশবন্ত রাওর আহ্বানে তাহাবা অচিবাৎ তাঁহার সৈন্য দলে প্রবিষ্ট হইল। আমির খাঁ রাহিলাও এই সময়ে যশবন্ত রাওর সহিত মিলিত হন। সিন্ধিয়া, যশবন্ত রাও মালব দেশে অত্যাচার করিতেছেন শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না এবং সিবজী রাওকে পুনায় রাখিয়া হুলকারের প্রবলবেগ রোধ করিতে গমন করিলেন। হুলকার ১৮০১ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার রাজধানী উজ্জয়িনী অভিমুখে গমন করিলেন। মহদাজী সিন্ধিয়ার পত্নীরা এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, হুলকার কৌশল ক্রমে তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিলেন এবং তাঁহারা জীবন লইয়া পলায়ন করিলেন। সিন্ধিয়ার দুই দল সৈন্য, হুলকারকে উজ্জয়িনী হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত অচিরাৎ উত্তরাভিমুখে গমন করিল। সিন্ধিয়ার সৈন্যেরা পরাস্ত হইলে, হুলকার পনর লক্ষ টাকা পাইয়া

ক্ষান্ত হইলেন। এই সময়ে যশবন্ত রাওর ভ্রাতা বিটুজী রাও পেশোয়ার আজ্ঞামতে নিহত হন।

সিন্ধিয়া, হুলকারের এবম্ভূত ক্ষমতা দৃষ্টে কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত সিরজী রাওকে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। সিন্ধিয়া এইরূপে বল বৃদ্ধি করিয়া ১৮০১ খৃঃ অব্দে ১৪ই অক্টোবর হুলকারকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। সিরজী রাও মহাসমারোহে ইন্দোর প্রবেশ করিয়া নগরটীকে একরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সিন্ধিয়া, হুলকারকে হতবল ভাবিয়াও তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু হুলকার সন্ধির প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন এবং সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া আপন গৌরব রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পেশোয়ার সাহায্যে সিন্ধিয়ার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইব এই আশায় পুনাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। হুলকার পুনায় আসিতে-ছেন শুনিয়া পেশোয়া ভীত হইলেন। লর্ড ওয়েলেস্লি বুঝিয়াছিলেন যে, পুনায় আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিলে, দাক্ষিণাত্য উপশান্ত হইবে না। কারণ হুলকার ও সিন্ধিয়া সর্ব্বদা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া মহা অনর্থ ঘটাইবেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা অনেক অত্যাচার করিবেন। তিনি তজ্জন্য কাযাসিদ্ধির অবসর পাইলে পেশোয়ার সহিত সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিতেন। কিন্তু পেশোয়া অন্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সম্মতি প্রদানে অনিচ্ছুক হইতেন। এক্ষণে পেশোয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি-তেন, কিন্তু সিন্ধিয়া পুনা রক্ষার্থ কতকগুলি সৈন্য সেই সময়ে প্রেরণ করাতে তিনি সাহসী হইয়া গবর্ণর জেনেরলের

প্রস্তাবনায় সম্মত হইলেন না। ১৮০২ খৃঃ অব্দে পুনা নগরে পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত সৈন্যের সহিত হুলকারের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, হুলকার জয় লাভ করিলেন। পেশোয়া অনন্যোপায় হইয়া দূত দ্বারা রেসিডেণ্টকে পূর্ব্ব-কৃত সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইব বলিয়া পাঠাইলেন; এবং পলাইয়া ৬ই ডিসেম্বর বেসিনে উপস্থিত হইলেন। হুলকার, পেশোয়াকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ভ্রাতা অমৃত রাওকে রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ও অমৃত রাওর পুত্রকে পেশোয়া পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হুলকার জিদ করি-লেও রেসিডেণ্ট কর্ণেল ক্লোস্ পুনায় থাকিয়া তাঁহার ভয়া-নক অত্যাচারের কার্য্য সকল সন্দর্শন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বোম্বাই নগরে চলিয়া গেলেন। পেশোয়া সন্ধির নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন তিনি রেসিডেণ্টের পত্র পাইয়া সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন; কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন সিংহাসন লাভের আর উপায়ন্তর ছিল না।

১৮০২ খৃঃ অব্দে ৩১ সে ডিসেম্বর বেসিনের সুপ্রসিদ্ধ সন্ধি সংস্থাপিত হয় এবং এতদ্দ্বারা পেশোয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, (১) তিনি রাজ্য রক্ষার্থ ছয় হাজার ইংরাজ সৈন্য গ্রহণ করিবেন ও তাহাদিগের ভরণ পোষণ জন্য বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা আয়ের স্থান, প্রদান করিবেন; (২) তাঁহার রাজ্য মধ্যে ইংরাজদিগের শত্রুপক্ষীয় কোন ইউরোপীয়কে গ্রহণ করিবেন না; (৩) ব্রিটীস্ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোন রাজার সহিত সন্ধি কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না; (৪) সুরাটের বিষয়ে সমস্ত দাওয়া পরিত্যাগ করি-বেন ও নিজাম এবং গুইকবাড়ের সহিত যে সকল দাবী

লইয়া বিবাদ হইয়াছে, তাহা ব্রিটীস্ গবর্ণমেণ্টকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া সমস্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবেন; (৫) ইংলণ্ডের মিত্র থাকিবেন। এই সন্ধিটী ইতিহাসে বেসিনের সন্ধি বলিয়া খ্যাত। এইরূপে পেশোয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিলেন। পেশোয়া এই বিষয়ে দোষী নহেন, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষ মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদিগের কলহই ইহার মূলীভূত কারণ। বেসিনের সন্ধিই দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সূচনা।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের বিবরণ।

সিন্ধিয়া বেসিনের সন্ধিতে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের স্বাধীনতা বিলোপ হইল ভাবিয়া নিরতিশয় ক্ষিপ্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন এবং আপন প্রধান মন্ত্রীকে নাগপুরের রাজার নিকট পাঠাইয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিলেন। নাগপুররাজ ভোন্‌স্লে, সিন্ধিয়ার মতে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং হুলকারকে এই চক্রান্তের মধ্যে আনিবার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হুলকার তাহাতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই করেন নাই; বরং সিন্ধিয়ার রাজ্যের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি উক্ত চক্রান্তের প্রথমে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, শীঘ্র একটী বিদ্রোহ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু

তিনি শান্তিরক্ষার উদ্দেশে সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজকে বলিয়া পাঠান যে, তাঁহারা নূতন সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইংরাজদিগের প্রতিকূলতায় প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব। তিনি এই বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, হায়দরাবাদে যে সকল ইংরাজ সৈন্য ছিল তাহাদিগকে কতকগুলি নিজাম সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া নিজাম রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। গবর্ণর জেনেরলের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ যুদ্ধ—বীর আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি * সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনিও মহীসুর হইতে ঐ দিকে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। হুলকার পুনা ত্যাগ করিয়া যাইবার কালে, অমৃত রাওকে রাজধানী রক্ষার ভার দিয়া চলিয়া যান। অমৃত রাও, সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি পুনার দিকে আসিতেছেন শুনিয়া, অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে পলাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ওয়েলেস্‌লি এই কুঅভিপ্রায়ের সংবাদ শুনিয়া দ্রুতপদে পুনায় উপস্থিত হওয়াতে পূর্ণকাম হইতে পারিলেন না। পেশোয়াও তাহার পরে কর্ণেল ক্লোসের সমভিব্যাহারে বেসিন হইতে পুনায় উপস্থিত হইলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ১৩ই মে তিনি ইংরাজ সৈন্য পরিবৃত হইয়া নগর প্রবেশ করেন এবং ঐ দিবসেই স্বীয় পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

* উক্ত মহাত্মা পরে বিখ্যাত ওয়াটর্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে পরাস্ত করিয়া "ডিউক অব্ ওয়েলিংটন" উপাধি প্রাপ্ত হন।

সিন্ধিয়া উজ্জয়িনী হইতে বুরহানপুরে আসিলেন ও তথা হইতে নাগপুর-রাজের সহিত মিলিত হইবার আশায় দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিন্ধিয়া ও রঘুজী ভোন্সে উভয়ে মিলিত হইয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, পুনায় যাইয়া পেশোয়ার সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিব। নানা কারণে তাঁহাদিগের বিপক্ষভাব চিহ্ন সমুদায় সুস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। প্রথমে গবর্ণর জেনেরল, সিন্ধিয়ার এই সকল কার্য্যের প্রকৃতার্থ জানিবার নিমিত্ত কর্ণেল কোলিন্সকে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সহিত সিন্ধিয়ার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি কহেন যে, কোম্পানীর বা তাঁহাদিগের সহিত কোন রূপে সম্বন্ধবদ্ধ রাজা আক্রমণ করা আমার অভিপ্রায় নহে এবং নাগপুর রাজের সহিত আমার চাক্ষুষ না হইলে, কোম্পানীর প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা বলিতে পারিতেছি না। এক্ষণে সিন্ধিয়া ও নাগপুর-রাজ উভয়ে রেসিডেণ্টের সহিত নানারূপ বাদবিচার দ্বারা সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং হুলকারকে যোগ দিবার নিমিত্ত বারম্বার আহ্বান করিলেন। এদিকে পেশোয়া পূর্ব্বকৃত সন্ধির নিয়মানুসারে কোন কার্য্য না করিয়া বরং গোপনে গোপনে সিন্ধিয়াকে পুনায় আনিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের কার্য্য ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লি সিন্ধিয়া ও নাগপুর-রাজের কার্য্য দেখিয়া পূর্ব্বেই স্বীয় ভ্রাতা জেনেরল ওয়েলেস্‌লিকে মহারাষ্ট্রীয় ব্যাপারে লিপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে উক্ত জেনেরলের প্রার্থনামতে তাঁহাকে যুদ্ধ ও অন্যান্য সমস্ত রাজকীয়

কার্য্যের ভার প্রদান করিলেন। জেনেরল ওয়েলেস্‌লি উক্ত রাজদ্বয়ের নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ৩রা আগষ্ট কর্ণেল কোলিন্স সিন্ধিয়ার শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসেন। এইরূপে ১৮০৩ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

জেনেরল ওয়েলেস্‌লি ভাবিলেন যে, এক সময়ে চারি দিকে উভয় রাজার সমস্ত অধিকৃত স্থান আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত এবং তদভিপ্রায়ে প্রায় ৫৫,০০০ হাজার সৈন্য সুসজ্জিত হইল। হায়দরাবাদ, পুনা ও দাক্ষিণাত্যে অন্যান্য স্থান সমূহ রক্ষার্থ কতকগুলি সৈন্য অবস্থিতি করিতে লাগিল। উক্ত সেনাপতি ও কর্ণেল ষ্টিফেন্সন, সিন্ধিয়া ও নাগপুর-রাজের সৈন্যদলকে পরাভূত করিবার উদ্দেশে প্রস্তুত থাকিলেন, কটক প্রদেশ অধিকার করিবার নিমিত্ত কতকগুলি সৈন্য প্রেরিত হইল, বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ ও গুজরাট প্রদেশস্থ সিন্ধিয়ার অধীন স্থানসমূহ অধিকার করিবার কারণ কতক সৈন্য ব্যস্ত থাকিল এবং প্রধান সেনাপতি জেনেরল লেক্ আর্য্যাবর্ত্তে সিন্ধিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্যচয়কে আক্রমণার্থ ব্যাপৃত হইলেন। বহ্বায়তন-বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যদ্বয়ে উপরিউক্ত রূপে ইংরাজ-সৈন্য ব্যবস্থাপিত হইল।

জেনেরল ওয়েলেস্‌লি প্রথমেই সিন্ধিয়ার এক প্রধান অস্ত্রভাণ্ডার আহম্মদনগরের দুর্গ আক্রমণ করিয়া, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ১২ই আগষ্ট অধিকার করিলেন। পরে তিনি সিন্ধিয়ার দক্ষিণস্থ অধিকৃত প্রদেশ সমূহ গ্রহণেচ্ছায় অগ্রসর

হইলেন। কর্ণেল ষ্টিফেন্সন ৯ই সেপ্টেম্বর জালনা নামক স্থান অধিকার করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ২৩ সে সেপ্টেম্বর ওয়েলেস্‌লি আসাই নামক স্থানে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। দুর্জয় ইংরাজ সৈন্যের অসমসাহস ও রণ-নৈপুণ্যে এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয় লাভ হইল। সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজ পলায়ন করিলেন। সেনাপতি, সিন্ধিয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কর্ণেল ষ্টিফেন্সন ১৬ই অক্টোবর বুরহানপুর ও ২১ সে তারিখে আসিরগড় নামক দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। এদিকে কর্ণেল মরে গুজরাটস্থ ভড়োচ ও অন্যান্য কতিপয় স্থান ১৭ই সেপ্টেম্বর অধিকার করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জেনেরল লেক্ আর্য্যাবর্ত্তে সিন্ধিয়ার সৈন্য দলের সহিত যুদ্ধার্থ ব্যাপৃত হন। তিনি জেনেরল ওয়েলেস্‌লির ন্যায় হিন্দুস্থানে সমস্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আর্য্যাবর্ত্তে পেরন নামক জনৈক ফরাসী সিন্ধিয়ার সৈন্যসম্পর্কীয় ও অপর সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ওয়েলেস্‌লি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ২৯ সে আগষ্ট পেরনের ছাউনির অভিমুখে যাত্রা করিলেন ও আলীগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল। ডি বয়ন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলে, পেরন তাঁহার পদাভিষিক্ত হন ও পরে সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ইহাঁর কর্ত্তৃত্বে সিন্ধিয়ার প্রতাপ সিন্ধুনদ হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ সম্রাট্ এই সময়ে জেনেরল পেরনের তত্ত্বাবধানে পতিত হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্লেশ বিমুক্ত হন। পেরনের অধীনস্থ সৈন্য সমূহ বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার এতা-

দৃশ ক্ষমতা দর্শনে সিন্ধিয়ার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা ক্রমে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। পেরনের শত্রুরা নিয়তই তাঁহার সর্ব্বনাশের উপায় করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল এবং সিন্ধিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। বোরকুইন নামক একজন ফরাসী তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। আলীগড়ের দুর্গ হস্তগত হইলে জেনেরল লেক্ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর তথায় বোরকুইনের অধীনস্থ সিন্ধিয়ার সৈন্যেরা ইংরাজদিগের নিকট পরাজিত হয়। দিল্লী নগর অধিকৃত হইলে সম্রাট্ ২য় সাহ আলম, লেকের হস্তগত হন। কর্ণেল অক্টারলোনিকে দিল্লীর ভারার্পণ করিয়া লেক্ আগরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক ১৭ই অক্টোবর তাহা অধিকার করেন। তিনি এক্ষণে সিন্ধিয়ার অন্য এক দল সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া লসোয়ারি নামক স্থানে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ১লা নবেম্বর এই স্থানের যুদ্ধ শেষ হয় ও ইংরাজেরা জয় লাভ করেন।

আসাইর যুদ্ধ যে মাসে সম্পাদিত হয়, সেই সময়ে কর্ণেল হারকোর্ট নাগপুররাজের অধিকৃত কটক প্রদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করেন। কর্ণেল পাউলও প্রায় সেই সময়ে বুন্দেলখণ্ডে উপদ্রব নিবারণ করেন।

দাক্ষিণাত্যস্থিত সিন্ধিয়ার তাবৎ জনপদ ইংরাজদিগের করকবলিত হইলে পর, তিনি সন্ধির প্রস্তাব করেন। ঐ সময়ে কর্ণেল ষ্টিফেন্সন নাগপুররাজের গবিলগড় নামক দুর্গ আক্রমণার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন। রাজা এপর্য্যন্ত জেনেরল ওয়েলেস্লি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ইতস্তত বিচ-

রণ করিতেছিলেন। উক্ত কর্ণেল, ওয়েলেস্‌লির সহিত মিলিত হইলেন ও উভয় সৈন্য একত্রিত হইয়া নাগপুর-রাজের প্রতিকূলে যাত্রা করিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ২৮সে নবেম্বর আর্গম নামক স্থানে তাঁহারা বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। যদিও সিন্ধিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা শেষ করেন নাই। তিনি সময় বুঝিয়া নাগপুররাজকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে বিরত হন নাই। আর্গমের যুদ্ধে নাগপুর-রাজ পরাস্ত হইলেন। ১৫ই ডিসেম্বর গবিলগড় ইংরাজদিগের হস্তগত হইল এবং জেনেরল ওয়েলেস্‌লি নাগপুর নগর আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইলেন। রাজা রাজ্য হারাইবার আশঙ্কায় নিরতিশয় ভীত হইয়া ত্বরায় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

মাউন্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন নামক জনৈক সুদক্ষ সিভিলিয়ন ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ১৮ই ডিসেম্বর উক্ত সন্ধি শেষ করিলেন। সন্ধির নিয়মানুসারে কটক প্রদেশ কোম্পানীকে এবং বিরার প্রদেশের যে অংশ রাজার অধিকৃত ছিল, তাহা নিজামকে প্রদত্ত হইল। রাজা আরও স্বীকার করিলেন যে, নিজাম কি পেশোয়ার সহিত যে যে বিষয়ে তাঁহার অনৈক্যতা আছে, তাহা কোম্পানীকে মধ্যস্থ করিয়া মিটাইয়া লইবেন এবং ফরাসী ও ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি তাঁহার রাজ্য হইতে তিরোহিত হইবে। এই রূপে নাগপুররাজের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব্ব হইল। এল্‌-ফিনষ্টোন সাহেব নাগপুর রাজ্যের প্রথম রেসিডেণ্ট ছিলেন।

লস্যোয়ারির যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে সিন্ধিয়া হতাশ হইয়া

পড়েন এবং অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে এই সন্ধিটী শেষ হয়। ইহা সিরজীআঞ্জনগামের সন্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা স্থির হইল যে, (১) যমুনা ও গঙ্গা নদীর মধ্যস্থিত স্থান সমূহ, জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের উত্তরস্থিত জনপদ সকল এবং আহম্মদনগর ও ভড়ৌচ ইংরাজেরা প্রাপ্ত হইবেন; (২) তিনি পেশোয়া, নিজাম, গুইকবাড় ও ইংরাজদিগের উপর সমস্ত দাওয়া ত্যাগ করিবেন; (৩) আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল রাজাদিগের সহিত জেনেরল লেক সন্ধি স্থাপিত করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভাবিয়া তিনি তাহাদিগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিট্টল পন্থ এই সন্ধি শেষ করেন। মেজর মাল্‌কলম সিন্ধিয়া রাজ্যে প্রথম রেসিডেন্ট ছিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের শেষ হয়।

সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজের প্রাগুক্তরূপে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধকালে, হুলকার আর্য্যাবর্ত্তে নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। উক্ত রাজদ্বয়ের সহিত সন্ধিশেষ হইবার পর হুলকার নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ মহেশ্বর নামক বাণিজ্য স্থান লুণ্ঠন পূর্ব্বক বিপুল ধন সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা আপন সৈন্যবল বৃদ্ধি করেন। তিনি বল দর্পিত হইয়া জেনেরল ওয়েলেস্‌লির নিকট স্বকীয় বলিয়া কতকগুলি স্থান ফিরিয়া চাহিলেন ও জেনেরল লেকের নিকট দুই জন দূত দ্বারা চোথ্‌ ও উক্তরূপ দাওয়া করিয়া বসিলেন। তিনি ঐ সময়ে জয়পুর রাজের অধিকৃত স্থান সকল আক্রমণ ও অপরাপর ইংরাজাশ্রিত রজঃপুত রাজগণকে ভয় প্রদর্শন করেন। হুল-

কারের এই সকল বিপক্ষতা দর্শনে, লেক্ আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গবর্ণর জেনেরলকে পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি হুলকারকে দমন করা কর্ত্তব্য বোধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই রূপে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে হুলকারের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহা তৃতীয় মহারাষ্ট্রীর যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে ১৬ই এপ্রেল গবর্ণর জেনেরল, সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি ও লেক্‌কে হুলকারের বিরুদ্ধে যাত্রা কবিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ওয়েলেস্‌লি দক্ষিণদিকে থাকিলেন। কর্ণেল মরে গুজরাট হইতে হুলকারের রাজধানী অধিকার করিতে গমন করিলেন। লেক্ জয়পুরের দিকে গমন করিলেন। হুলকারও এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে কর্ণেল ডন্ হুলকারের রামপুরা নামক দুর্গ আক্রমণার্থ উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। ১৬ই মে রামপুরার দুর্গ অধিকৃত হয়। হুলকার চম্বল পার হইয়া অগ্রসর হইলেন। ওয়েলেস্‌লি, লেক্‌কে হুলকারের পশ্চাদ্গমন করিতে জিদ করিলেন। লেক্ স্বয়ং না যাইয়া কর্ণেল মন্সন্‌কে সামান্য সৈন্য সহিত যাইতে অনুমতি করিলেন। মন্সন্ অগ্রবর্ত্তী হইয়া মোকন্দ্র নামক গিরিসঙ্কটে (পাস) উপস্থিত হইলেন। হুলকার তাঁহাকে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিল। দুরন্ত বর্ষার সময় অল্প সৈন্য লইয়া শত্রু রাজ্য মধ্যে মন্সন্ মহা বিপদে পতিত ও নানা স্থান হইতে তাড়িত হইয়া শেষে পলায়নপর হইলেন। মন্সনের এই প্রস্থানে প্রায় সমস্ত ইংরাজ সৈন্যের ক্ষয় ও তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস হয়। হুলকার জয়োল্লাসিত হইয়া দিল্লী আক্রমণ করিলে, কর্ণেল অক্-

টার লোনি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া নয় দিন নগর রক্ষা করিলেন ও হুলকার পদাতি সৈন্যগণকে ভরতপুর-রাজের রাজ্য মধ্যে রাখিয়া ইংরাজাধিকৃত স্থান সমূহে লুণ্ঠনাদি আরম্ভ করিলেন। লেক্, কর্ণেল ফ্রেজারকে হুলকারের ভরত-পুরস্থ সৈন্যগণের কার্য্য প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ভার দিয়া স্বয়ং তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিলেন ও ১৭ই নবেম্বর ফতেগড় নামক স্থানে শত্রুর নিকটবর্ত্তী হইলেন। হুলকার ইংরাজ সৈন্যের দূরাবস্থান জানিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এক্ষণে ব্যস্ত হইয়া পলা-য়ন পূর্ব্বক নিজ পদাতি সৈন্য সহিত মিলিত হইবার আশায় যমুনা পার হইয়া দেখিলেন যে, তাহারা পূর্ব্বেই দিগ নামক স্থানে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে ১৩ই নবেম্বর সেনাপতি ফ্রেজার ও মন্সন্ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়াছে। ফ্রেজার এই যুদ্ধে আহত হইয়া তিন দিবস পরে কালগ্রাসে পতিত হন। ইহার পরে লেক্ ২৩সে নবেম্বর দিগের দুর্গ অবরোধ করিয়া ধ্বংস করেন।

হুলকার এই রূপে নানা স্থানে পরাজিত হইলেন। তাঁহার দাক্ষিণাত্য ও মালবস্থিত দুর্গ সমুদায় ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। লেক্ এক্ষণে ভরতপুর অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। ভরতপুররাজ ইংরাজদিগকে ত্যাগ করিয়া হুলকারের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক বিষম দোষে পতিত হন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ৪ঠা জানুয়ারি লেক্ ভরতপুর আক্রমণ করেন। দুর্গটী উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও দুর্জ্জয় বলিয়া দেশীয় লোকেরা বিশ্বাস করিতেন। লেক্ চারিবার আক্রমণ করিয়াও দুর্গ হস্তগত করিতে পারিলেন না। যদিও রাজা পরাস্ত হন নাই বটে, তথাপি ভীত হইয়া

বিশ লক্ষ টাকা প্রদান ও হুলকারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সন্ধি করিলেন। সন্ধি হইলেও লেকের বিফল আক্রমণে ইংরাজদিগের বিপুল যশে অনেকাংশে কলঙ্কার্পিত হয় এবং ১৮২৬ খৃঃ অব্দে ১৮ই জানুয়ারি লর্ড কম্বরমিয়র কর্ত্তৃক এই স্থান পরাজয় পর্য্যন্ত তাহা অপনীত হয় নাই।

ভরতপুরের সন্ধি শেষ হইবার পরেই সিন্ধিয়ার সহিত গোলযোগ উপস্থিত হইল। তিনি পূর্ব্ব সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজাশ্রিত রাজগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য ছিলেন ও তাঁহাদিগের নাম লিখিত এক তালিকা প্রাপ্ত হন। তিনি গোহদের রাণা ও গোয়ালিয়র হস্তবহির্ভূত দেখিয়া তাহা হস্তগত করিবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী সিরজীরাও ঘাট্‌কে ইংরাজদিগের উপর বৈরিভাব প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন ও গোপনে হুলকার, আমিরখাঁ ও অপরাপরের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সহকারী রেসিডেণ্ট রিচার্ড জেন্‌কিন্স সেই সময়ে ঘাট্‌কের পরামর্শে আক্রান্ত হইয়া রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভাবিলেন যে, এরূপ সময়ে সিন্ধিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অবিধেয়। তাঁহারা এরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন যাহাতে সিন্ধিয়া কিয়ৎ পরিমাণে উপশান্ত হইলেন। সেই সময়ে সিন্ধিয়া, অম্বজী ইঙ্গলিয়াকে প্রধান মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। ইনি সিন্ধিয়ার এক জন প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারী ছিলেন। অম্বজী পূর্ব্বে হুলকার কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন, এক্ষণে তাহা প্রতিশোধার্থ সিন্ধিয়া ও হুলকারের মধ্যে অসৌহার্দ্দ্য জন্মাইয়া দিলেন। এবং ইহাতে বিট্রীস্ গবর্ণমেণ্টের সহিত

সিন্ধিয়ার মনমালিন্য দূর হইবার সম্ভাবনা হইল। সিন্ধিয়া কোম্পানীর সহিত সদ্ভাবে চলিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিলেন এবং লর্ড ওয়েলেস্‌লিও শান্তি রক্ষার ইচ্ছায় গোহদ ও গোয়ালিয়র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ইহা শেষ হইতে না হই-তেই লর্ড করণ্‌ওয়ালিস্‌ পুনরায় গবর্ণর জেনেরলের পদ গ্রহণ করিয়া এদেশে উপস্থিত হইলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত হন, ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়-দিগের তাহা অনুমোদিত ছিল না। বিবাদ মিটাইয়া শান্তি স্থাপনের উদ্দেশেই তাঁহারা লর্ড করণওয়ালিস্‌কে এদেশে পুনরায় প্রেরণ করেন। তিনিও ভারতবর্ষে পদার্পণ করি-য়াই যাহাতে সিন্ধিয়া ও হুলকারের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও লর্ড ওয়েলেস্‌লি মহা-রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দেশীয় রাজাদিগের সহিত যে সকল অঙ্গীকারে বদ্ধ হন তাহা খণ্ডন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এজন্য তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন ও সন্ধির বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া, একখানি পত্র লেক্‌কে সিন্ধি-য়ার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। লেক্ তাহা হঠাৎ প্রদান না করিয়া গবর্ণর জেনেরলের মন্তব্য সমস্ত প্রতিবাদ পূর্ব্বক পত্র লিখিলেন এবং তাহা পহুছিবার পূর্ব্বে লর্ড করণওয়ালিস্‌ গাজিপুরে প্রাণত্যাগ করেন। সার জর্জ্জ বার্লো গবর্ণর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন তিনিও লর্ড করণওয়ালিসের অবলম্বিত মতের পোষকতা করিয়া সেই রূপ প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সিন্ধিয়ার সহিত ১৮০৫ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে সন্ধি সংস্থাপিত হয়।

গোহদ ও গোয়ালিয়র তাঁহাকে প্রত্যর্পিত হইল। সিন্ধিয়ার কার্য্য দেখিয়া হুলকার ও আমির খাঁ তাঁহার শিবির ত্যাগ করিলেন ও ইংরাজদিগের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। জেনেরল লেক্ হুলকারের অনুগামী হইলে, তিনি পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। হুলকার শিখদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া অগত্যা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবে এক বিশাল রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে হুলকারের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয়। জেনেরল লেকের প্রস্থানের পর, হুলকার স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমন কালে বুন্দীরাজ প্রভৃতি ইংরাজ মিত্রগণের উপর অত্যন্ত উপদ্রব করেন। হুলকার তৎপরে স্বরাজ্যে আসিয়া নানা রূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে ক্ষিপ্ত হন ও ১৮১১ খৃঃ অব্দে ২০ অক্টোবর প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার উপপত্নী তুলসী বাই হুলকারের অপর একজন উপপত্নী গর্ভজাত মল-হররাওকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার নামে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রে রাজধানী স্থাপন করেন।

ডাইরেক্টর সভা বেসিনের সন্ধি নানারূপ গোলযোগের কারণ বিবেচনা করিয়া তাহা রহিত পূর্ব্বক পেশোয়াকে পূর্ব্বের ন্যায় মহারাষ্ট্র-চক্রের প্রধান রাখিতে ইচ্ছা করি-লেন। কিন্তু সার জর্জ্জ বার্লো কোন মতে পুনার কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জনে সম্মত হইলেন না। এদিকে বাজীরাও ধন সং-গ্রহাভিলাষে মহারাষ্ট্র-রাজ্যের অধীনস্থ জায়গিরদার ও অপ-রাপরের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই সময়ে

ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ার সহিত চক্রান্ত করিতে-ছিলেন। ১৮১১ খৃঃ অব্দে এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব, কর্ণেল ক্লোসের পদে পুনায় রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। পেশোয়া, ত্র্যম্বকজী দিংলীয়া নামক এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি ১৮১৩ খৃঃ অব্দ হইতে পেশোয়ার সভায় বিখ্যাত হন। ঐ সময়ে মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া এদেশে আগমন করেন। ত্র্যম্বকজীর কুপরামর্শে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য ধ্বংস হয়। ইনি সামান্য কর্ম্ম হইতে পেশোয়ার প্রধান মন্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। ত্র্যম্বকজী পেশোয়াকে বুঝাইলেন যে, চেষ্টা করিলে আপনি পূর্ব্ব পেশোয়াদিগের ন্যায় ক্ষমতা-শালী হইতে পারিবেন। পেশোয়া সেই অভিপ্রায়ে সিন্ধিয়া, হুলকার ও ভোন্‌স্লের সহিত স্পষ্টরূপে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গুজরাট ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বা-ধীন ছিল। কর্ণেল ওয়াকর গুইকবাড় রাজ্যে রেসিডেন্ট ছিলেন ও তাঁহার যত্নে রাজ্যের সুশৃঙ্খলা হয়। ত্র্যম্বকজী, পেশোয়াকে গুজরাটে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন। গুইকবাড়ের সহিত পেশোয়া নানা বিষয়ে লিপ্তছিলেন ও তাহা লইয়া বাজী রাওর সহিত গুইকবাড়ের বিবাদ চলিতেছিল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই বিষয় মীমাংসা করিবার নিমিত্ত পুনা গমন করেন। ত্র্যম্বকজী, শাস্ত্রীকে নানা রূপ প্রতারিত করিয়া পেশোয়ার সম্ম-তিতে হত্যা করেন। এই গুরুতর কার্য্যে সাধারণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ত্র্যম্বকজী দোষী সপ্রমাণ হইলে, তাঁহাকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে ধরিবার নিমিত্ত রেসিডেন্ট

পেশোয়াকে উপরোধ করেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া সিন্ধিয়া ও অপর সকলকে সাহায্যার্থে আহ্বান করেন। সিন্ধিয়া তাহাতে সম্মত হন। রেসিডেণ্টের ক্ষিপ্রকারিতায় পেশোয়া ভীত হইয়া তাঁহার মতে অনুমোদন করেন। ত্র্যম্বকজী সালসীট্ দ্বীপে টানা নামক স্থানে বন্দী হন ও কৌশল ক্রমে মুক্তি লাভ করিয়া প্রস্থান করেন। তৎপরে বাজীরাও গোপনে গোপনে ত্র্যম্বকজীকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রণায় তিনিও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব দৃঢ়তা সহকারে বাজী রাওকে ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করিয়া শেষে তাঁহাকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ৫ই জুন দৃঢ়পণে বাজী রাওর সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। পেশোয়া, ত্র্যম্বকজীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

লর্ড হেষ্টিংস এক্ষণে পিণ্ডারী ও আমির খাঁকে দমন করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। পিণ্ডারীরা একরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও লুণ্ঠনকারী দস্যু মাত্র, তাহারা সর্ব্বদা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিত। আরঙ্গেবের সহিত যুদ্ধকালে ইহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে সৈনিক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ১ম বাজী রাওর সময় ইহারা খ্যাতি লাভ করে ও মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের নিকট সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নর্ম্মদা নদীর তীরে জায়গির প্রাপ্ত হয়। যদিও পিণ্ডারীরা সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত বটে, কিন্তু ইহারা প্রায়ই স্বেচ্ছাচার প্রদর্শন করিত। প্রথমে হিরন ও বুরন নামে দুই জন এই দলের প্রধান ছিল। হিরনের দুই পুত্র দোস্ত মহম্মদ ও বসিল মহম্মদ পিতার দলাধিপতি

হন ও বুরনের কর্ত্তৃত্ব চিতু প্রাপ্ত হন। চিতু আদৌ পিণ্ডারী নহেন, এক জন পিণ্ডারী তাঁহাকে ক্রয় করিয়া এই কার্য্যে দীক্ষিত করেন। চিতু ক্ষমতাশালী ও সাহসী লোক ছিলেন এবং সিন্ধিয়ার সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত হন। এক সময়ে চিতু, সিন্ধিয়ার সেনা-পতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আমির খাঁর শরণাপন্ন হইলে, তিনি বন্দী করিয়া তাঁহাকে ইন্দোরে পাঠান ও তথায় কিছু দিন রুদ্ধ থাকেন। করিম খাঁও পিণ্ডারীদিগের এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইনি জাতিতে পাঠান ও অল্প বয়সে সিন্ধিয়ার সৈনিক পদে নিযুক্ত হন। কুর্দ্দলাব যুদ্ধে করিম, নিজামের শিবিরে বহুদ্রব্য লুণ্ঠন করেন। করিম, চিতুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইনি নিজ ক্ষমতা বলে রাজার ন্যায় হইয়া উঠেন। সিন্ধিয়া, করিমকে খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া গোয়ালিয়রে কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখেন। পিণ্ডারীরা অক্টোবর মাসের শেষে একত্রিত হইত, প্রায় চারি পাঁচ হাজার করিয়া একটী দল থাকিত ও একজন দলপতি হইতেন। তাহারা কুড়ি, পঁচিশ কখন বা ত্রিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত এক দিনে ভ্রমণ করিত ও গমন কালে গ্রাম ও নগরাদি একেবারে উৎসন্ন দিয়া যাইত এবং লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিতে না পারিলে নানা উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলিত। তাহারা কখন নিয়ম পূর্ব্বক যুদ্ধ করিত না ও অস্ত্রাদি ভিন্ন যুদ্ধ-সামগ্রী সঙ্গে লইত না এবং আক্রান্ত হইলে পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইত। ইহাদিগের অত্যাচারে মধ্য-ভারতবর্ষে লোকদিগের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা ছিল না। পিণ্ডা-

রীরা প্রথমে নর্ম্মদা নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ও পেশোয়া, নিজাম এবং নাগপুররাজের অধিকৃত প্রদেশের নিকটে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। ১৮১২ খৃঃ অব্দে তাহারা প্রথমে কোম্পানীর রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করে। লর্ড মিন্টো তাহাদিগকে দমন করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদিগের আদেশ বিরহে তাহা করিতে পারেন নাই। লর্ড হেষ্টিংস তৎকার্য্য শেষ করেন।

১৮১৫-১৮১৬ খৃঃঅব্দে পিণ্ডারী ও আমির খাঁর অধীনস্থ পাঠানেরা প্রবলরূপে অত্যাচার আরম্ভ করে। পিণ্ডারীরা এক্ষণে উত্তর সরকার পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা কোম্পানীর রাজ্যে এরূপ অত্যাচার করে নাই। তাহাদিগকে দমন করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। পিণ্ডারীদিগকে নর্ম্মদা নদী পার হইয়া নাগপুররাজের রাজ্য দিয়া নানা স্থানে যাইতে হইত, সুতরাং উক্ত রাজের সহিত সন্ধি সূত্রে বদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। রঘুজী ভোন্‌স্লে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র পার্সজী তৎপদ প্রাপ্ত হন। তিনি অকর্ম্মণ্য লোক ছিলেন, মৃত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র আপা সাহেব রাজ্যের প্রতিভূ নিযুক্ত হন। আপা সাহেব, রেসিডেন্ট জেনকিন্স সাহেবের নিকট ইংরাজদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। হেষ্টিংস এই সুযোগ ছাড়িলেন না। আপা সাহেব ১৮১৬ খৃঃঅব্দে ২৭ সে মে ইংরাজদিগের নিকট সৈনিক সাহায্য গ্রহণরূপ সন্ধি * সংস্থাপিত করেন। রঘুজী

* "সৈনিক সাহায্য প্রদান বা গ্রহণরূপ সন্ধি" ইহার তাৎপর্য্য এই যে দেশীয় যে রাজার সহিত এইরূপ সন্ধি হইত,

এরূপ সন্ধিতে পূর্ব্বে স্বীকৃত হন নাই। আপা সাহেব যদিও সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু কোম্পানীর বিরুদ্ধে বাজীরাওর সহিত গোপনে গোপনে পরামর্শ করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

১৮১৬—১৭ খৃঃ অব্দে পিণ্ডারীরা পুনরায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। সিন্ধিয়া ও হুলকার পূর্ব্বসন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এই সময়ে বিপক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ও অপ্রকাশ্য ভাবে পিণ্ডারীদিগের সহিত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার নিকট পিণ্ডারীদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতে সহায়তা প্রার্থনা করিলে তিনি অনিচ্ছা সত্তেও স্বীকৃত হন। কারণ তিনি ইংরাজদিগের পরাক্রম ভাল জানিতেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে লর্ড হেষ্টিংস পিণ্ডারী ও অপরাপর বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া মধ্যভারতবর্ষ উপশান্ত করিবার মানসে সৈন্য ব্যবস্থাপিত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোম্পানী এরূপ রণসজ্জা কখন করেন নাই। হেষ্টিংস ভাবিলেন যে, নাগপুর-রাজ ও পেশোয়া সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, এবং হুলকার রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে সিন্ধিয়া ও আমিরখাঁকে ক্ষান্ত করাই বিধেয়। ১৮১৭ খৃঃঅব্দে সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয়। আমিরখাঁ প্রথমে অস্বীকৃত হইলেও শেষে

---

তিনি ইংরাজদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আপন রাজ্য মধ্যে ইংরাজদিগের নিয়োজিত কতকগুলি সৈন্য রাখিতেন ও তাহাদিগের ব্যয় উক্ত দেশীয় রাজা প্রদান করিতেন। আবশ্যক মতে উক্ত সৈন্য কর্ত্তৃক রাজা ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই সাহায্য হইত। এই সন্ধির নিয়ম দ্বারা রাজা ইংরাজদিগের মিত্র থাকিতেন।

সন্ধি করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লির ভারতবর্ষ ত্যাগের পর রজঃপুত ও অন্যান্য বাজগণেব সহিত কোম্পানীর মিত্রতা ভঙ্গ হয়। ১৮১৭—১৮ খৃঃঅব্দে লর্ড হেষ্টিংস তাহাদিগের সহিত পুনরায় মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন। গবর্ণর জেনেরল এইরূপে চারিদিক রুদ্ধ করিয়া বিপুল সৈন্য সহিত স্বয়ং যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি প্রধান সেনাপতির কার্য্য ভারও প্রাপ্ত হন।

আমির খাঁ একজন আফ্‌গান। তিনি সাহসী ও সুচতুর লোক ছিলেন। যশবন্তরাও হুলকারের সহিত তিনি অনেক যুদ্ধে যোগ দেন ও শেষে তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতি হইয়া হুলকারের ক্ষিপ্ত অবস্থায় তাঁহার রাজ্যের একজন প্রধান অবলম্বন হন। তিনি হুলকারের নিকট কতকগুলি জায়গির প্রাপ্তহন ও তাঁহার মৃত্যুর পর গফুর খাঁ নামক এক জন আত্মীয়কে আপন কার্য্যভার প্রদান করিয়া ধনতৃষ্ণায় রাজপুতানার নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। আমির খাঁ অনেক সময় ইংরাজদিগের বিপক্ষতাচরণ করেন। প্রাগুক্ত সন্ধির পর তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় গণ্য হন। আমির খাঁর বংশীয়েরা এপর্য্যন্ত টঙ্ক নামক স্থান অধিকার করিতেছে। বসিল মহম্মদ, চিতু ও করিম খাঁ তিন জন প্রধান পিণ্ডারীর পৃথক্ পৃথক্ স্থান মালব দেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। তাঁহাদিগকে আক্রমণার্থ সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে পেশোয়া কোম্পানীর ক্ষমতা নষ্ট করিবার নিমত্ত অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। নাগপুররাজ ও হুলকার তাহার পরে পরে ইংরাজদিগের সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হন। পেশোয়া গত সন্ধির পর পুনা ত্যাগ

করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনা হইতে প্রায় ৩৫ ক্রোশ দূরে মাহলী নামক নগরে গমন করেন। তথায় সার জন মাল্‌কলমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পেশোয়া ইংরাজদিগের সম্বন্ধে মিত্রভাব প্রকাশ করিলে, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন; কিন্তু এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব পেশোয়াকে বিশ্বাসঘাতক জানিয়া তাঁহার কথায় প্রতারিত হন নাই। পেশোয়া গোপানে গোপানে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি অক্টোবর মাসে পুনায় প্রত্যাগমন করেন। এল্‌ফিন-ষ্টোন সাহেব যুদ্ধ নিকট জানিয়া পুনা হইতে এক ক্রোশ দূরে কির্‌কী নামক স্থানে সৈন্যসহ উপস্থিত হন। ১৮১৭ খৃঃঅব্দে ৫ই নবেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা হয়। পূর্ব্বে সিন্ধিয়ার সহিত কোম্পানীর যে সন্ধির কথা উক্ত হইয়াছে তাহাও ঐ তারিখে শেষ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। পেশোয়ার প্রধান সেনানী গোক্‌লা বা বাপা গোক্‌লা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। পেশোয়া ১৭ই তারিখে দক্ষিণাঞ্চলে পলায়ন করেন। পুনা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে বালাজী বিশ্ব-নাথ কর্ত্তৃক কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের পর হইতে ১০০ বৎসর পরে পুনায় পেশোয়াদিগের আধিপত্যের শেষ হয়। তৎপরে ১৮১৮ খৃঃঅব্দে জানুয়ারি মাসে কুড়ীগ্রাম নামক স্থানে পেশোয়ার সহিত ইংরাজদিগেব সংগ্রাম হয়। বাজীরাও পরাস্ত হইয়া কর্ণাট প্রদেশে পলাইলে তথায় সেনাপতি মন্‌রো কর্ত্তৃক তাঁহার গমন প্রতিষিদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গোক্‌লা ও ত্র্যম্বকজী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তৎ-পরে পেশোয়া সোলাপুরে পলায়ন করেন ১৮১৮ খৃঃ

অব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি জেনেরেল স্মিথ্ সেতারা অধিকার করেন। লর্ড হেষ্টিংস পেশোয়ার ক্ষমতা লোপ করিয়া, শিবজীর বংশীয় একজনকে সেতারার রাজপদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পরদিন ইহা ঘোষিত হইলে যে, পেশোয়া এবং তাঁহার বংশীয়েরা রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইবেন ও সেতারার পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় স্থান নূতন রাজাকে প্রদত্ত হইবে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে গোক্‌লার সহিত আস্‌তী নামক স্থানে জেনেরল স্মিথের যুদ্ধ হয় ও গোক্‌লা নিহত হন। গোক্‌লার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পেশোয়ার সমস্ত আশার শেষ হয়। গোক্‌লা একজন বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইনি প্রথমে কোম্পানীর কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, পরে স্বদেশের উপকারার্থে পেশোয়ার নিকট কর্ম্ম স্বীকার করেন। ইহার পরে পেশোয়া নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়সর্দ্দারগণের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সার জন মাল্‌কলমের নিকট একজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। কানপুর হইতে আট ক্রোশ দূরে বিঠুরে তাঁহার অবস্থিতি স্থান নির্দ্ধারিত হয় ও বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন স্থির হয়। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এ্যম্বকজী ধৃত হইয়া চুনার দুর্গে বন্দী হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করেন। শেষ পেশোয়া ২য় বাজীরাওর দত্তকপুত্র ধুন্দপন্থ বা নানা সাহেব ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন।

আপা সাহেবের আজ্ঞামতে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পার্সজী ভোন্‌স্লের হত্যাকাণ্ড শেষ হয়। আপা

সাহেব, মহধ্বজী ভোন্‌স্লে নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাসন গ্রহণ করেন ও ইংরাজদিগের বিদ্রোহী হইয়া পেশোয়াকে সাহায্যার্থে মনস্থ করেন। ২৪.শ নবেম্বর ভোন্‌স্লের শত্রুতার চিহ্ন স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়। তখন জেন্‌কিন্স নাগপুর রাজ্যে রেসিডেণ্ট ছিলেন। নাগপুর নগরের পশ্চিমে সীতাবল্‌দী নামক পর্ব্বতোপরি রেসিডেণ্টের আবাস স্থান ছিল। তথায় ২৬:সে নবেম্বর ইংরাজদিগের সহিত ভোন্‌স্লের যুদ্ধ হয় ও ইংরাজেরা জয় লাভ করেন। নাগপুররাজ বশ্যতা স্বীকার করিলেও, লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বেসিডেণ্টের অভিমত না হওয়ায় ক্ষান্ত হন। আপা সাহেব পুনরায় ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে. জেন্‌কিন্স তাঁহাকে ধৃত করিয়া গবর্ণর জেনেরলের অভিপ্রায় মতে ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ২রা মে এলাহাবাদে বন্দী করিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন ও রঘুজী ভোন্‌স্লেব একজন পৌত্র রাজা হন। এই সময় হইতে নাগপুররাজ্য একরূপ ইংরাজাধিকৃত হয়। আপা সাহেব পথিমধ্য হইতে কৌশল পূর্ব্বক পলায়ন করেন ও নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক শেষে লাহোরে রণজিৎ সিংহের সাহায্যে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া জীবন শেষ করেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে অপুত্র অবস্থায় নাগপুরের উক্ত রাজা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, নাগপুররাজ্য ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হয়।

এদিকে সার জন মাল্‌কলম অপরাপর সেনাপতির সহিত পিণ্ডারীদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছিলেন। চিতু হুলকার রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তুলসীবাই এ পর্য্যন্ত হুলকার রাজ্যের সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন।

তিনি অতিশয় বুদ্ধিশালিনী হইলেও তাঁহার চরিত্র ভাল ছিল, না। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে লর্ড হেষ্টিংস তুলসীবাইর নিকট সন্ধির প্রস্তাবনা করিলে তিনি তাহা শেষ করিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু এসময়ে রাজ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা পেশোয়ার সহায়তায় ব্যগ্র হইলেন এবং হুলকারসৈন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া মাহিদপুরে উপস্থিত হয়। সার জন প্রধান প্রধান সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহারা স্বীকৃত না হইয়া বরং ঐ সময়ে তুলসী বাইকে ইংরাজদিগের স্বপক্ষ ভাবিয়া হত্যা করেন ও তৎপ্রিয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে রুদ্ধ করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ২১ শে ডিসেম্বর মাহিদপুরেব যুদ্ধ শেষ হয়। ইংরাজেরা জয় লাভ করেন। যুবরাজ হুলকার এই যুদ্ধে বিশেষ বীরপণা প্রকাশ করেন। মুণ্ডেশ্বর নামক স্থানে হুলকাবের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা হুলকারের প্রতাপ খর্ব্ব হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে করিম খা, মাল্‌কলমের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। বসিল মহম্মদ, সিন্ধিয়ার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন ও পবে বিষপান দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করেন। চিতু নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে স্বদল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আসিরগড়ের নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। অতঃপর ইংরাজেরা সামান্য সামান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য সমস্তের বন্দোবস্ত করিলেন। এখানে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, দৌলতরাও সিন্ধিয়া ১৮২৭ খৃঃ অব্দে ২১ শে মার্চ্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নী প্রসিদ্ধ সিরজীরাওর কন্যা বিজাবাই, জঙ্কজী নামক সিন্ধিয়ার নিকট সম্পর্কীয় এক-

জনকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। বিজাবাই, জঙ্কজীকে কর্ত্তৃত্ব করিতে না দিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত ও নানা অত্যাচারে তাঁহাকে প্রপীড়িত করেন। সুতরাং বিজাবাই আগরায় ও তৎপরে ফরেক্কাবাদে থাকিতে বাধ্য হন। জঙ্কজী সকল কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন।

পুনা—বোম্বাই হইতে প্রায় ৩৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

সুপা—পুনা হইতে প্রায় ১৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

রায়গড়—কঙ্কন প্রদেশে পর্ব্বতোপরিস্থিত, পুনা হইতে প্রায় ১৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

পুরন্দর—পুনা হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব; এই স্থানের জলবায়ু উত্তম।

সেতারা—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত স্বনাম বিখ্যাত জেলার প্রধান নগর।

সোলাপুর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত।

কোলাপুর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত করদ রাজ্য।

অকল্কট—বোম্বাই হইতে প্রায় ১২৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী সামান্য করদ রাজ্যের প্রধান নগর।

ইন্দোর—আগরা হইতে প্রায় ২০০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

গোয়ালিয়র—আগরা হইতে প্রায় ৩২ ক্রোশ দক্ষিণ।

বরোদা—গুজরাট প্রদেশে অবস্থিত; আহম্মদাবাদ হইতে প্রায় ৩৪ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

হায়দরাবাদ—ইহা নিজাম রাজ্যের প্রধান স্থান।

কর্ণাট—এক্ষণে এই প্রদেশ পূর্ব্ব উপকূল হইতে পশ্চিম-ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

উদয়গিরি—নিজামরাজ্যে অবস্থিত। হায়দরাবাদ হইতে প্রায় ৫৮ ক্রোশ উত্তর।

সুরাট—তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত; বোম্বাই হইতে প্রায় ৭৫ ক্রোশ উত্তর।

আরস্—গুজরাট প্রদেশের একটী নগর।

ভড়ৌচ—বোম্বাই হইতে প্রায় ৯৫ ক্রোশ উত্তর।

তেলিগাঁও—পুনা হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

বর্গম—পুনা হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

গোহদ—গোয়ালিয়রের উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় ১৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

সালবাই—গোয়ালিয়র হইতে প্রায় ১৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

কুর্দ্দলা—আহম্মদনগর হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

ধারাবার—এই স্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত।

বেসিন—একটী দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত; বোম্বাই হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ উত্তর।

ওয়াটর্লু—এই স্থান ইউরোপে বেলজিয়মের অন্তর্গত; ব্রুসেল্স হইতে প্রায় ৪॥ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

আসাই—নিজামরাজ্যের অন্তর্গত; আরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ২১ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব।

আসিরগড়—এই দুর্গটী বোম্বাই হইতে প্রায় ১৪৫ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব।

আলীগড়—আগরা হইতে প্রায় ২৭ ক্রোশ উত্তর।

লসোয়ারি—আলওয়ার রাজ্যে অবস্থিত; দিল্লী হইতে প্রায় ৬৪ ক্রোশ দক্ষিণ।

গবিলগড়—নিজাম-রাজ্যে অবস্থিত; আরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ৮৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

আর্গম—আরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ৬৭ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব।

সিরজীঅঞ্জন গ্রাম—নিজাম রাজ্যে অবস্থিত; নাগপুর হইতে প্রায় ৪৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

রামপুরা—রাজপুতানার অন্তর্গত টঙ্ক নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের একটী নগর; জয়পুর হইতে প্রায় ৩৫ ক্রোশ দক্ষিণ।

মোকন্দ্র-পাস—রাজপুতানার অন্তর্গত কোটা রাজ্যে পর্ব্বত মধ্যস্থ পথ।

ফতেগড়—ফরেক্কাবাদ জেলায় অবস্থিত; দিল্লী হইতে প্রায় ৯২ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

দিগ—ভরতপুর রাজ্যে অবস্থিত; মথুরা হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ পশ্চিম।

টঙ্ক—রাজপুতানার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য; ইহার একটী প্রধান নগরের নাম টঙ্ক।

কুড়ীগ্রাম—পুনা হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব।

আস্তী—পুনা হইতে প্রায় ৫৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

মাহিদপুর—ইন্দোর হইতে প্রায় ২৭ ক্রোশ উত্তর, শিপ্রী নদীর তীরে অবস্থিত।

মুঙ্গেশ্বর—গোয়ালিয়র হইতে ১২৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

এই স্থলে বালকগণের সহজে বোধ হইবার জন্য পেশোয়া বংশাবলী লিখিত হইল।

বালাজী বিশ্বনাথ (১ম পেশোয়া)
|
বাজী রাও (২য় পেশোয়া)

বালাজী বাজীরাও (৩য় পেশোয়া) — রাঘব

বালাজী বাজীরাও-এর পুত্র: বিশ্বাস রাও, মধু রাও (৪র্থ পেশোয়া), নারায়ণ রাও (৫ম পেশোয়া)

রাঘব-এর পুত্র: ২য় বাজীরাও (৭ম বা শেষ পেঃ)

নারায়ণ রাও
|
মধু রাও নারায়ণ (৬ষ্ঠ পেশোয়া)

# পঞ্চম অধ্যায়।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### মহীসুর রাজ্যের বিবরণ।

### হায়দর আলীর অভ্যুত্থান হইতে অত্রত্য পূর্ব্ব রাজবংশীয়দিগের সিংহাসন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত।

প্রথমে মহীসুর একটী সামান্য রাজ্য ছিল। তিল্লিকোটার যুদ্ধের পর ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হইলে মহীসুর স্বাধীন হয়। চিকদিব নৃপতির সময় এই রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে (১৬৭২—১৭০৪।° তৎপরে প্রায় ১৭৩১ খৃঃ অব্দ হইতে মহীসুরে দিবরাজ ও তাঁহার পিতৃব্য পুত্র এই উভয় মন্ত্রীর ক্ষমতা অধিক হয়। ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলী মহীসুর আক্রমণ করিলে দিবরাজ কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে নিজাম উলমুলুক্ মহীসুর রাজ্যের উপর কর দাওয়া করিলে, দিবরাজ তাহাতে সম্মত হন ও পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীরাজকে আপন ক্ষমতা প্রদান করেন। ইনি ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে দিয়নহালী নামক স্থান আক্রমণ করিলে, হায়দর স্বেচ্ছতঃ তাঁহার অধীনে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া খ্যাতি লাভ করেন। নন্দীরাজ ১৭৫২ খৃঃ অব্দে কর্ণাটের গোলযোগের সময় মহম্মদ আলীকে সাহায্য প্রদান করেন। ১৭৫৬

খৃঃ অব্দে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও সৈন্যসহ শ্রীরঙ্গপওনে উপস্থিত হইলে, নন্দীরাজ বহুসংখ্যক অর্থ ও কতকগুলি স্থান প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্ষান্ত করেন। কিন্তু তাহাতে মহীসুর রাজ্য একেবারে হীনকোষ হইয়া পড়ে ও রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। এই সময়ে হায়দর বেতনাভাবে বিদ্রোহী সৈন্যগণের শাস্তি সম্পাদন জন্য পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি জায়গির প্রাপ্ত হন।

হায়দর ১৭০২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফতে মহম্মদ নামক একজন সাহসী সৈনিক কর্ম্মচারীর পুত্র। হায়দরের পিতামহ একজন পঞ্জাব দেশীয় ফকির ছিলেন। হায়দর আলী ত্রিশ বৎসর বয়সে মহীসুর রাজ্যে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অল্পদিন পরে কতকগুলি পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে তিনি দিন্দীগল নামক স্থানের দুর্গ রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় থাকিয়া কৌশল পূর্ব্বক কতকগুলি ধন ও সৈন্য সংগ্রহ করেন। অতঃপর মহীসুর রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিলে হায়দর, রাজা ও রাজমন্ত্রী নন্দীরাজকে বার্ষিক বৃত্তিভোগী থাকিতে বাধ্য করিয়া ১৭৬১ খৃঃ অব্দে রাজ্যের প্রভু হইয়া উঠেন। নন্দীরাজ পরে বিদ্রোহী হইলে, হায়দর তাঁহাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখেন। তৎপরে হায়দর বেডনোর অধিকার করিয়া বহুসংখ্যক ধন প্রাপ্ত হন ও তদ্দ্বারা সম্যক্‌রূপে তাঁহার বল বৃদ্ধি হয়। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে হায়দর, পেশোয়া মধুরাও কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। পর বৎসর তিনি মলবার আক্রমণ করিয়া কালিকট গ্রহণ করেন।

১৭৬৬ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ ও নিজাম আলী একত্রিত হইয়া হায়দরেব বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন। নিজামের সহিত সন্ধির মর্ম্মানুসাবে ইংরাজেরা হায়দরের বিপক্ষে অস্ত্রগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। হায়দর অর্থ দিয়া মহাবাষ্ট্রীয়দিগকে নিরস্ত কবেন ও নিজামকে স্বপক্ষে আনিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে গমন করেন। এইটী প্রথম মহীসুর যুদ্ধ। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে প্রাগুক্ত মিলিত সৈন্যসমূহ চাঙ্গামা ও ত্রিনমালি নামক স্থানে পবাজিত হয় এবং ইংবাজসৈন্য নিজাম-রাজ্য আক্রমণ কবিলে, তিনি হায়দরকে পরিত্যাগ কবেন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে ২৩সে ফেব্রুয়ারি নিজামের সহিত ইংরাজ-দিগের সন্ধি হয়। এই সময়ে হায়দরের পুত্র সপ্তদশ বর্ষীয় টিপু কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন কবিয়া বেড়াইতেছিলেন। অতঃপর ইংরাজ-সৈন্য মঙ্গলুব ও হোনাবর গ্রহণ করিলে এবং হায়দরের সৈন্য চারিদিকে আক্রান্ত হইলে তিনি সন্ধির প্রার্থনা করেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তাহা অনুমোদন করেন নাই, সুতবাং হায়দর বিফল মনোরথ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ কবিলেন ও বিজিত স্থান সমূহের পুনরধিকার করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সন্ধির প্রস্তাব করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রেল এই সন্ধি শেষ হয়। ইহা দ্বাবা স্থির হয় যে, পরস্পর পরস্পরের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পিত হইবে ও অন্যের সহিত যুদ্ধ ঘটিলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। এইরূপে প্রথম মহীসুর যুদ্ধ শেষ হয়।

এক্ষণে হায়দর মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

পেশোয়া মধুরাও শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করেন এবং হায়দর ১৭৭২ খৃঃ অব্দে চারকুলী নামক স্থানে পরাস্ত হইয়া সন্ধি স্থাপন করেন। পূর্ব্বসন্ধির নিয়মানুসারে হায়দর মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফল প্রযত্ন হন। তৎপরে তিনি আপন বলবৃদ্ধি করিয়া কুর্গ, বেলারী, গুটী, সেভানর প্রভৃতি স্থান গ্রহণ করেন। হায়দর ইংরাজদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া কুপিত হন। এক্ষণে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজেরা হায়দরের অমতে মাহী নামক স্থান অধিকার করিলে, তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, গুইকবাড় ব্যতীত মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ ও নিজাম, ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করিতেছিলেন তাহাতে যোগ দেন (১৭৭৯)। হায়দর মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবেন স্থির হয়। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে তিনি সসৈন্যে কর্ণাট প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া অল্প দিন মধ্যেই মান্দ্রাজ হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে কঞ্জিবরমে উপস্থিত হইলে, সার হেক্টর মনরো তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এ দিকে কর্ণেল বেলী গণ্টুর গমনকালে পথিমধ্যে টিপু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। পরে হায়দর কর্ত্তৃক পলিলোর নামক স্থানে ১০ই সেপ্টেম্বর পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। মনরো মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করেন। লর্ড হেষ্টিংস এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর সার আয়র কূটকে বাঙ্গালা হইতে প্রেরণ করেন। তিনি নবেম্বর মাসে মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। হায়দর তৎপরে আর্কট নগর অধিকার করেন ও বন্দীবাসের দুর্গ আক্রমণ করিলে তাহা লেফ্‌টেনেণ্ট ফ্লিণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। কূট ১৭৮১

খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কডালোর অভিমুখে যাত্রা করেন। হায়দর তাঁহার নিকট প্রথমে ১লা জুলাই পোর্টনভো নামক স্থানে, পরে ২৭সে আগষ্ট পলিলোর ও তৎপরে ২৭সে সেপ্টেম্বর সেলিঙ্গরে পরাস্ত হন। ঐ সময়ে ইংলণ্ড ও হলণ্ড বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, হায়দর অত্রত্য ওলন্দাজদিগের সহিত মিলিত হন। কিন্তু তাঁহারা ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক নানা স্থানে পরাজিত হন। গবর্ণর জেনেরলের চেষ্টায় নিজাম প্রভৃতির সহিত হায়দরের পূর্ব্ব চক্রান্ত ভঙ্গ হইলে তিনি হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু তখনও ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ চলিতেছিল, তাঁহারা সেই সময়ে হায়দরের সাহায্যার্থে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। উভয় দলে স্থলে ও জলে অনেক গুলি যুদ্ধ হয়। তন্মধ্যে আরণীর যুদ্ধই প্রধান (২রা জুলাই ১৭৮২)। ঐ সময়ে মান্দ্রাজে মারীভয় উপস্থিত হইলে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কুটও অসুস্থতা নিবন্ধন বাঙ্গালায় ফিরিয়া আইসেন। ইংরাজদিগের এইরূপ নৈরাশ্যের সময় ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ৭ই ডিসেম্বর হায়দরের মৃত্যু হয়। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু স্বীয় অসামান্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন।

টিপু এপর্য্যন্ত নানাস্থান অক্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তিনি পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মলবার উপকূল হইতে আসিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ২রা জানুয়ারি রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পশ্চিম উপকূলে ইংরাজসৈন্য নানাস্থান অধিকার করিতেছে দেখিয়া, টিপু ত্বরায় তথায়

গমনপূর্ব্বক বেডনোর ও মঙ্গলুর পুনরধিকার করিলেন। মঙ্গলুর অধিকার কালে কর্ণেল ক্যাম্বল বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। ফরাসী সেনাপতি বুসী ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ১০ই এপ্রেল কড়ালোরে উপস্থিত হন। কুট পুনরায় মান্দ্রাজে গমন করিতে আদিষ্ট হন ও ২৬ সে এপ্রেল তথায় উপস্থিত হইয়া দুই দিবস পরে কালগ্রাসে পতিত হন। জেনেরল ষ্টুয়াট কডালোর রক্ষার্থ গমন করেন। সেই সময়ে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হওয়ায়, বুসী ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হন ও সমস্ত ফরাসী সেনাপতি টিপুর সৈন্যভার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসেন। এদিকে কর্ণেল ফলার্টন মহীসুরে গমন করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে তত্রত্য কারুর, দিন্দীগল, পলকট ও কোইম্বাটুর অধিকাব পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গপত্তন গমন কবিতে প্রস্তুত হইতেছেন এমত সময়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর, লর্ড হেষ্টিংস প্রতিবাদ করিলেও সন্ধির প্রস্তাব করিয়া টিপুর নিকট মঙ্গলুরে দূত প্রেরণ করেন। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে মঙ্গলুরের সন্ধির দ্বারা ২য় মহীসুর যুদ্ধের শেষ হয়। যে সকল ইংরাজ বন্দীগণ টিপু কর্ত্তৃক নিহত হন নাই, সন্ধির নিয়মানুসারে তাঁহারা মুক্ত হন এবং পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ত্যাগ করেন।

মঙ্গলুরের সন্ধির পর টিপু কানাড়া ও কুর্গ আক্রমণ করিয়া কতকগুলি লোককে ধৃত করিয়া লইয়া আইসেন ও বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অনন্তর তিনি বাদসাহ উপাধি ধারণ করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বা নিজাম, টিপুকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে

নানা ফর্ণাবিস্ ও নিজাম তাঁহার রাজ্য গ্রহণার্থ মিলিত হন, কিন্তু টিপু তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করেন। তৎপরে তিনি মলবার আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস ও অধিবাসীগণের উপর নানা রূপ অত্যাচার করেন। টিপু ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছু করিতে না পারিয়া তথা হইতে তাড়িত হন। এই আক্রমণে টিপু ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় রণসজ্জা করিয়া ১৭৯০ খৃঃ অব্দে তথায় গমন করেন। ত্রিবাঙ্কোড়-রাজ ইংরাজদিগের মিত্র ছিলেন। লর্ড করণওয়ালিস্ ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি টিপুর দুরাকাঙ্ক্ষা উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে জয়লভ্য স্থান সমূহের কিয়দংশ প্রদান করিব অঙ্গীকারে নানা ফর্ণাবিস্ ও নিজামের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে লর্ড করণওয়ালিস্ কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ গমন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরাজসৈন্য টিপুর নানা স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে করণওয়ালিস্ স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ও ২১সে মার্চ্চ বাঙ্গালোর অধিকার করেন। তৎপরে নিজাম সৈন্য ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হয় ও ১৩ই মে আরকিরা নামক স্থানে টিপু সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। এই সময়ে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হইতে পারিত, কিন্তু যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী সমুদায় শেষ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের সহিত যোগ না দিয়া লুণ্ঠন কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিল। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে লর্ড করণওয়ালিস্

সৈন্য সামন্ত লইয়া মহাড়ম্বরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি ৫ই ফেব্রুয়ারি শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করেন। টিপুর বহুল সৈন্য ক্ষয় হইলে, তিনি ২৩সে ফেব্রুয়ারি সন্ধি করেন। সন্ধির নিয়মানুসারে তিনি আপন রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ত্যাগ করেন, ইংরাজদিগকে তিন কোটী ও মহারাষ্ট্রীয় এবং নিজামকে ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং তাঁহার দুই পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ ইংরাজদিগের নিকট প্রদান করেন। পূর্ব্ব চুক্তি অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা ও নিজাম বিজিত স্থানের এক এক অংশ প্রাপ্ত হন। এইরূপে ১৭৯২ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তৃতীয় মহীসুর যুদ্ধ শেষ হয়। ইংরাজেরা এই যুদ্ধে দিন্দীগল, বড়মহল এবং মলবার এই তিনটী স্থান প্রাপ্ত হন। কুর্গ তত্রত্য পুরাতন রাজাকে প্রদত্ত হয়।

উক্ত সন্ধির পর টিপু প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে টিপুর দুই পুত্র তাঁহার নিকট প্রত্যর্পিত হয়। টিপু সুলতান ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন ও সর্ব্বদাই তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিতেন। ফরাসীদিগের তৎকালিন ভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল, তাঁহারা চারিদিকেই সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বেড়াইতেছিলেন। কাজে কাজেই ইংরাজেরা তাঁহাদিগের শত্রু হইয়া উঠেন। সুলতান ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনে তৎপর ছিলেন এবং মিসরে প্রধান ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে মে মাসে লর্ড

ওয়েলেস্‌লি এদেশে আসিয়াই টিপুর বিরুদ্ধভাব অবগত হইলেন ও ডিসেম্বর মাসে স্বয়ং মান্দ্রাজ গমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। সুলতানের মনের ভাব অন্যরূপ ছিল, তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গবর্ণর জেনেরল টিপুর সহিত যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তাঁহার ভ্রাতা আরথর্‌ ওয়েলেস্‌লি, প্রধান সেনাপতি হ্যারিস, সেনাপতি মালকলম্‌ ও অপরাপর যুদ্ধবীরগণকে মান্দ্রাজ হইতে প্রেরণ করিলেন। এদিকে সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট বোম্বাইসেনা লইয়া কানানোর হইতে গমন করিলেন। টিপু ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে সিদাশের নামক স্থানে ষ্টুয়ার্ট ও হার্টলীর সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইয়া, ১১ই মার্চ্চ তারিখে জেনেরল হ্যারিসের গতিরোধ করিতে গমন করিলেন। উক্ত মাসে মালভেলি নামক স্থানে টিপু পুনরায় পরাজিত হন। এই যুদ্ধে সেনাপতি ওয়েলস্‌লি সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করেন। ইংরাজসৈন্য অচিরাৎ রাজধানী আক্রমণ করিবেন জানিতে পারিয়া, টিপু তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেনাপতি হ্যারিস, ষ্টুয়ার্টের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ৬ই এপ্রেল শ্রীরঙ্গপত্তনের অদূরে উপস্থিত হইলেন। দুর্দমতেজা সুলতান নগর রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অধিক সংখ্যক মনুষ্য হত্যার পর প্রায় এক মাস পরে রাজধানী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। তৎপরে প্রাসাদ ও নানাস্থানে সুলতানকে অন্বেষণ করিয়া শেষে একটী দ্বারদেশে শবরাশির মধ্যে রক্তাক্ত কলেবরে চিরনিদ্রিত হইয়া

পতিত আছেন দৃষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃতদেহ রাজ-প্রাসাদে নীত হইল। পরে বিহিতসম্মানপূর্ব্বক পিতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সমাহিত হইলেন। টিপু উচ্চাশয়-সম্পন্ন, সাতিশয়সাহসী ও সম্পূর্ণবীর না হইলেও রণনিপুণ ছিলেন। আরঙ্গেবের পর ভারতবর্ষে ইনিই হিন্দুধর্ম্মের পরমবিদ্বেষ্টা ও মুসলমানধর্ম্মে অত্যন্ত আস্থাসম্পন্ন লোক ছিলেন। হায়-দর যেরূপ সম্পদে চিত্তের সমতা ও বিপদে ধীরতা প্রদর্শন এবং সমরাঙ্গণে বা শান্তি-সুখ-সম্ভোগ সময়ে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনে পারদর্শিতা প্রকাশ করিতেন, টিপু সেরূপ করিতে কখনই সমর্থ হন নাই। বরং ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস এই যে, একজন রাজ্য স্থাপন করেন ও অপরে তাহার বিনাশার্থ জীবন ধারণ করেন। চতুর্থ মহীসুর যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আটত্রিশ বৎসরের পর মহী-সুরে হায়দরবংশের আধিপত্যের শেষ হয়। হায়দর হইতেই অত্রত্য আদিম-রাজবংশের সমুদায় ক্ষমতা লোপ হয় এবং তাঁহারা টিপুর সময়ে অধিকতর হীনাবস্থায় পতিত হন। এক্ষণে টিপুর সন্তানগণ ও বংশীয়েরা বিলোড়ে বৃত্তিভোগী থাকিতে অনুমত হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত রাজ-বংশের পঞ্চম বর্ষীয় একজন শিশু মহীসুরের রাজা হই-লেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হস্তে থাকিল। হায়দর ও টিপুর অভিজ্ঞমন্ত্রী পুর্ণীয়া রাজকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন। বিজিত স্থানের কতক অংশ নিজাম প্রাপ্ত হইলেন, ইংরাজেরা মহীসুর রাজ্যের অধিকৃত মল-বার উপকূলে কতিপয় স্থান এবং শ্রীরঙ্গপত্তন গ্রহণ করি-লেন। গবর্ণর জেনেরল, পেশোয়া কোন কার্য্য না করি-

লেও তাঁহাকে কতক স্থান প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাহাতে লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাহা না করিয়া উক্ত স্থানটী কোম্পানী ও নিজামের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই সকল কার্য্য শেষ করেন। ধুন্দিয়াবগ নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি মহীসুর রাজ্যের বন্দোবস্তের সময় বৈরিভাব প্রকাশ করেন। তিনি নিজ দুর্ব্বৃত্ততাহেতু শ্রীরঙ্গপত্তনে বন্দী থাকেন এবং উহা অধিকার সময়ে মুক্ত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি যুদ্ধ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৮৮০)। মহীসুরের রাজকার্য্য কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিলেও রাজা সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। পূর্ণীয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং রাজা ক্রমে অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠেন। তজ্জন্য ১৮৩২ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ রাজ্যের কার্য্য সকল দেখিয়া আসিতেছেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে রাজার মৃত্যু হয়। তিনি যে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তিনি মহীসুরের বর্ত্তমান মহারাজা। ইনি শিক্ষিত ও সর্ব্বাংশে স্বীয় উচ্চপদের যোগ্য। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে বিলোড়ে সিপাহীরা বিদ্রোহ উত্থাপন করে। টিপু সুলতানের বংশীয়েরা তাহাতে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা তথা হইতে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। এপর্য্যন্ত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী টালীগঞ্জ নামকস্থানে টিপুসুলতানের বংশীয়েরা বাস করিতেছেন।

দিয়নহালী—মহীসুরের অন্তর্গত একটী নগর। টিপু এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

দিন্দীগল—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত; মদুরা জেলার একটী নগর।

চাঙ্গামা—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত; আর্কটের দক্ষিণ।

ত্রিনমালি— ঐ ঐ

মঙ্গলুর—কানাড়ার অন্তর্গত; শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে প্রায় ৬৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

হোনাবর—কানাড়ার অন্তর্গত; সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

চারকুলী—মহীসুরে অবস্থিত।

কুর্গ—দাক্ষিণাত্যে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ।

বেলারী—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জেলা।

গুটী—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলারী জেলার অন্তর্গত।

সেভানর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারাবার জেলার একটী নগর।

মাহী—মলবার উপকূলে অবস্থিত; কানানোর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

গন্টুর—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জেলা।

পলিলোর—কঞ্চিবরম হইতে প্রায় ২৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

আর্কট—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর স্বনাম বিখ্যাত জেলার নগর।

বন্দীবাস—কর্ণাট প্রদেশে অবস্থিত; মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৩৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

কডালোর—আর্কটের অন্তর্গত; মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ।

পোর্টনভো—আর্কটে অবস্থিত; মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৫৮ ক্রোশ দক্ষিণ।

সেলিঙ্গর—মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ পশ্চিম।

আরণী—আর্কটে অবস্থিত; মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৩৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

কোইম্বাটুর—স্বনাম জেলার একটী নগর; শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ।

কানাড়া—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী প্রদেশ।

ত্রিবাঙ্কোড়—দাক্ষিণাত্যে একটী করদরাজ্য।

বাঙ্গালোর—মহীসুর রাজ্যে অবস্থিত; শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে প্রায় ৩৫ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব।

আরকিরা—মহীসুর রাজ্যে অবস্থিত; শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ পূর্ব্ব।

বড়মহল—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালিম জেলার একটী ভাগ।

সিদাশের—কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত।

মালভেলি—মহীসুর রাজ্যে অবস্থিত; শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ পূর্ব্ব।

শ্রীরঙ্গপত্তন—মহীসুর রাজ্যের একটী বিখ্যাত নগর। ইহা হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের রাজধানী ছিল।

বিলোড়—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত; মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### অযোধ্যার বিবরণ।

সম্রাট্ মহম্মদ সাহ প্রতাপশালী লোক ছিলেন না। তাঁহার অক্ষমতা দৃষ্টে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা অবসর বুঝিয়া স্বার্থ সাধনে তৎপর হন। তন্মধ্যে সাদৎ খাঁ একজন পারস্য দেশীয় বণিক্ ছিলেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপন বুদ্ধি বলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। সাদৎ ১৭২৪ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা হন; বলিতে গেলে তিনিই অযোধ্যায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সফ্দর জঙ্গ তৎপদাভিষিক্ত হন। নিজাম উল্‌মুলুকের পৌত্র ২য় গাজিউদ্দীনের সহিত ইহাঁর মনোবিবাদ ছিল ও তদুপলক্ষে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে রোহিলারা এলাহাবাদ আক্রমণ করিলে, সফ্দর তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইনি কিছুদিন সম্রাট্ আহম্মদ সাহের মন্ত্রী ছিলেন। প্রসিদ্ধ আমেদ আবদালী আহম্মদ সাহের পরম শত্রু ছিলেন। সম্রাট্ আপন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের অমতে মুলতান ও লাহোর প্রদেশ প্রদান করিয়া আমেদ আবদালীর সহিত সন্ধি করেন। তাহাতে সফ্দর ক্রুদ্ধ হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন ও ১৭৫৩ খৃঃ অব্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করেন। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে সফ্দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দোলা পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ২য় সাহ আলম ইহাঁকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। সম্রাট্ উক্ত খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলার

সহিত মিলিত হইয়া পাটনা আক্রমণ করেন, কিন্তু নবাব মীরজাফর ইংবাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, কর্ণেল কালিয়ড তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। পরে বক্সারে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে ২৩সে অক্টোবর মীরকাসিম, সুজাউদ্দোলা ও সম্রাটের মিলিত সৈন্য ইংরাজদিগের নিকট পরাভূত হয়। এই যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব প্রধান নেতা ছিলেন। বক্সারের যুদ্ধ একটী প্রধান ঘটনা। ইহাতে ইংরাজেরা হিন্দুস্থানে একাধিপত্য লাভ করেন, অযোধ্যার নবাবের গর্ব্ব থর্ব্ব হয় এবং ২য় সাহআলম রাজ্য পাইবাব আশায় তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হন; কারণ তাঁহার পিতার হত্যার সময় হইতে তিনি নানা কারণে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়াছিলেন। অযোধ্যার নবাব এ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত শত্রুতা করিতে ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহারা তদীয় রাজ্যান্তর্গত এলাহাবাদ গ্রহণ করিলে তিনি সন্ধি করিতে সম্মত হন। ক্লাইব এলাহাবাদে যাইয়া ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ১২ ই আগষ্ট নবাবের নিকট হইতে এলাহাবাদ ও করা প্রদেশদ্বয় লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন; নবাব ইংরাজদিগের মিত্র হন ও এলাহাবাদ এবং করা সম্রাট্‌কে প্রদত্ত হয়। রোহিলারা অর্থ প্রদানাঙ্গীকারে সুজাউদ্দৌলার সাহায্য গ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক স্বীকৃত বিষয় প্রতিপালন করেন নাই এই স্থলে, তিনি রোহিলাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংসের নিকট প্রস্তাব করেন। হেষ্টিংস ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে বারাণসী গমন করিয়া নবাবের সহিত সন্ধি করেন ও তাঁহাকে ইংরাজ সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হন। রোহিলারা পরাস্ত হইলে রোহিলখণ্ড নবাবের হস্ত-

গত হয়। সম্রাট্ এলাহাবাদ ও করা প্রদেশদ্বয় রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলে, কোম্পানী বহু সংখ্যক অর্থ ব্যয় করিয়া পাঁচ বৎসর তাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; হেষ্টিংস এক্ষণে উক্ত প্রদেশদ্বয় বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা পণে নবাবকে প্রদান করেন। হেষ্টিংসের সহিত নবাবের যে সন্ধির কথা উল্লিখিত হইল, ইহাই ভারতবর্ষে দেশীয় রাজার সহিত সৈনিক সাহায্য প্রদান রূপ নূতনবিধ সন্ধির সূত্রপাত। সুজাউদ্দৌলা ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন ও উক্ত খৃঃ অব্দে নূতন নবাব কোম্পানীকে বারাণসী প্রদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে অত্রত্য জমীদার চৈত সিংহ রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। মৃত নবাব কতকগুলি ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান, ইতিহাসে অযোধ্যার বেগম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহার মাতা ও পত্নী উইলের লিখিত বলিয়া ঐ ধন দাওয়া করেন। নবাব আপত্তি করিলে হেষ্টিংস তাহাতে অনুমোদন করেন কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বরদিগের যত্নে তাহা বেগমেরা প্রাপ্ত হন। পরে চৈতসিংহ হেষ্টিংসের কোপে পতিত হইয়া উৎসন্ন প্রায় হন। নবাব কোম্পানীর নিকট ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বেগমেরা চৈতসিংহকে গোপনে গোপনে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন ও হেষ্টিংসের সম্মতিক্রমে নবাব তাঁহাদিগের নিকট ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া কোম্পানীকে প্রদান করেন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে লর্ড করণওয়ালিস্ নবাবকে কিয়ৎ পরিমাণে ঋণ হইতে মুক্ত করেন।

১৭৯৭ খৃঃ অব্দে নবাবের মৃত্যু হইলে উজির আলী তৎ-পদ প্রাপ্ত হন। ইনি নবাবের উপপত্নী গর্ভজাত ছিলেন ও তাঁহার চরিত্রও ভাল ছিল না। সার জন সোর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদৎআলীকে নবাব করেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ২১ সে জানুয়ারি সাদৎআলীর সহিত গবর্ণর জেনেরলের সন্ধি হইলে, অযোধ্যা রাজ্যের উপর কোম্পানীর ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়। অযোধ্যার নবাবেরা কেহই প্রায় সুশাসনে রাজ্য করিতে পারেন নাই, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও আলস্যে তাহাদিগের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। সাদৎআলীর সময় রাজ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়, সৈন্যেরা রীতিমত বেতন পাইত না ও প্রজাগণের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা ছিল না। সার জন সোরের সহিত সন্ধির নিয়মানুসারে নবাব নিজ ব্যয়ে স্বরাজ্যে কতকগুলি ইংরাজসৈন্য রাখিতে বাধ্য হন। লর্ড ওয়েলেস্লি অযোধ্যার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া নবাবকে ধরিয়া বলিলেন যে, আপনাকে কোম্পা-নীর উপর রাজ্যভার অর্পণ অথবা ইংরাজসৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রাজ্যের কতক অংশ প্রদান করিতে হইবে। নবাব সহজে স্বীকৃত হইলেন না, অনেক তর্কবিতর্কের পর প্রায় দুই বৎসর পরে ১৮০১ খৃঃ অব্দে ১০ই নবেম্বর এক-কোটী পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের এলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, আজিমগড়, গোরক্ষপুর, বরেলী, মুরদাবাদ, বিজ-নৌর, বদাউন ও সাজেহানপুর প্রদান করিয়া সন্ধি করেন। লর্ড মিণ্টো ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক অযোধ্যা রাজ্যের সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত নবাবকে সতর্ক করেন এবং লর্ড

অকলণ্ডও কিছুদিন অযোধ্যার গোলযোগে লিপ্ত থাকিয়া নবাবকে সতর্ক করিতে ক্ষান্ত হন নাই। অযোধ্যার বিশৃ-ঙ্খলা ক্রমশই বৃদ্ধি হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসি উক্ত রাজ্যের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান পূর্ব্বক নবাবকে একে-বারে উচ্ছেদ না করিয়া রাজ্যের ভার কোম্পানীর হস্তে রাখিয়া অন্যরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে চাহেন। কিন্তু কর্ত্ত-পক্ষীয়েরা তাহা অনুমোদন না করিয়া অযোধ্যা রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে অযোধ্যা রাজ্য কোম্পানীর রাজ্য-ভুক্ত হয় এবং শেষ নবাব দুর্ভাগ্য ওয়াজিদ আলী সাহ বার্ষিক বারলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন স্থির হয়। কর্ণেল স্লিমান, জেনেরল আউটরাম, জেনেরল লো, সার বারনেস্ পীকক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞগণ অযোধ্যাব বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া নানারূপ মতামত প্রকাশ করেন। নবাবের একজন পত্নী ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন ও পরে নেপালে পলায়ন করেন। তিনি ইতিহাসে অযোধ্যার বেগম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ক্যানিং অযোধ্যার তালুকদারগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক তথায় ইংরাজাধিপত্যের বিষয় ঘোষণা করেন। ওয়াজিদ আলী সাহ এক্ষণে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মুচিখোলা নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

বক্সার—পাটনা বিভাগে সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত; কাশী হইতে প্রায় ৩১ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব।

এলাহাবাদ, করা, ফতেপুর প্রভৃতি স্থানগুলি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।



## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### পর্টুগীজদিগের এদেশে আগমন।

১৪৮৬ খৃঃ অব্দে বারথলমিউ ডায়েস্ প্রথমে আফ্রিকা খণ্ডের সর্ব্ব দক্ষিণাংশ বেষ্টন করিয়া উহাকে ঝটিকা অন্তরীপ নাম প্রদান করেন, কিন্তু তদীয় প্রভু পর্টুগালের রাজা ২য় যনের আদেশে উহার নাম উত্তমাশা অন্তরীপ হয়। এইরূপে পর্টুগীজদিগের পূর্ব্বাঞ্চলে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে, ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে মে মাসে পর্টুগীজ নাবিক ভাস্কোডিগামা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যার্থে কালিকটে উপস্থিত হন। ভাস্কোডিগামা উপস্থিত হইলে জামরিন উপাধিক কালিকটস্থ হিন্দুরাজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, কিন্তু আরব্য ও পারস্যেরা এবং আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলবাসী মুর নামক মুসলমানেরা স্বার্থভঙ্গভয়ে তাঁহাকে কুপরামর্শ দেওয়ায় তিনি উক্ত নাবিকের উপর অত্যাচার করিতে বাধ্য হন। ভাস্কোডিগামা কতকগুলি তদ্দেশীয় লোক ও কিছু পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান ও ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে ২৯ সে আগষ্ট পর্টুগালে উপস্থিত হন। ঐ বৎসরেই কেব্রেল্ নামক জনৈক পর্টুগীজ নাবিক ভারতবর্ষে আসিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়া কালিকটে উপস্থিত হন। জামরন প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করেন,

কিন্তু পরে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া প্রথমে কোচিন পরে কানানোরে গমন করেন। উভয় স্থলেই তিনি সমাদরে গৃহীত হন ও ১৫০১ খৃঃ অব্দে ৩১সে জুলাই লিসবনে প্রত্যাগমন করেন। পর বৎসর গামা দ্বিতীয় বার এদেশে আসিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন ও কালিকটে উপস্থিত হইবার পর জামরিনের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি কিছু দিন কোচিনে থাকিয়া স্বদেশে চলিয়া যান এবং পেচিকো, কোচিনে অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি যথেষ্ট সাহসিকতার সহিত শত্রু হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫০৫ খৃঃ অব্দে পর্টুগালরাজ ফ্রানসিস্কো আলমিদাকে প্রথম রাজ-প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। আলমিদা ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলে, বিজয়নগরের রাজা তাহার সহিত সখ্য স্থাপন পূর্ব্বক সন্ধি করেন। বিনিসীয়েরা এতাবৎকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিয়াছিল, তাহারা পর্টুগীজদিগের এবম্প্রকার প্রাদুর্ভাব দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া মিসরের সুলতানকে তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবর্ত্তিত করে। গুজরাটের রাজা মামুদ তাহাদিগের সহিত যোগ দেন। এই উপলক্ষে পর্টুগীজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিলে আলমিদার পুত্র লরেঞ্জোর মৃত্যু হয় ও পরে আলমিদা শত্রুদিগকে পরাস্ত করিলে পরস্পর সন্ধি স্থাপিত হয়। তিনি আলফন্সো আলবুকার্ক নামক পর্টুগীজ রাজ-প্রতিনিধির হস্তে কার্য্যভার প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করেন ও পথিমধ্যে বিবাদ ঘটনায় কালগ্রাসে পতিত হন। আলবুকার্ক ১৫০৮ খৃঃ অব্দে পর্টুগাল হইতে এই

দেশে প্রেরিত হন; ইনি পূর্ব্বে আর একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। আলবুকার্ক ক্ষমতা ও বুদ্ধিতে সমস্ত পর্টুগীজ অধ্যক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; ইহাঁরই ক্ষমতা বলে এই দেশে পর্টুগীজদিগের এক সময়ে প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইনি বিজাপুরাধিকৃত গোয়া নামক স্থানটী অধিকার করিয়া তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ রূপে অর্মজ ও মলক্কা হস্তগত পূর্ব্বক ঐ দুই স্থলেও এক একটী দুর্গ স্থাপিত করেন। হঠাৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় তিনি ভগ্নান্তঃকরণে ১৫১৫ খৃঃ অব্দে এই দেশে কলেবর ত্যাগ করেন; তাঁহার সমাধি এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। আলবুকার্ক অনেক সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। আলবুকার্কের পর অপর কয়েকজন পর্টুগীজ ভারতবর্ষে পর্টুগাল রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে পর্টুগীজেরা ডিউ, ডমায়ুন ও বেসিন অধিকার করেন। গুজরাটাধিপতি বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে গুজরাটবাসীরা মিসরের পাসার সাহায্যে ডিউ আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৫৩৭-৩৮ খৃঃ অব্দে পর্টুগীজ জাহাজ সকল গঙ্গা নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা স্থানে গমন করে ও বোধ হয় ঐ সময়ে পর্টুগীজেরা বাঙ্গালায় গোলা নামক স্থানে বন্দর স্থাপিত করেন। গোলারই অপভ্রংশ হুগলী। হুগলীর নিকটস্থ সপ্তগ্রাম (সাতগাঁ) বহু পূর্ব্ব হইতে বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এই অবধি উহার আর তাদৃশ সমৃদ্ধিশালিতা নয়নগোচর হয় নাই। প্রায় ঐ সময়েই পর্টুগীজেরা চট্টগ্রাম ও আরাকানের উপকূলে উপ-নিবেশ সংস্থাপিত করেন; তজ্জন্য পর্টুগীজেরা দলবদ্ধ হইয়া

একরূপ দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত ও সময়ে সময়ে তাহারা বিলক্ষণ প্রতাপ প্রদর্শন করিত। আমরা ইতিহাসে গঞ্জেলে নামক জনৈক পর্টুগীজ দলাধিপতির নাম প্রাপ্ত হই, তিনি ১৬১০ খৃঃ অব্দে আরাকানরাজের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। এইরূপে ক্রমশই পর্টুগীজদিগের উন্নতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৫৫৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে তাঁহারা অর্ম্মজ, ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তী দুই একটী দ্বীপ এবং আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলস্থ নানা স্থানে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অধিকার সমস্ত শাসনসম্বন্ধে তিন প্রধানভাগে বিভক্ত হয় যথা সিংহল, গোয়া এবং মলক্কা। ১৫৭১ খৃঃ অব্দে বিজাপুর ও আহম্মদনগরের রাজারা জামরিনের সহিত সম্মিলিত হইয়া গোয়া ও অন্যান্য দুই একটী স্থান আক্রমণ করেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অতঃপর ভারতবর্ষে ক্রমে পর্টুগীজদিগের প্রাধান্যের হ্রাস হইতে লাগিল ও অধিকৃত স্থান সমূহ অন্য কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে গোয়া, ডমায়ুন ও ডিউ এই তিনটী স্থান পর্টুগালের শাসনাধীন আছে।

কোচীন—দাক্ষিণাত্যে একজন দেশীয় রাজার রাজ্য, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ।

কানানোর—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মলবার জেলার একটী নগর। মঙ্গলুব হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

বিনিস—ইটালীর মধ্যস্থিত একটী সুবিখ্যাত নগর। এই নগরবাসীদিগকে বিনিসীয় কহে।

গোয়া—মলবার উপকূলে অবস্থিত।

ডিউ—আরব সাগরের একটী দ্বীপ, গুজরাট উপকূলের সন্নিকট।

ডমায়ুন—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত; বোম্বাই হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তর।

হুগলী—বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত স্বনাম বিখ্যাত জেলার প্রধান নগর। কলিকাতা হইতে প্রায় বার কি তের ক্রোশ উত্তরে গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে বদান্যবর মহম্মদ মোসিনের অনেক কীর্ত্তি আছে।

সপ্তগ্রাম (সাতগাঁ)—হুগলী হইতে প্রায় ২ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম। এই স্থান পূর্ব্বে বাণিজ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল। ইহা এক্ষণে সামান্য পল্লীগ্রাম মাত্র।

## ২য় পরিচ্ছেদ।

### ওলন্দাজ ও দিনেমারদিগের এদেশে আগমন।

ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের বিষয় সকল সময়ে সভ্য জনপদে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত আছে এবং বিনিশীয়দিগের ভারত-বর্ষের সহিত বাণিজ্য দ্বারা বিপুল ধনাগমের সংবাদও ইউরোপখণ্ডে অবিদিত ছিল না। আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া সহজ উপায়ে এই দেশে আসিব এই আশায় প্রোৎসাহিত হইয়া প্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস স্পেনের রাজা ও রাজ্ঞীর সাহায্যে নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করেন। এবং তৎকালিন সমুদ্রগামী শ্রেষ্ঠ পর্টুগাল জাতির রাজা উক্ত নাবিককে

সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইয়া যেরূপ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হন, তাহা নিরাকৃত করিবার নিমিত্ত ভাস্কোডিগামাকে, বার্থলমিউ আবিষ্কৃত পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিতে প্রেরণ করেন। পর্টুগীজেরা এদেশে বাণিজ্য কার্য্যে সফল-প্রযত্ন হইলে ইউরোপখণ্ডের অন্যান্য জাতির ঈর্ষা উৎপন্ন হয় এবং ওলন্দাজ, ইংরাজ, দিনেমার ও ফরাসীরা পরে পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হন। ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে হৌটমান নামক জনৈক ওলন্দাজ পূর্ব্বাঞ্চলে প্রথম উপস্থিত হন। ইহার পরে ওলন্দাজেরা ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সকলে কুঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক বাণিজ্য করেন ও ক্রমে ক্রমে পর্টুগীজদিগের নিকট হইতে মলক্কস, মলক্কা ও লঙ্কা এবং ভারতবর্ষে নাগাপত্তন গ্রহণ করেন। তাঁহারা যাবাদ্বীপে অধিকৃত স্থান সকলের রাজধানী বটেবিয়া নামক নগর স্থাপিত করেন; উহা অদ্যাপিও উহাদিগের প্রধান স্থান রূপে অবস্থিত আছে। ওলন্দাজেরা ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে বালেশ্বর ও তন্নিকটবর্ত্তী পিপলী নামক স্থানে এবং ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে হুগলীর পার্শ্বস্থিত চুঁচুড়ায় কুঠী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হন। ক্রমে তাঁহাদিগের বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া আইসে এবং ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মলক্কস প্রভৃতি কয়েটী স্থান এবং তৎপরে চুঁচুড়া ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এক্ষণে ভারতবর্ষের নিকটস্থ কয়েকটী দ্বীপ তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত আছে।

১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা এদেশে প্রথম আগমন করেন। তাঁহারাও ওলন্দাজদিগের ন্যায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য ব্যাপারে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন নাই। দাক্ষিণাত্যে

ত্রাঙ্কুইবর ও বাঙ্গালায় শ্রীরামপুব এক সময়ে তাঁহাদিগের ব্যবসায় স্থল ছিল। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে উক্ত স্থান ইংরাজেরা ক্রয় করেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### ইংরাজদিগের এদেশে আগমন।

প্রথমে ষ্টিভেন্স নামক জনৈক ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন ও ক্রমে আরও কযেকজন এদেশে বাণিজ্যার্থ ভ্রমণ করেন। তাঁহাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইংলণ্ডে এক মহৎ উপকার সাধিত ও তাঁহাদিগের পূর্ব্বোৎসাহ বৰ্দ্ধিত হয়। তদনুসারে ১৬০০ খৃঃ অব্দে পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত পনর বৎসর মিয়াদে রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ একদল বণিক্‌কে সনন্দ প্রদান করেন। তাঁহারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে অভিহিত হন। ১৬০১ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন লাঙ্কেষ্টার ইংলণ্ড হইতে কতিপয় জাহাজসহ এদেশে প্রেরিত হন; তিনি দেশীয় রাজার অনুমত্যনুসারে সুমাত্রায় আচিন নামক স্থানে কুঠী স্থাপন করেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন হকিন্স সুরাটে উপস্থিত হন ও ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের পত্র লইয়া জাহাঙ্গিরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি সমাদরে গৃহীত হন। ১৬০৯ খৃঃ অব্দে অপর একজন ইংরাজ সুরাটে আইসেন ও ১৬১১ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা প্রথমে সুরাটে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে সম্রাট্ জাহাঙ্গির সুরাট ও অপর তিনটী স্থানে

ইংরাজদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে সনন্দ প্রদান করেন। এই সময়ে যাবাস্থিত বান্টম নগর তাঁহাদিগের প্রধান স্থান ছিল। ১৬১৫ খৃঃ অব্দে বিখ্যাতনামা সার টমাস্ রো ইংরাজবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত দৌতকার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক সম্রাট্ সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার রাজ্য মধ্যে অবাধে বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পর বৎসর তাঁহারা কালিকট ও মছলীপত্তনে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা বাঙ্গালা প্রদেশে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন; সেই সময়ে কেবল পিপ্‌লী তাঁহাদিগের বাণিজ্য স্থান ছিল। ইহা এস্থলে বক্তব্য যে, ইংরাজেরা এই সময়ে আপনাদিগের অধীনস্থ লোকদিগের অপরাধ বিচার করিয়া দণ্ড দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ডাক্তার বৌটন সম্রাট্ সাজেহানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়া ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর নিমিত্ত বাঙ্গালায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং বাঙ্গালার নবাব সুজার অন্তঃপুরবাসিনী কোন রমণীকে আরোগ্য করিয়া ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠী নির্ম্মাণের সনন্দ লাভ করেন। বৌটন সাহেব স্বদেশের উপকারার্থ যেরূপ স্বার্থহানি করিয়াছিলেন, সেরূপ মহত্ত্বের উদাহরণ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। ১৬৪০ খৃঃ অব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে একটুকু স্থান প্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্‌সিস্ ডে তদুপরি মান্দ্রাজ নগর স্থাপিত করেন ও আপনাদিগের সংরক্ষণার্থ এস্থলে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তদনুসারে মান্দ্রাজ নগরকেও কখন কখন ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ কহিয়া থাকে। ১৬৫৩

খৃঃ অব্দ হইতে মান্দ্রাজে একটী প্রেসিডেন্সী * স্থাপিত হয়। ইহার পর পনর বৎসর ভারতবর্ষে বণিক্‌সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই, কারণ সেই সময়ে ইংলণ্ডে ভয়ানক অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হয়।

১৬৬১ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় চার্লস কোম্পোনীকে এক নূতন সনন্দ প্রদান করেন, ইহার বলে তাঁহারা এদেশে সন্ধি ও বিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইতে পারিতেন। ১৬৬২ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় চার্লস পর্টুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থান যৌতুক প্রাপ্ত হন; ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে কোম্পানী উক্ত স্থানসকল ক্রয় করিলে বোম্বাই একটী প্রধান প্রেসিডেন্সী হইয়া উঠে। এই সময়ে ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোম্পানীকে এই দেশ হইতে প্রথমে চা পাঠাইতে অনুমতি করেন। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রধান প্রধান লোক ভিন্ন অপরে দুর্মূল্য বলিয়া চা ব্যবহার করিতে পারিত না; চার মূল্য ও ব্যবহার এক্ষণে যেরূপ হইয়াছে, তাহা দেখিলে উহার পূর্ব্বভাব সত্য বলিয়া একবারও মনে উদয় হয় না। ১৬৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপীয়

* "প্রেসিডেন্সী" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক কুঠীতে তিন শ্রেণীর লোক থাকিতেন; প্রথম কেরাণী, দ্বিতীয় দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধায়ক ও তৃতীয় বাণিজ্যের সাধারণ পরিদর্শক। ইহাঁরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নতি লাভ করিতেন। তৃতীয় শ্রেণী হইতে কতকগুলি লোক নির্ব্বাচিত হইয়া একটী ব্যবস্থাপক সভা হইত ও একজন প্রেসিডেন্ট বা অধ্যক্ষ হইতেন। প্রেসিডেন্ট যে স্থানের বাণিজ্য পরিদর্শন করিতেন, তাহাকে প্রেসিডেন্সী কহিত।

বণিকেরা নিরুপদ্রবে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করেন ও তৎকালিন নবাবদিগের সুসাশনে তাঁহাদিগের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৬৮২ খৃঃঅব্দে বাঙ্গালাও একটী প্রেসিডেন্সীরূপে গণ্য হয় ও ১৬৮৩ খৃঃঅব্দে বোম্বাই, কোম্পানীর সর্ব্ব প্রধান স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ইত্যবসরে হঠাৎ এইরূপ হইয়া উঠে যে, তাহাতে বাঙ্গালার সুবেদার ও পরে সম্রাট্ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং এদিকে ইংলণ্ডে আর একটী নূতন বণিক্দল এদেশে আসিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে মোগলদিগের সহিত কোম্পানীর বিবাদ উপস্থিত হইলে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধ্যক্ষ বিখ্যাত জব চার্ণক সাহেব হুগলী হইতে চলিয়া আসিয়া প্রথমে সুতানুটী ও পরে ইঙ্গলী দ্বীপে প্রস্থান করেন এবং নানারূপে ক্লিষ্ট হইয়া শেষে ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। পরে সম্রাট্কে শান্ত করিবার নিমিত্ত বোম্বাই হইতে দুইজন ইংরাজ কর্ম্ম-চারী তাঁহার নিকট বিজাপুরে উপস্থিত হন।

আরঙ্গেব সে ধাতুর লোক ছিলেন না, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কখন আপনার ক্ষতি করিতেন না; তিনি বিলক্ষণ জানি-তেন যে, বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা তাঁহার রাজ্যের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। সম্রাট্ ইংরাজদিগের দোষ পরি-হার করেন। ঐ সময়ে প্রসিদ্ধ আলীমর্দ্দানের পুত্র ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার নবাব হন, তিনি ইংরাজদিগের পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁহার আহ্বানে চার্ণক সাহেব বাঙ্গালায় উপ-স্থিত হইয়া ১৬৯০ খৃঃ অব্দে ২৪ সে আগষ্ট সুতানুটীর উপর কলিকাতার মূল পত্তন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে মহাত্মা চার্ণকের মৃত্যু হয়। তিনি গঙ্গানদীর তীরে

বারাকপুর নগর স্থাপিত করেন; তাঁহার নামানুসারে ইহাকে কখন কখন চাণক কহিয়া থাকে। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে আরঙ্গেবের পৌত্র আজিমওষাণের নিকট হইতে ইংরাজেরা সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করিয়া তদুপরি বর্ত্তমান নগরশ্রেষ্ঠ কলিকাতা স্থাপিত ও একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটী দৃঢ়ীভূত করেন। ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে দুর্গটী ফোর্ট উইলিয়ম নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত নূতন কোম্পানী রাজার নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ ব্যাপৃত হন। তৎসম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ১৭০০ খৃঃ অব্দে সার উইলিয়ম নরিস্‌কে দিল্লীতে সম্রাটের সভায় দূতরূপে পাঠাইয়া দেন; কিন্তু তিনি কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই। এইরূপে উভয় বণিক্‌দল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের ক্ষতি করিতে আরম্ভ করেন; সুতরা ইহা জাতীয় হানিকর বোধে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ১৭০২ খৃঃ অব্দে উভয় দল মিলিত করেন। সেই মিলিত সম্প্রদায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী। বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিম মুর্শিদ কুলী খাঁ ইংরাজদিগের উপর বাণিজ্য সম্বন্ধে পীড়ন করিলে, তাঁহারা সম্রাটের নিকট কয়েক জন দূত প্রেরণ করেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ডাক্তার হ্যামিল্টন ১৭১৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ ফেরোক্ সেরের পীড়া শান্তি করিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বিষয়ে অনেক উপকার করেন। তাহা এই, ইংরাজেরা বাঙ্গালায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিবেন; মুরশিদাবাদের টাঁকশালে কোম্পানীর নামে সপ্তাহে তিন দিন টাকা মুদ্রিত হইবে।

কলিকাতার সান্নিধ্যে আটত্রিশটী মৌজা ক্রয় করিতে পারিবেন; কোম্পানীর নিকট যাঁহারা ঋণী হইয়া লুক্কায়িত আছেন, তাঁহাদিগকে নবাবের কর্ম্মচারীরা কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিবেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব হইতে নিরাপদে থাকিবার নিমিত্ত নবাবের অনুমতি অনুসারে কলিকাতার চারিদিকে পরীখা খনন করেন। লোকে ইহাকে মহারাষ্ট্রীয় খাত কহিত; অধুনা তাহার কোন কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ঐ সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন।

জলফিকর খাঁ আরঙ্গেবের অনুগ্রহে কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন; পরে তিনি সম্রাটের আজ্ঞামতে দাউদ খাঁর উপর শাসন ভার প্রদান করিয়া দিল্লী গমন করেন। ১৭১০ খৃঃ অব্দে দাউদ খাঁ সম্রাট্ কর্ত্তৃক আহূত হইলে, সাদৎউল্লা খাঁকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে সাদৎ উল্লার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত আলী কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। দোস্ত আলীর দুই জামাতা ছিলেন, মর্ত্তুজ আলী ও চন্দ সাহেব। চন্দ সাহেব একজন সুদক্ষ ও গুণশালী লোক ছিলেন, তিনি ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে প্রতারণা পূর্ব্বক ত্রিশ্চিনপল্লী অধিকার করেন। সেই সময়ে রঘুজী ভোনস্লে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিলে, দোস্ত আলী তৎকর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। চন্দ সাহেব মহারাষ্ট্রীয় পরাক্রমে ভীত হইয়া ফরাসীদিগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক পণ্ডিচেরীতে আপন পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি রাখিয়া দেন। ফরাসীদিগের ক্ষমতাও সেই সময়ে ভারতবর্ষে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। দোস্ত আলীর মৃত্যুর

পর তাঁহার পুত্র সফ্দর আলী কর্ণাটের নবাব হন; ইনি মার্হাট্টাদিগের দাওয়া প্রদান করিতে স্বীকৃত হন ও চন্দ সাহেবের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ কবেন। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে মার্হাট্টারা ত্রিশ্চিনপল্লী অধিকার করেন, চন্দ সাহেব অবশেষে ধৃত ও বন্দীকৃত হইয়া সেতারায় নীত হন। মর্ত্তজ আলী ঐ সময়ে সফ্দরকে নিহত করিয়া আপনি নবাব হইবার জন্য চেষ্টিত হন; কিন্তু সফ্দারের বন্ধুদিগের যত্নে তাঁহার নাবালক পুত্র তৎপদ প্রাপ্ত হন। নিজাম দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি মার্হাট্টা-দিগের সহিত বিবাদ ও নানা কারণে এপর্য্যন্ত কর্ণা-টের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এক্ষণে তিনি দিল্লী হইতে আসিয়া কর্ণাটের বন্দোবস্তে মনো-যোগী হইলেন এবং আনোয়ারউদ্দীন নামক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে নাবালক রাজার রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কোন কারণে শিশু রাজা নিহত হইলে আনোয়ারউদ্দীন কর্ণাটের নবাব হন (১৭৪০)।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### ফরাসীদিগের এদেশে আগমন, কর্ণাট যুদ্ধ ও ফরাসীদিগের অধঃপতন।

১৬০৪ খৃঃ অব্দ হইতে ফরাসীরা এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ১৬৬৪ খৃঃঅব্দে প্রকৃতরূপে তাঁহাদিগের বাণিজ্য আরব্ধ হয় ও তাঁহারা এক সময়ে এরূপ প্রবল হইয়া উঠেন

যে, ভারতরাজ্য তাঁহাদিগেরই ভাগ্যে পতিত হইবার সম্ভাবনা হয়; কিন্তু তাহা না হইয়া ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে এদেশে ফরাসীদিগের বাণিজ্যের শেষ হয়। ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ফরাসীরা বিজাপুররাজের নিকট একটুকু স্থান ক্রয় করিয়া তদুপরি পণ্ডিচেরী নগর স্থাপিত করেন। ফ্রাঙ্ক মার্টীন ইহার স্থাপয়িতা, তাঁহার যত্নে এই স্থানের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। ফরাসীরা ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে আরঙ্গেবের অনুমত্যনুসারে চন্দন নগরে কুঠী নির্ম্মাণ করেন; ১৭২৫ খৃঃ অব্দে মাহী ও ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে কারিকোল তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এই রূপে ভারতবর্ষে তাঁহারা অধিকার লাভ করিয়া ক্রমে প্রবল হইয়া উঠেন, এবং সেই সময় হইতে পণ্ডিচেরী তাঁহাদের এদেশে গবর্ণর জেনেরলের আবাসস্থান হয়। মার্হাট্টারা পূর্ব্বোক্তরূপে দাক্ষিণাত্য আক্রমণকালে পণ্ডিচেরী অধিকার করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু গবর্ণর ডুমার সাহসিকতা ও কৌশলে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে তিনি স্বদেশ যাত্রা করিলে, সুপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্ক ডিউপ্লে তৎপদ প্রাপ্ত হন। ইনি অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন; ক্রমে তিনি চন্দননগরের গবর্ণর হন ও দশ বৎসর কাল তথায় থাকিয়া উক্ত নগরের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি করেন। পরে তিনি ডুমার কার্য্যে ব্রতী হন। ডিউপ্লে অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষ ও অহঙ্কৃত হইলেও, অতিশয় চতুর ও উৎসাহ সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে ফরাসী আধিপত্য বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হন এবং দেশীয় লোকেরা যেরূপ ভয় ও সম্মানের সহিত তাঁহার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি করিত,

তাহাতে তাঁহার সে আশা ফলবতী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয়। কিন্তু ভাগ্য লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য! শেষে তাঁহাব সেই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদনে নানা রূপ অন্তরায় ঘটিল।

যদিও ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজেরা মধ্যে মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হইতেন, তথাপি ভারতবর্ষে তাঁহারা বিনা উপদ্রবে পবস্পর বাণিজ্য কবিতেছিলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে উক্ত জাতিদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ফরাসী গবর্ণমেন্ট প্রথমে এদেশে ইংবাজদিগের কুঠী সকল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেন, লাবোর্ডনে সেই বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ইনি অতি অল্প বয়সে পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করেন ও ক্রমে নানা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে মরিসস ও বোঁর্ব্বো দ্বীপের গবর্ণরী পদ গ্রহণ পূর্ব্বক পরে স্বদেশ যাত্রা করেন এবং উপরিউক্ত রূপে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ইংরাজেরাও সেই সময়ে ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ করমণ্ডল উপকূলে প্রেরণ করেন। লাবোর্ডনে ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে নাগাপত্তনের নিকট ইংরাজদিগের রণতরি আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ডিউপ্লে, লাবোর্ডনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও ভাবি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহার সহায়তায় নিযুক্ত হন; ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২১ সে সেপ্টেম্বর তাঁহাবা মান্দ্রাজ অধিকার করেন ও লাবোর্ডনে উৎকোচ লইয়া ডিউপ্লের অমতে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করেন। লাবোর্ডনে স্বদেশ যাইয়া সুখী হইতে পারেন নাই, কারণ ডিউপ্লে ও অপ-

রূপর তাঁহার দেশীয় পরমশক্রগণ বিরাগ জন্মাইবার উদ্দেশে ফ্রান্সের রাজসভায় তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ লিখিয়া পাঠান; তন্নিমিত্ত তিনি বন্দীকৃত হন ও পরে মুক্ত হইয়া অল্পদিন পরেই ক্ষোভিত চিত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। লাবোর্ডনে যদি প্রাগুক্ত বিষয়ে পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতে ফরাসী প্রাধান্য-স্থাপনরূপ ডিউপ্লের মহতী আশা সুসিদ্ধ হইত এবং ইহার পরে ডিউপ্লে অবিচলিত চিত্তে তৎকার্য্যে চেষ্টিত হইলেও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজ আক্রমণ সময়ে নবাব আনোয়ারউদ্দীন আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু ডিউপ্লে মান্দ্রাজ বিজিত হইলে তাঁহাকে প্রদান করিব বলিয়া ভান করেন। নবাব পরে তাহা বুঝিতে পারিয়া ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধার্থ স্বীয় পুত্রকে পাঠাইলে, তিনি ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে পরাস্ত হন। এক্ষণে ডিউপ্লে লাবোর্ডনেকৃত সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া মান্দ্রাজের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্যারাডী নামক জনৈক ফরাসীকে তথাকার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া, ইংরাজদিগের ফোর্টসেণ্ট ডেভিড নামক দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক বিফল প্রযত্ন হইলেন। কর্ণাটের নবাব, ইংরাজদিগের প্রার্থনায় সাহায্যার্থ স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু ডিউপ্লের কৌশলে শীঘ্রই ফরাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ডিউপ্লে ঐ সময়ে কডালোর আক্রমণ করিলে, ইংলণ্ড হইতে নবাগত প্রসিদ্ধ ইংরাজসেনাপতি মেজর লরেন্স তাহা রক্ষা করেন। অতঃপর জলে ও স্থলে উভয় জাতির বিবাদ চলিতে লাগিল। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে ৯ই আগষ্ট বিজিতস্থান উদ্ধার ও পণ্ডিচেরী আক্রমণার্থ আড়্-

মিরল বস্কনের অধীনস্থ ইংরাজ রণতরীসমূহ সেন্ট ডেভিডের অনতিদূরে উপস্থিত হইল এবং আড্‌মিরল গ্রীফিনও ঐ সময়ে পণ্ডিচেরীর নিকট হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মিলিত সৈন্য পণ্ডিচেরী আক্রমণে বিফলপ্রয়াস হওয়াতে ফরাসীদিগের প্রতিপত্তি সম্যক্ রূপে বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে ইউরোপে প্রসিদ্ধ আয়লা-স্যাপেলের সন্ধি শেষ হওয়ায় এদেশে ইংরাজ ও ফরাসী-দিগের সমস্ত বিবাদ মিটিয়া গেল এবং তাঁহারা স্ব স্ব স্থান পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। ইহা এস্থলে বক্তব্য যে, এ পর্য্যন্ত দেশীয় রাজাদিগের চক্ষে ইংরাজ কি ফরাসীরা কেবল বণিক্‌দল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন, কিন্তু উক্ত ঘটনার পর তাঁহারা দেখিলেন যে, উহাঁদিগের সহিত মিত্রতা বা শত্রুতা সংস্থাপনের ফল অন্য রূপ। তাঞ্জোর নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের সাহজী বংশীয় রাজা সাহুজী স্বীয় ভ্রাতা প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে মেজর লরেন্স তাঞ্জোর গমন পূর্ব্বক দেবী-কোটের দুর্গ ধ্বংস করেন। প্রতাপ সিংহ দেবীকোট ও যুদ্ধের ব্যয় প্রদান রূপ ভ্রাতৃকৃত অঙ্গীকারপালন পূর্ব্বক ইংরাজদিগকে ক্ষান্ত করিলেন এবং সাহুকে বৃত্তি প্রদানে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৪৮ খৃঃ অব্দে নিজামরাজ্যের স্থাপয়িতা প্রসিদ্ধ নিজামউল্ মুলুকের মৃত্যু হইলে তদীয় উইলানুসারে রাজ্য-ভার তাঁহার দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গের উপর পতিত হয়; কিন্তু নিজামের ২য় পুত্র নাজির জঙ্গ ধনাগার ও সৈন্যবল আয়ত্ত করিয়া আপনাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বলিয়া

ঘোষণা করিলেন। মজঃফর মার্হাট্টাদিগের সাহায্য পাই-বার আশায় সেতারায় গমন পূর্ব্বক তথায় সমফলপ্রার্থী চন্দ সাহেবের সহিত অভূতপূর্ব্ব প্রণয়ে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহারা এক্ষণে ডিউপ্লেকে আপনাদিগের অভিপ্রায় জানা-ইয়া পত্র লিখিলেন। ডিউপ্লে, চন্দ সাহেবকে মুক্ত করিয়া আনোয়ার উদ্দীনের বিরুদ্ধে আম্বুরের দিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, মজঃফর ও চন্দ সাহেব সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে আম্বুরের যুদ্ধে আনোয়ার উদ্দীন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিহত হইলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করিলেন। মজঃফর জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী পদ গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ সাহে-বকে কর্ণাটের নবাব করিলেন। কয়েক জনে মিলিয়া পণ্ডিচেরীতে কিছু দিন মহা আমোদ প্রমোদ করিলেন এবং ডিউপ্লে পুরস্কার স্বরূপ একটী সামান্য পল্লী প্রাপ্ত হইলেন। মহম্মদ আলী নিরাপদে থাকিবার নিমিত্ত ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে চন্দ সাহেব মহম্মদ আলীকে আক্রমণ করিলে বোধ হয় তিনি নিঃসন্দেহ শত্রুহীন হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া তাঞ্জোর-রাজের সহিত পূর্ব্ব বিবাদ মিটাইতে ব্যস্ত ছিলেন। তৎপরে নাজিরজঙ্গ স্বরা-জ্যের আশ্রিত কডপা, কর্ণূল ও সেভানোরের পাঠান-সর্দ্দারগণ ও ইংরাজ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ভল্দর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে উভয় পক্ষে যুদ্ধের পর লরেন্স ও ক্লাইব জয় লাভ করিলেন। চন্দ সাহেব পণ্ডিচেরী প্রস্থান করিলেন ও মজঃফর বন্দীকৃত

হইলেন। নাজীরজঙ্গ ও মহম্মদ আলী আপন আপন পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহম্মদ আলী ও নাজীর জঙ্গ উভয়ই কর্ম্মঠ লোকছিলেন না, একজন ভীরু ও অস্থিরচিত্ত এবং অপর ব্যক্তি অলস ও বিলাস প্রিয় ছিলেন। মহম্মদ আলী ইংরাজদিগের সহায়তা ত্যাগ করিয়া পুনার নদীর তীরে ডিউপ্লে কর্তৃক পরাস্ত হইলেন ও তাঁহার পলায়িত সৈন্য সকলকে নষ্ট করিবার উদ্দেশে বুসী জিঞ্জী দুর্গ ধ্বংস করিলেন। এদিকে ডিউপ্লে নাজীরের সহিত মিত্রতার ভান করিয়া কতকগুলি দাওয়া করিয়া বসিলেন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঠান সর্দ্দারগণকে স্ববশে আনিয়া তাঁহার বিনাশ সাধন পূর্ব্বক মজঃফরকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নাজীর, মহম্মদ আলীর দুর্দ্দশা দেখিয়া ভয়ে তাঁহার কথায় আপত্তি করিলেন না। তথাপি ফরাসীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া কডপার সর্দ্দার কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। মজঃফর ও চন্দ সাহেব আপন আপন পদ প্রাপ্ত হইলেন। ডিউপ্লে জয়োল্লাসিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের উপরি ডিউপ্লে-ফতেবাদ নামক নগর নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন; কিন্তু ইহা শেষ হইতে না হইতেই ক্লাইব সদর্পে তাহা ধ্বংস করিয়াছিলেন। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মজঃফর জঙ্গ পণ্ডিচেরী হইতে হায়দরাবাদ গমন করিলেন ও তাঁহার প্রার্থনায় ফরাসী সেনাপতি বুসী একদল সৈন্য লইয়া সুবেদারের সঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঠান সর্দ্দারগণের সহিত মজঃফরের বিবাদ হওয়ায়, তিনি কর্ণালের সর্দ্দার কর্ত্তৃক নিহত

হইলেন। বুসী বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ লোক ছিলেন; নিজাম উল্‌মুলুকের সলবৎজঙ্গ নামক পুত্র মজঃফরের শিবিরে বন্দীকৃত ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। সলবৎ ২৯ সে জুন তারিখে সুবেদারী গ্রহণ করিলেন; বুসী নিজামের সর্ব্ব রক্ষক হইলেন ও ফরাসীদিগের ক্ষমতার এক শেষ হইল। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে চন্দ সাহেব ফরাসীদিগের সহায়তায় ত্রিঞ্চিনপল্লী আক্রমণ করিলেন। মহম্মদ আলী অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তৎপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরিশেষে ইংরাজেরা ত্রিঞ্চিনপল্লী উদ্ধারে হতাশ হইলে, লেফ্‌টেনেণ্ট রবর্ট ক্লাইব মান্দ্রাজের গবর্ণরকে আর্কট অধিকার করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ তিনি স্থির করিলেন যে, চন্দ সাহেব নিশ্চিতই আর্কট রক্ষার্থ কতকসৈন্য প্রেরণ করিবেন। রবর্ট ক্লাইব সময় বুঝিয়া যদি উক্তরূপ পরামর্শ না দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই উদ্যমে ইংরাজেরা সফল হইতে পারিতেন না। ক্লাইবই প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই গুরুতর কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। চন্দ সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব ক্লাইবকে আক্রমণ করিলে, তিনি অসাধারণ দক্ষতা সহকারে প্রায় সাত সপ্তাহ কাল নানারূপ প্রলোভন ও বাধা অতিক্রম করিয়া জীর্ণ দুর্গে আত্ম-রক্ষা করিলেন। গুটীরাজ মুরারীরাও এই সময়ে তাঁহার সহিত যোগ দেন। সিপাহীরা ক্লাইবের উপর এমত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, এই ব্যাপারে যখন রসদ কমিয়া যায়, তখন তাহারা ফেন খাইয়া ইউরোপীয় সৈন্যগণকে অন্ন দিতে

প্রস্তুত হয়। ইহা ক্লাইবের লোকরঞ্জনক্ষমতা ও সিপাহী-দিগের ধৈর্য্যশীলতা উভয়েরই দৃষ্টান্ত স্থল। ক্লাইব, ১৭৫২ খৃঃঅব্দে ২৫সে মার্চ্চ ডিউপ্লে-ফতেবাদ নগরের পত্তন নষ্ট করিয়া স্বদেশ হইতে প্রত্যাগত মেজর লরেন্সের সহিত মহম্মদ আলীর উপকারার্থ ত্রিশ্চিনপল্লী উদ্ধারে গমন করিলেন। ফরাসী সেনাপতি লা ও চন্দ সাহেব ইহার রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। ১৭৫২ খৃঃঅব্দে ১৩ই জুন লা পরাস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। চন্দ সাহেব, তাঞ্জোর-রাজের সেনাপতি মনক্জীর শরণাপন্ন হইলে, মহম্মদ আলীর প্ররোচনায় তৎকর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এই রূপে চন্দ সাহেবের বহুকালব্যাপিনী আশালতা নির্ম্মূলিত হয়; তিনি দক্ষ ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন এবং তাঁহার শাসন সময়ে প্রজাগণের যথেষ্ট সুখ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহার পরে ক্লাইব অপর কয়েকটী স্থান অধিকার করিয়া ১৭৫২ খৃঃ অব্দে স্বদেশ গমন করেন। ফরাসীরা ইহার পরে সময়ে সময়ে ত্রিশ্চিনপল্লী আক্রমণে বিরত হন নাই, কিন্তু লরেন্সের নিকট কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইংরাজ ও ফরাসীরা গত সন্ধির পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাল এই রূপে ভারতবর্ষে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এক্ষণে ডিরেক্টরেরা ইহা উপশমিত করিবার মানস করিলেন এবং মান্দ্রাজের গবর্ণর সণ্ডার্স তাঁহাদিগকে অবগত করাইলেন যে, ডিউপ্লে এই সকল বিষয়ের মূলীভূত কারণ। তাঁহারা জানাইলে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ডিউপ্লেকে পদচ্যুত করিয়া গডহিউ নামক জনৈক ফরাসীকে তৎপদ প্রদান করিলেন। ডিউপ্লে ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ১৪ই অক্টোবর স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি ইংরাজ-

দিগের সহিত যুদ্ধে নিজের অনেক অর্থ ব্যয় করেন; তাহা স্বরাজ্য হইতে পুনঃপ্রাপ্ত না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হন এবং কিছু দিন জীবিত থাকিয়া ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে ১০ই নবেম্বর কলেবর ত্যাগ করেন।

রবর্ট ক্লাইব ১৭২৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী স্রপসায়রে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লাইব বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন থাকিলেও তিনি লেখা পড়া শিখেন নাই। তাঁহার পিতা ক্লাইবকে অতি অল্প বয়সে কোম্পানীর কেরাণিগিরি পদে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন (১৭৪৪)। তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহাতে উক্ত কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিত না ও মান্দ্রাজের জল বায়ু তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তিনি অপটু হইয়া পড়েন। নানা কারণে তিনি আপনাকে দুইবার গুলি করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হন কিন্তু দুইবারই তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; তাহাতে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি কোন মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ডিউপ্লে মান্দ্রাজের উপর যৎকালে অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন, তখন ক্লাইব ছদ্মবেশে পলাইয়া ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে চলিয়া আইসেন। তিনি ইহার পর কোম্পানীর সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হন। ক্লাইব, ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে পণ্ডিচেরী আক্রমণকালে ও পর বৎসর লরেন্সের সহিত দেবীকোট ধ্বংস সময়ে আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। বিলক্ষণ অসুবিধা সত্ত্বেও স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রভূত সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে তিনি একান্ন দিন যেরূপে

আর্কট নগর রক্ষা করেন, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। তিনি কখন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু উক্ত ঘটনায় তাঁহার বীরপণা সম্পূর্ণ প্রতিভাত হয়। পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তিনি ভারতে ইংরাজ আধিপত্যের মূলপত্তন করেন ও তদীয় মুখ নির্গত পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

গডহিউ ও সণ্ডার্সের যত্নে ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে ১১ই জানুয়ারি এদেশে উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি শেষ হয়। সন্ধির দ্বারা তাঁহারা দেশীয় রাজার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইলেন ও উভয়জাতি স্ব স্ব অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। মহম্মদ আলী কর্ণাটের নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন; বুসী নিজামের নিকট রহিলেন। উক্ত সন্ধি ইউরোপে দৃঢ়ীভূত হইবার পূর্ব্বেই উভয় সুবেদারের রাজকার্য্য লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে বিবাদ হইবার সূত্রপাত হইল। ক্লাইব মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয়বার এদেশে আগমন করেন ও ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে মে মাসে মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। তিনি আসিবার কালে করমণ্ডল উপকূলস্থ বিখ্যাত জলদস্যু তুলজী আঙ্গ্রিয়াকে ছিন্ন ভিন্ন করেন; আড্‌মিরাল্ ওয়াট্‌সনও সেই সময়ে তাঁহার সহিত যোগ দেন। ইহার কিছু পরেই ক্লাইবকে কলিকাতায় যাইয়া সিরাজউদ্দৌলার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, এদেশেও সমরানল প্রজ্বলিত হয় এবং সেনাপতি লালী ফরাসী-রাজপ্রতিনিধি হইয়া ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে এপ্রেল মাসে পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হন। ক্লাইব,

বুসী, লালী, কর্ণেল ফোর্ড, কুট এই কয়েক জন এই যুদ্ধে প্রধান নেতা ছিলেন। লালী অল্প সময়ের মধ্যেই ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড্ অধিকার করিলেন ও বুসীকে যোগ দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। বুসী এদিকে সলবৎজঙ্গকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার রাজ্য মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছিলেন, হঠাৎ লালীর আহ্বানে তথা হইতে আসিতে বাধ্য হইলেন। লালী এই কার্য্যটী সুসঙ্গত হয় নাই, কারণ বুসী যেরূপ বিচক্ষণ, ধৈর্য্যশীল, চতুর ও প্রতিভাশালী লোক ছিলেন; তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহই নিজামের সহযোগে স্বজাতির মহৎ উপকার সাধিত করিতে পারিতেন। বুসী যদিও কিছু দিন ভারতবর্ষে যাপন করেন ও মহীসুরের গোলযোগের সময় ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন, তথাপি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। লালী ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ আক্রমণে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সেনাপতি লরেন্স, কালিয়ড প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গের রক্ষণে কিছু করিতে না পারিয়া ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পণ্ডিচেরী অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ বৎসরেই বিখ্যাত যুদ্ধবীর সার আয়র কুট ইংলণ্ড হইতে এদেশে আগমন করেন। তিনি ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বন্দীবাসের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের ভারত অধিকার রূপ মহতী আশা নষ্ট করিয়া দেন। বুসী বন্দীকৃত হইলেও, কুট তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। ইহার পরে কুট সাহেব নানা স্থান অধিকারপূর্ব্বক শেষে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পণ্ডিচেরী অধিকার করিলে, ফরাসীদিগের সমস্ত আশার শেষ হয়। লালী স্বদেশ যাত্রা

করেন ও তথায় রাজবিরুদ্ধচারী বলিয়া অভিযুক্ত হইলে দোষী সপ্রমাণ হন এবং ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে পারিস নগরে তাঁহার মস্তক দ্বিধাকৃত হয়। এইরূপে ১৭৬৯ খৃঃ অব্দ হইতে ফরাসীদিগের এদেশে বাণিজ্যের শেষ হয়। পরে ইংরাজদিগের সহিত ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের সন্ধিতে ফরাসীরা পণ্ডিচেরী ফিরিয়া পান। এক্ষণে চন্দননগর (ফরাসিডাঙ্গা), পণ্ডিচেরী, ইয়নান্ মাহী ও কারিকোল এই কয়েকটী স্থান ফরাসীদিগের অধিকারে আছে। উপরি উক্ত সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, ফরাসীরা প্রথম হইতে যেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন, ইংরাজেরা সেরূপ হন নাই। ইংরাজেরা দেশীয় রাজাদিগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন ও কোন বিষয়েই ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু বিজয় লক্ষ্মী শেষে তাঁহাদেরই হস্তগত হয়।

নাগাপত্তন—তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত।

ত্রাঙ্কুইবর— ঐ; নাগাপত্তন হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ উত্তর।

হুগলী—কলিকাতা হইতে প্রায় ২৪ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

দেবীকোট—মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৬১ ক্রোশ দক্ষিণ।

কড়পা—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা।

কর্ণূল— ঐ।

ভল্দর—পণ্ডিচেরী হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পশ্চিম।

পলাশী—ভাগিরথী তীরে অবস্থিত, কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৮ ক্রোশ উত্তর।

# সপ্তম অধ্যায়।

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### ইংরাজদিগের বাঙ্গালা বিজয়।

কর্ণাট দেশের যুদ্ধসময়ে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের বিষম গোলযোগ ঘটে এবং তদুপলক্ষে তাঁহাদিগের ভারত সাম্রাজ্য লাভের সূচনা হয়। বাঙ্গালার সুবেদার প্রসিদ্ধ আলীবর্দ্দি খাঁ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ৯ই এপ্রেল কালগ্রাসে পতিত হন; তিনি আপন প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে উত্তরাধিকারী করেন। সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত নৃশংস, নির্ব্বোধ ও লম্পট ছিলেন এবং তন্নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সকতজঙ্গের চরিত্র তাঁহার তুল্য ছিল; তিনি পিতার মৃত্যুর পর পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া বাঙ্গালার সুবেদারী পাইবার নিমিত্ত গোপনে চেষ্টা করেন। সিরাজউদ্দৌলা তাহা অবগত হইয়া সকতজঙ্গের বিরুদ্ধে গমন করেন। আলীবর্দ্দির জনৈক কর্ম্মচারী রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে স্বীয় সম্পত্তি ও পরিবার লইয়া জগন্নাথ ক্ষেত্র যাইবার ছলে কলিকাতার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে ফরাসীদিগের সহিত বিবাদ নিকট দেখিয়া ইংরাজেরা কলিকাতাস্থ দুর্গের জীর্ণ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। সিরাজউদ্দৌলা কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ ও দুর্গ সংস্কার নিষেধ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার গবর্ণরকে পত্র লিখেন। গবর্ণর ড্রেক্ সাহেব তদু-

ত্তরে প্রকারান্তরে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, সিরাজউদ্দৌলা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও রাজমহলে ড্রেকের পত্র পাইয়া পূর্ণিয়া আক্রমণে ক্ষান্ত দিয়া সেই বৈরসাধন মানসে তথা হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মুরশিদাবাদের সন্নিহিত কাশিমবাজারস্থ ইংরাজদিগের কুঠী লুঠ করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া নবাবের বিপুল সৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া ইংরাজেরা তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। নবাব কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া ১৮ই জুন তারিখে দুর্গের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করেন। রাত্রিতে ড্রেক্ ও অপর কয়েকজন ইংরাজ দুর্গস্থ মহিলাগণ ও বালক বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকা যোগে প্রস্থান করেন ও পল্‌তায় যাইয়া উপস্থিত হন। অবশিষ্ট ১৪৬ জন ইংরাজ হল্‌ওয়েল সাহেবকে আপনাদিগের অধ্যক্ষ মনোনীত করেন ও পরে দুর্গ মধ্যে ঘোর বিপদে পতিত হন। ২১ সে তারিখে দুর্গ অধিকৃত হইলে নবাবের আদেশ মতে হল্‌ওয়েল সাহেব তাঁহার সম্মুখে আনীত হন ও নবাব তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক ধনাগার দেখাইতে অনুমতি করেন। সেই রাত্রিতে দারুণ গ্রীষ্মের সময় ১৪৬ জন ইংরাজ প্রায় ১২ ফুট দীর্ঘ ও ৯ ফুট প্রস্থ এক সামান্য গৃহমধ্যে রুদ্ধ থাকেন ও পরদিন প্রাতে কেবল ২৩ জন জীবিত আছেন দৃষ্ট হয়। ইহাই ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা নামে প্রসিদ্ধ ও এইটী ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রথম ও প্রধান দুর্ঘটনা। নবাব এই বিষয়ে দোষী কি না বলা যায় না. তবে তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। এই সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিলে, ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন কলিকাতা উদ্ধারার্থ

যাত্রা করিয়া ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালায় উপস্থিত হন। তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী বজবজিয়া নামক স্থান গ্রহণ করিয়া, ১৭৫৭ খৃঃঅব্দে ২রা জানুয়ারি কলিকাতা পুনরধিকার করেন; তদনন্তর হুগলীও অধিকৃত হয়। হেষ্টিংস ও কুট সেই সময়ে ক্লাইবের সহযোগী ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ভয়াকুলিত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন ও ইহার দ্বারা ইংরাজেরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে ও কলিকাতায় একটী টাঁকশাল নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের এই সময়ে বিবাদ চলিতেছিল, নবাবের অসম্মতি সত্বেও ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন মে মাসে চন্দন নগর অধিকার করেন। ইংরাজদিগের উপর নবাব প্রথম হইতেই বিরূপ ছিলেন, যদিও সন্ধি হইল বটে, তথাপি তিনি ফরাসীদিগের সহিত গোপনে গোপনে চক্রান্ত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন না এবং এদিকে ভয় বা নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃই হউক ইংরাজদিগের মান রক্ষার্থ তাঁহাদিগের নিকট নম্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সিরাজউদ্দৌলার উৎপীড়নে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল; তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া আপাততঃ সকতজঙ্গকে রাজাসন প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু নবাবের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে, তাঁহারা ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ক্লাইব তাহাতে স্বীকৃত হন। বণিক্‌শ্রেষ্ঠ জগৎশেঠ, কোষাধ্যক্ষ রাজা রায়দুর্লভ, প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, মুরশিদাবাদের ইংরাজরেসিডেন্ট ওয়াট্‌স সাহেব, খোজা বাজীদ ও উমিচাঁদ এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। এই শোচনীয় ব্যাপার

সিদ্ধ হইলে মীরজাফর নবাব হইবেন ও ইংরাজদিগের পূর্ব্বক্ষতি পূরণ এবং বাণিজ্যের নানারূপ সুবিধা হইবে স্থিরীকৃত হয়। চক্রান্তকারীদিগের মধ্যে ধূর্ত্ত উমিচাঁদের ব্যবহারে এই সময়ে এক মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। তিনি হঠাৎ বলিয়া বসিলেন যে, কলিকাতা আক্রমণ কালে আমার অনেক ক্ষতি হইয়াছে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ত্রিশলক্ষ টাকা প্রদানের বিষয় চক্রান্তকারিগণের সন্ধিপত্রে উল্লেখ না থাকিলে আমি সমস্ত প্রকাশ করিব। উমিচাঁদ বহুদিন কলিকাতায় থাকিয়া বাণিজ্যদ্বারা কতকগুলি ধনসঞ্চয় করেন; কলিকাতা আক্রমণ কালে তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হয় ও তথা হইতে নবাবের প্রস্থান সময়ে তিনি তাঁহার সহিত মুরশিদাবাদে গমন করেন এবং ক্রমে নবাবের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। পাছে তাঁহার দ্বারা অনিষ্ট ঘটে এই ভাবিয়াই উপরি উক্ত কয়েকজন উমিচাঁদকে আপনাদিগের স্বদলভুক্ত করেন; বস্তুতঃ তিনি বঞ্চিত হইলে যে বিপদ ঘটিবে তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। ক্লাইব দুইখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন, একখানিতে উমিচাঁদের টাকার বিষয় উল্লেখ থাকিল ও অপর খানিতে সে বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ কিছুই থাকিল না। ওয়াট্‌সন সাহেব অপ্রকৃত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাঁহার নাম জালকরা হইল এবং উমিচাঁদ কৃত্রিম সন্ধিপত্র দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। উমিচাঁদকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত ক্লাইব যেরূপ বাগুরা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা কোন মতে ন্যায়ানুগত নহে; এইটী তাঁহার চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক বলিতে হইবে। এইরূপে সঙ্কল্পিত পূর্ব্ব-

বিষয় স্থিরীকৃত হইলে ক্লাইব কোম্পানীর ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিয়া নবাবকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, আমি সমস্তবিষয় আপনার সম্মুখে মীমাংসা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং মুরশিদাবাদে গমন করিতেছি। তিনি ১৩ই জুন তারিখে চন্দননগর হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া ১৭ই কাটোয়ায় পৌঁছিলেন। নবাবও পত্রমর্ম্ম বুঝিয়া সৈন্য সহিত পলাশী নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইবের সৈন্য অল্প ছিল এবং পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে মীরজাফর তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন কথা ছিল, কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন না দেখিয়া ক্লাইব উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ২২ সে তারিখে নদীপার হইলেন ও শত্রু সৈন্যের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; নবাবের প্রধান প্রধান কয়েকজন সেনাপতির মৃত্যু হইলে, তাঁহার সৈন্যেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন পর হইল এবং নবাবও উষ্ট্রারোহণে রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি তথায় একদিন মাত্র থাকিয়া নৌকাযোগে ছদ্মবেশে প্রস্থান করিলেন। এই রূপে ১৮৫৭ খৃঃঅব্দে ২৩ সে জুন প্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করেন। যুদ্ধান্তে মীরজাফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তিনিও ২৯ সে জুন মুরশিদাবাদ গমন করিয়া তথায় তাঁহাকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সৎকার করিলেন। ক্লাইব ও অপরাপর কর্ম্মচারীরা পুরস্কারস্বরূপ যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। মীরজাফর কোম্পানীর সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং ইংরাজেরা কলিকাতার দক্ষিণে জমিদারী ও

তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় বিঘা ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে সিরাজউদ্দৌলা পলাইয়া পশ্চিমাঞ্চলে ফরাসী সেনাপতি লার সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশে রাজমহলে উপস্থিত হইলেন ও তথায় তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে অপমানিত ও দণ্ডিত কোন লোক তাঁহাকে ধরিলে, তিনি কলিকাতায় আনীত ও মীরজাফের পুত্র ক্রূবকর্ম্মা মীরনের আজ্ঞামতে নিহত হন। ক্লাইব কলিকাতায় গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন এবং মীরজাফর নবাব হইলেও তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। নূতন নবাব, অধীনস্থ হিন্দু-শাসনকর্ত্তাগণের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে, অচিরাৎ বেহার,পূর্ণীয়া ও মেদিনীপুর তিনটী স্থলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। নবাব ভীত হইয়া ক্লাইবের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার যত্নে বিদ্রোহ স্থগিত হইল। ১৭৫৮ খৃঃঅব্দে ক্লাইব, কর্ণেল ফোর্ডকে ফরাসীদিগের নিজাম-প্রদত্ত উত্তরসরকার প্রদেশ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলে, তিনি ফরাসীদিগকে পরাস্ত করিলেন। এক্ষণে নিজামের সাহায্যে ফরাসীরা উক্ত প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলেন এবং নিজাম মছলী-পত্তন ও অপর আটটী স্থান ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন। সম্রাটের পুত্র মহম্মদ আলিগোহর (সাহজাদা) ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লী হইতে প্রস্থান করিয়া বেহার অঞ্চলে আগমন করেন। তিনি উক্ত খৃঃ অব্দে পাটনা আক্রমণ করিয়া তত্রত্য হিন্দুশাসনকর্ত্তা রামনারায়ণকে পরাস্ত করিলেন। মীরজাফর, ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, কর্ণেল কালিয়ড্ সাহজাদার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। সম্রাট্‌পুত্র পরাস্ত হইয়া বেহার ত্যাগ করিলেন, এদিকে

ক্লাইবও নবাবের নিকট কিছু পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। দুর্ব্বুদ্ধি নবাব ইংরাজদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ওলন্দাজ-দিগের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বটে-ভিয়া হইতে ওলন্দাজদিগের কতকগুলি রণতরি কলিকাতা আক্রমণার্থ হুগলী নদীতে প্রবিষ্ট হইল। ক্লাইবের আজ্ঞা মতে কর্ণেল ফোর্ড তাহাদিগকে পরাস্ত করিলে, উভয়দলে সন্ধি হয়। ইহার পরে ক্লাইব দ্বিতীয়বার স্বদেশ যাইবার নিমিত্ত ১৭৬০ খৃঃ অব্দে এই দেশ হইতে যাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইলে রাজা, রাজস্থ প্রধান প্রধান লোক এবং সমস্ত ইংরাজজাতি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও তিনি উচ্চপদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ক্লাইব গমন করিলে বান্সিটার্ট গবর্ণর হইলেন। ১৭৫৯ খঃ অব্দে সম্রাট্ ২য় আলমগীর নিহত হইলে, সাহজাদা ২য় সাহ আলম উপাধি ধারণ করেন ও ১৭৬০ খৃঃ অব্দে পুনরায় বেহার আক্রমণে ব্যাপৃত হন। কর্ণেল কালিয়ড্ ও কাপ্তেন নক্সের চেষ্টায় তিনি পরাজিত হন। নবাবের পুত্র দুরাত্মা মীরণ কর্ণেল কালিয়ডের সহিত পাটনা আক্রমণার্থ গমনকালে আপন শিবিরে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মীরজাফর সহজেই অকর্ম্মণ্য লোক ছিলেন, তাহাতে মীরণের মৃত্যু হওয়ায় ঘোর বিপদে পতিত হইলেন। নবাবের জামাতা মীরকাশিম সুদক্ষ, সাহসী ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, নবাব তাঁহাকে কোম্পানীর সহিত আপন ঋণসম্বন্ধীয় গোলযোগ মিটাইবার নিমিত্ত কলি-কাতায় প্রেরণ করেন। বান্সিটার্ট ও কৌন্সিলের মেম্বরেরা

তাঁহার পারদর্শিতা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে নবাব করিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে ২৭সে সেপ্টেম্বর মীরকাশিম বাঙ্গালার নবাব হন ও মীরজাফর কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। নূতন নবাব কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটী স্থান প্রদান করেন। বান্সিটার্ট সৎপ্রকৃতির লোক হইলেও যদি তাঁহার দক্ষতা থাকিত তাহা হইলে তিনি যেরূপ অবসর পাইয়াছিলেন তাহাতে ইংরাজদিগের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে পারিতেন। কারণ ঐ সময়ে ফরাসীদিগের ভারতবর্ষ অধিকার করিবার আশা শেষ হয় ও ১৭৬১ খৃঃ অব্দে মার্হাট্টারা পানীপথের যুদ্ধে আমেদ আবদালীর নিকট পরাভূত হইয়া ভারতসাম্রাজ্যলাভ-লালসা ত্যাগ করেন। উক্ত যুদ্ধে নিজাম ও রজঃপুতদিগের ক্ষমতাও খর্ব্বীকৃত হয়; কেবল অযোধ্যার নবাব, জট ও রোহিলারা কিছু প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহারা কোম্পানীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না। তৎকালে তাহা না হইয়া বান্সিটার্ট মীরকাশিমের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। নবাব আয় বৃদ্ধি করিয়া ও অন্যান্য ব্যয় কমাইয়া অচিরাৎ ইংরাজদিগের ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করিলেন এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। তিনি তদুদ্দেশে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক ইংরাজদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া আপন সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ও গর্গিন খাঁ নামক সুদক্ষ সেনাপতির যত্নে তাঁহার সৈন্যেরা বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইল। ১৭৬১

খৃঃ অব্দে ২য় সাহ আলম পুনরায় ফরাসীসেনাপতি লার সহযোগে বেহার আক্রমণ করেন। কর্ণেল কার্ণক্ সম্রাট্‌কে গয়ার নিকট পরাস্ত করিলে, তিনি বৈরিভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণেলের অনুরোধে পাটনায় আগমন করেন। তথায় মীরকাশিম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকার করেন এবং তিনি নবাবের নিকট বার্ষিক চব্বিশ লক্ষ টাকা পাইবেন স্থির হয়। এই সময়ে সম্রাট্ কোম্পানীকে উক্ত তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করেন। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে বাণিজ্যের শুল্ক লইয়া নবাবের সহিত ইংরাজদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে সম্রাট্‌প্রদত্ত সনন্দের বলে কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিলেন, পরে কোম্পানীর কর্ম্মকরেরা লাভ বুঝিয়া নিজ নিজ নামে বাণিজ্য চালাইতেন এবং বাঙ্গালার দারুণ গোলযোগের সময় সুযোগ বুঝিয়া শুল্ক প্রদান করিতেন না; এমন কি দেশীয় বণিকেরাও কোন সুযোগে কোম্পানীর নিশান তুলিয়া মাসুল প্রদানে নিষ্কৃতি পাইতেন। এইরূপ অত্যাচারে নবাবের বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল। তিনি ইহার প্রতিবিধানার্থ তৎপর হইলেন। বান্সিটার্ট উক্ত গোলযোগ মিটাইবার নিমিত্ত স্বয়ং মুঙ্গের গমন করিলেন এবং তথায় এইরূপ স্থির হইল যে, কেবল কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা শতকরা নয় টাকা মাসুল প্রদান করিবেন। এইরূপ বন্দোবস্তে কৌন্সিলের মেম্বরেরা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিয়া বসিলেন যে, কেবল লবণের উপর শতকরা আড়াই টাকার হিসাবে মাসুল প্রদান করিব। নবাব তৎ-

শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কি ইংরাজ, কি দেশীয় সকলের নিকট মাসুল গ্রহণ রহিত করিলেন; তাহাতে বান্সিটার্ট ও তৎকালিন কৌন্সিলের জনৈক মেম্বর হেষ্টিংস ব্যতীত অপরাপর সকলে দেশীয়দিগের সহিত তুল্যাবস্থ হইলাম ভাবিয়া উহা রদ করিবার নিমিত্ত দুইজন কর্ম্মচারীকে নবাবের সমীপে প্রেরণ করিলেন। এই শুল্ক উপলক্ষেই নবাবের সহিত বিবাদ ঘটিয়া উঠে; তাহাতে আবার এই সময়ে নবাবের কর্ম্মচারিগণ পাটনাগামী কয়েকখানি ইংরাজদিগের নৌকা আটক করিয়া অনুসন্ধান করেন। পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেব নবাবের লোক-দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বন্দীকৃত হন। নবাব সাতিশয় কুপিত হইয়া আপন রাজ্যমধ্যে সমস্ত ইংরাজকে ধরিতে আদেশ প্রদান করেন, মুরশিদা-বাদের প্রসিদ্ধ শেঠ বণিকেরা ইংরাজদিগের স্বপক্ষ বলিয়া রুদ্ধ হইয়া মুঙ্গেরে আনীত হন। এইরূপে মীরকাশি-মের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে তিনি ঘেরিয়া নামক স্থানে পরাজিত হন ও মুঙ্গের তাঁহাদিগের অধিকৃত হয়। এই সময়ে মীরকাশিম পাটনায় হৃদয়বিদারক নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি রাজা রামনারায়ণকে গলায় ভার বান্ধিয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন এবং শেঠ বণিকেরাও নদীতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। ইহা শেষ করিয়াই নবাব ক্ষান্ত হন নাই. তিনি পাটনাস্থ ইলিস্ প্রভৃতি বন্দীকৃত আটচল্লিশজন ভদ্রইংরাজ ও একশত ইংরাজ সৈন্যকে বধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। কেহই এই

নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদনে স্বীকৃত না হওয়ায়, শেষে জর্ম্মণ-জাতীয় সমরু নামক জনৈক লোক এই গর্হিত কার্য্যে ব্রতী হয়। সম্বর বা সমরুর প্রকৃত নাম ওয়াল্টর রেন্‌হর্ট, প্রথমাবস্থায় এই ব্যক্তি কখন ইংরাজদিগের কখন বা ফরাসীদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল; পরে নবাবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই দুরাত্মা অতঃপর নানা স্থানে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও সম্পত্তি লাভ করিয়া জীবনশেষ পর্য্যন্ত এই দেশেই অবস্থিতি করে। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ৬ই নবেম্বর পাটনা অধিকৃত হইলে, নবাব পলাইয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় সম্রাট্ ২য় সাহ আলমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সুজাউদ্দৌলার প্রতাপ তৎকালে নিতান্ত কম ছিল না. তাঁহারা তিনজনে মিলিত হইয়া পাটনা আক্রমণ করেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় পরিশেষে বকসারে শিবিরসন্নিবেশ করেন। এই সময়ে প্রথমে বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের অধীনস্থ সিপাহীরা বিদ্রোহী হইলে, ইহাদিগের অধিনায়ক মেজর মন্‌রো কতকগুলিকে হত্যা করেন; অবশিষ্ট সৈন্যেরা ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে বিদ্রোহ উপশান্ত হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে উপরিউক্ত মিলিতসৈন্যসমূহ অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বক্‌সারে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয় ও মীরকাশিম বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হন। মীরকাশিমের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে মীরজাফর পুনরায় নবাব হন; এক্ষণে বৃদ্ধ নবাব রোগে ও শোকে জীর্ণ হইয়া ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে কলেবর ত্যাগ করিলে, তাঁহার উপপত্নী-গর্ভজাত পুত্র নাজিমুদ্দৌলা নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং কোম্পা-

নীর কর্ম্মচারীরা তদুপলক্ষে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করেন। মীরনের শিশুপুত্রও নবাবীপদের প্রার্থী হন, কিন্তু কলিকাতার তৎকালিন গবর্ণর স্পেন্সর সাহেবের উদ্যোগে নাজিমুদ্দৌলাই সফলতা লাভ করেন। ডাইরেক্টরেরা অত্রত্য অকার্য্য পরম্পরা অবগত হইয়া, সুশৃঙ্খলা স্থাপনোদ্দেশে পুনরায় ক্লাইবকে এদেশে আসিতে জিদ করেন।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ৩রা মে ক্লাইব দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া এদেশে আগমন করেন। তিনি আসিয়াই ডাইরেক্টরদিগের আদেশমতে কোম্পানীর কর্ম্মকরদিগের উপহার লইবার প্রথা রহিত করিলেন ও সকলে সে বিষয়ে স্বীকৃতপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ক্লাইব জুন মাসে নূতন নবাবের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর উপর ন্যস্ত করিলেন এবং নবাব বার্ষিক তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া বিচার কার্য্য ও স্বীয় ব্যয় চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে রাজ্যশাসনভার উভয়হস্তে অর্পিত হওয়ায় রাজ্যে ভয়ানক অত্যাচার হইয়া উঠে ও অনিষ্টোৎপত্তি হয়। ক্লাইব এই কার্য্যটী বিবেচনাপূর্ব্বক করেন নাই। তৎপরে ক্লাইব এলাহাবাদ গমন করিয়া অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে এলাহাবাদ ও করা গ্রহণ করিয়া সম্রাট্কে প্রদান করেন এবং তিনিও ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ১২ই আগষ্ট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কোম্পানীকে প্রদান করেন। সম্রাট্ ইংরাজদিগের নিকট বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা পাইবেন স্থির হয়। প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি ঐ দিনেই ভারতবর্ষে

ইংরাজদিগের রাজ্যস্থাপনের সূত্রপাত হয় ও নবাব একবারে রাজক্ষমতা শূন্যপ্রায় হন, এবং সম্রাটপ্রদত্ত ঐ সনন্দই ভারতবর্ষে ইংরাজাধিপত্যের প্রধান অধিকার-পত্র। ইহার পরে ক্লাইব এক গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। পূর্ব্ব হইতে ইংরাজসৈন্যদিগের মধ্যে এইরূপ রীতি ছিল যে, তাহারা যুদ্ধকালে বেতনাতিরিক্ত কিছু কিছু টাকা পাইত; ইহাকে ভাতা কহিত। পলাশীর যুদ্ধের পর উক্ত প্রথা নানাকারণে মীরজাফরের সময় দ্বিগুণ হয়; এই ডবল্‌ভাতা সৈন্য ও সৈনককর্ম্মচারিগণের বিলক্ষণ লাভজনক হইয়া উঠে। ইহাতে কোম্পানীর আয় বহুল পরিমাণে নিঃশেষিত হইতেছিল ও ইহা রদ করিবার নিমিত্ত ডাইরেক্টরগণ বারম্বার অনুরোধ করেন। ভয়ে বা যে কারণেই হউক অন্য গবর্ণরেরা ইহা রহিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, ক্লাইবও জানিতেন যে রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ সৈনিকবর্গের ক্রোধ উৎপাদন করা সহজ কর্ম্ম নহে। পরে অসমসাহসী ক্লাইব মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে ডবল্ ভাতা রহিত হইবে। ইহাতে সৈনিকদলে মহা হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতেছিল; আপনাদিগের প্রয়োজনীয়তা জানিয়া একদিনে দুইশত কর্ম্মচারী কর্ম্মত্যাগ করিলেন। ক্লাইব তাঁহাদিগের কর্ম্ম-ত্যাগ মঞ্জুর করিয়া সৈন্য পাঠাইবার নিমিত্ত মান্দ্রাজে সংবাদ পাঠাইলেন এবং এরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সহিত কার্য্য করিলেন যে, বিদ্রোহ শীঘ্রই উপশান্ত হইল। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানীর কর্ম্মকরদিগের স্ব স্ব

নামে বাণিজ্য উঠাইয়া দেন ও তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণার্থ ব্যবস্থা করেন যে, লবণের ব্যবসা কোম্পানীর একচেটিয়া হইবে এবং তাহার আয় হইতে দশলক্ষ টাকা কোম্পানীর থাকিবে ও বাকী টাকা কর্ম্মচারীদিগের পদমর্য্যাদানুসারে বিভাগ করিয়া প্রদত্ত হইবে। অল্পদিন পরে ডাইরেক্টরেরা ইহা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শতকরা আড়াই টাকা রাজস্ব হইতে প্রদান করেন। এই ঘটনা দ্বারা ক্লাইবের শত্রুসংখ্যা অনেকাংশে বর্দ্ধিত হয়। গুরুতর পরিশ্রমে ক্লাইব অত্যন্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে তথায় পূর্ব্বের ন্যায় সমধিক সাদরে গৃহীত হন, কিন্তু শেষে শত্রুগণের যত্নে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার নামে এদেশ সম্বন্ধীয় নানারূপ অভিযোগ উপস্থিত হয়। সভ্যগণের বিচারে যদিও তিনি দোষী হন নাই বটে, তথাপি তাঁহাকে যে এরূপ অবস্থাপন্ন হইতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। বস্তুতঃ তিনি অত্যন্ত তেজস্বী লোক ছিলেন ও স্বদেশের মহোপকার সাধিত করেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ অবমাননা যে নিতান্ত অমঙ্গলের হেতু হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। দিন দিন তাঁহার শরীর ও মন ক্ষীণ হইয়া আইসে ও ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন। ক্লাইব সম্রাটের নিকট দেওয়ানী লইবার সময় কোম্পানীর জন্য অপর সনন্দ লাভ করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলী, নিজামের অধীনস্থ থাকিবেন

না এবং উত্তরসরকার প্রদেশ কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত থাকিবে। সলবৎ জঙ্গের ভ্রাতা নিজাম আলী তৎকালে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার ছিলেন, তিনি ইংরাজেরা উক্তপ্রদেশ অধিকার করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর নিজামের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে ১২ই নবেম্বর সন্ধি করেন; তদ্দ্বারা কোম্পানী নিজামকে বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন এই অঙ্গীকারে উত্তরসরকার প্রদেশ জমিদারী স্বরূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্যস্থিত কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে হায়দর আলী, নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত বিসম্বাদে পড়িয়া দুরূহ রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয় এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষে কোম্পানীর সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বেও বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর কর্ম্মচারিগণকে সময়ে সময়ে শশব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

ক্লাইবের প্রস্থানের পর ১৭৭২ খৃঃ অব্দ পর্যান্ত পাঁচ বৎসর কাল বঙ্গদেশে বেরিলষ্ট ও কার্টিয়ার ক্রমান্বয়ে গবর্ণর নিযুক্ত হন। এই পাঁচ বৎসর এই দেশে ভয়ঙ্কর অরাজকতা উপস্থিত হয়, কারণ সেই সময়ে মুসলমানদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া ইংরাজাধিপত্যের সূত্রপাত হইতেছিল। রাজ্যে রাজার প্রতাপ দৃঢ়ীভূত না হইলে কখনই সুখ হয় না, তাহাতে আবার ক্লাইব ভ্রমবশতঃ রাজ্য চালাইবার ভার কতক কোম্পানীর ও কতক নবাবের হস্তে রাখিয়া যান; সুতরাং দেশের

অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। ক্লাইব যাইতে না যাইতেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ধনতৃষ্ণায় পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন এবং নবাবের নিযুক্ত কর্ম্মচারিবর্গের উপরও উৎপীড়ন না করিয়া অর্থসংগ্রহে বিরত হইলেন না। প্রজাবর্গের ধনসম্পত্তির উপর নানারূপ অত্যাচার হইতে লাগিল, এদিকে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দৈববিড়ম্বনায় ১৭৭০ খৃঃ অব্দে (১১৭৬ সনে) ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বাঙ্গালার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদেশে এপর্য্যন্ত উক্ত দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীনামে বণিক্‌দল এইরূপে বাণিজ্য করিতে করিতে অবশেষে এক বৃহৎরাজ্যের প্রভু হইয়া উঠেন, কিন্তু তাঁহারা বাণিজ্য ভিন্ন রাজ্যশাসন ভাল বুঝিতেন না। কোম্পানীর অংশীদারগণের অর্থগ্রহণে ও তাহাদিগের অত্রত্য কর্ম্মচারীদিগের অর্থশোষণে বাণিজ্যব্যাপারের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে, তন্নিবন্ধন কলিকাতা ও ইংলণ্ডে কোম্পানীকে অদ্ভুত ঋণজালে জড়িত হইতে হয়। কোম্পানী ও তাঁহাদিগের অধীনস্থ লোকদিগের ধনতৃষ্ণা এবং এতদ্দেশীয়দিগের দুরবস্থা যুগপৎ প্রবল হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে এই বিষয়ের হুলস্থূল পড়িয়া যায়, পর্লিয়ামেণ্টে ইহার আন্দোলন হয় এবং ডাইরেক্টরেরা ক্লাইবকৃত রাজ্যশাসন প্রণালী উঠাইয়া এদেশে অত্যাচার সমূহের নিবারণার্থ ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে ১৭৭২ খৃঃঅব্দে বাঙ্গালার গবর্ণরী পদ প্রদান করেন। এদিকে পার্লিয়ামেণ্ট সভা ও রাজমন্ত্রিগণ কোম্পানীর কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন।

*

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৩২ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডেল্‌সফোর্ড নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। লেখা পড়ায় তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তদ্বিষয়ে নানারূপ অন্তরায় ঘটিলে তিনি বাসনানুরূপ বিদ্যাশিক্ষার পূর্ব্বেই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ১৭৫০ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর কেরাণী হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী কাশিমবাজারে ইংরাজদিগের রেশমের কুঠী ছিল, তিনি তথাকার কার্য্যভার লইয়া কিছুদিন অবস্থিত করেন এবং সেই সময়ে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রথমে যে চক্রান্ত হয় তাহাতে তিনি লিপ্ত ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে নবাব কাশিমবাজার আক্রমণ করিলে, হেষ্টিংস বন্দী হইয়া মুরশিদাবাদে নীত হন ও কৌশলক্রমে তথা হইতে পলাইয়া ফল্‌তাবাসী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হন। এই ইংরাজেরা ইতিপূর্ব্বে ভীত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস পলায়ন সময়ে কাশিমবাজারস্থ কৃষ্ণকান্ত নন্দীর নিকট সবিশেষ উপকার প্রাপ্ত হন এবং কথিত আছে যে, তিনি এদেশে গবর্ণর জেনেরল হইবার পর কৃষ্ণবাবুকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি জমিদারী প্রদান করেন। তাঁহারই প্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণনাথের পত্নী বদান্যবরা মহারাণী স্বর্ণময়ী দানধর্ম্মে সুবিখ্যাত হইয়াছেন। হেষ্টিংস বজবজিয়া আক্রমণকালে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সৈনিককার্য্যে প্রবৃত্ত হন ও পরে মুরশিদাবাদে মীরজাফরের সভায় কোম্পানীর রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

তথা হইতে তিনি ১৭৬০ খৃঃ অব্দে কলিকাতার কৌন্সিলে সদস্য হন ও চারি বৎসর সেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া স্বদেশে প্রতিপ্রয়াণ করেন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস মান্দ্রাজ কৌন্সিলে সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন ও ডাইরেক্টরেরা ১৭৭২ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে বাঙ্গালার গবর্ণরী পদ প্রদান করেন। এদেশে আসিবার সময় হেষ্টিংস, ক্লাইবকৃত বন্দোবস্ত রহিত করিয়া কোম্পানীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে আদিষ্ট হন। তিনি কালেক্টর উপাধি দিয়া কতকগুলি ইংরাজকর্ম্মচারীর উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন; এবং চারি জন মেম্বরের সহিত জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া জমিদারদিগের সহিত পাঁচ বৎসর মিয়াদে রাজস্ববিষয়ক বন্দোবস্ত করিলেন। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে রাজকোষ ও অপরাপর রাজকীয় কার্য্যালয় মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন; সেই অবধি কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রতি জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় সংস্থাপিত হইল; জেলার কালেক্টর সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া দেওয়ানী বিচারকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ফৌজদারী বিচার তাঁহাদিগের সহকারী কাজী ও মুফ্‌তির হস্তে ন্যস্ত হইল। উভয়বিধ বিচারের আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় সদরদেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামক দুইটী প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হয়, শেষোক্তটী ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মুরশিদাবাদে উঠিয়া যায় ও কিছু দিন তথায় তাহার কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই সকল বিচারালয়ের কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত হেষ্টিংস ছয় মাসের মধ্যে কতকগুলি আইন প্রস্তুত

করেন, ইহাই এদেশে ইংরাজদিগের আইন প্রণয়নের সূত্রপাত। এই সকল কার্য্য শেষ হইবার পর হেষ্টিংস অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌলার প্রার্থনায় চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইবার লোভে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য করেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ২৩সে এপ্রিল কর্ণেল চাম্পিয়ন রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলে, তত্রত্য সর্দ্দার হাফিজ্ রহমত্ ঘোরতর সংগ্রামের পর প্রায় দুই সহস্র সৈন্য সমেত যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। রোহিলারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে ও রোহিলখণ্ড নবাবের হস্তগত হয়। ইহাই প্রসিদ্ধ রোহিলা সংগ্রাম। হেষ্টিংস কোম্পানীর রিক্ত ধনাগার দর্শন করিয়া ধন সংগ্রহাভিলাষে ঐরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

স্বজাতির নিকট কোম্পানীর কার্য্য এমত অশ্রেদ্ধয় হইয়াছিল যে, কোন রূপ আশুপ্রতিকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। তদনুসারে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ নবীকৃত হয় ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী "রেগুলেটীং আক্ট" বলিয়া অভিহিত ও প্রচলিত হয়; কোম্পানীর এদেশ শাসন বিষয়ে সুপ্রণালী সংস্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার দ্বারা স্থির হয় যে, ডাইরেক্টর সভার সদস্যেরা এক বৎসরের পরিবর্ত্তে চারি বৎসরের নিমিত্ত মনোনীত হইবেন, বৎসরে বৎসরে কোম্পানী জাতিসাধারণের উপকারার্থ ইংলণ্ডে চারি লক্ষ টাকা পাঠাইবেন; কলিকাতার গবর্ণর বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতনে, গবর্ণর জেনেরল নামে অভিহিত হইয়া ভারতবর্ষে কোম্পানীর সর্ব্বপ্রধান হইবেন, তাঁহার সভায় চারিজন

সভ্য প্রত্যেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই-বেন। রাজধানীর বিচারের নিমিত্ত কলিকাতায় সুপ্রীম-কোর্ট নামে বিচারালয় স্থাপিত হইবে, তথায় একজন প্রধান বিচারপতি (চীফ্‌জষ্টিস্) ও তিনজন অধঃস্থ বিচার-পতি (পিউনি জজ) নিযুক্ত হইবেন। সুপ্রীমকোর্টে ভারত-বর্ষস্থ সমস্ত ইংরাজ ও রাজধানীর বিচারকার্য্যের ব্যবস্থা হয়। কর্ণেল মন্সন, জেনেরল ক্লেভারিং ও ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ কৌন্সিলের তিনজন সদস্য ও সুপ্রীমকোর্টের চারিজন জজ ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পৌঁছিলে, ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে হেষ্টিংস, গবর্ণর জেনেরল পদাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন; বারওয়েল্ নামক কৌন্সিলের অপর সদস্য ভারতবর্ষ হইতেই মনোনীত হন।

বার্‌ওয়েল্ সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষীয় হইলেও, প্রথম হইতেই অপর তিনজনের সহিত তাঁহার মতবাদ হওয়াতে তাঁহাকে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতে হয়। মেম্বরগণের সহিত বিবাদে রাজকার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাৎ ঘটে ও স্বার্থ-পরায়ণ কুচক্রী কতকগুলি দেশীয় লোকের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়া বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। গবর্ণর জেনেরেলের সহিত মেম্বরগণের সমান ক্ষমতা প্রদানরূপ রেগুলেটিং আক্টের যে দোষটী লক্ষিত হয়, তাহাই ইহার মূলীভূত কারণ। উক্ত মেম্বরেরা প্রথমে রোহিলা সংগ্রামের বিষয় অনু-সন্ধান ও হেষ্টিংস কর্ত্তৃক নিয়োজিত অযোধ্যার রেসিডেণ্ট পরিবর্ত্তন করেন। পরে তাঁহারা অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে বারাণসী প্রদেশ গ্রহণ করেন ও তত্রত্য জমীদার চৈতসিংহ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া কোম্পানীকে বার্ষিক

সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর প্রদানে স্বীকৃত হন। ইহার পর তাঁহারা বেগমদিগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ক্লাইবকৃত বন্দোবস্তের সময় মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায় বাঙ্গালা ও বেহারের প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন; রাজা নন্দকুমার শক্রতা বশতঃ মহম্মদ রেজা খাঁকে নষ্ট করিয়া তৎপদ গ্রহণে চেষ্টিত ছিলেন। পরে হিসাবের দায়ে মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে, নন্দকুমার সেই কার্য্যের প্রার্থী হন; কিন্তু হেষ্টিংস সেই পদ উঠাইয়া দিলে, তিনি হতাশ হইয়া ক্রোধবশতঃ হেষ্টিংসের পরম শক্র হইয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রতিপক্ষ মেম্বরদিগের চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন। নন্দকুমার ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনেরলের নামে এই বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, মীরজাফরের পত্নী মণিবেগম ও অভিযোক্তার পুত্র গুরুদাস এই উভয়কে নূতন নবাবের তত্ত্বাবধায়ক করিবার জন্য ও অপরাধী মহম্মদ রেজা খাঁকে নিষ্কৃতি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি উহাঁদিগের নিকট অনেক টাকা উৎকোচ লইয়াছেন। মেম্বরেরা পীড়াপীড়ি করিলেও হেষ্টিংস তাহাতে আমল দেন নাই। পরে এদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বণিক্ জালকরণাপরাধে সুপ্রীমকোর্টে নন্দকুমারের নামে নালিশ করেন; এই ব্যক্তি হেষ্টিংসের নিজের লোক ছিলেন। হেষ্টিংসের পরম বন্ধু সার ইলাইজা ইম্পের বিচারে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। নন্দকুমার, হেষ্টিংসের বিরুদ্ধচারী না হইলে, তাঁহার নামে এইরূপ অভিযোগ হইত কি না সন্দেহ; আর তৎকালে এদেশে জালকরণাপরাধে ফাঁসী দিবার কোন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। নন্দকুমার

দোষী হইলেও এই লোমহর্ষণ কার্য্যে এদেশে হুলস্থূল পড়িয়া যায় ও হেষ্টিংস এবং ইম্পে সাহেবকে সম্পূর্ণ দোষভাগী হইতে হয়। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে জমীদারদিগের সহিত পাঁচ-সনী বন্দোবস্তের শেষ হয় এবং ডাইরেক্টরদিগের আজ্ঞা-মতে পুনরায় এক বৎসরের মিয়াদে বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। হেষ্টিংস মহারাষ্ট্রীয় ও মহীসুর ব্যাপারে কিছু দিন লিপ্ত ছিলেন। সুপ্রীমকোর্টের জজেরা ক্রমে আপন এলাকার বাহিরে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহারা তৎকাল প্রচলিত ইংল-ণ্ডীয় আইনের বলে নন্দকুমারকে ফাঁসী দিবার হুকুম দিয়া সাধারণের ঘৃণার পাত্র হন; তাহাতে এক্ষণে রাইয়তগণের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া জমীদারদিগকে পীড়ন করাতে দেশ মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে কাশীনাথ নামক এক ব্যক্তি মেদিনীপুরস্থ কাশি-যোড়ার রাজার নামে সুপ্রীমকোর্টে নালিস করেন, তাহাতে তাঁহার নামে পরওয়ানা বাহির হইলে, রাজা পলায়ন করেন; পরে উক্ত কোর্টের আদেশে একদল সৈন্য কাশিযোড়া গমন করিয়া বলপূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করে ও দেবালয় প্রভৃতি অপবিত্র করিয়া নানারূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। সুপ্রীমকোর্টের ঈদৃশ অত্যাচার নিবারণের নানারূপ চেষ্টা হয়, কিন্তু জজেরা কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না; তদ্দৃষ্টে হেষ্টিংস, ইম্পেকে সদর দেও-য়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করি-লেন। এই উপায়ে সুপ্রীমকোর্টের অত্যাচার ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু ডাইরেক্টরদিগের অভিপ্রায়মতে ইম্পে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সুপ্রীমকোর্টের জজেরা

সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন ছিলেন, সদর দেওয়ানীর কার্য্যভার গ্রহণ করাতে প্রধান বিচারপতিকে কোম্পানীর চাকর হইতে হয়; সুতরাং ইহা তাঁহাদিগের বাঞ্ছনীয় ছিল না। রোহিলা সংগ্রামের বিষয় ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কর্তৃপক্ষীয়েরা হেষ্টিংসের উপর অতিশয় কুপিত হন এবং তাঁহার শত্রুগণও উহাঁদিগকে উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। হেষ্টিংস তাহাতে ক্ষোভিত হইয়া পদত্যাগ করেন, কিন্তু কিছুদিন গোলযোগের পর এইরূপ হইয়া উঠে যে, তাঁহাকে পুনরায় পদ গ্রহণ করিতে হয়।

মার্হাট্টা, ফরাসী, ওলন্দাজ ও হায়দরের সহিত বিবাদে কোম্পানীর ধনাগার শূন্য হইয়া পড়ে এবং তখনও বিবাদের শেষ হয় নাই; সহজেই হেষ্টিংসকে ধনাগমের উপায় দেখিতে হয়। বারাণসী সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছিল, সুতরাং রাজা চৈতসিংহ কিছু ধন সঞ্চয় করেন; মধ্যে মধ্যে হেষ্টিংস তাঁহার নিকট অর্থ চাহিতেন, তিনিও কোম্পানীর আশ্রিত বলিয়া ভয়ে তাহা প্রদান করিতেন। হেষ্টিংস এইবার অধিক পরিমাণে অর্থের দাওয়া করিলে, রাজা তাহাতে অস্বীকৃত হন ও গবর্ণর জেনেরল এই দোষে বারাণসী গমন করিয়া রাজার ধনাগার লুণ্ঠন করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। রাজা পলায়ন করেন, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল; তাহারা হেষ্টিংসের সৈন্য সকলকে হত্যা করিলে, তিনি ঘোর বিপদে পতিত ও রাত্রিযোগে পলাইয়া চুণারে উপস্থিত হন। পরে ইংরাজ সৈন্য ধনাগার লুণ্ঠন করে ও সমস্ত অর্থ আপনারাই ভাগ করিয়া লয়। চৈতসিংহের ধন এইরূপে

হেষ্টিংসের হস্তবহির্ভূত হইলে তিনি অযোধ্যার বেগমদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করেন। চুণারে নবাব আসফুদ্দৌলার সহিত হেষ্টিংসের সাক্ষাৎ হইলে বেগমদিগের উইলপ্রদত্ত টাকা দ্বারা কোম্পানীর নিকট ঐ নবাবের ঋণ পরিশোধ স্থিরীকৃত হয়। বেগমেরা চৈতসিংহকে গত বিদ্রোহে সহায়তা করিয়াছিলেন; এই ছলে হেষ্টিংস তাঁহাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে নবাবকে আদেশ দেন ও তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। নবাব শেষে অনিচ্ছুক হইলেও, হেষ্টিংসের ভয়ে তৎকার্য্য সম্পাদনে সম্মত হন ও ভয়ানক অত্যা-চারের পর বেগমদিগের যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হইলে, নবাব কোম্পানীকে ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ডাইরেক্টরেরা হেষ্টিংসের এই সকল কার্য্য দৃষ্টে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলে, তিনি পদত্যাগ করিয়া ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে স্বদেশ যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিলে রাজা, রাজমন্ত্রিগণ ও ডাইরেক্টরেরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছু দিন গত হইতে না হইতেই হেষ্টিংসকে ঘোর বিপদে পতিত হইতে হয়। মহামতি বর্ক, সেবিডন্, ফক্স প্রভৃতি পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ হেষ্টিংসের ভারতীয় কার্য্য সমস্ত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে নররূপী রাক্ষস বলিয়া বিবেচনা করেন ও দণ্ডদিবার উদ্দেশে তাঁহার দোষোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হন; উহাঁদিগের মধ্যে বর্কই প্রধান ছিলেন। হেষ্টিংসের পরম-শত্রু ফ্রান্সিস্ সাহেব সেই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর ছিলেন, তিনিও উহাঁদিগকে সম্পূর্ণরূপে উত্তেজিত করেন। হেষ্টিংস বাইশটী অপরাধে অভিযুক্ত হন, তন্মধ্যে

রোহিলা সংগ্রাম, চৈতসিংহের দুর্দ্দশা ও অযোধ্যার বেগম-দিগের সর্ব্বস্বাপহরণ এই তিনটীই প্রধান। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট মহসভায় তাঁহার বিচার আরম্ভ হইয়া ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ২৩সে এপ্রেল তাহা শেষ হয় ও বিচারে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন; কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায় তিনি একরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হেষ্টিংস একজন সাহসী, বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ লোক ছিলেন। ক্লাইব ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকার স্থাপিত করিয়া চলিয়া যান, কিন্তু হেষ্টিংসের ন্যায় সুযোগ্য লোকের হস্তে শাসনভার অর্পিত না হইলে রাজ্য রক্ষা দুরূহ হইত। কার্য্যানুরোধে যদিও তাঁহাকে কতিপয় নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয় সত্য বটে; কিন্তু ঐতিহাসিকেরা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন—এ দেশীয় লোকেরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। হেষ্টিংসের সময় এদেশে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লিখিবার অক্ষরের সৃষ্টি ও মাদ্রাসা সংস্থাপিত হয়। তাঁহার সময়ে ক্লেভিল্যাণ্ড ও সার উইলিয়ম জোন্স সাহেব এদেশের হিতকর কার্য্য সাধন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ক্লেভিল্যাণ্ড সাহেব ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তত্রত্য আদিম অধিবাসীদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনে বিশেষ যত্ন করেন ও সুপ্রীমকোর্টের জজ সার উইলিয়ম জোন্স এদেশীয়দিগের ভাষা, প্রধানতঃ সংস্কৃতের উন্নতির জন্য ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় "বেঙ্গল আসিয়াটিক সোসাইটী" নামক সভা সংস্থাপিত করেন। আর্কটের নবাব কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের নিকট

প্রভূত অর্থ ঋণ করেন, কেহ কেহ বা কর্ম্মত্যাগ করিয়া ঐ কার্য্যেই ব্রতী হইতেন। একবার কিছু অর্থ গছাইতে পারিলে সুদে আসলে একজনের সঙ্গতি হইয়া উঠিত। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই অত্যাচার নিবারণ করিতে মনস্থ করেন ও ১৭৮৪ খৃঃ অব্দ হইতে উত্তমর্ণগণের দাবীর অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ষাটি বৎসর পরে উক্ত অনুসন্ধান শেষ হয়। এই ঘটনাটী বিট্রীস্ শাসনের একটী কলঙ্ক।

কয়েক বৎসর পালিয়ামেন্ট সভায় ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীবিষয়ক অন্দোলন চলে ও শেষে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে প্রধান মন্ত্রী ফক্‌স এক নিয়মপত্র প্রস্তুত করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, কোম্পানীর হস্ত হইতে রাজ্যভার রাজার হস্তে অর্পিত হইবে; পার্লিয়ামেন্ট হইতে সাত জন কমিসনর এবং নয় জন সহকারী কমিসনর নিযুক্ত হইবেন, প্রথমোক্তেরা যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এবং শেষোক্তেরা বাণিজ্যকার্য্য পরিদর্শন করিবেন; এদেশস্থ জমীদারেরা পুরুষানুক্রমে আপন আপন সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইবেন। কমন্স সভা উক্ত নিয়ম সকল মঞ্জুর করিলেও, সম্ভ্রান্তদিগের সভা তাহা অনুমোদন করেন নাই (১৭৮৪)। প্রসিদ্ধ উইলিয়ম পিটের পুত্র খ্যাতনামা ২য় উইলিয়ম পিট্ এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী হন, তিনি যে নিয়মপত্র প্রস্তুত করেন, শেষে তাহাই সভায় অনুমোদিত হয় ও সেই প্রণালীতে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। পিট্ স্থির করেন যে, ডাইরেক্টরেরা পূর্ব্ববৎ থাকিবেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে তিন জন মনো-

নীত হইয়া একটী গুপ্ত কমিটী হইবে; ডাইরেক্টরদিগের কার্য্য দেখিবার জন্য প্রিভীকৌন্সিল হইতে ছয় জন মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়া একটী সভা হইবে. সেই সভা বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল নামে অভিহিত হইবে; দেশীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে গবর্ণর জেনেরল অগ্রবর্ত্তী হইবেন না; তাঁহার সভায় চারি জনের পরিবর্ত্তে তিন জন সভ্য অতঃপর নিযুক্ত হইবেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসি-ডেন্সীতেও উক্ত রূপ কৌন্সিল সংস্থাপিত হয়। উক্ত নিয়ম পত্রদ্বয়কে যথাক্রমে ফক্স ও পিটের "ইণ্ডিয়া বিল" কহে। উভয় ব্যবস্থাতেই কোম্পনীর ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া রাজ্যভার রাজার হস্তে অর্পিত হয়, কিন্তু পিট্ সাহেবের ব্যবস্থাতে শাসনভার নামতঃ কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত থাকে মাত্র।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### সার জন ম্যাক্ফার্সন ও লর্ড করণওয়ালিস্।

হেষ্টিংস গমন করিলে, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সার জন ম্যাক্ফার্সন গবর্ণরজেনেরলের পদে নিযুক্ত হইয়া কুড়ি মাস কার্য্য করেন। তিনি মিতব্যয়িতা দ্বারা কোম্পা-নীর বার্ষিক প্রায় দেড়কোটি টাকা ব্যয় লাঘব করেন। তৎপরে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড করণওয়ালিস্ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। একেই প্রধান সচিব পিট্ ও বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল সভার অধ্যক্ষ ডণ্ডাস্ সাহেব করণওয়ালিসের গুণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতে

আবার কৌন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতাও পূর্ব্বাপেক্ষা কম হয়; সুতরাং তিনি হেষ্টিংস অপেক্ষা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা রাজ্যের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত করণওয়ালিস্‌কে আদেশ করেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এ পর্য্যন্ত সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিতেছিলেন, সুতরাং অসদুপায়ে তাঁহাদিগকে ধনাগমের চেষ্টা দেখিতে হইত। লর্ড করণওয়ালিস্ কর্ম্মচারিগণের বেতন বাড়াইয়া দেন ও উপরোধ অনুরোধ দ্বারা কর্ম্ম দেওয়া বন্ধ করেন। ইহার দ্বারা শঠতা, প্রবঞ্চনা ও অত্যাচারের লাঘব হইয়া শান্তি বিরাজিত হয়। যদিও ১৭৬৮ খৃঃ অব্দের সন্ধির মর্ম্মানুসারে নিজাম, কোম্পানীকে গণ্টুর সরকার প্রদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহারা এপর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশটী দখলে আনিতে পারেন নাই; নিজাম ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে করণওয়ালিসের প্রার্থনামতে কোম্পানীকে উক্ত প্রদেশ প্রদান করেন এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্যার্থ স্বীকৃত হন।

লর্ড করণওয়ালিস্ ১৭৯০ খৃঃঅব্দে মান্দ্রাজ অঞ্চলে গমন করেন ও তথায় দুই বৎসরকাল থাকিয়া টিপুর গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। টিপুর সহিত সন্ধির দ্বারা তিনি কোম্পানীর রাজ্যাধিকার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। ইহার পরে লর্ড করণওয়ালিস্ এদেশের রাজস্ব ও বিচার বিষয়ক কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিতে মনোযোগী হন। জমি ও তদুৎপন্ন কর বা রাজস্বই রাজার প্রধান অবলম্বন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দের ১২ই এপ্রেল তারিখের লিখিত ডাইরেক্টরদিগের সুপ্রসিদ্ধ পত্র মর্ম্মানুসারে গবর্ণর জেনেরেল সাবেক জমীদারগণের সহিত রাজস্বের কায়েম বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হন। হিন্দুশাসন-

সময়ে গ্রামাধিপতি রাজস্ব আদায় করিয়া তাঁহাদিগের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীর অথবা রাজার নিকট প্রদান করিতেন। মুসলমান শাসনসময়ে উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা চৌধুরী, খণ্ডাধিপতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। যদিও ইহাঁরা ও গ্রামাধিপতিরা কেবল করসংগ্রাহক ছিলেন, তথাপি উহাঁ-দিগকে জমীদার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মুসলমানরাজত্বসময়ে এই প্রথা বাঙ্গালায় সর্ব্বসময় প্রচ-লিত ছিল এবং উক্ত কর-সংগ্রাহকেরা ক্রমে পুরুষানুক্রমিক হইয়া উঠেন ও এরূপ প্রতাপশালী হন যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে সুবেদারগণকে প্রভূত সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে বিরত হন নাই। কোম্পানী প্রথমে সেরূপ উপায়ে কর-সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে সুফল উৎপন্ন হয় নাই; পরন্তু ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংসকৃত পাঁচসনী বন্দোবস্ত শেষ হইয়া এক বৎসর মিয়াদে বন্দোবস্ত আরম্ভ হইলে আরও অনিষ্ট ঘটে। কারণ কি জমীদার, কি প্রজা কেহই স্বল্পসাময়িকস্বত্বে ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তনে আস্থা প্রদর্শন করিতেন না। তিন বৎসর অনুসন্ধানের পর লর্ড করণওয়ালিস্, সুদক্ষ কর্ম্মচারী সোর সাহেবের সহায়তায় বাঙ্গালা ও বেহারের রাজস্ব বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হন ও কার্য্য সমাধা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের নিমিত্ত তাহা বাহাল করেন। তাঁহারা ইহা চিরস্থায়ী হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলে, ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ২২সে মার্চ্চ রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হয় ও লর্ড করণওয়ালিস্ কতকগুলি বিধি-প্রণয়নপূর্ব্বক ইহার নিয়মা-বলী স্থিরীকৃত করেন। সোর সাহেব উক্ত বন্দোবস্তের

চিরস্থায়িত্ব বিষয়ে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ ভূমি জঙ্গলে আবৃত ছিল, এক্ষণে সেই সমুদায় কর্ষিত হইতে লাগিল ও তদ্দ্বারা দেশের ধনভাগ বৃদ্ধি হইয়া তৎ সঙ্গে সঙ্গে লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের আধিক্য হইল; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষময় ফলও ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ফলিতে লাগিল। নির্দ্ধারিত দিনে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় অনেক জমীদারের জমীদারী হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা প্রজামণ্ডলীর ক্লেশ যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি হয়। যদিও স্বাধীন তালুকদার, খোদকস্ত রাইয়ত ও অপর দুই শ্রেণীর রাইয়তের কায়েম জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহার উপর জমীদারগণের দন্তস্ফুট করিবার ক্ষমতা রহিত হয়; কিন্তু অন্য কয়েক প্রকার রাইয়তের উপর জমীদারদিগের ক্ষমতার ইয়ত্তা থাকে নাই। যাহাদিগের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ধনবানেরা পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছেন, ঋণের জ্বালায়, অন্নবস্ত্রবিহীনতায় তাঁহাদিগের একদিনও সুখে অতিবাহিত হওয়া কঠিন। এইটী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুমহৎ দোষ। যদিও ইহার পরে নানারূপ আইন দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে প্রজাগণের কষ্টের লাঘব হয়, তথাপি তাহাদিগের সুখের দিন এপর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় রহিত হয়, সুতরাং ইহা রাজার সম্বন্ধে অতিশয় ক্ষতিজনক বলিতে হইবে।

এই দুরূহ বিষয় শেষ করিয়া লর্ড করণওয়ালিস্ বিচারপদ্ধতিসংস্করণে সচেষ্ট হন। তিনি "বোর্ড অব্ রেভেনিউ" নামক রাজস্বসম্বন্ধীয় প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত করেন, কালেক্টরেরা মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য হইতে অব্যাহতি

পাইয়া বোর্ডের অধীনে রাজস্ব পরিদর্শন করিতে অনুমত হন। প্রতি জেলায় একজন জজ নিযুক্ত হন এবং মাজিষ্ট্রেট এই উপাধিও প্রাপ্ত হন; জেলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত জজদিগের অধীনে মুন্সেফ্ ও সদরআমীন নামে কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। জজের আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা এই চারিস্থানে "প্রবিন্সিয়াল কোর্ট" নামে চারিটী বিচারালয় স্থাপিত হয়। এই আদালতের বিচারপতিরা উচ্চ অঙ্গের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত বৎসরে দুইবার স্ব স্ব এলাকায় ভ্রমণ করিতেন। প্রবিন্সিয়াল কোর্টের আপীল কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতে নিষ্পত্তি হইত; সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল এই আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে সদর নিজামত আদালত পুনরায় মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে। শান্তিরক্ষার জন্য প্রতি জেলায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে কতকগুলি দারোগা নিযুক্ত হন। মুন্সেফ্‌দিগের বেতন নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাঁহারা মোকদ্দমার সংখ্যানুসারে কমিসন পাইতেন মাত্র। জর্জ্জ বার্লো সাহেব, গবর্ণর জেনরেলের আদেশমতে কতকগুলি আইন সংগ্রহ করেন। কথিত আছে, তিনি এ বিষয়ে সুদক্ষ লোক ছিলেন না, সুতরাং তৎকৃত আইনগুলি ইংলণ্ডেকৃত আইন অপেক্ষা সম্পূর্ণ জটিল হয়। মুসলমানদিগের বিধিবদ্ধ ফৌজদারী আইন কিছু কিছু

পরিবর্ত্তিত হইয়া তদনুসারে ফৌজদারী বিচারকার্য্য চলিতে থাকে। লর্ড করণওয়ালিস্ কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া এতদ্দেশীয়দিগের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানের উপর অবিশ্বাস করেন ও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কোন উচ্চ কর্ম্ম প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই; এইটী তাঁহার বিচক্ষণতার কার্য্য হয় নাই। লর্ড করণওয়ালিস্ ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে এই দেশ হইতে প্রস্থান করেন, তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, শান্ত ও সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন।

১৭৮৮ খৃঃ অব্দে পিট্ সাহেব "ডিক্ল্যারেটরী আক্ট" নামে একখানি আইন প্রণয়ন করেন ও তদ্দ্বারা ১৭৮৪ খৃঃ অব্দের স্বকৃত আইন খানির (ইণ্ডিয়া বিল) মর্ম্ম বিশদীকৃত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডস্থ লোকেরা ভারতবর্ষে স্বাধীন রূপে বাণিজ্য করিবার প্রস্তাব করেন ও উইলবারফোর্স নামক জনৈক মহাত্মা এদেশে পাশ্চাত্য বিদ্যালোচনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইংলণ্ডের ক্ষতি হইবে বলিয়া তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন। আক্ষেপের বিষয় যে, তৎকালে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিকগণের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই ভ্রমপ্রমাদটী সম্পূর্ণ অলক্ষিত ছিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### সার জন সোর এবং মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে সার জন সোর সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদাভিষিক্ত হন। তিনি দেশীয় রাজাদিগের কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপরূপ দুরূহ রাজনৈতিকপ্রণালী অবলম্বন

করেন নাই; সুতরাং দাক্ষিণাত্যের গোলযোগ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে ও মার্হাট্টারা সুযোগ পাইয়া নিজামকে আক্রমণার্থ প্রস্তুত হয়। গবর্ণর জেনেরল নিজামকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি পরাস্ত হইয়া মার্হাট্টা-দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করেন। কিছু দিন হইতে বঙ্গীয় সেনা বিভাগের সৈনিক কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য কতিপয় দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে উক্ত কর্ম্মচারীরা প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিলে, প্রধান সেনাপতির সানুকম্প ব্যব-হারে ও গোলন্দাজ সৈন্যগণের সদাচরণে উপরিউক্ত রৌদ্র-ভাব উপশান্ত হয়। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সৈনিক কর্ম্মচারি-গণ পুনর্ব্বার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন ও গবর্ণর জেনেরল ভীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রার্থনাসমূহ পূর্ণ করেন। এই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে সচিবগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ও লর্ড করণওয়ালিস্‌কে দ্বিতীয়বার এদেশে আসিতে জিদ করিলেন। তিনি আসিতে অনিচ্ছুক হইলে, সার জন সোরকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় নাই। তিনি ইহার পরে অযোধ্যার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং তজ্জন্য পদচ্যুত নবাব উজির আলী দ্বারা তাঁহার প্রাণবিনাশের সম্ভা-বনা হয়। সার জন সোর এই সময়ে যেরূপ সাহস, দৃঢ়তা ও বিজ্ঞতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে এ দেশীয় সকলেই চমৎকৃত হন এবং ডাইরেক্টরগণও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তিনি লর্ড টেন্‌মাউথ্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

সার ক্লার্ক কিছু দিন প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হন, পরে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ১লা মে লর্ড মরণীংটন্ বা মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি আটত্রিশ বৎসর বয়সে গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। লর্ড করণওয়ালিস্ টিপুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দাক্ষিণাত্যস্থিত রাজগণের বলসাম্য করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা কিছুই হইয়া উঠে নাই। তাঁহার প্রস্থানের পর উক্ত রাজারা পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত হন এবং সার জন সোরের উদাসীনভাবে তাঁহাদিগের প্রশ্রয়ও অনেকাংশে বাড়িয়া উঠে। সৌভাগ্য ক্রমে লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় ক্ষমতাশীল লোকের হস্তে রাজ্যভার পতিত না হইলে, বোধ হয় কোম্পানীর দশাবিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা হইত। নূতন গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় আসিয়াই চারিদিকে বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ফরাসীদিগের সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ চলিতেছিল এবং ভারতবর্ষে ইংরাজপ্রাধান্যের উচ্ছেদসাধন তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল; ফরাসীরা তদুদ্দেশে দেশীয় প্রবল রাজগণকে সাহায্যদানাঙ্গীকারে উৎসাহিত করেন। ইংরাজদিগের পরমশত্রু টিপু সুলতান গোপনে উহাঁদিগের সহিত পরামর্শে লিপ্ত হন এবং বলোপচয় মানসে সুদক্ষ ফরাসী সেনাপতি সকল নিযুক্ত করেন। নিজাম ও মহারাষ্ট্রচক্রের তৎকালিন প্রধানসর্দ্দার সিন্ধিয়াও ঐরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করেন। এদিকে আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা জিমন্ সাহ আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিবার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছিলেন। এইরূপ সঙ্কটেরসময়ে লর্ড ওয়েলেস্‌লি স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু

তাঁহার অসীম মনস্বিতা ও প্রতাপানলের সম্মুখে সমস্তই ভস্মীভূত হইয়াছিল।

নিজামের সুদক্ষ মন্ত্রী মির আলম্ প্রভুর রাজ্য হইতে ফরাসীদিগের প্রভুত্ব নষ্ট করিবার উদ্দেশে তথায় ইংরাজ-সৈন্য রাখিবার ইচ্ছা করিয়া, তদ্বিষয় সার জন সোরের নিকট প্রস্তাব করেন। সোর সাহেব তাহাতে সাহস প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই সুযোগ না ছাড়িয়া মীর আলমের সাহায্যে নিজামরাজ্যে কতক-গুলি ইংরাজসৈন্য রাখিতে সমর্থ হইলেন। ইহার দ্বারা নিজামরাজ্যে ফরাসীদিগের প্রতাপ হ্রাস হইল ও নিজাম, টিপু ও মার্হাট্টাদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার সুযোগ লাভ করিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি পেশোয়ার নিকট ঐরূপ সৈনিক সাহায্য প্রণালী সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ৮ই অক্টোবর গবর্ণর জেনেরল সংবাদ পাইলেন যে, নেপোলিয়ন বোনাপার্টী পূর্ব্বাঞ্চলে আসিবার উদ্দেশে, মিসরদেশে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মান্দ্রাজস্থ সৈন্যবল বৃদ্ধি করিলেন। হায়দরা-বাদে ইংরাজসৈন্য ব্যবস্থাপিত হইবার পর, লর্ড ওয়ে-লেস্‌লি, টিপু ফরাসীদিগের সহিত চক্রান্ত করিতেছেন এই বিষয় উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। ক্রমে টিপুর সহিত বিবাদ উপস্থিত হয় ও তদুপলক্ষে যে যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে সুলতান নিহত হন। নিজামের অভিজ্ঞ মন্ত্রী এই সময়ে মার্হাট্টাদিগের অত্যাচার আশঙ্কা করিয়া নিজাম-রাজ্যস্থিত ইংরাজসৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে, গবর্ণর

জেনেরল তাহাতে স্বীকৃত হইলেন ও বর্দ্ধিত সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজাম ১৭৯২ ও ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে মহীসুর যুদ্ধাবসানে বিজিত স্থানের যে যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় প্রদান করিলেন (১৮০০)। যদিও এইরূপে নিজাম রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল বটে, তথাপি ইংরাজদিগের সাহায্যে ইহা নিরাপদ হইল ও ক্রমে ইহার শ্রীসম্পাদিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতাহেতু উক্ত খৃঃ অব্দে তাঞ্জোর নামক ক্ষুদ্ররাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয় ও রাজা বৃত্তিভোগী হন। ইহার পরে গবর্ণর জেনেরল কর্ণাটের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। মহম্মদ আলী ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্র উমদৎউল্ ওমরা পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ণাটের নবাবকে ঋণ মুক্ত করিবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহার বন্দোবস্ত করেন; লর্ড ওয়েলেস্‌লিও তাহার সুব্যবস্থা করেন, কিন্তু নবাব কিছুতেই কর্ণপাত করেন নাই। পরন্তু শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকারের পর ইহা প্রকাশ হয় যে, বর্ত্তমান ও মৃত নবাব উভয়েই সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া গোপনে টিপুর নিকট ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত নবাবকে রাজচ্যুত করিবার মত হয়, কিন্তু নবাব উমদৎউল্ ওমরা সেই সময়ে মৃত্যুশয্যায় শয়িত ছিলেন বলিয়া কোন কার্য্য হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় উপপত্নী গর্ভজাত পুত্র নবাব হন, তিনি বৃত্তিভোগী থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে, তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সেই করারে নবাব হন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে কর্ণাটরাজ্য কোম্পানীর সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। মহীসুররাজ্যের প্রায়

সমস্ত, তাঞ্জোর, কর্ণাট ও নিজামপ্রদত্ত কয়েকটী স্থান লইয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় অধিকাংশই সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ইহার পরে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কৌশল করিয়া জিমন্ সাহকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি মিসর হইতে ফরাসী সৈন্য সমূহকে দূরীকৃত করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু ১৮০২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে একমাস মধ্যে উক্ত সৈন্যসমূহ মিসর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। লর্ড ওয়েলেস্‌লি অযোধ্যা নবাবের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহার রাজ্যে অধিকতর ইংরাজসৈন্য রাখিবার বন্দোবস্ত করেন ও তদুদ্দেশে নবাবের সহিত ১৮০১ খৃঃ অব্দে পুনরায় নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই সকল কার্য্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকিয়াও অবসর সময়ে কয়েকটী হিতকর কার্য্য শেষ করেন। সিবিলিয়নদিগের যথোপযুক্ত শিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ সংস্থাপন করেন; তিনি অধিক ব্যয়ে উহার সুন্দররূপ বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশ বিরহে সেইরূপ করিতে পারেন নাই। চার্ল্‌স মেটকাফ্ ইহার প্রথম ছাত্র ছিলেন (১৮০০)। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ কিছু দিন পরে উঠিয়া যায়। কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারভার ও উহার অধীনস্থ আদালত সমূহের তত্ত্বাবধানভার সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরলের উপর অর্পিত ছিল এবং ১৭৯০ খৃঃ অব্দে সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় উঠিয়া আসিলে,

তাঁহার কার্য্যও সদর দেওয়ানীর ন্যায় চলিতে থাকে। লর্ড ওয়েলেস্‌লি দেখিলেন যে, রাজ্যের সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করিয়া, উক্ত আদালত দ্বয়ের বিচারকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা অতীব কঠিন, তিনি ইহা রহিত করিয়া তিনজন জজের উপর সমস্ত বিচারভার অর্পণ করিলেন। বহুবিদ্যা বিশারদ কোলব্রুক সাহেব ইহার মধ্যে একজন; তিনি প্রধান বিচারপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লির সহিত ডাইরেক্টরদিগের নানাবিষয়ে মতভেদ হয় ও তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, তিনি পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার কার্য্য পরম্পরা বিস্মৃত হন নাই ও তাঁহাকে আর এক বৎসরের নিমিত্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া তাঁহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন, তাহাতে কোম্পানীর রাজ্যাধিকার বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধাবসানে হুলকারের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা শ্রবণ করিয়া ডাইরেক্টরগণ ও কোম্পানীর অংশীদারেরা অত্যন্ত ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা শেষে লর্ড করণওয়ালিস্‌কে পুনরায় এদেশে আসিতে জিদ করেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ইংলণ্ড যাত্রা করেন, তিনি সাতিশয় সাহসী, মনস্বী ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন; তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমোদিত ব্যবস্থাপ্রণালী অতিক্রম পূর্ব্বক স্বীয় সাহসের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে কোম্পানীর রাজ্যাধিকার বিস্তৃত করেন। ইংলণ্ড

গমন করিলে কেহ কেহ তাঁহাকে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ন্যায় বিপজ্জালে জড়িত করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন ও ডাইরেক্টরেরা কিছু দিন পরে তাঁহাকে নানরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে কয়েকটী দেশহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হয়। তৎকালে এদেশের মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা জীবিত প্রথম সন্তানটীকে গঙ্গা-সাগরে নিক্ষেপ করিত। লর্ড ওয়েলেস্‌লি দুই জন মহামনা ইংরাজকর্ম্মচারীর প্ররোচনায় এই নিদারুণ কুপ্রথা রহিত করেন ও গুইকবাড় রাজ্যের রেসিডেন্ট মেজর ওয়াকর সাহেবের যত্নে রজঃপুতদিগের মধ্যে নবজাত কন্যাবধ প্রথাও কিয়ৎপরিমাণে রহিত হয়। আপন অপেক্ষা নিম্নপদবীস্থ লোকের সহিত কন্যাদিগের পরিণয় রজঃপুতদিগের লজ্জা ও অপমানের বিষয় ছিল, তাহারা সেই ভয়ে এই নৃশংস কার্য্যে ব্রতী হইত। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে মার্শম্যান ও ওয়ার্ড নামক মিসনরিদ্বয় শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন; তাঁহারা প্রথমে মালদহ জেলার সুবিখ্যাত মিসনরি কেরি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পর বৎসর কেরি সাহেব তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন ও তাঁহারা "শ্রীরামপুর মিসনরিগণ" এই আখ্যাত হইয়া দেশীয় বালকগণের শিক্ষার জন্য প্রথমে অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য সবিশেষ মনোযোগী হন ও রামায়ণ এবং মহাভারত মুদ্রিত করেন। তৎকালে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের কোন আইন বিধিবদ্ধ না হইলেও উক্ত মিসনরিরা বাঙ্গালায় নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচারে আদিষ্ট হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হন। এই রূপে লর্ড ওয়ে-

লেস্‌লির সময় এদেশের প্রকৃতবন্ধু মহানুভব মিসনরিগণের উদ্যোগে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হয়; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তিনি স্বয়ং দেশীয় লোকের উন্নতির কোন উপায় না করিয়া বরং লর্ড করণওয়ালিসের মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়াছিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### লর্ড করণওয়ালিস্‌ ও সার জর্জ্জ বার্লো।

লর্ড করণওয়ালিস্‌ শারীরিক অপটু হইলেও উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগের কথা অমান্য করিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিতীয়বার এদেশে আগমন করেন ও ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ৩০ সে জুলাই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লির রাজনৈতিক কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও তাঁহাকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন। তিনি সিন্ধিয়া ও হুলকারের সহিত বিবাদ মিটাইতে মনস্থ করিলেন ও দেশীয় রাজগণের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না স্থির করিলেন। লর্ড করণওয়ালিস্‌ আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ১৯ সে সেপ্টেম্বর তারিখে লর্ড লেক্‌কে এক পত্র লিখিলেন ও স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র যাইবার মানসে পশ্চিমাঞ্চল যাত্রা করিলেন। প্রেরিত পত্র লর্ড লেকের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই লর্ড করণওয়ালিস্‌ ৫ই অক্টোবর গাজীপুরে প্রাণত্যাগ করেন। কি দেশীয়, কি ইউরোপীয় সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিত,

বোধ হয় তাঁহার সততা ও ন্যায়পরতা ইহার প্রধান কারণ। লর্ড করণওয়ালিসের মৃত্যু হইলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সার জর্জ্জ বার্লো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন। ইনি ত্বরায় বিবাদপ্রবৃত্ত রাজগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন ও যে সকল রাজা কোম্পানীর আশ্রয়গ্রহণ করিয়া নিরাপদ হন, তাঁহাদিগের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। সেই কারণে রাজপুতানায় অতিশয় দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। নিজাম কোম্পানীর হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলে, সার জর্জ্জ বার্লো তাঁহাকে অধিকতর আয়ত্ত করেন ও ডাইরেক্টরেরা বেসিনের সন্ধি সকল উৎপাতের মূল ভাবিয়া তদনুযায়ী কার্য্য পরম্পরা রহিত করিতে চাহিলে, তাঁহার আপত্তিতে উহারা ক্ষান্ত হন। এইটী গবর্ণর জেনেরলের প্রগাঢ় বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে বিলোড় নামক স্থানে সিপাহীরা জাতিচ্যুত হইব ভাবিয়া টুপির ন্যায় এক রূপ মস্তকাবরণ ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক হয় ও বিদ্রোহ উত্থাপন পূর্ব্বক কতকগুলি ইংরাজ সৈন্য ও কর্ম্মচারীকে নিহত করে। টিপুর বংশীয়েরা বিলোড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎসাহিত করেন। আর্কট নগর হইতে কর্ণেল জিলেস্পী দ্রুত পদে বিদ্রোহ স্থানে উপস্থিত হইয়া উহা দমন করেন। লর্ড বেণ্টিক এই সময়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন, ডাইরেক্টরেরা তাঁহাকে অযোগ্য বোধে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন। ডাইরেক্টরেরা অনিচ্ছুক হইলেও, ইংলণ্ডস্থ নূতন সচিবসম্প্রদায়ের অভিমতে সার জর্জ্জ বার্লো পদত্যাগ

করিতে বাধ্য হইলেন কিন্তু মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদ প্রাপ্ত হন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### লর্ড মিণ্টো ও মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস।

১৮০৭ খৃঃঅব্দের প্রথমেই লর্ড মিণ্টো এই দেশের রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। তিনি অচিরাৎ বুন্দেলখণ্ডের গোল-যোগ নিবারণ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। ঐ রাজ্যটী কতি-পয় ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ছিল ও প্রত্যেক ভাগে এক এক জন করিয়া সর্দ্দার ছিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া মহৎ অনর্থ ঘটাইতেন। গবর্ণর জেনেরল তৎপ্রতিবিধানে সমুৎসুক হইয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণে উক্ত সর্দ্দারগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার পরে লর্ড মিণ্টো পঞ্জাবেশ্বর রণজিৎ সিংহের সহিত একটী গোল-যোগে লিপ্ত হন। রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর পূর্ব্ব পারস্থিত শিখ সর্দ্দারগণকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ইংরাজ-দিগের মিত্র ছিলেন; সুতরাং তাঁহার অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় লর্ড মিণ্টোর সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি সার চার্লস্ মেটকাফ্‌কে দৌত্যকার্য্যের ভার দিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করেন। তৎকালে কর্তৃপক্ষীয়েরা, ফরাসীরা গোপনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার পরামর্শ স্থির করিয়াছেন, এই অনুমান করিয়া পারস্য, আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্জাবাধিপতির সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ থাকা আবশ্যক বিবেচনা করেন।

মেটকাফ্ সাহেব উক্ত উভয়বিধ কার্য্য শেষ করিবার ভার প্রাপ্ত হন, তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে রণজিৎ সিংহ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন এবং শতদ্রুর পার হইতে সৈন্য সামন্ত লইয়া চলিয়া যান। এইরূপে মাল্‌কলম সাহেব পারস্যে ও এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব আফ্‌গানিস্থানে দূতরূপে প্রেরিত হন।

সার জর্জ্জ বার্লোর সময়ে রাজপুতানায় যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা ১৮০৬ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮১০ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। উদয়পুরের রাণা, কৃষ্ণকুমারী নাম্নী স্বীয় অতিরূপবতী কন্যাকে যোধপুরের রাজার সহিত বিবাহ দেওয়া স্থির করেন; হঠাৎ যোধপুররাজের মৃত্যু হইলে তদীয় উত্তরাধিকারী ঐ কন্যারত্ন লাভে যত্নবান হন। কিন্তু জয়পুরের রাজার সহিত কৃষ্ণকুমারীর পরিণয় বিষয়ক কথাবার্ত্তা স্থির হইলে তদুপলক্ষে উক্ত রাজদ্বয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সিন্ধিয়া ও আমির খাঁ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে লিপ্ত হন; বলিতে কি এই ঘটনায় রাজপুতানায় দারুণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় ও নিরপরাধ রাণাও বিষম ক্লেশ প্রাপ্ত হন। রাজপুতানার রাজারা এই বিপ্লব নিবারণেচ্ছায় কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহারা নিস্তব্ধ থাকেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে আমির খাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া, রাণা বিষ প্রয়োগ দ্বারা আপন কন্যার জীবন নাশ করেন। এই সময়ে মান্দ্রাজে ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারীরা বিদ্রোহ উত্থাপন করেন; গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং তথায় গমন করিলে বিদ্রোহ নিবারিত হয়। ইহার পরে লর্ড মিণ্টো আরবদেশীয় জলদস্যুদিগকে দমন করেন।

মরিসস্, বোঁর্ব্বো ও রোড্রিগো দ্বীপস্থ ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা সময়ে সময়ে বাহির হইয়া ইংলণ্ডীয় জাহাজ সকলের উপর অত্যাচার করিত। লর্ড মিণ্টো ১৮১০ খৃঃ অব্দে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলে ঐ সৈন্যেরা উক্ত দ্বীপগুলি অধিকার করে। মরিসস্ এপর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত আছে ও অপরগুলি ফরাসীরা পুনঃপ্রাপ্ত হন। নেপোলিয়ন হলণ্ড অধিকার করিয়া তদ্দেশাধিকৃত যাবা প্রভৃতি স্থান সকলে সৈন্য প্রেরণ করিলে, লর্ড মিণ্টো ডাইরেক্টরগণের অভিমতে যাবাদ্বীপ অধিকার করেন, কিন্তু ওলন্দাজেরা পরে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর চার্টর নবীকৃত হয়; ইহার বলে ভারতবর্ষে কোম্পানীর বাণিজ্যের একচেটিয়া শেষ হয়, কিন্তু চীনদেশের সহিত বাণিজ্য কোম্পানীর হস্তেই থাকে। উক্ত সনন্দদ্বারা মিসনরিরা এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতায় একজন বিসপ ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই নগরে এক এক জন আর্কডিকন্ নিযুক্ত হন। সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোম্পানী বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদিষ্ট হন। লর্ড মিণ্টো ১৮১৩ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে স্বদেশ যাত্রা করেন।

লর্ড ময়রা বা মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ৪ঠা অক্টোবর রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি দেশীয় রাজাদিগকে বিবাদোন্মুখ দেখিয়া শান্তভাব অবলম্বন মঙ্গলজনক নহে বিবেচনা করিলেন। লর্ড ময়রা আমির খাঁ ও পিণ্ডারীদিগের দৌরাত্ম্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া, ডাইরেক্টরদিগকে পত্র লিখিলেন। পাছে মার্হাট্টাদিগের

বিশেষতঃ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত বিবাদ উপস্থিত হয় এই ভয়ে, ডাইরেক্টরেরা তাঁহার মতে অনুমোদন করিলেন না। ইত্যবসরে গবর্ণর জেনরলকে নেপালবাসী অর্থাৎ গোরক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হয়।

নেপালদেশ হিমালয়ের উপত্যকায় অবস্থিত ও পর্ব্বতময় বলিয়া এই স্থানটী অতি দুরারোহ; প্রকৃতির এই নিভৃত স্থানে পরিশ্রমী ও শান্তশীল নিবরজাতি বাস করিত, তাহারা বোধ হয় এক সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নেপালের খণ্ড রাজ্যগুলি তিনটী প্রধান ভাগে পরিণত হয়, তন্মধ্যে কাটামুণ্ডই প্রধান ছিল। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে কাশ্মীর রাজ্যের গোরক্ষ অভিহিত কতকগুলি রজঃপুত ও ব্রাহ্মণ নেপাল আক্রমণ করিলে, নিরীহ নিবরজাতি পলায়নপর হয় ও তাহাদিগের কাটামুণ্ডস্থ রাজা ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কাপ্তেন কিন্‌লচ্ সাহায্যার্থ গমন করিয়া সৈনগণের পীড়া ও রসদ অভাবে কিয়দ্দূর গমন করিয়া চলিয়া আইসেন। গোরক্ষদিগের প্রধান নেতা মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ আপন সামন্তগণের সাহায্যে নেপাল জয় করিয়া তত্রত্য নিবর অধিবাসী ও রাজগণকে হত্যা করিয়া নৃশংসতার একশেষ প্রদর্শন করেন। পৃথ্বীনারায়ণ কাটামুণ্ডে রাজা হন ও সামন্তগণ তাঁহার অধীন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের অধিপতি হন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে পৃথ্বীনারায়ণ দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাসন প্রাপ্ত হন ও ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার শিশু পুত্র, রণ বাহাদুর নামে অভিহিত হইয়া পিতৃপদ লাভ

করেন। শিশু রাজার পিতৃব্য ও মাতার সহিত রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব লইয়া কিছু দিন বিবাদ হয় ও ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে রাজমাতার মৃত্যু হইলে উক্ত পিতৃব্যই রাজ্যের অধিনায়ক হন।

১৭৯৫ খৃঃ অব্দে রণ বাহাদুর পিতৃব্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন ও পরে উক্ত পিতৃব্যের বধকার্য্য সাধিত হয়। কিছুদিন পরে রণ বাহাদুরের প্রিয়মহিষীর মৃত্যু হইলে, তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রাজকার্য্য ত্যাগ করেন এবং উক্ত মহিষীর গর্ভজাত নাবালক পুত্রের উপর রাজকার্য্যের ভার দেন। পরে দামোদর পাঁড়ে নামক জনৈক সামন্তের উপদ্রবে একজন মহিষী ও ভীমসেন টপা নামক প্রিয় সামন্তের সহিত তিনি বারাণসীতে প্রস্থান করেন। তথা হইতে কিছুদিন পরে তাঁহারা নেপালে উপস্থিত হন ও সৈন্যবল আয়ত্ত করেন। দামোদব পাঁড়ে নিহত হন ও ভীমসেন প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। রণ ব হাদুর নেপালে আসিয়া রাজরক্ষক হন, কিন্তু তাঁহার আগমনের পর হইতে তথায় নানারূপ চক্রান্ত হইতে থাকে ও তদুপলক্ষে তিনি নিহত হন। পূর্ব্বোক্ত রাজমহিষী ও ভীমসেন রাজ্যের প্রধান নেতা হইলেন। রণ বাহাদুরের পুত্রের রাজ্যাধিকার কালেই নেপাল যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

নেপাল যুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে প্রায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে গোরক্ষেরা ইংরাজদিগের সীমান্ত প্রদেশ হইতে প্রায় দুই শত খানি গ্রাম আত্মসাৎ করে ও মধ্যে মধ্যে কোম্পানীর সহিত নানা কারণে উহাদিগের সর্ব্বদা সামান্য সামান্য বিবাদ উপস্থিত হয়। গোরক্ষেরা অযোধ্যার নবাবপ্রদত্ত

গোরক্ষপুরের অন্তর্গত কোম্পানীর দুইটী স্থান হস্তগত করিলে, লর্ড মিণ্টো ভয় প্রদর্শন করিয়া উক্ত স্থান দুইটী প্রত্যর্পণ করিতে নেপালে পত্র লিখেন। নেপাল হইতে উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই তিনি এই দেশ ত্যাগ করেন। লর্ড ময়রা রাজ্যভার গ্রহণান্তে দেখিলেন যে, গোরক্ষদিগের ভাব ভাল নহে, তিনি কতিপয় নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে উক্ত স্থান দুইটী চাহিয়া বসিলেন। নেপালস্থ কর্ম্মচারীরা গবর্ণর জেনেরলের পত্র পাইয়া কর্ত্তব্যাবধারণে ব্যস্ত হইলেন; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এবার বিনা যুদ্ধে ইংরাজেরা ছাড়িবেন না। নেপালের প্রসিদ্ধ সেনাপতি অমরসিংহ বলিলেন যে, ইংরাজেরা বীর্য্যবান ও অর্থশালী তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সহজ নহে; ভীমসেনের মত অন্যরূপ ছিল, তিনি যুদ্ধ পক্ষে মত দিলেন। লর্ড ময়রা নেপালে পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি উক্ত স্থলদ্বয়ে একদল পুলিস্ কর্ম্মচারী স্থাপিত করেন ও তথা হইতে গোরক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। হঠাৎ কতকগুলি নেপালসৈন্য পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া আঠার জন পুলিস্ কর্ম্মচারীকে নিহত করিয়া প্রস্থান করে। গবর্ণর জেনেরল এক্ষণে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। তদুপলক্ষে ত্রিশ হাজার সৈন্য সসজ্জ হইয়া চারিদলে বিভক্ত হইল এবং চারি নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া গমন করিয়া নেপাল আক্রমণ করিল। ১৮১৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮১৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধের প্রথমে গোরক্ষদিগের রণনৈপুণ্যে তিন দিক্স্থ ইংরাজসৈন্যের পরাভব সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সেনাপতি ডেভিড্ অক্টারলোনি শতদ্রুর নিকট দিয়া নেপালে প্রবেশ করেন ও ঐদিকে অমরসিংহের সহিত যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হন। তিনি পাঁচ মাস কাল নানারূপে ক্লিষ্ট হইয়া অসমসাহসিকতা ও সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়া শত্রুপক্ষের বহুতর দুর্গ হস্তগত করেন। অমরসিংহ মলৌন নামক দুর্গে প্রস্থান করেন এবং তথায় আত্মরক্ষার্থ অসমর্থ হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। ভীমসেন ত্বরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কালী নদীর পশ্চিমস্থ সমস্ত জনপদ ও তরাই প্রদেশ কোম্পানীকে প্রদান করিতে ও নেপালে একজন রেসিডেন্ট রাখিতে সম্মত হইলেন (১৮১৫)। অমরসিংহের উত্তেজনায় নেপালবাসীরা পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করিলে, ১৮১৬ খৃ অব্দে লর্ড ময়রা বিশ হাজার সৈন্যসমেত ডেভিড্ অক্টারলোনিকে তাহাদিগের বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন। তিনি নেপালে পৌঁছিয়া শত্রু সৈন্যকে পরাস্ত করিলে, ভীমসেন অচিরাৎ সন্ধি শেষ করিলেন। এই সন্ধিতে ইংরাজেরা সিমলা, মসৌরি, লণ্ডোর ও নাইনিতাল নামক স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানগুলি প্রাপ্ত হন। সার ডেভিড্ অক্টারলোনির বীরত্বে ইংরাজেরা নেপাল যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কলিকাতাস্থ কেল্লার মাঠে, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তিসমূহের চিহ্ন স্বরূপ 'অক্টারলোনী মনুমেন্ট" নামক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত আছে।

লর্ড ময়রা পিণ্ডারীদিগকে উচ্ছেদ করেন ও শেষ পেশোয়া ২য় বাজীরাও আপন কর্ম্মদোষে তৎকর্ত্তৃক রাজচ্যুত হন। লর্ড ময়রা দেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন ও সাহায্য প্রদান করেন এবং তাঁহার পত্নী বারাকপুরস্থ উদ্যানে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। লর্ড ময়রার উৎসাহে ও দেশীয় কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ব্যয়ে কলিকাতায় হিন্দু কালেজ (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কালেজ)

স্থাপিত হয় ও মিসনরিরা তদীয় দৃষ্টান্তে প্রোৎসাহিত হইয়া চারিদিকে বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন (১৮১৮)। শ্রীরামপুরস্থ মিসনরিরা ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ৩১ সে মে বাঙ্গালা ভাষায় "সমাচার দর্পণ" নামে প্রথম সংবাদপত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। মৃতমহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার এক-জন প্রথম ও প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন এবং গবর্ণর জেনেরলও ইহার প্রচারণ বিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য প্রদান করেন। লর্ড ময়রা ইংরাজী সম্বাদপত্রগুলিরও অনেকাংশে স্বাধীনতা প্রদান করেন; তিনি কলিকাতার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করি-বার অনেক উপায় উদ্ভাবন করেন ও দিল্লীস্থ বহুকালের আবদ্ধ খাল খনন করাইয়া নগরবাসীদিগের যথেষ্ট উপকার করেন। ইহাঁর আমলে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজস্ব সম্বন্ধীয় পূর্ব্বকৃত রাইয়তোয়ারি বন্দোবস্ত কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হয়। কিন্তু একবৎসর মিয়াদে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়া আসিতেছিল সেইরূপই থাকে; তবে অনাদায়ী রাজস্বের নিমিত্ত প্রজারা যে গুরুতর ক্লেশ ও দণ্ড পাইত তাহার লাঘব হয়। লর্ড ময়রার আমলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আয়তন বৃদ্ধি ও রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় নানারূপ বন্দোবস্ত হয়। উড়িষ্যা-বাসীরা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে, ১৮১৭ খৃঃ অব্দে জগবন্ধু নামক জনৈক সাহসী পুরুষ বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। ইনি প্রায় তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পুরী অধিকার করেন ও ইউরোপীয়দিগের আবাসস্থান দগ্ধ করিয়া ফেলেন। কোম্পানীর সৈন্য উপস্থিত হইলে বিদ্রোহীরা পলায়ন করে ও উড়িষ্যায় সুবন্দোবস্ত সংস্থাপিত হয়। নিজাম এই সময়ে রাজকার্য্য

পর্য্যালোচনা না করিয়া আমোদ প্রমোদে কালহরণ করিতেন ও চণ্ডুলাল নামক জনৈক হিন্দু তাঁহার সর্ব্বময় কর্ত্তা হন; তাঁহার কর্ত্তৃত্বে প্রজাবর্গের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। চার্লস্ মেটকাফ্ সাহেব ১৮২০ খৃঃ অব্দে হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট হইয়া নিজামরাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন, কিন্তু তাহা নিজাম ও চণ্ডুলালের মনোমত না হওয়ায় কয়েক বৎসর পরে রহিত হয়। এদিকে ১৮১৪ খৃঃ অব্দে হায়দরাবাদে পামর কোম্পানী এক ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন, তাঁহারা অল্পসুদের ব্যাঙ্কের মজুত টাকা লইয়া অধিক সুদে নিজামকে কর্জ্জ দিতেন। ১৮২০ খৃঃ অব্দে লর্ড ময়রার পালিতা কন্যার স্বামী সার উইলিয়ম রম্‌বোল্‌ড ঐ ব্যাঙ্কের একজন অংশীদার হন। এইরূপে উক্ত কোম্পানীর সহিত গবর্ণর জেনেরলের সম্বন্ধ ঘটিলে, অংশীদারেরা হায়দরাবাদে কায়েম হইয়া কার্য্য করেন ও নিজাম ঋণজালে জড়িত হন এবং চণ্ডুলাল সময় বুঝিয়া আপন উদরপূরণে যত্নবান হন। মেটকাফ্ সাহেবের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পামর কোম্পানীর কার্য্য অপ্রকাশিত রহিল না ও এই ব্যাঙ্ক দ্বারা নিজামের যে সম্পূর্ণ অনিষ্ট হইতেছে,তাহা তিনি গবর্ণর জেনেরলের গোচর করিলেন। নিজামের ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত হওয়ায় পামর কোম্পানীর অবসান হয়। লর্ড ময়রা মহৎকার্য্য সমুদয় শেষ করিয়াও, ডাইরেক্টরদিগের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ১৮২৩ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। তিনি দেশীয়দিগকে সভ্য ও সুশিক্ষিত করিতে আন্তরিক প্রয়াস পান; পামর কোম্পানী সম্বলিত কার্য্যটীই তাঁহার রাজ্যশাসনের

দোষ মাত্র। লর্ড ময়রার গমনের পূর্ব্বে কোম্পানীর ধনা-গারে ব্যয় বাদে দুই কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হয়, ইংরাজদিগের এইরূপ সচ্ছলতা কখনই ঘটে নাই; ইহা সম্পূর্ণ শ্লাঘার বিষয় বলিতে হইবে যে, তিনি অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া নেপাল সংগ্রামের ব্যয় চালাইয়াও অবশেষে বার্ষিক ছয় কোটী টাকা কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন।

লর্ড ময়রা পদ পরিত্যাগ করিলে, লর্ড আমহর্ষ্ট গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হন; কিন্তু তিনি ১লা আগষ্টের পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। সুতরাং কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর জন আডম্ সাহেব সাত মাস গবর্ণর জেনে-রলের কার্য্য করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপহরণ ভিন্ন তাঁহার সময়ে উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনাই নাই। এই সময়ে "কলিকাতা জর্ন্যাল" নামক সুবিখ্যাত ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক বকিংহাম সাহেব গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে লেখনী চালিত করায় এই দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### লর্ড আমহর্ষ্ট, লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও সার চার্লস্ মেটকাফ্।

লর্ড আমহর্ষ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পাঁচ মাস পরে ব্রহ্মদেশীয় সমর উপস্থিত হয়। ব্রহ্মদেশ প্রধান চারি

ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা আভা, পেগু, আরাকান ও তেনা-সরিম। বর্ম্মাবাসীরা আদৌ বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল ও পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। ব্রহ্মদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল ও উহার অধিপতিরা সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন; তন্মধ্যে আভা ও পেগু রাজ্য পরস্পর সমধিক বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আভা রাজ্য পেগু রাজ্যের করকবলিত হয়। আভা-বাসীরা পরকীয় অধীনে সাতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিলে, দৈবানু-গ্রহে সহসা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বীরপুরুষের উদয় হয় ও তিনি স্বকীয় ভুজবলে ব্রহ্মদেশে আপন প্রভুশক্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন। ইঁহার নাম আলম্‌প্রা, ইনি সামান্য অবস্থা হইতে হায়দর কি শিবজীর ন্যায় ক্রমে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আপন সুমহৎকার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হন। আলম্‌প্রার তৃতীয় পুত্র ভোডোফ্রা ১৭৭৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন, ইহাঁর অত্যা-চারে বহুসংখ্যক আরাকান অধিবাসী চট্টগ্রামে পলাইয়া কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর ফাগীডো রাজপদ প্রাপ্ত হন, ইহাঁরই সময়ে ইংরাজদিগের ব্রহ্মদেশীয় সমর উপস্থিত হয়। ব্রহ্মদেশীয়েরা উক্ত পলায়িত অধি-বাসীদিগকে পুনঃ পুনঃ চাহিলে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তাহাতে অস্বীকৃত হন ও এই বিষয় লইয়া উভয়পক্ষে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ব্রহ্মদেশীয় প্রধান সেনাপতি বণ্ডুলা ১৮২২ খৃঃ অব্দে আসাম ও মণিপুর নামক স্বাধীন রাজ্যদ্বয় পরাজয় করেন। ইহার পরে বণ্ডুলা কোম্পানীর

অধিকৃত রাজ্যও আক্রমণ করেন। ব্রহ্মবাসীরা ক্রমে দর্পিত হইয়া উঠে ও নাফ্ নামক ক্ষুদ্র নদীস্থিত ইংরাজাধিকৃত সাহপুরী নামক দ্বীপটী দাওয়া করিয়া বসেন। লর্ড আমহর্ষ্ট অগত্যা ১৮২৪ খৃঃ অব্দে যুদ্ধঘোষণা করেন ও সেনাপতি সার আর্কিবল্ড ক্যাম্বেল যুদ্ধকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া রেঙ্গুনাভিমুখে গমন করিতে আদিষ্ট হন। মে মাসে ইংরাজসৈনা রেঙ্গুনের অদূরে উপস্থিত হয় ও ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যগণ বিপক্ষের গোলাবর্ষণে ভীত হইয়া চারিদিকে প্রস্থান করে। ডিসেম্বর মাসে বণ্ডুলা প্রায় যাটিহাজার সৈনা লইয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন ও পরাস্ত হইয়া প্রায় কুড়ি ক্রোশ উত্তরে ইরাবতীতীরস্থ ডনাবিউ নামক স্থানে প্রস্থান করেন। ১৮২৫ খৃঃ অব্দের প্রথমে সেনাপতি আর্কিবল্ড কতক সৈনা ডনাবিউ আক্রমণে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং আভাভিমুখে গমন করেন; কিন্তু ইংরাজসৈন্য ডনাবিউ আক্রমণে হতাশ হইয়া হটিয়া আসিলে, তিনি উহাদিগের সহিত মিলিত হন। এই স্থানে বোম ফাটিয়া বণ্ডুলার মৃত্যু হয় ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যেরা চারিদিকে পলায়ন করে। ইহার পরে ব্রহ্মদেশীয়েরা প্রোমনগরের সান্নিধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। যে সকল ইংরাজসৈন্য স্থলপথে আসাম ও আরাকান আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হয়, তাহারা ইত্যবসরে উক্ত স্থান দুইটী অধিকার করে। এক্ষণে ব্রহ্মরাজ সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াও শেষে যুদ্ধোদ্যম করেন। ইংরাজসৈন্য মেলোন নামক স্থান ধ্বংস করিয়া পগান নামক নগরের সমীপে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যগণকে পরাজয় পূর্ব্বক ইয়ান্দাবুতে উপস্থিত হয়। রাজা ১৮২৬ খৃঃ অব্দে ২৪ সে ফেব্রুয়ারি সন্ধি

পত্র স্বাক্ষর করেন; এই সন্ধি ইয়ান্দাবুর সন্ধি বলিয়া খ্যাত, ইহার দ্বারা ইংরাজেরা আসাম, আরাকান ও তেনাসরিম তিনটী প্রদেশ এবং এক কোটী টাকা প্রাপ্ত হন। মৌলমিন নগর তৎকালাধিকৃত ব্রিটিস্ বর্ম্মার প্রধান স্থল নিরূপিত হয়।

ব্রহ্মদেশীয় সংগ্রামকালে ভরতপুর নামক জটরাজ্যে একটী ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত হয়। জটরাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র বন্ধর সিংহ ভরতপুরের রাজপদ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮২৩ খৃঃ অব্দে নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, রণজিতের দ্বিতীয়পুত্র বলদেব সিংহ রাজা হন; তিনি বলবন্ত সিংহ নামক এক শিশু পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন; শিশু পুত্র স্বীয় মাতুলের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া রাজাসন গ্রহণ করেন। মৃত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জন শাল সৈন্যবল আয়ত্ত করিয়া তত্ত্বাবধারকের সংহার পূর্ব্বক শিশু রাজাকে বন্দী করেন। ভরতপুররাজ্য লর্ড লেকের আক্রমণের পর হইতে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সূত্রে বদ্ধ ছিলে, সুতরাং গবর্ণর জেনেরলের মালব ও রাজপুতানার এজেন্ট ডেভিড্ অক্‌টারলোনি রাজার স্বত্ব রক্ষার্থ আপন ক্ষমতামতে ভরতপুরে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। গবর্ণর জেনেরল ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত সেনাপতি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন ও দুই মাস পরে এই দেশেই কলেবর ত্যাগ করেন। গবর্ণর জেনেরলের এইরূপ উদাসীনতা দর্শনে দুর্জ্জন শাল কিছু দর্পিত হন ও তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠে। লর্ড

আমহর্ষ্ট এক্ষণে আপন অদূরদর্শিতা বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন ও প্রধান সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়ার ১৮২৬ খৃঃ অব্দে ১৮ই জানুয়ারি ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা ধ্বংস করিলে, ইংরাজদিগের পূর্ব্ব কলঙ্কের অবসান হয়। দুর্জ্জন শাল বন্দীকৃত ও রাজা নিরাপদ হন। ১৮২৮ খৃঃঅব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড আমহর্ষ্ট ইংলণ্ড যাত্রা করেন ও লর্ড বেণ্টিঙ্কের আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর বটরওয়ার্থ বেলী গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। লর্ড আমহর্ষ্টের সময় সিমলা, গবর্ণর জেনেরলদিগের স্বাস্থ্যপ্রতিপাদক স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

১৮২৮ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে লর্ড বেণ্টিঙ্ক কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বিলোড়ের সিপাহীবিদ্রোহ উপলক্ষে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদ হইতে ডাইরেক্টরগণ কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়া যৎপরোনাস্তি মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য এই অবসরে আপন গৌরবরক্ষার্থ যত্নবান হন, এক্ষণে তিনি বিচারকার্য্য ও সমাজ সংস্করণ, ব্যয়ের সুশৃঙ্খলা, দেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার উৎকর্ষ-বিধান প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য শেষ করিয়া আপন দক্ষতা, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যাদি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় সমর উপলক্ষে কোম্পানীর ঋণ বৃদ্ধি ও বাৎসরিক প্রায় দেড় কোটী টাকা অকুলান হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক আয় বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে সিবিল কর্ম্মচারীদিগের বেতন শতকরা ছয় টাকার হিসাবে ও সৈনিক কর্ম্মচারীরা পুনরায় যে ডবল্ ভাতা পাইতেছিলেন, তাহা অর্দ্ধ পরিমাণে কমাইয়া দেন (১৮২৮)। লর্ড বেণ্টিঙ্ক অনেক বেকায়েমী নিষ্কর

ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার উপর কিছু কিছু কর নির্দ্ধারিত করেন ও তাহাতে কোম্পানীর প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বতবাসী অসভ্য কোলেরা বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে, কতকগুলি ইংরাজসৈন্য যাইয়া তাহা উপশান্ত করে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক সেই অবধি উক্ত জাতির আবাসভূমির সংসৃষ্ট প্রদেশ গুলিকে শাসনকার্য্য সম্বন্ধে রাজ্যের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত (বেবন্দোবস্তী) করেন এবং এপর্য্যন্ত সেই প্রণালীতেই উক্ত প্রদেশগুলির রাজকার্য্য চলিতেছে। পাঠান সর্দ্দার আমির খাঁর জনৈক সামান্য সৈনিককর্ম্মচারী সায়দ আহম্মদ পরে মুসলমানধর্ম্মসংস্কারক হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করেন। সায়দ আহম্মদের বারাসতের নিকটবর্ত্তী স্থানের শিষ্যেরা হিন্দু জমীদারগণের উৎপীড়নে বিদ্রাহী হয়; তিতুমির ইহার নেতা ছিলেন। দুইদল সৈন্য যাইয়া এই বিদ্রোহ নিবারণ করে (১৮৩১)। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে মহীসুররাজ্যের নিকটবর্ত্তী কুর্গ প্রদেশটীও কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয়। বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংসের পর ইকেরী নামক স্থান হইতে একজন ধর্ম্মানুরাগী লোক উক্ত স্থানে বীররাজবংশ বলিয়া এক রাজবংশের মূলপত্তন করেন ও এই বংশের শেষ রাজা চিকবীররাজ ১৮২০ খৃঃ অব্দে সিংহাসন লাভ করিয়া আপন রাজ্য মধ্যে ইংরাজদিগের অগোচরে অত্যন্ত নৃশংস কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠানে লিপ্ত হন। ইংরাজেরা তাহা অবগত হইয়া রাজাকে সতর্ক করিলে, তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন ও ইংরাজসৈন্য দশ দিন যুদ্ধের পর এই স্থান অধিকার করে। মহীসুররাজ্য লর্ড

বেণ্টিঙ্কের আমলে ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত না হইলেও প্রকৃত-পক্ষে তাঁহারাই উহার সর্ব্বময়কর্ত্তা হন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে রাজপুতানা ও মালব প্রদেশস্থ রাজাদিগের রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

উদয়পুরের রাণা রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়া স্বরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করেন ও শেষে অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই,রাজা অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়া ১৮২৮ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। যোধপুরের রাজাও স্বীয় সর্দ্দার-গণের সহিত নানা প্রকার বিবাদে লিপ্ত হন। উভয় পক্ষই কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করিলে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক উক্ত গোলযোগ নিবারণার্থ রেসিডেন্টকে আদেশ করেন; তিনি সেই মত কার্য্য করেন। রাজা পুনরায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে, কতকগুলি ইংরাজসৈন্য যাইয়া তাঁহার অকার্য্যের শেষ করে। জয়পুরের ঘটনা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে জয়পুররাজ গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন ও কিছুদিন পরে নবজাত কুমার রাজা হইলে তাঁহার মাতা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাজমাতা, ঝটারাম নামক একজন প্রিয় বণিকের পরামর্শে সমস্ত কার্য্য করিতে লাগি-লেন। রাজমাতা ও ঝটারামের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সম্ভ্রান্ত লোকেরা গবর্ণর জেনেরলের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে রাজমাতার মৃত্যু হয় ও তাহার অল্পদিন পরে রাজাও সেই পথগামী হন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের এদেশ হইতে যাই-বার অল্পদিন পরেই দুরাত্মা ঝটারামের সমুচিত শাস্তি হয়

ও মৃতরাজার শিশুপুত্র রাজা হন। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজা শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নাবালক রাজার কর্ত্তৃত্ব লইয়া রাজ্যে গোল-যোগ হইলেও, লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সিন্ধিয়া ও হুলকার রাজ্যেও এই সময়ে বিশৃ-ঙ্খলা উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনেরল প্রথমে অস্বীকৃত হইয়া শেষে উক্ত রাজ্যদ্বয়ের বিশৃঙ্খলা নিবারণ করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পত্নী বিজা-বাই ও তাঁহার দত্তকপুত্র জঙ্কজী এই উভয়ের মধ্যে রাজ-কার্য্য লইয়া মনবাদ উপস্থিত হয়। এক্ষণে উভয়ে বিবা-দোন্মুখ দেখিয়া গবর্ণর জেনরল জঙ্কজীকে সমস্ত রাজক্ষমতা প্রদান করিয়া বিজাবাইকে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য করেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ইন্দোররাজ মলহররাও হুলকারের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং রাজ্য চালাইতে যত্নবতী হন। হরিরাও হুলকার নামক জনৈক লোক ঐ সংে রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া আপত্তি করেন ও তদুপলক্ষে রাজ্যে মহা অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক পরিশেষে ইন্দোরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া হরিরাওকে রাজাসন প্রদান করেন ও রাণীকে দত্তকপুত্র লইয়া স্থানান্তরে যাইতে আদেশ করেন। গবর্ণর জেনেরল অযোধ্যার বিষয়ে প্রথম এইরূপ ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই, তিনি তত্রত্য তালুকদারদিগের যথেচ্ছাচারিতা, প্রজাগণের ক্লেশ ও নবাবের দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হইয়া ১৮৩১ খৃঃ অব্দে নবাবকে সতর্ক করেন। ডাইরে-ক্টরেরা অযোধ্যা রাজ্য কোম্পানীর হস্তে রাখিতে স্পষ্টতঃ

আদেশ করেন, কিন্তু তিনি তৎকালে গমনোন্মুখ হইয়াছিলেন ; সুতরাং নবাবকে সতর্ক করিয়াই ক্ষান্ত হন।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক বিচারপদ্ধতি সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রবিন্সিয়াল কোর্টগুলি উঠাইয়া দেন ও জেলার জজদিগের উপর সেসন সম্পর্কীয় মোকদ্দমার ভার অর্পণ করেন। কালেক্টরেরা রাজস্বভিন্ন ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারের ভার প্রাপ্ত হন এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় কমিসনরের পদের সৃষ্টি হয়। তিনি দেশীয়দিগকে অপেক্ষাকৃত উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রধান সদর আমিনী ও ডেপুটি কালেক্টরী পদের সৃষ্টি করেন। প্রধান সদর আমিনেরা পাঁচহাজার টাকার মোকদ্দমা পর্য্যন্ত বিচার করিতে ও নিম্ন আদালতের আপিল শুনিতে সমর্থ হন। এপর্য্যন্ত এদেশের আদালত সমূহে পারসী ভাষা প্রচলিত ছিল, লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহা রহিত করিয়া আদালত সকলে সেই সেই স্থানের ভাষা প্রচলিত করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নিমিত্ত এলাহাবাদে এক উচ্চতম বিচারালয় স্থাপন করেন, ইহার দ্বারা বহুদূর হইতে লোকদিগকে আপীল করিতে আর কলিকাতায় আসিতে হইত না। এলাহাবাদে ঐ সময়ে একটী রেভেনিউ বোর্ডও স্থাপিত হয়। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজস্ববিষয়ক আইন প্রচার করেন ও রবর্ট বার্ড সাহেব তৎকার্য্যে ব্রতী হইয়া দশ বৎসর পরে এই কার্য্য শেষ করেন। এইটী লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসন সময়ের একটী মহৎ কার্য্য। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশে সহমরণ প্রথা নিবারণ করিয়া আমাদিগের চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এদেশীয় অধি-

কাংশ হিন্দু স্ত্রীলোকেরা মৃতপতির চিতারোহণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করিত, এই কুপ্রথায় বর্ষে বর্ষে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় প্রায় ছয় শত লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইত। যাহা হউক লর্ড বেণ্টিঙ্ক, কৌন্সিলের বিজ্ঞতম মেম্বর বেলী ও মেট্‌কাফ্‌ সাহেবের সাহায্যে এবং অপরাপর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর অনুমোদনক্রমে ১৮২৯ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে একখানি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই নিদারুণ প্রথা নিবারণ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঠগ নামে দস্যুদলকে দমন করিবার নিমিত্ত মেজর স্লিমান্‌কে নিযুক্ত করেন। এদেশে বিশেষতঃ মধ্যভারতবর্ষে উক্ত দস্যুরা পথিকগণের সঙ্গ লইয়া সুবিধামতে তাহাদিগকে বধ করিত, এই দৌরাত্ম্য বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল; স্লিমান্‌ সাহেব ও তাঁহার সহকারিগণের উদ্যোগে এই অত্যাচার প্রায় শেষ হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক দেশীয়দিগের বিদ্যাচর্চ্চার বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে দেশীয় কি ইংরাজি বিদ্যাধ্যাপনা প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ হয়। ব্যাবিংটন ম্যাকলে সাহেব ১৮৩৫—৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কৌন্সিলে আইন সম্বন্ধীয় সদস্য ছিলেন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বোর্ডের অধ্যক্ষতা কার্য্যও সম্পন্ন করিতেন। উক্ত বোর্ডে চার্লস ট্রিবিলিয়ন ও হোরেস্‌ উইল্‌সন্‌ সাহেব দুই প্রধান মেম্বর ছিলেন। মেকলে ও মহাত্মা ট্রিবিলিয়ন সাহেব ইংরাজি বিদ্যাচর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলেন, সংস্কৃত বিদ্যা বিশারদ হোরেস্‌ উইল্‌সন্‌ সাহেবের সহিত উহাঁদিগের মতভেদ হইলেও, গবর্ণর জেনেরল প্রথমোক্তদ্বয়ের মতাবলম্বী হইয়া ইংরাজিভাষা অধ্যাপনার মত দেন ও ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে এই বিষয়ের মীমাংসা

শেষ হয়। ইহার পর হইতে এদেশে ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষার সমধিক চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কালেজ স্থাপিত করেন; তাঁহার সময়ে লোহিত সাগর দিয়া সহজপথে ইংলণ্ড যাইবার ব্যবস্থা হয় ও সেই সূত্রে তিনি এই দেশে প্রথমে বাষ্পীয়পোত চালাইবার আদেশ করেন। লর্ড আমহর্ষ্ট পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়া দিল্লীর সম্রাট্‌কে কহিয়াছিলেন যে, এক্ষণে ইংরাজেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বে সর্ব্বা, সম্রাটের কোন প্রভুশক্তিই নাই। এই মর্ম্মান্তিক কথায় হীনাবস্থ সম্রাট্‌ সাতিশয় ব্যথিত হন ও আপন পদমর্য্যাদা পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত কোন উপযুক্ত লোককে বিলাত পাঠাইতে ইচ্ছা করেন। রাজা রামমোহন রায় এই কার্য্যের ভার লইয়া ১৮৩০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন; তিনি তথায় সম্রাটের বিশেষ কোন উপকার করিতে পারেন নাই এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় উড়িষ্যা ও গন্দোয়ানার খন্দজাতিদিগের নরবলি নিষেধ ও রজঃপুতদিগের কন্যাবধ রহিত হইবার নানারূপ উপায় অবলম্বিত হয়। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনরায় নবীকৃত হয়, ইহার দ্বারা কোম্পানীর চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া উঠিয়া যায় ও তাঁহারা বণিক্‌বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেবল রাজকার্য্যেই মনোযোগী হন। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা এই দেশে বাস করিতে বা ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিতেন না, এমন কি কোম্পানীর কর্ম্মকর ভিন্ন অপর কোন ইউরোপীয়কে কিছু কালের নিমিত্ত এই দেশে

আসিতে হইলে ডাইরেক্টরগণের বিনানুমতিতে তাঁহার আসিবার উপায় ছিল না; উক্ত সনন্দের বলে এই ব্যবস্থাটী খণ্ডিত হয়। এতদ্ব্যতীত আগরা একটী প্রেসিডেন্সী রূপে পরিগণিত এবং রাজ্য সম্বন্ধীয় অপর কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিয়মও প্রবর্ত্তিত হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে মিসনরিদিগের যত্নে কলিকাতায় জেনেরল এসেম্বিলি নামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে মে মাসে স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়বান ও অপক্ষপাতী লোক ছিলেন, তাঁহার সুশাসনে এতদ্দেশীয়দিগের ভূরিপ্রমাণ উপকার সাধিত হয়। পাছে হিন্দুরা অপরক্ত হয় এই ভাবিয়া, এপর্য্যন্ত দেশীয় খৃষ্টানেরা কোন রাজকীয় কার্য্য পাইতেন না; লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাহা রহিত করিয়া আপন ঔদার্য্য ও অপক্ষপাতিত্ব গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ন্যায় একটী সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক গমন করিলে, লর্ড অকলণ্ড তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে সার চার্লস মেট্‌কাফ্‌ সাহেব রাজ্যের ভারগ্রহণ করেন। ইনি প্রায় এক বৎসর কাল এই কার্য্য সম্পাদন করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানই ইহাঁর শাসনসময়ের প্রধান কার্য্য, ইহাতে মহাত্মা মেকলে সাহেব তাঁহার বিশেষ সাহায্য করেন। উক্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদনে এতদ্দেশীয়গণ এমন কি ভারতবাসী ইউরোপীয়গণ পর্য্যন্ত অতিশয় আনন্দানুভব করেন ও সকলে চাঁদা করিয়া তাঁহার এই

কীর্ত্তীর স্মরণার্থ কলিকাতায় "মেট্‌কাফ্‌ হল" নামে একটী উৎকৃষ্ট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। আগরা পৃথক্ প্রেসিডেন্সী হইলে সার চার্লস মেট্‌কাফ্‌ তথাকার গবর্ণর হন ও ইনি গবর্ণর জেনরলের পদ গ্রহণ করিলে পর তথায় এক জন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন বন্দোবস্ত হয়।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### লর্ড অক্‌লণ্ড ও লর্ড এলেনবরা।

লর্ড অক্‌লণ্ড ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। প্রথম আফ্‌গান যুদ্ধই তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ের প্রধান ঘটনা। রাজ্যভার গ্রহণের অল্পদিন পরেই তাঁহাকে উক্তযুদ্ধের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। জৈহুন নদীর উত্তরদিকে ইউজবেগ ও দক্ষিণে আফ্‌গান জাতির নিবাসস্থান। বর্ত্তমান খিবা, বুখারা ও খোকন্দ প্রদেশত্রয় ইউজবেগদিগের রাজ্যভুক্ত। রুসিয়ানেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউজবেগ রাজ্যের প্রান্তবাসী পশুচারণোপজীবি জাতিদিগের অধিকৃতস্থান সমূহ আয়ত্ত করেন ও লর্ড অক্‌লণ্ডের এদেশে আগমনের সময় ইউজবেগদিগের অধিকারে উহাঁদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। রুসিয়ানদিগের এইরূপ কার্য্যে ইংরাজদিগের মনে সহজেই বিভীষিকার উদয় হয়; তন্নিবন্ধন ইংরাজেরা নিরাশঙ্ক হইবার জন্য আফ্‌গানদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, আফ্‌গানিস্থানে রুসিয়ানদিগের পদবিক্ষেপ সম্ভাবনা তিরোহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কারণ

ঐ অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষেরদিকে আসিতে হইলে উক্ত প্রদেশ দিয়া গমন ভিন্ন অন্য পথ নাই। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ নাদির সাহের মৃত্যু হইলে আফ্‌গানেরা পারস্য রাজ্যের অধীনতা ত্যাগ করিয়া আপনাদিগের অধিপতি নির্ব্বাচন করেন। আফ্‌গানদিগের মধ্যে আবদালী বা দুরাণী জাতিরা বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং খিলিজীরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। আবদালীদিগের বারকজাই বলিয়া একটী প্রধান শাখা ছিল, এই উভয়দলে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব থাকায় আফ্‌গানদিগের ইতিহাস উক্ত উভয়জাতির কার্য্য কলাপের বিবৃতি মাত্র। আবদালীদিগের অধিনায়ক প্রসিদ্ধ আমেদ সাহ নির্ব্বাচিত হইয়া আফ্‌গানিস্থানের আমীর-হন ও বারকজাইদিগের দলপতি জিমল খাঁ রাজ্যেব প্রধান মন্ত্রী হন। রাজা ও রাজমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রায়ই তুল্যরূপ ছিল। সাহসুজা, আমেদ আবদালীর ও দোস্ত-মহম্মদ, জিমল খাঁর পৌত্র ছিলেন। আমেদ সাহের পৌত্র বিখ্যাত জিমন সাহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইলে, তাহার ভ্রাতা মহম্মদ সাহ ১৮০০ খৃঃ অব্দে তৎপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জিমল খাঁর পৌত্র মন্ত্রী ফতে খাঁ সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় মহম্মদ সাহের অপর ভ্রাতা সাহ সুজা আফ্‌গানিস্থানের রাজপদ প্রাপ্ত হন। সাহসুজা, মন্ত্রীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮০৯ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন ও শেষে পদচ্যুত মন্ত্রীর চক্রান্তে ভীত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক কোম্পানীর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং কোম্পানীর ধনাগার হইতে বৃত্তি পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অকৃতজ্ঞ মহম্মদ সাহ মন্ত্রীর

চেষ্টায় পুনরায় রাজপদ লাভ করিয়া তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। ফতেখাঁর কনিষ্ঠ সহোদর দোস্তমহম্মদ খাঁ ভ্রাতৃ-নিগ্রহের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত কাবুলে গমন করিলে, মহম্মদ সাহ হিরাটে পলায়ন করেন। কিছুদিন গোল-যোগের পর ১৮২৬ খৃঃ অব্দে দোস্ত মহম্মদ আমীর হইলেন। রণজিৎ সিংহ এই সুযোগে পেশোর আত্মসাৎ করেন এবং ১৮৩৪ খৃ অব্দে সাহ সুজা তাঁহার সাহায্যে আপন পদ লাভে প্রয়াস পান, কিন্তু দোস্তমহম্মদের নিকট কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়েই রণজিৎ সিংহ সাহসুজার নিকট কোহিনুর নামক প্রসিদ্ধ হীবকখণ্ড গ্রহণ করেন। দোস্তমহম্মদ পেশোর উদ্ধারমানসে লর্ড অকলণ্ডের নিকট সাহায্য চাহিলে, তিনি রণজিৎসিংহের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইতে হইবে বলিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হন। দোস্ত মহম্মদ অগত্যা রুসিয়ার সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপনে তৎপর হন। পূর্ব্বেই পারস্য-রাজের সহিত রুসিয় সম্রাটের মিত্রতা স্থাপিত হয়, এক্ষণে দোস্ত মহম্মদের এতাদৃশ আচরণ দেখিয়া ইংরাজেরা সাহ-সুজাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এইরূপে প্রথম আফ্‌গান সমর আরম্ভ হয়।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ১লা অক্টোবর লর্ড অকলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কোয়েটা নামক স্থানে বোম্বাই ও বঙ্গ বিভাগীয় সৈন্য মিলিত হয় ও সার জন কীন কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে এপ্রেল মাসে কান্দাহার অধিকৃত হইলে, সেনাপতি নট্‌ ও রলিন্‌সন্‌ তথায় অবস্থিতি করেন ও অবশিষ্ট সৈন্য জুলাই মাসে গজনী অধিকার করিলে, দোস্ত

মহম্মদ বোখারায় পলায়ন করেন। ৭ই আগষ্ট ইংরাজ-সৈন্য কাবুলে উপস্থিত হয় ও সাহসুজা সিংহাসন লাভ করেন। এদিকে একদল সৈন্য খাইবারপাস্ (গিরি সঙ্কট) অতিক্রম পূর্ব্বক আলীমসজিদ ও জেলালাবাদ গ্রহণ করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে কাবুলে উপস্থিত হয়। বিজ্ঞবর সার উইলিয়ম ম্যাক্‌নটন্ সাহেব কাবুলে মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ স্বপদ পাইবার নানা রূপ চেষ্টা করিয়া শেষে পার্ব্বান নামক স্থানে পরাজিত হইয়া ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ১লা নবেম্বর ম্যাক্‌নটনের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। দোস্ত মহম্মদ বন্দী হইয়া কলিকাতায় আনীত হন ও তথায় সমাদরে অবস্থিতি করেন। দোস্ত মহম্মদ সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইতেন ও কথিত আছে এই উপলক্ষে তিনি গবর্ণর জেনরলের ভগিনী কুমারী ইডেনের সহিত সময়ে সময়ে সতরঞ্চ ক্রীড়া করিতেন। সাহসুজাকে রক্ষার্থ আফ্‌গানিস্থানে ইংরাজসৈন্য কিছু দিন অবস্থিতি করে। ১৮৪১ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম কয়েক দিন সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। কিন্তু ক্রমে আফ্‌গানদিগের শত্রুতার চিহ্ন প্রকাশ পায়; সেনাপতি সেল্ কাবুল ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন ও যুদ্ধ করিতে করিতে ১২ই নবেম্বর জেলালাবাদে উপস্থিত হন। তিনি পরে অসমসাহসিকতার সহিত উক্ত নগর রক্ষা করেন। এদিকে ২রা নবেম্বর কাবুলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও সার আলেক্‌জণ্ডার বরনেস্ নামক জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী নিহত হন। দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ এই সময়ে কাবুলে

উপস্থিত হন, ইনি পূর্ব্বেই পিতার দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। শীতের প্রাদুর্ভাব বশতঃ ইংরাজদিগের জেলালাবাদে প্রস্থানের পরামর্শ ব্যর্থ হয় ও তাঁহারা বিপক্ষদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে ২৩ ডিসেম্বর কাবুলে একটী দরবার হয়; তথায় ম্যাক্‌নটন সাহেব গমন করেন ও আকবর খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হন। যাহা হউক পরে আন্তরিক বা বাহ্যেই হউক আকবর খাঁ আপন দোষ স্বীকার কবেন ও উভয়পক্ষে একপ্রকার সন্ধি স্থাপিত হইলে, ইংরাজ-সৈন্য অগত্যা কাবুল পরিত্যাগ কবিতে বাধ্য হয়। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ৬ই জানুয়ারি ইংরাজসৈন্যেরা কাবুল হইতে যাত্রা করে; এই সময় আকবব খাঁ, ইংবাজসৈন্য নিরুপদ্রবে আফ্‌গানিস্থান ত্যাগ কবিবার প্রতিভূস্বরূপ এল্‌ফিনষ্টোন, সেণ্টন প্রভৃতি সেনাপতিগণ, কতকগুলি ইংরাজমহিলা ও অপরাপর ইংবাজকে বন্দীভাবে রাখিয়া ইংবাজসৈন্যেব পশ্চাদ্‌গমন করেন। নিয়মিত আহাবাদির অভাবে, নেতৃ-বর্গেব শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচালনা বিরহে ও বরফ আবৃত পথে আফ্‌গানদিগের সম্যক্ আক্রমণে উহাদিগের যৎপবোনাস্তি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তাহারা প্রাণপণে খাইবারপাস্ উত্তীর্ণ হইয়া আত্মরক্ষার্থ কৃতসঙ্কল্প হয়। কিন্তু উপত্যকাবাসী খিলিজীদিগের অনবরত গোলাবর্ষণে সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে ও পরিশেষে নানারূপ ক্লেশের পর চারি হাজাব সৈন্য ও বার হাজার রেশালা ধরাশায়ী হয়। কেবল ডাক্তার ব্রাইডেন নামক জনৈক কর্ম্মচারী অর্দ্ধমৃতাবস্থায় জেলালা-বাদে পৌঁছিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ দেন। এই ঘটনাটী

ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। আফ্গানিস্থানের এইরূপ গোলযোগের সময় ডাইরেক্টরগণের আদেশে লর্ড অক্লণ্ড পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। লর্ড অক্লণ্ড অযোধ্যার নবাবের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ও সেতারার রাজা দোষী বলিয়া পদচ্যুত এবং তাঁহার ভ্রাতা তৎপদ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সময়ে প্রথমে চীনসংগ্রাম উপস্থিত হয়। চীনদেশস্থ প্রকৃতিবর্গ অধিক পরিমাণে অহিফেণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে, সম্রাট্ উক্তদ্রব্যের বাণিজ্যকারী ইংলণ্ডীয় বণিক্দিগের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন। সার হিউ গফ তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করেন ও শেষে সম্রাট্ সন্ধি করিতে বাধ্য হন; এই সন্ধির দ্বারা ইংরাজেরা হঙ্কদ্বীপ প্রাপ্ত হন। লর্ড অক্লণ্ড ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ১২ মার্চ্চ স্বদেশ যাত্রা করেন; তিনি ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন এবং অবসর পাইলে বোধ হয় এদেশের উপকার করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি শিক্ষাবিভাগসম্বন্ধীয় এক মন্তব্য প্রকাশ করেন, কিন্তু সময়াভাবে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে হুগলী ও ঢাকা কালেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা সিকিমরাজের নিকট হইতে দার্জ্জিলীং প্রাপ্ত হন।

তৎপরে লর্ড এলেনবরা গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হন। আকবর খাঁ এদিকে জেলালাবাদ অক্রমণপূর্ব্বক অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে কাবুলে চলিয়া যান। ঐ সময়ে আফ্গানেরা সাহসুজাকে নিহত ও তৎপুত্র ফতেজঙ্গকে আমীর বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি জীবনবিষয়ে সন্দীহান হইয়া জেলালাবাদে সেনাপতি পলকের শরণাপন্ন হন। এক্ষণে

লর্ড এলেনবরা কান্দাহার ও জেলালাবাদ হইতে সেনাপতি-দিগকে চলিয়া আসিতে আদেশ করেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা এই আদেশে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হন। পরে গবর্ণর জেনেরলের মত পরিবর্ত্তিত হয় ও সেনাপতিরা প্রোৎসাহিত হইয়া কাবুল অভিমুখে অভিযান করেন। সেনাপতি পলক্ ও সেল্ শীঘ্রই তিজন উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় পূর্ব্বকৃত নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের ভূরি ভূরি চিহ্ন সকল দেখিয়া সৈন্যগণ যুগপৎ ভয়ে ও বৈরনির্য্যাতনস্পৃহায় বিহ্বল হইয়া পড়ে। এইস্থানে আকবর খাঁর সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলে তিনি পলায়ন করেন ও ১৮৪২ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বালাহিসারের উপদুর্গে ইংরাজ-দিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হয়। সেনাপতি নট্ও গিজনি অধিকার পূর্ব্বক কাবুলে উপস্থিত হন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ইংরাজবন্দিগণ রক্ষকদিগকে উৎকোচ প্রদান-পূর্ব্বক পলাইয়া কাবুলে উপস্থিত হন। অতঃপর ইংরাজ-সৈন্যেরা কাবুলের সুবিখ্যাত পণ্যশালা ধ্বংস করে ও অধিবাসিগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হয়। আফ্গানিস্থান অধিকার করা কোম্পানীর অভিপ্রেত ছিল না, সুতরাং ইংরাজসৈন্য তথা হইতে চলিয়া আইসে ও দোস্তমহম্মদ সিংহাসন লাভ করিতে অনুমত হন। ইহার পরে সিন্ধুদেশে একটী গোলযোগ উপস্থিত হয়। সিন্ধুদেশ কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত ছিল, খণ্ডাধিপতিরা আমীর বলিয়া অভিহিত ; তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু সন্ধি বিগ্রহাদিতে একমত হইয়া কার্য্য করিতেন। আমীরেরা

প্রথমে কোম্পানীর বিদ্বেষ্টা ছিলেন ও কোন মতে ইংরাজদিগকে সিন্ধু প্রদেশে বাণিজ্য করিতে দেন নাই। ইহার পর কয়েক বার আমীরদিগের সহিত সন্ধিস্থাপিত হয় ও ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের সন্ধির মর্ম্মানুসারে তাঁহারা সিন্ধুপ্রদেশে একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট রাখিতে সম্মত হন। আফ্‌গানিস্থানের যুদ্ধের প্রথমে আমীরেরা ইংরাজদিগের অনেক উপকার করেন, কিন্তু উক্ত স্থলের দুর্ঘটনার পর কোন কোন আমীর উহাঁদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। বিপক্ষ আমীরদিগের দোষানুসন্ধান ও সিন্ধু প্রদেশের গোলযোগ নিবারণ করিতে, ১৮৪২ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে সার চার্লস নেপিয়র সসৈন্যে সিন্ধু প্রদেশে গমন করেন। প্রধান আমীর মীর রস্তমের ভ্রাতা আলী মোরাদের কুপরামর্শে চার্লস নেপিয়রের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় ও আমীরেরা বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেও, তিনি তাঁহাদিগের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করেন এবং মীর রস্তমের অত্যন্ত দুর্গতি হয়। নানারূপ গোলযোগের পর আমীরেরা ইচ্ছুক না হইলেও তাঁহাদিগের অধীনস্থ দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদিগের উৎসাহে শেষে যুদ্ধ ঘটিয়া উঠে। প্রথমে ফেব্রুয়ারি মাসে মিয়ানি ও পরে ২৪ সে আগষ্ট হায়দরাবাদের যুদ্ধে আমীরেরা পরাস্ত হন। যুদ্ধান্তে সিন্ধুপ্রদেশ কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয় ও আমীরেরা বৃত্তিভোগী হইয়া বারাণসীতে থাকিতে আদিষ্ট হন।

লর্ড এলেনবরা কিছুদিন সিন্ধিয়ারাজ্যের গোলযোগ লইয়া ব্যস্ত হন। মহারাজ জঙ্কজী রাজকার্য্যক্ষম ছিলেন না, মন্ত্রীই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দাদা খাস্‌জী ও মহারাজের পিতব্য মামা সাহেব এই উভয়ের মধ্যে

প্রধান মন্ত্রিত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিই কৃতকার্য্য হন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে মহারাজ জঙ্কজীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান মহারাজ জয়জিরাও সিন্ধিয়াই সেই দত্তক পুত্র। লর্ড এলেনবরা মামা সাহেবকে রাজ্যের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, কিন্তু রাজমাতা দাদা খাস্‌জীকেই তৎপদ প্রদান করেন। লর্ড এলেনবরা ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু দাদা খাস্‌জী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই মহারাজের প্রভূত সৈন্যবল আয়ত্ত করেন। গোয়ালিয়রের সৈন্যবল হ্রাস করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে ও এই সময়ে তথায় কতকগুলি হত্যাকাণ্ড শেষ হইলে, গবর্ণর জেনেরল সিন্ধিয়ারাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে স্বয়ং আগরা গমন করেন। রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হইবার ভয় করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন; ইতিপূর্ব্বেই সার হিউ গফ্‌ও সৈন্য লইয়া সিন্ধিয়ারাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ২৯ শে ডিসেম্বর একদিবসেই মহারাজপুর ও পুনিয়ার নামক উভয় স্থানেই সিন্ধিয়ার সৈন্যেরা পরাস্ত হয়। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে সিন্ধিয়ারাজ্যের সহিত কোম্পানীর সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা রাণী বৃত্তি পাইয়া রাজকার্য্য হইতে বিরত হন ও নাবালক রাজার বয়ঃপ্রাপ্তির কাল পর্য্যন্ত ছয় জন মন্ত্রী রেসিডেণ্টের সম্মতিতে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন স্থির হয়। এই সময় হইতেই সিন্ধিয়ারাজ্যের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ খর্ব্ব হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ হরিরাও হুলকার কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার দত্তকপুত্র রাজপদ লাভ করেন; তিনিও

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, প্রথমোক্তের মাতা এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। কারণ তিনি ভিন্ন দত্তক-পুত্র গ্রহণের অধিকার কাহারই ছিল না। ইন্দোরের বর্ত্তমান মহারাজ তুকাজীরাও হুলকারই সেই দত্তকপুত্র। লর্ড এলেনবরার শাসনসময়ে কৌন্সিলের সুদক্ষ মেম্বর উইল্‌বারফোর্স বার্ড সাহেবের যত্নে এদেশে কয়েকটী হিত-কর কার্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ পুলিস্ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি হয় ও দারোগারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন; ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্টি হয়, উক্ত পদ এতদ্দেশী-য়েরাই প্রায় পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতা, বোম্বে ও মান্দ্রাজ নগরত্রয়ের স্বাস্থ্যাদি উৎকর্ষবিধানার্থ আয়সংস্থানোদ্দেশে যে লুবতি খেলা হইত তাহা রহিত হয়; ইহা অধিকাংশ ব্যক্তিরই অনিষ্টজনক ছিল। তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষে যে সামান্যরূপ দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাও রহিত হয়, ডাইরেক্টরদিগের সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় লর্ড এলেনবরা কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট এই দেশ ত্যাগ করেন; তিনি অতি-শয় পরিশ্রমী ও উৎসাহশীল লোক ছিলেন।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড ডালহৌসি।

লর্ড এলেনবরা গমন করিলে, লর্ড হার্ডিঞ্জ তৎপদ প্রাপ্ত হন ও ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ২৩সে জুলাই কার্য্যভার

গ্রহণ করেন। তিনি আসিয়াই শিখদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হন; অতএব এস্থলে শিখদিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। আদৌ পঞ্জাবে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীতে নানক নামক এক ব্যক্তি উহাদিগের মধ্যে এক নূতনধর্ম্ম প্রচার করেন, এই জন্য উহাদিগের ধর্ম্মকে নানকপন্থী ধর্ম্ম কহে। নানক শিখদিগের প্রথম গুরু ও ঐ গুরুরাই ইহলোকে পরমেশ্বরের প্রেরিত বলিয়া বিশেষ পূজ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে গুরু-গোবিন্দ নানকপন্থী ধর্ম্মের সংস্করণ করেন। শিখেরা "খাল্‌সা" অর্থাৎ মুক্ত এই নামে অভিহিত হয়। খাল্‌সারা প্রথমে দ্বাদশটী দলে বিভক্ত হয় ও প্রত্যেক দলের প্রধান, সর্দ্দার নামে অভিহিত হন। প্রত্যেক সর্দ্দার এক একটী ক্ষুদ্র বিভাগের, অধিপতি হইয়া তথায় স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেন, কিন্তু সাধারণ কার্য্যোপলক্ষে সকলে মিলিত হই-তেন। উক্তরূপ এক একটী বিভাগকে "মিসিল" কহিত, ক্রমে মিসিলের সংখ্যা কখন অধিক কখন বা ন্যূন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৃহবিচ্ছেদ ও সময়ে সময়ে মোগল ও আফ্‌গানদিগের আক্রমণে শিখেরা ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং তাহাদের একতার হ্রাস হইয়া আইসে। পূর্ব্বোক্তরূপ একটী মিসিলাধিপতি রণজিতের পিতা মহাসিংহ ঐ সময়ে আপন রণপাণ্ডিত্য ও সাহস প্রকাশ করিয়া শিখদিগকে চম-কৃত করেন ও অনেকে তাঁহার বশীভূত হয়। রণজিৎ সিংহ পিতার ন্যায় সাহসী ও তেজস্বী ছিলেন; তিনি ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ২রা নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাবালক অব-স্থায় মহাসিংহ পরলোক গমন করিলে রণজিতের মাতা

ও মহাসিংহের দেওয়ান মিসিলের কার্য্য সম্পাদন করেন। রণজিতের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাও বিকাশোন্মুখ হয়। জিমননাহ্ এই অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবার নিকট উপকৃত হইয়া তাঁহাকে লাহোরের আধিপত্য প্রদান করেন; পঞ্জাব প্রদেশ ঐ সময়ে জিমন সাহের অধিকৃত ছিল। কালক্রমে রণজিৎ, আফ্‌গানদিগকে পঞ্জাব হইতে দূরীকৃত ও কাশ্মীর, মুল্‌তান, পেশোর প্রভৃতি প্রদেশগুলি স্বরাজ্যভুক্ত করেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহের মৃত্যু হয়, তিনি অসাধারণ সাহসী, বুদ্ধিমান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী লোক ছিলেন ও পৃথিবীর একজন বীরাগ্রণী বলিয়া পরিচিত আছেন। রণজিৎসিংহ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ছিলেন ও বসন্ত রোগে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়; তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু স্বীয় অমানুষী প্রতিভাবলে মহৎকার্য্য শেষ করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজদিগের প্রতাপ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাবেই চলিতেন। তিনি একদা ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিবার সময় কোন লোককে মানচিত্রস্থিত লোহিতবর্ণচিহ্নিত স্থান গুলি কাহাদিগের অধিকৃত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করেন যে, এই গুলি ইংরাজাধিকৃত স্থান। তাহাতে রণজিৎসিংহ আপন পরিণামদর্শিতাবলে বলিয়া উঠেন যে, "কাল মে সব্ লাল হো জায়েগা" অর্থাৎ কালে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের অধীন হইবে। গোলাব সিংহ ও ধ্যান সিংহ নামক রজঃপুত জাতীয় ভ্রাতৃদ্বয় সামান্য সৈনিককার্য্য হইতে ক্রমে রণজিতের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন ও ক্রমে

জ্যেষ্ঠ গোলাব সিংহ জম্বু নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা হন এবং কনিষ্ঠ ধ্যান সিংহ লাহোরে প্রধানমন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত থাকেন। রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গা সিংহ রাজপদ লাভ করেন, তাঁহার পুত্র নৌনিহাল সিংহ পিতার ন্যায় ক্ষমতাহীন লোক ছিলেন না। পিতা ও পুত্রে উভয়েই উক্ত দুই ভ্রাতার উপর বিরক্ত ছিলেন ও তাঁহাদিগের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হন। পরে ধ্যান সিংহ পদচ্যুত হন। খড়্গা সিংহ এক বৎসরের মধ্যে নিহত হন ও তাঁহার পুত্র পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ করিয়া নগর প্রবেশ কালে, ফটক ভাঙ্গিয়া পড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনেকে অনুমান করেন, ধ্যান সিংহের উদ্যোগেই এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। খড়্গা সিংহের পত্নী রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং শেষে পদচ্যুত ও নিহত হন। ধ্যান সিংহ রণজিৎসিংহের পুত্র সের সিংহকে রাজপদ প্রদান করিয়া স্বয়ং মন্ত্রী হন। পরে রাজা ও মন্ত্রী পরস্পর বিবাদমান হইয়া উভয়ে উভয়ের বধ সাধন করেন। এই সময়ে পঞ্জাবে খাল্‌সা সৈন্যদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। ধ্যান সিংহের পুত্র হীরা সিংহ রণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র নাবালক দলীপ সিংহকে রাজপদ প্রদান করিতে ও তাঁহার মাতা রাণী ঝিন্দুনকে রাজ্যের প্রতিভূ করিতে সমর্থ হন। হীরা সিংহ মন্ত্রী হইলেও দুর্দ্দমনীয় খাল্‌সা সৈন্যদিগের হস্তে শীঘ্র নিহত হইলেন। রাজমাতা আপন প্রিয়পাত্র লাল সিংহ নামক জনৈক প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিলেম ও তেজ সিংহ নামক একজন সর্দ্দার সেনাপতি হইলেন। দুর্দ্দান্ত খাল্‌সা সৈন্যদিগকে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত

রাখিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে পঞ্জাব নিরাপদ করিবার ও তথায় আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য লাল সিংহ ও তেজ সিংহ রাজমাতার পরামর্শে বিপুলসৈন্য ও কতকগুলি কামান লইয়া ইংরাজাধিকারে প্রবেশ করেন।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ১৬ই ডিসেম্বর তাঁহারা শতদ্রুনদী পার হইয়া ফেরোজপুরের অদূরে ছাউনি করেন। লর্ড এলেনবরা ও লর্ড হার্ডিঞ্জ পঞ্জাবের এতাদৃশ অবস্থা দৃষ্টে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হন। লাল সিংহ তত্রত্য দুর্গের অধিনায়ক সেনাপতি লিটারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া ও তথায় তেজ সিংহকে রাখিয়া ফেরোজসহরের দিকে গমন করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ব্বেই শিখদিগের বিষয় অবগত হইয়া ১৩ই তারিখে যুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক প্রধান সেনাপতি সার হিউ গফের সহিত অগ্রবর্ত্তী হন। লাল সিংহ ১৮ই তারিখে মুদ্‌কী নামক স্থানে পরাজিত হন ও অতঃপর লর্ড গফ্ ও লিটারের অধীনস্থ সৈন্যেরা মিলিত হইয়া ২১ সে তারিখে ফেরোজসহরে শিখদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; শিখেরা অসমসাহস ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ-পূর্ব্বক দুই দিন যুদ্ধ করিয়া, শেষে লাল সিংহের দোষে পলায়ন করে। এই যুদ্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জ বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি কিরূপ শত্রুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তেজ সিংহ ফেরোজপুর হইতে সেনাপতি লিটারের প্রস্থান সংবাদ শুনিয়া ত্বরিতপদে ফেরোজসহরে উপস্থিত হন ও তথায় শিখসৈন্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া ইংরাজসৈন্যের উপর কিছুক্ষণ গোলাবর্ষণ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ২৬সে জানুয়ারি- শিখেরা পুনরায় আলিওয়াল নামক স্থানে সেনাপতি

স্মিথ্ কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নৈরাশ্যে লাহোরস্থ কর্ম্মচারীরা লালসিংহকে পদচ্যুত করিলেন ও জম্বুরাজ গোলাব সিংহকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে গবর্ণর জেনেরলের সহিত সন্ধিশেষ করিতে ভারার্পণ করিলেন। তিনি সন্ধির প্রার্থনা করিলে লর্ড হার্ডিঞ্জ যেরূপ উত্তর করিলেন, তাহাতে সন্ধির আশা বিফল হইল। শিখেরা পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সব্রেঁা নামক স্থানে উপস্থিত হইল, তথায় ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পুনরায় শিখসৈন্য তুমুল সংগ্রাম করিয়া শেষে পরাস্ত হয়। গবর্ণর জেনেরল এক্ষণে সসৈন্যে লাহোরে উপস্থিত হইলেন ও তথায় সর্দ্দারগণের সহিত ৯মার্চ্চ তারিখে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ইহার দ্বারা স্থির হইল যে, শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্দর দোয়াব ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে, তাহারা যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দেড় কোটী টাকা পাইবেন; শিখসৈন্য সংখ্যার হ্রাস হইবে ও মহারাজ দলীপ সিংহ পঞ্জাবেশ্বর থাকিবেন। এই সময়ে শিখদিগের টাকার অপ্রতুল হইলে, গোলাব সিংহ এক কোটী টাকা প্রদান করেন ও তদ্বিনিময়ে কাশ্মীর ও জম্বু রাজ্য তাঁহার স্বত্বাস্পদীভূত হয়। তিনি এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের প্রতিকূলতা না করিয়া বরং তাঁহাদিগের স্বপক্ষ ছিলেন; তাঁহারই পুত্র কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজা। লাল সিংহ পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ করেন, কিন্তু তিনি গোলাব সিংহের উচ্ছেদসাধনে চক্রান্ত করিতেছিলেন বলিয়া পদচ্যুত হন ও জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কোম্পানীর রাজ্যে বৃত্তিভোগী থাকিয়া অতিবাহিত করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ পুনরায় সর্দ্দারগণের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করি-

লেন যে, আটজন সর্দ্দার রেসিডেন্টের মতাবলম্বী হইয়া মহারাজের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ও কতকগুলি ইংরাজসৈন্য পঞ্জাবে অবস্থিতি করিবে। এইরূপে প্রথম শিখসংগ্রাম শেষ হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশের কতকগুলি লোকহিতকর কার্য্য সাধিত করেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান খালটীর খননকার্য্য শেষ করিবার উপায় বিধান ও এদেশীয় কৃতবিদ্য গণের রাজকীয়কর্ম্ম পাইবার এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে এপর্য্যন্ত যে সহমরণ প্রথা চলিতেছিল, তিনি তাহা রহিত করিবার উপায় বিধান করেন। রাজপুতদিগের কন্যাবধ, ঠগদিগের দস্যুতা ও খন্দজাতিদিগের নরবলি এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে তাহা নির্ম্মূলিত হয়। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির নিমিত্ত একশত একটী আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় (হার্ডিঞ্জ মডেল) স্থাপিত হয় এবং কৃষ্ণনগর কালেজও তাঁহার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সদাশয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর টমাসন সাহেবের রুড়কীতে ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ অত্যন্ত মহামনা ও সদ্‌গুণালঙ্কৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন্‌ এবং এতদ্দেশীয়দিগের সম্পূর্ণ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ স্বদেশ যাত্রা করেন।

লর্ড ডালহৌসি ছত্রিশ বৎসর বয়সে গবর্ণর জেনেরল হইয়া ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১৯ শে জানুয়ারি কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে বার্ড সাহেব কিছুদিন

প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরেল হন। লর্ড ডালহৌসির আগমনের চারিমাস পরেই পঞ্জাবে পুনরায় যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়। পঞ্জাবের অধীনস্থ মুল্তান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মুলরাজ দ্বারা দ্বিতীয়বার শিখ সংগ্রাম উপস্থিত হয়; তিনি ১৮৪৪ খৃং অব্দে উক্ত পিতৃপদ লাভ করেন। লাহোর দরবার তাঁহার নিকট এককোটী টাকা নজর চাহেন, কিন্তু মুলরাজ পঞ্জাব রাজ্যের গোলযোগের সময় কিছু দিনের নিমিত্ত অর্থের দায় হইতে নিষ্কৃতিপান ও পরে নানাছল করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। রেসিডেণ্ট ও রাজমন্ত্রীরা, দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারীর সহিত খাঁ সিংহকে মুল্তানের শাসনভার গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন। উক্ত কর্ম্মচারী দ্বয়ের সহিত মুলরাজের মনোমালিন্য হইলে, পরে তাঁহারা নিহত হন ও মুলরাজ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। ইংরাজসেনাপতি এড্ওয়ার্ডস ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১৮ই জুন মুলরাজকে পরাস্ত করিলে, তিনি মুলতানস্থ উপদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপরে সেনাপতি হুয়িস, রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক মুল্তানে প্রেরিত হন; ইতিপূর্ব্বে লাহোরদরবার সেনাপতি এড্ওয়ার্ডসের সাহায্যার্থ সেরসিংহ নামক একজন ক্ষমতাশীল সর্দ্দারকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হুয়িস, সেরসিংহকে শত্রুসৈন্যের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া যুদ্ধোদ্যমে ক্ষান্ত হন। ইত্যবসরে রাজমাতা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন, ইহা প্রকাশ পাইলে, তিনি বারাণসীতে প্রেরিত হন ও তথায় বৃত্তিভোগী হইয়া থাকেন। শিখ সর্দ্দারেরাও রেসিডেণ্টকৃত রাজস্ববিষয়ক বন্দোবস্তে আন্তরিক ক্রুদ্ধ

হইয়াছিলেন। নানাকারণে পঞ্জাবে বিদ্রোহানল উত্থাপিত হইলে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। লর্ড ডালহৌসি বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১০ই অক্টোবর স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে যাইবার অভিলাষে যাত্রা করেন। সেরসিংহ ইতিপূর্ব্বেই মুল্তান হইতে লাহোর গমন করেন ও এক্ষণে সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রবর্ত্তী হইলে, লর্ড গফ্ও সৈন্য লইয়া উপস্থিত হন। ২২সে নবেম্বর রামনগরে সেরসিংহের সহিত যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষেরই জয়লাভ হয় নাই। ইহার পরে সাদুল্লাপুর নামক স্থানে সেনাপতি থ্যাক্ওয়েলের সহিত সেরসিংহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন, দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর রাত্রি আসন্নপ্রায় দেখিয়া ইংরাজসেনাপতি যুদ্ধ স্থগিত করেন; সেরসিংহ ঐ রাত্রিতেই তথা হইতে প্রস্থান করেন। পরে প্রায় দেড় মাস উভয়পক্ষে কোন যুদ্ধ ঘটে নাই, শেষে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ১৩ই জানুয়ারি প্রসিদ্ধ চিনিয়ানালার যুদ্ধে শিখেরা অসমসাহস ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করেন এবং প্রভূত ইংরাজসৈন্যের ক্ষয় হয়, ইহাতে বোধ হয় ইংরাজেরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এদিকে বোম্বাই বিভাগীয় সেনাপতি, হুয়িসের সহিত মিলিত হইলে তিনি মুল্তান আক্রমণ করেন ও মুলরাজ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া শেষে আত্মসমর্পণ করেন। হুয়িস তৎপরে প্রধান সেনাপতির সহিত মিলিত হন ও ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ২২ সে ফেব্রুয়ারি গুজরাট নামক স্থানে সেরসিংহ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। এই যুদ্ধেই পঞ্জাবের স্বাধীনতা বিলুপ্ত ও খাল্সা সৈন্যগণের অনলপ্রায় তেজোরাশি নির্ব্বাণ হয়।

যুদ্ধবীর সেরসিংহ অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজবন্দিগণকে তাঁহাদিগের শিবিরে প্রেরণ করেন ও স্বয়ং প্রধান সেনাপতির নিকট অনুকম্পা লাভার্থ উপস্থিত হন। মুলরাজ ধৃত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও অল্পদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক্ষণে লর্ড ডালহৌসি কালব্যাজ না করিয়া এই মর্ম্মে ঘোষাণপত্র প্রচার করিলেন যে, অতঃপর পঞ্জাবরাজ্য ব্রিটিস্-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল; মহারাজ দলীপসিংহ বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন ও যে সকল সর্দ্দারেরা যুদ্ধকালে বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভূমিসম্পত্তি সমস্ত বাজেয়াপ্ত হইবে তাঁহারা সামান্য বৃত্তি পাইবেন মাত্র। দ্বাদশবর্ষীয় মহারাজ দলীপসিংহ প্রধান প্রধান শিখ ও ইংরাজকর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ২৯সে মার্চ্চ রাজ্যপরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ঐ দিনই তাঁহার পিতৃসিংহাসনে বসিবার শেষদিন। অতঃপর লর্ড ডালহৌসি পঞ্জাবের রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় বন্দোবস্তের সমাধান করিলেন। আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ এই সময়ে শিখদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ১৮৫৫ খৃঃঅব্দে লর্ড ডালহৌসি পুনরায় তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন পূর্ব্বক সন্ধি করেন। মহারাজ দলীপসিংহ এক্ষণে স্কটলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন। পঞ্জাবের যুদ্ধশেষ হইবার তিন বৎসর পরে লর্ড ডালহৌসিকে ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হয়। পূর্ব্বকৃত সন্ধির পর ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যপোত সমূহ ব্রহ্মদেশীয় বন্দর সকলে গতিবিধি করিত। পরে ব্রহ্মদেশীয় রাজকর্ম্মচারীরা ইংরাজ বণিক্ ও পোতস্থ অপরাপর কর্ম্মচারীর সহিত কুব্যবহার

করিতে আরম্ভ করিলে ইহার প্রতিবিধান আবশ্যক হইয়া উঠে। যাহাতে সহজে মীমাংসা হয় এই উদ্দেশে লর্ড ডালহৌসি ব্রহ্মপতিকে কয়েকবার পত্র লিখেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; সুতরাং যুদ্ধ উপস্থিত হয় ও ইংরাজসৈন্য রেঙ্গুণে গমন করে। ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যেরা ভয়ে পলায়নপর হয় ও ইংরাজেরা রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। এই উপলক্ষে লর্ড ডালহৌসি পেগু প্রদেশটী ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন ও ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ২০ সে ডিসেম্বর তৎসম্বন্ধীয় ঘোষণা পত্র প্রচারিত হয়। এই সময় হইতে রেঙ্গুণ ব্রিটিস্ বর্ম্মার প্রধান নগর হইয়াছে ও ইহাব ার হইতে উক্ত নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

দেশীয় রাজারা ঔরস পুত্রাভাবে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে, সেই দত্তক পুত্র রাজ্যাধিকারে সত্ত্ববান হইতে পারিবেন কি না, লর্ড ডালহৌসির সময়ে এই বিষয়ের একটী ঘোর বিতণ্ডা হয়। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল কৌন্সিলের সহিত এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইলে যদি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে না হয়, তাহা হইলে আমারা রাজ্যবৃদ্ধি করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। মহামনা হার্ডিঞ্জও উক্ত মতের একজন পোষক ছিলেন। লর্ড ডালহৌসি তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া এই মীমাংসা করেন যে, যে সকল দেশীয় রাজা ইংলণ্ডের প্রসাদে রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা অপুত্রক বা কোন রূপ উত্তরাধিকারী বিহীন হইলে, সেই সেই রাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে। লর্ড ডালহৌসির সময়ে যে কয়েকটী রাজ্য উত্তরাধিকারীর

অসত্বে ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, সে সমস্তই হিন্দু রাজ্য,। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, পুত্র, মৃত পিতামাতা ও পূর্ব্ব পুরুষগণের মুক্তির জন্য শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য না করিলে তাঁহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয়। ঔরস পুত্রাভাবে দত্তক পুত্রের দ্বারাও সেই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ইহা শাস্ত্রের ব্যবস্থা এবং দত্তকপুত্র পিতার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী। অধিকাংশ মুসলমান সম্রাট্ যথেচ্ছাচারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য অন্যরূপ, ইংরাজেরা এপর্য্যন্ত এবিষয়ে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই; কি ঔরসজাত পুত্র কি দত্তক পুত্র রাজ্যাধিকার লাভ করিবার সময়ে উহাঁদিগের অনুমতি লইতেন মাত্র ও দত্তক পুত্র গ্রহণ সময়েও ঐরূপ অনুমতি লইতে হইত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ বিবিধ হেতুবাদ দ্বারা লর্ড ডালহৌসির পক্ষ সমর্থন করিলেও, তাঁহার মীমাংসাটী যুক্তি বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়; লর্ড ডালহৌসিও তন্নিবন্ধন সবিশেষ নিন্দার ভাজন হন।

লর্ড ময়রা পেশোয়ার ক্ষমতা লোপ করিয়া শিবজী বংশীয় একজনকে সেতারার রাজপদ প্রদান করেন; উক্ত রাজা কিছুদিন পরে আপন দুষ্কার্য্যবশতঃ পদচ্যুত হইলে, ইংরাজেরা তাঁহার ভ্রাতাকে রাজপদ প্রদান করেন। তিনি ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ৫ই এপ্রেল মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া লোকান্তরিত হন; এক্ষণে লর্ড ডালহৌসির মীমাংসায় উক্ত দত্তকপুত্র রাজপদ লাভে বঞ্চিত হন ও সেতারা রাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ডাইরেক্টরেরাও ইহা অনুমোদন করেন। রাজপুতানার অন্তর্গত কেরৌলী নামক ক্ষুদ্র রাজ্যেরও ঐরূপ দশাবিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা হয়, কিন্তু মিত্ররাজ্য বলিয়া ডাইরেক্টরদিগের বিবেচনায় উহা কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয় নাই। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে নাগপুরের রাজা লোকান্তরিত হন, তাঁহার কোনরূপ উত্তরাধিকারী ছিল না। ১৮১৮ খৃঃ অব্দ হইতে নাগপুর রাজ্য একপ্রকার ইংরাজাধিকৃত হয়, সুতরাং উহা একটী অধীনস্থ রাজ্যছিল; অনেক তর্ক বিতর্কের পর লর্ড ডালহৌসি ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে উক্ত রাজ্যটী ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। কৌন্সিলের মেম্বর লো সাহেব নাগপুররাজ্য রক্ষার নিমিত্ত বিস্তর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পরে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ঝান্সি নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটী ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ঝান্সি বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত, এই রাজ্যটী মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের অধিন ছিল। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ঝান্সি প্রাপ্ত হন ও সেই সময় হইতে ইহা কোম্পানীর একটী অধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত। ঝান্সির শেষ রাজা গঙ্গাধররাও একটী দত্তক পুত্র রাখিয়া ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন, অবসর বুঝিয়া লর্ড ডালহৌসি উক্ত ক্ষুদ্ররাজ্যটী গ্রহণ করেন। মৃত রাজার মহিষী বীরাঙ্গণা তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই স্বরাজ্য উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিয়া বিফল হন ও ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করেন। ইংরাজদিগের এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন যে, "মেরি ঝাঁসি দেঙ্গে নাহি" অর্থাৎ আমার ঝান্সি প্রদান করিব না। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে

অযোধ্যা রাজ্যও ব্রিটিস্-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। উত্তরাধিকারী অভাবে উক্ত রাজ্যের এইরূপ পরিণাম হয় নাই; নবাবগণের সুশাসনবিরহে রাজ্যের দশাবিপর্য্যয় হইলে, শেষে সুশৃঙ্খলা স্থাপনোদ্দেশে ইংরাজেরা অযোধ্যা গ্রহণ করেন। কর্ণাট ও তাঞ্জোরের বৃত্তিভোগী অধিপতিরা অপুত্রক অবস্থায় এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন; লর্ড ডালহৌসি উহাঁদিগের বংশীয়গণকে উপাধিলাভে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগের সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ২য় বাজীরাওর মৃত্যু হইলে লর্ড ডালহৌসি তাঁহার নির্দ্ধারিত বৃত্তি রহিত করেন। বাজীরাওর দত্তকপুত্র বিখ্যাত নানা সাহেব বৃত্তির পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করিয়া সফল হন নাই; সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মীবাইর ন্যায় সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত হন। উক্ত খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনেরল নিজামের নিকট হইতে বিরার প্রদেশ গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে উত্তমর্ণদিগের যন্ত্রণায় সাঁওতালেরা বিদ্রোহ উত্থাপিত করে; তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে টাকার দায়ে মোকদ্দমায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত, সুতরাং তাহারা নানারূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। লর্ড ডালহৌসি উক্ত বিদ্রোহ উপশান্ত করেন ও কোলদিগের ন্যায় তাহাদিগের আবাসস্থানের শাসনপ্রণালীর বন্দোবস্ত করেন।

যাহাতে দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যের আভ্যন্তরিক দোষ নষ্ট হয়, লর্ড ডালহৌসি তাহার উপায় বিধান ও রাজকীয় সমস্ত বিভাগের উন্নতি সম্পাদন করেন। তিনি সৈনিকবিভাগের সুপ্রণালী সংস্থাপন ও পূর্ত্ত বিভাগের নূতনবিধ বন্দোবস্ত করেন; তাঁহার সময়ে এদেশে শিক্ষা

বিষয়ে মহতী উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সুযোগ্য লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর টমাসন সাহেব দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। কৌন্সিলের মেম্বর মৃতমহাত্মা বেথূন সাহেব স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যত্নবান হইয়া কলিকাতায় বর্ত্তমান বেথূন বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন ও তাঁহার প্রবোচনায় গবর্ণর জেনরলও এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। ইত্যবসরে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল সভার অধ্যক্ষ সার চার্লস্ উড্ কৃত ১৮৫৪ সালের জুলাই মাসের সুবিখ্যাত শিক্ষাবিধায়ক বিজ্ঞাপনী আসিলে, তাহার বলে এদেশে কতকগুলি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; "গ্রাণ্টস্ ইন্ এড্" অর্থাৎ বিদ্যালয় সমূহে সাহায্য প্রদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়; প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় ও শিক্ষা বিভাগে ডাইরেক্টর, ইনস্পেক্টর প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়। লর্ড ডালহৌসি যাইবার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে হিন্দু কালেজ প্রেসিডেন্সী কালেজে পরিবর্ত্তিত হয়; লর্ড ডালহৌসির সময়ে বহরমপুর কালেজও সংস্থাপিত হয়। ইহাঁর সময়ে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও বার্ষিক চারি কোটী টাকা কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। ডাকে পত্র পাঠাইতে হইলে এপর্য্যন্ত দূরত্বানুসারে মাসুল দিতে হইত, লর্ড ডালহৌসি তাহা উঠাইয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট ওজনে দুই পয়সা, চারি পয়সা ইত্যাদি মাসুলে সর্ব্বত্র পত্র পাঠাইবার নিয়ম করেন। তিনি এদেশে রেলরোড ও তাড়িত বার্ত্তাবহ স্থাপিত করেন, তাড়িত বার্ত্তাবহ স্থাপনে ডাক্তার ( সার উইলিয়ম )

ওসগ্‌নসি সাহেব তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করেন। লর্ড ডালহৌসি এদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলরোডের কার্য্য শেষ হইয়া বাষ্পীয় শকট চলিতে আরম্ভ হয়; তাঁহার যত্নে পৃথিবীস্থ সর্ব্ব বৃহৎ গঙ্গার খালের খননকার্য্য শেষ হয়। ক্লেশ দিয়া লোকদিগের নিকট হইতে কোন বিষয়ের সাক্ষ্য গ্রহণরূপ অত্যাচারটী ইহাঁর সময়ে রহিত হয়। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ শেষ বার নবীকৃত হয়; ইহার দ্বারা যে কয়েকটী নিয়ম স্থিরীকৃত হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান। যথা—ডাইরেক্টর সভায় ত্রিশ জন মেম্বরের মধ্যে বার জন কমিয়া যায় ও তন্মধ্যস্থিত কতিপয় সদস্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা রাজার উপর ন্যস্ত হয়; বাঙ্গালা প্রদেশের শাসনভার একজন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের হস্তে সমর্পিত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই প্রার্থিগণ সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন স্থিরীকৃত হয়, ইহার দ্বারা হেলীবরি স্কুলের ছাত্রদিগের সিবিলিয়ন হইবার প্রথা রহিত হয় ও এই সময় হইতে ভারতবর্ষবাসীরাও ইংলণ্ড যাইয়া উক্ত পরীক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হন। সার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে সাহেব বাঙ্গালার প্রথম লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ৬ই মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসি এদেশ হইতে প্রস্থান করেন; তিনি অতিশয় পরিশ্রমী, সুদক্ষ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক দেশীয়দিগের বহুল পরিমাণে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়। ইহাঁর রাজ্যশাসন সময়ে নেপালের প্রধান সেনাপতি জঙ্গবাহাদুর ইংলণ্ড গমন করেন।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### লর্ড ক্যানিং হইতে লর্ড রিপণ পর্য্যন্ত।

মহাত্মা লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ২৯সে ফেব্রুয়ারি কার্য্যভার গ্রহণ করেন; সিপাহী বিদ্রোহই তাঁহার শাসন সময়ের প্রধান ঘটনা। ইহাঁর সময়ে পারস্য ও চীন দেশে ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটে; পারস্যরাজ, ইংরাজদিগের সহিত পর্ব্বকৃত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে হিরাট আক্রমণ করেন। কাবুলের গোলযোগের সময় হিরাট আফগানিস্থানের আমীরের হস্তবহির্ভূত হয়, সুতরাং দোস্ত মহম্মদ খাঁও স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই যুদ্ধে সহায়তা করিবার নিমিত্ত ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে বদ্ধ হন। পারস্যরাজা ১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাসে সন্ধি করেন। বাণিজ্যবিষয় লইয়া চীনসম্রাটের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে লর্ড এল্‌গিন সৈন্যসামন্ত লইয়া ইংলণ্ড হইতে চীন দেশে আগমন করিলে, সম্রাট্ ভীত হইয়া সন্ধি করেন। ইত্যবসরে ভারতবর্ষে সিপাহীদিগের হাঙ্গামায় চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। অযোধ্যা ব্রিটিস্-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে, ইংরাজকর্ম্মচারিগণের সুশাসন শৈথিল্যে তথাকার ভূম্যধিকারী ও অধিবাসিগণ অসন্তুষ্ট হন এবং সিপাহীরা অধিকাংশই অযোধ্যাবাসী, সুতরাং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও নানারূপ মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়। যদিও উদারচেতা, প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ সার হেনরি লরেন্স ১৮৫৭ সালে তত্রত্য চীফ্ কমিসনর নিযুক্ত হন, কিন্তু তৎকালে সংশোধনের সময়

ছিল না। এই সময়ে দিল্লীর নাম মাত্র সম্রাট্ মহম্মদ বাহাদুর সাহ স্বীয় প্রিয়মহিষীর গর্ভজাত পুত্রকে আপন উত্তরাধিকারী স্থির করিবার প্রস্তাব করিলে, লর্ড ক্যানিং তাহা অগ্রাহ্য করেন; সম্রাট্ মহিষী কুপিতা হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে ব্যাপৃত হন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে লর্ড ক্যানিং আইন জারি করেন যে, অতঃপর সমুদ্র গমনে স্বীকৃত না হইলে, আমরা সীপাহিদিগকে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করিব না। হিন্দু সিপাহীরা এই আজ্ঞাটী আপনাদিগের আত্মীয় স্বজনের কর্ম্ম প্রাপ্তির বিষম অন্তরায় ভাবিয়া সাতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হয়। এইরূপ সময়ে, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের প্রথমে গোলা দূরগামী হইবে বলিয়া সিপাহীদিগকে এনফিল্ড রাইফেল্ নামক নূতন বন্দুক ব্যবহার করিতে হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত স্থির করিবার প্রস্তাব হইতেছিল। ইংলণ্ডে উক্ত বন্দুক ব্যবহৃত হইতেছিল ও ব্যবহার সময়ে উহাতে যে টোটা বোঝাই করিতে হইত, তৈয়ার সময়ে তাহাতে গো বা শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত থাকিত; সৈনিককর্ম্মচারীরা ঐরূপ টোটা যাহাতে কলিকাতায় প্রস্তুত হয় তাহার আজ্ঞা প্রদান করেন। উক্ত টোটার সম্বন্ধে এইরূপ জনরব উঠে যে, বন্দুক ব্যবহার সময়ে দাঁত দিয়া কাটিয়া উহা বন্দুকে বোঝাই করিতে হইবে। জাতিপাত হইবে বলিয়া ইহা কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েরই পক্ষে সমানরূপে অনাদৃত, সুতরাং উক্ত উভয় জাতীয় সিপাহীরা সাতিশয় ভীত হয়। ঐ সময়ে এরূপ জনরবও হয় যে, ইংরাজেরা আটা ও লবণে গবাস্থি চূর্ণ করিয়া প্রদান করিতেছেন। ইংরাজেরা কৌশল পূর্ব্বক ধর্ম্ম নষ্ট

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই ভ্রমাত্মক সংস্কারটী সিপাহী-দিগের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়। টোটা কাটিবার জনরব প্রথমে দমদমা ও বারকপুরের সিপাহীরা শ্রবণ করে। লর্ড ডালহৌসি কতিপয় পদচ্যুত রাজার বৃত্তি ও কোথায় বা কোন কোন রাজার রাজ্যলোপ করিয়া অনেকেরই বিরাগ ভাজন হন; সুতরাং কোম্পানীর শত্রুর অভাব ছিল না, তাঁহারা উক্ত টোটা কাটিবার জনরব সত্য বা মিথ্যাই হউক ভারতবর্ষের চারিদিকে প্রচারিত করেন। ১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাসে বহরমপুরস্থ সিপাহীরা বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে, লর্ড ক্যানিং তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইহার পরে একদিন বারাকপুরের মঙ্গল পাঁড়ে নামক জনৈক সিপাহী ভাঙ খাইয়া উন্মত্ত হয় ও অপরাপর সিপাহীকে আহ্বান করিয়া অস্ত্রসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হয়। সে একজন ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করে ও পরে বিচারে তাহার ফাঁসী হয়। অতঃপর নানা স্থানে সিপাহীদিগের বিপক্ষতার চিহ্ন দৃষ্টি করিয়াও কর্তৃপক্ষীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইবে; কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্ণৌস্থিত কতকগুলি সিপাহী বিদ্রোহী হয়, সার হেনরি লরেন্স বিদ্রোহীদিগকে পর্য্যুদস্ত করিলে তথায় একমাস কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ১০ই মে মিরটস্থ সিপাহীরা ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত করে ও তাহারা বহুসংখ্যক ইউরোপীয়কে হত্যা করিয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হয়। উক্ত সিপাহীরা দিল্লী উপস্থিত হইয়া হত্যা-কাণ্ড সমাধা করে; ইংরাজকর্ম্মচারীরা নগর রক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে আপনাদিগের বারুদখানায় অগ্নি

প্রদান করেন। অনেকগুলি ভদ্র ইংরাজ এই সময়ে নিহত হন। ঐ দিবস রাত্রিতে দিল্লী বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হয় ও মহম্মদ বাহাদুর সিপাহীদিগের অনুগ্রহে রাজপদে অধিরোপিত হইলে, তিনি আপনাকে প্রকৃত সম্রাট্ জ্ঞান করিয়া হুকুমজারি করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রাচীন রাজধানী দিল্লী হস্তগত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ফিরোজপুর, বেরেলি, মুরদাবাদ, সাজেহানপুর, কানপুর, ঝান্সি, বারাণসী, এলাহাবাদ, ফতেগড়, দানাপুর, প্রভৃতি নানাস্থানে সিপাহীরা উন্মত্ত হইয়া হত্যা, ধনাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি কুক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল ও তাহা সমাপনান্তে দিল্লী অভিমুখে গমন করিয়া তথায় দলবদ্ধ হইতে লাগিল।

দিল্লীর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া লর্ড ক্যানিঙের চৈতন্যোদয় হয় ও তিনি মান্দ্রাজ, বোম্বে, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থান হইতে সৈন্য আনাইবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করেন। ৩০ মে রাত্রি নয়টার সময় লক্ষ্ণৌ নগরে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও বিদ্রোহীরা হেনরি লরেন্স কর্তৃক পরাজিত হইয়া দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করে। ৪ঠা জুন ঝান্সির সিপাহীরা বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাসমেত প্রায় পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই এক্ষণে প্রতিহিংসা গ্রহণের অবসর বুঝিয়া সিপাহীদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। পরে রাণী ও সিপাহীদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ব্বোক্ত ইউরোপীয়গণ একে একে সকলেই নিহত হন। ঝান্সির সহিত একদিনেই কানপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; তত্রত্য সিপাহীরা নানারূপ গোলযোগ করিয়া শেষে

দিল্লীরদিকে গমন করে। কানপুরের সন্নিকটবর্ত্তী বিঠুরে নানা সাহেব বাস করিতেন, তিনি জাতক্রোধ বশতঃ মৌখিক সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরাজদিগের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা সাহেব ভাবিয়া ছিলেন যে, তিনি এই সুযোগে মার্হাট্টাদিগের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত করিতে সমর্থ হইবেন ও তজ্জন্য ইংরাজদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন। সেনাপতি হুইলার ২৫ শে জুন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে রক্ষা করেন ও তৎপরে নানা সাহেব তাঁহা-দিগকে. অস্ত্রত্যাগ করিলে এলাহাবাদ যাইতে পাইবে এই অনুমতি করেন; প্রায় সাড়ে চারিশত ইউরোপীয় ২৭ সে জুন নৌকাযোগে এলাহাবাদ যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে, নানার বিশ্বাসঘাতকতায় গঙ্গাতীরেই তাহাদিগের দুর্দ্দশার একশেস হয়। চারিজন কোন মতে পলায়ন করেন ও অব-শিষ্ট পুরুষেরা গুলি খাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন; স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা সমুদায়ে একশত পঁচিশ জন একটি গৃহ মধ্যে রুদ্ধ হন। নানা সাহেব ভাবী ঘটনার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মহাসমারোহে ১লা জুলাই বিঠুরে আপনাকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত করেন। কানপুরের অবস্থা না জানিয়াই এই সময়ে কতকগুলি ইউরোপীয় ফতেপুর হইতে পলাইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, পুরুষগণ ধৃত ও নিহত এবং অব-শিষ্টেরা পূর্ব্বোক্ত হতভাগ্যদিগের সহিত একস্থানে রুদ্ধ হন। কর্ণেল নীল কানপুর ও লক্ষ্ণৌ উদ্ধারার্থ গমন করিয়া জুলাই মাসে এলাহাবাদে সেনাপতি হ্যাভ্‌লকের সহিত মিলিত হন। সেনাপতি হ্যাভ্‌লক ১৬ই জুলাই কানপুরে উপস্থিত হন, তিনি যাইবার কালে পথিমধ্যে

তিনবার শত্রুদিগকে পরাস্ত করেন। শেষোক্ত সেনাপতির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া নানা সাহেব ১৫ই জুলাই সমস্ত বন্দিগণকে বধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন ও তদনুসারে হতভাগ্যেরা কতক মৃত ও কতক অর্দ্ধমৃতাবস্থায় একটী কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। ১৬ই জুলাই অধীনস্থ সৈন্যেরা পরাস্ত হইলে নানা পলায়ন করেন ও হ্যাভ্‌লক ১৭ই জুলাই বিঠুরে যাইয়া তাঁহার প্রাসাদ ধ্বংস করেন। তিনি সেনাপতি নীলের উপর কানপুর রক্ষার ভার দিয়া ২০সে অযোধ্যা উদ্ধারার্থ গমন করেন, তথায় ২রা জুলাই তারিখে গৃহমধ্যে বোম ফাটিয়া আহত হওয়ায় দুই দিবস পরে স্বদেশহিতৈষী বিজ্ঞবর সার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু হইলে, অপরাপর ইংরাজকর্ম্মচারীরা প্রায় পঞ্চদশ সহস্র বিদ্রোহীর অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন। ২৫সে জুলাই হ্যাভ্‌লক অযোধ্যা গমন করেন, কিন্তু শত্রুসৈন্যসংখ্যা অধিক দেখিয়া কানপুরে চলিয়া আইসেন। বিঠুরে নানা সাহেব পুনরায় সেনাপতি হ্যাভলক কর্ত্তৃক ১৬ই আগষ্ট তারিখে পরাস্ত হন; এই সময়ে তান্তিয়া টোপী নামক জনৈক মার্হাট্টা ব্রাহ্মণ, নানার একজন প্রধান সৈনিক ছিলেন ও তিনি নানা স্থানে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে সিপাহীরা বিদ্রোহের চিহ্ন প্রকাশ করে, কিন্তু তত্রত্য চীফ্ কমিসনর সার জন লরেন্সের ক্ষিপ্রকারিতায় কেহই কিছু করিতে পারে নাই। এদিকে ৮ই জুন প্রধান সেনাপতি হেনরি বার্ণার্ড দিল্লী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অলীপুর নামক স্থানে কতকগুলি সিপাহীকে পরাস্ত করিয়া অগ্রবর্ত্তী হন ও সেনাপতি জন নীকল্‌সন্,

জন লরেন্স কর্ত্তৃক উক্ত সেনাপতির সাহায্যার্থ কতকগুলি শিখ সৈন্যসমেত প্রেরিত হন। শিখেরা সিপাহীবিদ্রোহ দমনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল। ইংরাজেরা ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে কয়েকদিন ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, ২০সে তারিখে নগর প্রবেশ করেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রিয়-পত্নী ও তৎগর্ভজাত পুত্র সহিত সেনাপতি হড্‌সন্ কর্ত্তৃক ধৃত হন ও তিনি কাষ্যানুরোধে সম্রাটের অপর দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে বিনাশ করেন। দিল্লী অধিকারই বিদ্রোহীদিগের মস্তকে আঘাত স্বরূপ হইয়াছিল, তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে শত্রুদিগের বিদ্রোহিতা ক্ষান্ত হয় নাই। ১৬ই সেপ্টেম্বর সেনাপতি জেমস্ আউটরাম কানপুরে হ্যাভ্‌লক ও নীলের সহিত মিলিত হইলে, লক্ষ্ণৌ উদ্ধারার্থ তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হন। ২০সে সেপ্টেম্বর সেনাপতিরা অযোধ্যা প্রবেশ করেন ও বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহারা ২৫ সে সন্ধ্যার সময় লক্ষ্ণৌস্থিত ইংরাজদিগের সমীপবর্ত্তী হন। আক্ষেপের বিষয় যে, এই উপলক্ষে সেনাপতি নীল প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে সার কোলীন ক্যাম্বেল প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন; তিনি নবেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করেন ও সেনাপতি আউটরামের উপর লক্ষ্ণৌ রক্ষার ভার প্রদান-পূর্ব্বক স্ত্রীলোকবালকবালিকাসমেত অপরাপর ইউরোপীয়-দিগকে নিরাপদে কানপুরে লইয়া আইসেন। মহাত্মা হ্যাভ্‌লক স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ গুরুতর পরিশ্রমজন্য উদরা-ময় রোগে আক্রান্ত হইয়া ২৪ সে নবেম্বর, লক্ষ্ণৌ নগরে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

আরায় কতকগুলি সিপাহী বিদ্রোহী হইলে, সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত জগদিশপুরের বিখ্যাত জমিদার কুমারসিংহ তাহাদিগের অধিনায়ক হন। মেজর ভিনসেন্ট আয়র ইরা আগষ্ট বিবিগঞ্জ নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন ও তাহারা পরে নানাস্থানে পরাভূত হইলে, কুমার সিংহ পলায়ন করেন। তান্তিয়া টোপীর উত্তেজনায় গোয়ালিয়রস্থ সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় ও তিনি কানপুরে উপস্থিত হইলে প্রধান সেনাপতি কোলীন ক্যাম্বেল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ইহার পরে বিদ্রোহীরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয় নাই, তবে কেহ কেহ নির্ব্বাপিতপ্রায় বহ্নির পুনরুদ্দীপনে ব্যস্ত ছিল। বেরেলীর খাঁ বাহাদুর খাঁ, ফয়জাবাদের মৌলবী, অযোধ্যার বেগম, দিল্লীর রাজকুমার ফিরোজ সাহ, নানা সাহেব ও অপরাপর সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নেতারা এই সময়ে রোহিলখণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সার কোলীন ক্যাম্বেল রোহিলখণ্ড ও সেনাপতি আউট্রাম লক্ষ্ণৌ উপশান্ত করিতে নিযুক্ত হন। এক্ষণে এস্থলে সিপাহীবিদ্রোহসংক্রান্ত মধ্যভারতবর্ষের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। যে সময়ে সার জন লরেন্স দিল্লী ও লর্ড ক্যানিং কানপুর এবং লক্ষ্ণৌ উদ্ধারে সযত্ন ছিলেন, তখন বোম্বাই ও মান্দ্রাজস্থ সৈন্যেরা মধ্যভারতবর্ষের উপদ্রব নিবারণে সচেষ্ট হন। বোম্বাই বিভাগীয় সৈন্যের অধিনায়ক সার হিউ রোজ বিদ্রোহীদিগকে নানাস্থানে পরাজিত করিয়া, ঝান্সির রাণীর বিরুদ্ধে গমন করেন, তান্তিয়া টোপী এই সময়ে রাণীর সহায় হন ও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া উভয়েই পলায়ন করেন। তান্তিয়া টোপী পুনরায় কল্পী নামক

স্থানে উক্ত সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গোয়ালিয়রে গমন করেন ও ইংরাজদিগের পরমমিত্র সিন্ধিয়াকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াস পান; মহারাজ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া শেষে পলায়ন করেন। সার হিউ রোজ ত্বরিত পদে গমন করিয়া ১৬ই জুন মোরার নামক স্থানে বিদ্রোহী দিগকে পরাস্ত করেন ও ১৮ই জুনের মধ্যে বিপক্ষদিগের সমস্ত স্থান ধ্বংস ও অধিকার করেন; তাতিয়া টোপী পলায়ন করেন এবং মহারাজ সিন্ধিয়া জুন মাসের মধ্যেই স্বীয় পদ পুনর্গ্রহণ করেন। ঝান্সির রাণী এই সময়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নিহত হন। প্রধান প্রধান সেনাপতি-দিগের ক্ষিপ্রকারিতা বশতঃ সিন্ধু ও বোম্বে প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারে নাই। এইরূপে প্রসিদ্ধ সিপাহীবিদ্রোহের অবসান হইলে অযোধ্যার বেগম কাটা-মুণ্ডে পলায়ন করেন, নানা সাহেবও নেপালে পলাইবার সময়ে পথিমধ্যে অরণ্যে দেহত্যাগ করেন এবং তাতিয়া টোপী কিছু দিন পরে ধৃত হইলে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এপ্রেল মাসে তাঁহার ফাঁসী হয়। মহম্মদ বাহাদুর প্রিয়মহিষী ও তৎগর্ভজাত পুত্রসহ ব্রিটিস্ বর্ম্মায় নির্ব্বাসিত হন। সিন্ধিয়া, নিজাম, জয়পুররাজ ও অন্যান্য রাজপুতানার রাজারা এই বিদ্রোহে ইংরাজদিগের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া বরং অনেক উপকারই সাধিত করেন। নেপালের প্রধান সেনাধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহাদুর এই ঘটনায় সৈন্য লইয়া ইংরাজদিগের সহায় হন, ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। এক্ষণে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারত শাসনকার্য্য গ্রহণ করিলেন ও তদনুসারে

১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া রাজকীয় আদেশলিপি ঘোষিত হয়। ইহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, মহারাণী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, দেশীয় রাজাদিগের সহিত পূর্ব্বকৃত সন্ধি ও তাঁহাদিগের নিজ নিজ স্বত্ব বজায় থাকিবে, রাজকীয়কার্য্য জাতি ও ধর্ম্ম ভেদ না করিয়া যোগ্যতানুসারে সকলকেই প্রদত্ত হইবে, যাহাতে প্রজাসমূহের সুখবৃদ্ধি হয় রাজা একপ কার্য্যে সতত তৎপর থাকিবেন ও প্রজাগণের ধর্ম্মের উপর রাজা হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই উপলক্ষে ডাইরেক্টর ও বোর্ড অব্ কন্ট্রোল সভা উঠিয়া যায় এবং পনর জন সভ্য লইয়া একটা সভা সংঘটিত হয়; সভাপতি ভারতীয় রাজমন্ত্রী অর্থাৎ "সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া" এই নামে অভিহিত হন। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত কার্য্যাবলোকনের ভার প্রাপ্ত হন ও গবর্ণর জেনেরল "ভাইস্‌রয়" অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি এই উপাধি পাইয়া এক্ষণে উহাঁরই অধীন হইলেন। লর্ড ক্যানিং এদেশের প্রথম রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। এই সময়ে গবর্ণর জেনেরল ও প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাগণের তত্ত্বাবধানে আইন প্রণয়ন নিমিত্ত এক একটী ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীর সুপ্রীমকোর্ট ও সদর আদালত একত্র হইয়া হাইকোর্ট নাম ধারণ করে; যদিও লর্ড ক্যানিং ইহার সমস্ত ব্যবস্থা করেন, তথাপি লর্ড এল্‌গিনের সময় হইতে ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই সময় হইতেই হাইকোর্টে দেশীয়দিগের জজ হইবার প্রথা ব্যবস্থিত হয়। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে আগরায় যে দরবার করেন, তাহাতে তিনি বিদ্রো-

হোপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকারী দেশীয় রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে দত্তকপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি স্বত্ব অবাধে ভোগ করিবার আশ্বাস প্রদান ও কিছু দিন পরে সনন্দ এবং উপাধি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মান বৃদ্ধি করেন। লর্ড ক্যানিং অযোধ্যার তালুকদারগণের সমস্ত স্বত্ব রক্ষা করিয়া তথাকার শাসনকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করেন। তৎকালীন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার জে পি গ্রাণ্ট সাহেব প্রজাগণের কথায় করুণাপূর্ণ হইয়া নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারের বিষয় গবর্ণর জেনেরলের কর্ণগোচর করিলে, একটী কমিসন নিযুক্ত হয় ও প্রজাদিগের দুরবস্থার বিষয় সপ্রমাণ হইলে একখানি আইন বিধিবদ্ধ হইয়া তাহার হ্রাস হইবার উপায় হয়। কলিকাতানিবাসী চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত কমিসনের এক জন মেম্বর ছিলেন। মহাত্মা লং সাহেব এই সময়ে নীলদর্পণ নামক নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তাহাতে আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন, এই মন্তব্য উপলক্ষে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি দোষী সপ্রমাণ হন এবং হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সিপাহীবিদ্রোহে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর টাকা ঋণ হয়, সুতরাং রাজস্বের সুব্যবস্থা আবশ্যক হইয়া উঠে; তদুপলক্ষে জেমস উইল্‌সন সাহেব গবর্ণর জেনেরলের সভায় রাজস্বসচিব নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ইন্‌কম্‌ট্যাক্স নামক আয়কর স্থাপন ও বাণিজ্যের লাইসেন্স অর্থাৎ শুল্ক বৃদ্ধি করেন। তদ্দ্বারা করেন্সি নোট প্রচলনেরও সুবন্দোবস্ত হয়। এই সকল উপায় দ্বারা তিন বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অনাটন দূর হয়।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে লর্ড ক্যানিং স্বদেশে যাত্রা করেন, তিনি অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি, ধৈর্য্যশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত লোক ছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে লর্ড মেকলে যে, ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তাহা ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন বলিয়া লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের সময় প্রচলিত হয় ও উহাঁর শাসন সময়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্যবিধি এবং প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইনও প্রবর্ত্তিত হয়।

লর্ড এল্‌গিন ১৮৬২ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে গবর্ণব জেনে-রলের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহাব সময়ে আটক নগরেব প্রায় কুড়ি ক্রোশ উত্তরস্থিত সিতানা নামক স্থানে 'ওহাবী অভিহিত একদল মুসলমান ইংরাজদিগের শত্রু হইয়া উঠে; ইহারা মুসলমানধর্ম্মসংক্রান্ত একটী সম্প্রদায় মাত্র এবং পাটনা ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান হইতেও মুসলমানেরা উহাদিগকে সাহায্য করিতে তৎপর হয়। ইংরাজসৈন্য তাহা-দিগের বিরুদ্ধে গমন করে ও যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ২০ সে নবেম্বর লর্ড এল্‌গিন হিমালয়স্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে জীবন বিসর্জ্জন করেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর সার উইলিয়ম ডেনিসন্ প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হন; কর্ত্তৃপক্ষীয়েবা উক্ত বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সার জন লবেন্সকে গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত করেন। তিনি ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে কার্য্যভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সিতানার বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হয়। লর্ড লরেন্সেব আসিবার কিছু দিন পবেই ভুটান যুদ্ধ উপস্থিত হয়। আসাম প্রদেশ অধিকৃত হইলে, তন্মধ্যস্থিত কিয়দংশ উর্ব্বরা

ভূমি, ভোটরাজ আপনার বলিয়া দাওয়া করিলে, ইংরাজেরা তাহাকে কিছু কর প্রদান করিতে বাধ্য হন; ভোটবাসীরা তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া নানারূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে, লর্ড এল্‌গিন, সার আসলে ইডেন সাহেবকে ভুটানে দূতরূপে প্রেরণ করেন। তিনি অনেক কষ্টে ভুটানের তৎকালীন রাজধানী পুনাখায় উপস্থিত হন ও তথায় হতাদর এবং অপমানিত হইয়া তাহাদিগের ইচ্ছামত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। উক্ত কার্য্য এইরূপে শেষ হইতে দেখিয়া লর্ড লরেন্স অগত্যা যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও তথায় উপর্য্যুপরি দুইবার সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়; শেষে ভোটরাজের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে, তিনি উক্ত স্থানটী প্রদান করেন এবং ইংরাজেরা তাঁহাকে বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা কর দিতে সম্মত হন (১৮৬৫)।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে জুন মাসে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ কালকবলে পতিত হন, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ আফ্‌জল খাঁকে রাজপদ প্রদানের অনুমতি না করিয়া স্বীয় প্রিয়মহিষী গর্ভজাত পুত্র সের আলীকে আপন উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করেন। সুতরাং ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইলে, সের আলী ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার পদগ্রহণ মঞ্জুর করাইতে প্রার্থনা করেন; তখন সার উইলিয়ম ডেনিসন গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, তিনি সের আলীর প্রার্থনা পূরণ করিলেও ভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। পরে সের আলী কৃতকার্য্য হইয়া আফ্‌জল খাঁকে বন্দী করেন, কিন্তু গৃহবিচ্ছেদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে ও সের আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিহত হন। আফ্‌জল খাঁর সুদক্ষ সহোদর

আজিম্ খাঁ ও পুত্র আবদুল রহমন্ খাঁ ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে সের আলীর বিপক্ষে গমন করিলে, তিনি পরাস্ত হইয়া কান্দাহারে পলায়ন করেন এবং আফ্‌জল খাঁ আমীর হন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহারা আপনারাই বিবাদের সামঞ্জস্য করিয়া লন এবং লর্ড লরেন্সও উপস্থিত বিষয়ের পোষকতা করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে সের আলী পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই; উক্ত খৃঃ অব্দে আফ্‌জল খাঁর মৃত্যু হইলে আজিম্ খাঁ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে সের আলীর পুত্র ইয়াকুব খাঁ কাবুল অধিকার করিলে, সের আলী আফ্‌গানিস্থানের সিংহাসন লাভ করেন; আজিম্ ও আবদুল রহমন্ পলাইয়া পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অবসরে রুসীয়ানেরা জৈহুন নদীর দিকে ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইতেছিলেন, লর্ড লরেন্স আফ্‌গানিস্থানে প্রাধান্যস্থাপন অপেক্ষা উহাঁদিগেব সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু সের আলীর প্রার্থনায় অগত্যা তাঁহাকে উহাঁর সহিত সন্ধি করিতে হয়। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে দুর্গা পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে একটী ভয়ানক ঝড় হয় ও ইহার পর হইতে হুগলী প্রভৃতি জেলায় ম্যালেরিয়া নামক সংক্রামক জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রায় সাত আট লক্ষ লোকের জীবন নষ্ট হয়; সার সিসিল্ বীডন তৎকালে এদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। লর্ড লরেন্স ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার প্রজাসমূহের হিতকরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তালুক-

দারেরা অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করেন; তাহাতে ভারতীয় রাজমন্ত্রী উড্ সাহেবের আদেশে তাঁহাকে লর্ড ক্যানিং-কৃত বন্দোবস্ত বাহাল রাখিতে হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে মহীসুরের রাজা ক্ষমতাশূন্য হন, এক্ষণে রাজা দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উত্তরাধিকারী করিতে মানস করিলে, ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তদানীন্তন ভারতীয় রাজমন্ত্রী লর্ড নর্থকোট তাহা মঞ্জুর করেন। লর্ড লরেন্স কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার হস্ত হইতে প্রজাদিগকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে খাল খনন করিবার মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অর্থের অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। লর্ড লরেন্স ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে প্রথমেই স্বদেশ যাত্রা করেন তিনি অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন ও দক্ষ লোক ছিলেন এবং বোধ হয় কোন কর্ম্মচারীই তাঁহার ন্যায় স্বজাতির গৌরবরক্ষার্থ তৎপর হন নাই। সিপাহীবিদ্রোহকালে দিল্লীর পুনরুদ্ধার তাঁহারই দক্ষতাবলে নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের প্রথমেই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ২৯শে মার্চ্চ অম্বালা নামক স্থানে সের আলীর সহিত লর্ড মেয়োর সাক্ষাৎ হয় এবং আমীর তাঁহার সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া স্পষ্টতঃ আপনার সমস্ত কথা ব্যক্ত করেন। লর্ড মেয়ো তাঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন ও বার্ষিক বারলক্ষ টাকা এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্র শস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। লর্ড মেয়ো ব্রিটিস্ বর্ম্মার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া বর্ম্মা পরি-

দর্শনার্থ ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে রেঙ্গুণ গমন করেন, পরে মৌলমিন গিয়া তথা হইতে আণ্ডামানদ্বীপস্থ পোর্ট ব্লেয়ার নামক স্থানে বন্দীদিগের আবাসস্থান সন্দর্শন করিতে যাত্রা করেন। তথায় তিনি ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় সের আলী নামক একজন দুরাত্মা মুসলমান কয়েদীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় আবদুল্লা নামক জনৈক মুসলমান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নরম্যান্ সাহেবকে উক্তরূপে হত্যা করে। উভয়েরই ফাঁসী হয়, তবে ইহার নির্দ্দিষ্ট কারণ কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। লর্ড মেয়ো অত্যন্ত কমনীয় প্রকৃতির লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঈদৃশ পরিণাম সকলেরই আক্ষেপজনক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। লর্ড মেয়োর শাসন সময়ে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মধ্যমপুত্র "ডিউক অব্ এডিনবর্গ" ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আগমন করেন এবং সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া শিক্ষা ও অন্যান্য বিভাগের নানারূপ পরিবর্ত্তন সংসাধিত করেন।

লর্ড মেয়োর মৃত্যুর পর দিন হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত কৌন্সিলের মেম্বর সার জন ষ্ট্রেচি ও পরে ২রা মে পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের গবর্ণর সার চার্লস নেপিয়র ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কার্য্য করেন, তৎপরে লর্ড নর্থব্রুক সাহেব উক্ত কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। তিনি ইন্‌কম্‌টাক্স উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগের মঙ্গল সাধিত করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববৎসরের অনাবৃষ্টিবশতঃ শস্যাভাবে প্রায় চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ ঘটে, তন্মধ্যে বাঙ্গালা ও বেহারের দুর্ভি-

ক্ষই প্রধান; গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে প্রজাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করেন। কলিকাতাব সান্নিধ্যে গঙ্গার সেতু প্রস্তুত হইলে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে সকলে তাহার উপব দিয়া যাইতে অনুমত হন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়াব জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব্ ওযেল্স এদেশে আগমন কবেন ও নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে স্বদেশ প্রতিপ্রয়াণ করেন; তাঁহার আগমনে এদেশে মহাসমাবোহ হইয়াছিল। বরদা-রাজ মলহব রাও গুইকবাড়ের পদচ্যুতিই লর্ড নর্থক্রকের শাসনসময়ের প্রধান ঘটনা। মহারাজ বহুদিন হইতে রাজকার্য্যে অপটু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন ও তন্নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরল তাঁহাকে সতর্ক হইতে কহেন। তিনি সতর্ক না হইয়া বরং নানারূপে জড়িত হইয়া পড়েন এবং রেসি-ডেণ্টকে বিষপান দ্বাবা হত্যা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন এই অপবাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারাধীন হন। শেষে লর্ড নর্থক্রক সাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া গুইকবাড়-বংশীয় অপর একজনকে ববদার রাজপদ প্রদান করেন; তাঁহার এই কার্য্যটী কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল বলা যায় না, তবে তিনি এই বিষয়োপলক্ষে এই দেশে অত্যন্ত কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। লর্ড নর্থক্রকের সময় নাগা ও ডফ্লা জাতির দমনার্থ ইংরাজদিগকে সামান্য যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। লর্ড নর্থক্রক ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ড গমন করেন; তিনি এদেশের একজন পরম বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবেন। লর্ড নর্থক্রক এদে-শীয়দিগের ইংরাজীশিক্ষার উন্নতি নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করেন

ও স্বদেশ গমন করিয়াও শিক্ষার্থ ইংলণ্ডগামী ভারতবর্ষবাসী যুবকদিগের থাকিবার নিমিত্ত তথায় এক আবাসস্থান নির্ম্মাণে প্রধান উদ্যোগী হন। ফলতঃ তাঁহাদিগেব উপকারার্থ তিনি বিশেষরূপে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

লর্ড লিটন ১৮৭৬ খৃঃঅব্দে ১১ই মার্চ্চ গবর্ণর জেনেরলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে ১৮৭৭ সালে ১লা জানুয়ারি মহাড়ম্বরে দিল্লীতে একটী দরবার হয় ও এদেশীয় রাজা ও প্রধান প্রধান লোক ঐ দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহাদিগের সমক্ষে মহারাণীর "ভারতেশ্বরী" (এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া) উপাধি গ্রহণবিষয়ক ঘোষণাপত্র পঠিত হয়; এইটী ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রধান ঘটনা। উক্ত খৃঃ অব্দে নেপালের প্রধান সেনাপতি জঙ্গবাহাদুর কালগ্রাসে পতিত হন। লর্ড লিটনের সময় মান্দ্রাজে অধিক পরিমাণেও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সামান্য প রমাণে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ব্যয় হওয়ায় নানা উপায়ে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা হয়। লর্ড লিটনের সময় পুনরায় আফ্‌গানযুদ্ধ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বকৃত সন্ধিতে সের আলী সন্তোষ প্রকাশ করিলেও, তিনি তন্নিমিত্ত আপনাকে লঘু বিবেচনা করেন ও ক্রমে ইংরাজদিগেব উপর বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া পড়েন। আসিয়া মহাদেশে রুসীয়দিগের ক্রমিক রাজ্যাধিকার বিস্তার ইংরাজদিগের ভয়ের কারণ হইয়া উঠে এবং আফ্‌গানিস্থানের আমীর তাঁহাদিগের বশীভূত না থাকিলে ভারতবর্ষের অমঙ্গল ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে। সুতারাং লর্ড লিটন কাবুলে দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু সের আলী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ

করেন নাই; তৎপরে তিনি রুসিয়া সম্রাটের সহিত সখ্য স্থাপনে তৎপর হন ও তদ্দেশীয় দূতকে সমাদরে গ্রহণ করেন। সের আলীর ঈদৃশ ব্যবহারে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিলেও পুনরায় তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত কতকগুলি ইংরাজকর্ম্মচারী আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিবিতে গমন করেন; কিন্তু আলীমসজিদস্থ আমীরের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া তাঁহারা ফিরিয়া আইসেন, সুতরাং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ২১ শে নবেম্বর দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ইংরাজ-সৈন্য কাবুলে গমন করিলে, সের আলী সামান্য বাধা দিয়া শেষে উত্তরাঞ্চলে রুশীয়দিগের অধিকৃত স্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক পরে তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলে তিনি পিতৃপদ প্রাপ্ত হন ও ইংরাজদিগের সহিত ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক আপন রাজধানীতে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হন। ইহাই গণ্ডামাকের সন্ধি বলিয়া খ্যাত। সার লুইস্ ক্যাভেগনারী কাবুলে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন, কিন্তু ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আফ্‌গানেরা হঠাৎ রেসিডেন্সী আক্রমণ করিয়া রেসিডেণ্ট ও অপরাপর ইংরাজকর্ম্মচারীদিগকে নিহত করে। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত ইংরাজ-সৈন্য আফ্‌গানিস্থানে গমন করিলে, ইয়াকুব খাঁ ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হন ও তাহার প্ররোচনায় উক্তকার্য্য সম্পাদিত হয়, এই বিবেচনায় তিনি সপরিবারে ভারতবর্ষে আনীত হন। সের আলীর পুত্র মহম্মদ জানের পক্ষ হইয়া কতকগুলি সর্দ্দার ইংরাজদিগের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন ও আফ্‌গানিস্থানে ঘোর-

তর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। লর্ড লিটনের ভারতশাসন সময়ের কার্য্যগুলি সাধারণের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে সম্পূর্ণ দুর্নামগ্রস্ত হইতে হয়। তন্মধ্যে কয়েকটী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে; যথা—লবণের শুল্ক বৃদ্ধি, ভবিষ্য দুর্ভিক্ষের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপন, আমদানি দ্রব্যের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া, অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর অনুমতি ব্যতীত অস্ত্রব্যবহারে অক্ষমতা, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ ইত্যাদি। তিনি ১৮৮০ খৃঃ অব্দে জুন মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

উক্ত মাসে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপণ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তিনি আসিয়াই আফ্‌গান যুদ্ধ শেষ করেন, তথায় আবদুল রহমন খাঁ ইংরাজদিগের প্রসাদে আমীর হন ও ইংরাজসৈন্য আফ্‌গানিস্থান হইতে চলিয়া আইসে। এই যুদ্ধে সেনাপতি সার ফ্রেডেরিক রবার্টস সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইংরাজদিগের ও আবদুল রহমন খাঁর পরমশত্রু আয়ুব খাঁর অত্যাচারে আমীর নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিতে পারিতেছেন না। আয়ুব খাঁ এক্ষণে তিহারানে অবস্থিতি করিতেছেন। লর্ড রিপণ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এদেশীয়দিগের সম্পূর্ণ যশোভাজন হন। তিনি এদেশে স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা সমবেত হইয়া নির্দ্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বিদ্যালয় রাস্তা, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা উক্ত প্রণালী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য; ইহার দ্বারা ভারতবর্ষবাসীরা রাজনীতি শিক্ষা করিবেন ইহাই

প্রবর্ত্তয়িতার আন্তরিক ইচ্ছা। লর্ড রিপণ লবণের শুল্ক হ্রাস করিয়াছেন, কমিসন নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাবিভাগের সমস্ত গূঢ় বিষয় অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার উন্নতি স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন, ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন করিয়া দেশীয় সুযোগ্য বিচারপতিগণকে ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের সহিত তুল্য ক্ষমতা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায় উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, মাননীয় রমেশচন্দ্র মিত্রকে হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতির আসনে প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত হইতে সহায়তা করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের বিপুল-মান বুদ্ধি ও কৃতবিদ্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন, সংবাদপত্রের ডাকমাসুল কমাইয়াছেন এবং এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি আমাদিগের হিতকরকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন ও করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। সম্প্রতি "বেঙ্গলি" নামক ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের একজন পিউনি জজের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া দুইমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন, ইহা লর্ড রিপণের শাসনসময়ের একটী প্রধান ঘটনা। লর্ড রিপণ যেরূপ উদারচেতা ও কার্য্যকুশল এবং এদেশীয়দিগের হিতার্থ যেরূপ যত্নবান্, তাহাতে আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি দীর্ঘ জীবী হউন ও আর কিছুদিন ভারতবর্ষে থাকিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধনে ব্রতী থাকুন।

গাজীপুর—বারাণসী বিভাগে স্বনাম জেলার প্রধান নগর।

মলৌন—নেপালের প্রান্তে, শতদ্রু তীরে অবস্থিত।

সিমলা—পঞ্জাব প্রদেশে স্বনাম জেলায় অবস্থিত।

ডনাবিউ—ব্রিটিস্ বর্ম্মার পেগুবিভাগে অবস্থিত।

প্রোম—ব্রিটিস্ বর্ম্মার পেগুবিভাগে অবস্থিত।

পাগান—ব্রিটিস্ বর্ম্মায় অবস্থিত, অমরাপুর হইতে প্রায় ৬০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

ইয়ান্দাবু—আভা হইতে প্রায় ২৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

ব্রিষ্টল—ইংলণ্ডের একটী বিখ্যাত নগর।

কোয়েটা—বেলুচিস্থানের উত্তরে অবস্থিত।

আলীমসজিদ—আফ্গানিস্থানের এই নগরটী খাইবার পাসের অনতিদূরে অবস্থিত।

জেলালাবাদ—খাইবার পাসের সন্নিকটে অবস্থিত।

পার্ব্বন—কাবুলের নিকটস্থ একটী উপত্যকা।

বালাহিসার—কাবুলের এই স্থানে রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত।

গজনি—আফ্গানিস্থানের বিখ্যাত নগর।

মিয়ানি—সিন্ধুদেশস্থ হায়দরাবাদ হইতে তিন ক্রোশ উত্তর।

মহারাজপুর—গোয়ালিয়র হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

পুন্নিয়ার—গোয়ালিয়র হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

ফেরোজপুর—পঞ্জাবস্থ স্বনাম বিখ্যাত জেলার নগর।

মুদ্কী—ফেরোজপুর হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

ফেরোজসহর—ফেরোজপুর জেলায় অবস্থিত।

আলীওয়াল—লুধিয়ানা জেলায় অবস্থিত।

সব্রোঁ—ফেরোজপুর জেলায় অবস্থিত।

রামনগর—লাহোর হইতে প্রায় ৩৪ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

সাদুল্লাপুর—লাহোর হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

চিনিয়ানালা—লাহোর হইতে প্রায় ৪৩ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

গুজরাট—লাহোর হইতে প্রায় ৩৮ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

বিবিগঞ্জ—আরার অনতিদূরে অবস্থিত।

কল্পী—কানপুর হইতে প্রায় ২৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম।

আটক—পঞ্জাবে রাউলপিণ্ডী জেলায় অবস্থিত।

ধর্ম্মশালা—সিমলার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

# প্রথম পরিশিষ্ট।

## প্রথম অধ্যায়।

### ভারতবর্ষে আর্য্যগণের আগমন হইতে মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা মধ্য আসিয়ার জৈহুন নদীর তীরবর্ত্তী অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরস্থিত অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান ভূভাগে অবস্থিতি করিতেন। আর্য্যেরা আদি বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; ফরাসি, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা উক্ত আর্য্য বংশোৎপন্ন। যে সকল আর্য্যেরা পরে পারস্য ও ভারতবর্ষে বাস করেন, তাঁহারা বহুদিন একত্রে ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, একদল ভারতবর্ষে আগমন করেন, ও অপরদল পারস্য যাইয়া উপনীত হন। কিন্তু অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত আর্য্যগণ প্রথমতঃ পঞ্জাবে উপস্থিত হন ও তথায় ধর্ম্ম-বিষয়ে বিরোধ ঘটিলে, একদল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পারস্যে গমন করেন। ভারতবর্ষবাসী আদিমঅধিবাসীরা আর্য্যপরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কতক জঙ্গলে ও পর্ব্বতে পলায়ন করে ও কতক বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক আর্য্য পরিবারে প্রবেশ করে এবং পরে শূদ্র এই নাম প্রাপ্ত হয়। পর্ব্বতে ও জঙ্গলে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, সাঁওতাল,

ভীল প্রভৃতি জাতিরা তাহাদেরই সন্তানসন্ততি। , পঞ্জাব ভারতীয় আর্য্যগণের প্রথম নিবাসভূমি, তাঁহারা তথায় বহুশতাব্দী অবস্থিতি করেন এবং সেই সময়ে আর্য্যগণ সুসভ্য জনোচিত পদবীতে সমারূঢ় না থাকিলেও অপেক্ষা-কৃত সভ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে পবিত্র ভূমিতে থাকিয়া আর্য্যগণ প্রথমে বেদ প্রণয়ন করেন, অনু-মান হয়, সেই স্থান হইতে তাঁহারা হিন্দু নাম পরিগ্রহ করেন; অর্থাৎ পঞ্জাবে সিন্ধু ও ইহার পঞ্চশাখা ভিন্ন সর-স্বতী নাম্নী একটী নদী ছিল, আমাদিগের এই আদি-ভূমির পবিত্রসলিলা সপ্তসিন্ধুর অপভ্রংশিত বা ভাষান্তরিত "হপ্ত হেন্দু" শব্দ হইতেই হিন্দু নাম উৎপত্তি হইয়াছে। সপ্তসিন্ধু তীরবাসী হিন্দুরা সামান্য কৃষিকার্য্য ও গোমেষ পালন করিতেন, এই কালটী হিন্দুদিগের পিতৃপ্রধান সময়, কারণ এক পরিবারের রক্ষণ ও পালন কর্ত্তা বা পিতা আপন অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রধান ছিলেন ও তাঁহারা দেবার্চ্চনা এবং যজ্ঞাদিতে যাজকের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। হিন্দু-দিগের উক্ত প্রথমাধ্যুষিত স্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া আখ্যাত আছে।

পঞ্জাব ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই হিন্দুদিগের সভ্যতা, ধন-শালিতা ও বংশবৃদ্ধি হইয়া উঠে, সুতরাং তাঁহারা অধিকার বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত ও তথা হইতে উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং একদিকে যমুনা ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলপর্য্যন্ত ও শেষে আরবসমুদ্র হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করেন। প্রথমটী ব্রহ্মর্ষি দেশ, দ্বিতীয়টী মধ্যদেশ ও শেষোক্তটী

আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। এই উপলক্ষে আর্য্যবিক্রম সম্পূর্ণ প্রতিভাত হয়, সুতরাং উক্ত সময় বীর-প্রধান সময় বলিয়া বর্ণিত আছে। ঐ সময়ের বীরোচিত কার্য্য সমুদায় অল্পদিনে শেষ হয় নাই, পরন্তু ইহা বহু শতাব্দীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকালে হিন্দুদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানারূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; কারণ যাঁহারা যুদ্ধ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা যাজকতা কার্য্য সম্পাদনে অবসর পাইতেন না। সেই যোদ্ধৃসম্প্রদায় ক্ষত্রিয় ও যাজক-সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন; যাঁহারা কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা বৈশ্য ও পরাজিত আদিমঅধিবাসীরা দাসশ্রেণী বা শূদ্র বলিয়া অভিহিত হন। মহাভারত ও রামায়ণ নামক মহাকাব্যদ্বয়বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাবলী বীরপ্রধান সময়েই অভিনীত হয়। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু ও কন্যা ইলা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হয়; চন্দ্রবংশোৎপন্ন কৌরব ও পাণ্ডবদিগের রাজ্যলাভার্থ যুদ্ধই মহাভারতের প্রধান ঘটনা। উক্ত বংশের জনৈক রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুইটী ক্ষেত্রজ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের জন্মান্ধতা বশতঃ কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজাসন লাভ করেন। পাণ্ডুর দুই পত্নীর মধ্যে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন; কথিত আছে কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ছিলেন। পাণ্ডু কিছুদিন রাজ্যভোগ করিয়া সপরিবারে নির্জ্জনে গমন করেন ও ধৃতরাষ্ট্র রাজপদ

প্রাপ্ত হন। কালক্রমে পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে কুন্তী পুত্রগণের সহিত চন্দ্রবংশীয়দিগের তৎকালীন রাজধানী হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আইসেন; প্রয়াগ প্রথমে উক্ত বংশের রাজধানী ছিল। পাণ্ডবদিগের উপর দুর্য্যোধনপ্রভৃতির স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল; ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, উহাঁদের বিদ্বেষভাব অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে পাঠাইয়া দেন, তথা হইতে তাঁহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করেন ও এই সময়ে পঞ্চালরাজদুহিতা দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের স্বয়ম্বরকার্য্য সাধিত হয়। কৌরবেরা ইহার পরে তাঁহাদিগকে কতক রাজ্যাংশ প্রদান করিলে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী সংস্থাপিত করেন ও যুধিষ্ঠির তদনন্তর রাজসূয়যজ্ঞ সমাধা করেন। দুর্য্যোধনের বিদ্বেষানল কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় নাই, তিনি পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট সাধনে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে প্রায় সমস্ত প্রধানব্যক্তিরাই অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, দুর্য্যোধন কৌশল করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ইহাতে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি পণে পরাস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন ও শেষে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ এবং পত্নীর সহিত বনে গমন করিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর পাণ্ডবেরা স্বরাজ্য ফিরিয়া চাহিলে দুর্য্যোধন তাহা প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন, সুতরাং বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। পাণ্ডবদিগের পিতৃস্বস্পুত্র সুচতুর কৃষ্ণ উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপনে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন এবং অবশেষে প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রে উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, আঠার দিন

যুদ্ধের পর কৌরবেরা প্রায় সকলেই নিহত হইলেন। যুধিষ্ঠির জয়লাভ করিয়া সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন বটে, কিন্তু বহুল আত্মীয়স্বজন বিরহে ও ইহার উপর পরমবন্ধু কৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি অর্জ্জুনেরপৌত্র পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত হিমালয়পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। ভগবদ্গীতা, হরিবংশ এবং সাবিত্রীসত্যবান, নলদময়ন্তী ও শকুন্তলার উপাখ্যান মহাভারতের অতি উৎকৃষ্ট অংশ। রামায়ণে রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সূর্য্য বংশীয় রাজারা অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন, ঐ বংশের রাজা দশরথের চারি পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে রাম কৌশল্যার, ভরত কৈকেয়ীর ও লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন সুমিত্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ দশরথ, রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার দিনস্থির করিলে পর, কৈকেয়ীর পরিচারিকা মন্থরার পরামর্শে তাঁহার মনোভাব বিকৃত হয় ও তিনি মহারাজকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুইটী বর পূরণ করিতে প্রার্থনা করেন। কৈকেয়ী এক বরে চতুর্দ্দশ বৎসর রামের বনবাস ও অপরে ভরতের রাজ্যলাভ যাচ্ঞা করেন। রাম পিতৃসত্য পালনার্থ লক্ষ্মণ ও স্বীয়পত্নী সীতার সহিত বনে গমন করেন এবং ভরত রাজপদ প্রাপ্ত হন। রামচন্দ্র গঙ্গাপার হইয়া বুন্দেলখণ্ডস্থ চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন ও তথা হইতে মধ্যভারতবর্ষস্থ দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করেন। কথিত আছে তথায় মহামুনি অগস্ত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও পরে তিনি গোদাবরী তীরস্থ জনস্থানে যাইয়া অবস্থিতি করেন। উক্ত প্রদেশ সেই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কাধিপ রাবণের অধিকৃত

ছিল, তাঁহার ভগিনী সূর্পনখা কোন উপায়ে রামলক্ষ্মণের রূপমাধুরী অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের প্রণয়াভিলাষিণী - হইলে, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানিত হন। রাবণ, বনবিহারী জটাবল্কলধারী সামান্য যুবকদ্বয়ের এতাদৃশ ঔদ্ধত্যের বিষয় অবগত হইয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প হন এবং কৌশল ক্রমে রামপ্রিয়া সীতাকে হরণ করেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দাক্ষিণাত্যবাসী অনার্য্যজাতি· দিগের সহায়তা লাভ করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় উপস্থিত হন। রাবণভ্রাতা বিভীষণ তাঁহাদিগের পক্ষ হন এবং রাবণ নিহত ও সীতার উদ্ধারকার্য্য সম্পাদিত হয়। সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইবার পর রামচন্দ্র মিত্রগণের সহিত অযোধ্যায় গমন করেন; রামচন্দ্রের আগমনে মহামতি ভরত হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ হইলেন। স্বয়ম্বর প্রথা, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, অক্ষক্রীড়াও রাজাদিগের মৃগয়াগমন উভয় কাব্যেই বর্ণিত আছে। মহাভারতে এক স্ত্রীর বহুস্বামী হইবার বিধি দৃষ্ট হয় কিন্তু রামায়ণে তাহা নাই, তবে এক পুরুষের বহুস্ত্রী গ্রহণের নিয়ম আছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত উভয় কাব্যে সামাজিকও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানারূপ আচার ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ২০০০পূঃ খৃঃ হইতে ১০০০ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে হিন্দুরা চারিখানি বেদ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে ঋগ্বেদ প্রথম প্রস্তুত হয়; সাম, যজুঃ এবং অথর্ব্ববেদ ইহার পরে প্রণীত হয়। বেদ অবলোকনে প্রতীতি হয় যে, প্রথমে হিন্দুরা জাতিভেদ মানিতেন না; পরে সভ্যতার উৎকর্ষসহকারে তাঁহাদিগের মধ্যে পূজক

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, কৃষক ও বণিক্ অর্থাৎ বৈশ্য এবং পরাজিত ও আর্য্যপরিবারভুক্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ শূদ্র এই চারিজাতিভেদ হইয়া উঠে। সকল জাতির মধ্যে যাজকসম্প্রদায় সাধারণের পূজ্য হন বলিয়া প্রথমেই ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্যস্থাপিত হয় ও কালসহকারে ক্ষত্রিয়েরাও ব্রাহ্মণদিগের উপর প্রাধান্যলাভ করেন। ক্ষত্রিয়প্রাধান্য নষ্ট হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা হিন্দুসমাজে স্থাপিত হয়, মনুকৃত স্মৃতিশাস্ত্র তাহার অকাট্য প্রমাণ। মনুসংহিতায়, দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সময় হইতে ৩০০ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত সময়ের ব্রাহ্মণদিগের ও তৎকালীন অপর হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় বর্ণিত আছে। অনেকে অনুমান করেন ৩০০ হইতে ২৫০ পূঃ খৃঃ মধ্যে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয়। মনু হিন্দুদিগের জাতিবিভাগ সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজখ্যাত জাতিত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য সংহিতায় প্রাচুর্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের সুখের জন্যই সমস্ত মনুষ্য ও পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে এবং অপর সকল জাতিই তাঁহাদিগের আজ্ঞাবর্ত্তী থাকিবে; ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও অপরজাতির ন্যায় দণ্ডার্হ হইবেন না। সংহিতায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কোন কোন বিষয়ে সামান্যরূপ অধিকার পাইবার কথা বর্ণিত আছে কিন্তু শূদ্রনিগ্রহ পদে পদে লিখিত আছে; দ্বিজগণের সেবাই তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বন। শিল্প ও জীবনস্থিতির অপরাপর কার্য্য মিশ্রজাতিদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত। মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, হিন্দুরাজারা যথেচ্ছাচারী ছিলেন

ও তাঁহাদিগের উপর ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। রাজাদিগের অধীনে সহস্রগ্রামাধিপতি ও তাঁহাদিগের অধীনে শতগ্রামাধিপতি এবং শতগ্রামাধিপতির অধীনে কখন বা দশগ্রামাধিপতি ছিলেন; উহাঁদিগকেই জমীদার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রতি গ্রামে মুখ্য বা মণ্ডল থাকিতেন, তিনি গ্রামের রাজস্ব সম্বন্ধে দায়ী হইতেন ও তন্নিমিত্ত নিষ্কর জমি, বেতন বা গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ পাইতেন। তিনি স্বীয় গ্রামের বিবাদসমূহ নিষ্পত্তি করিতেন; তাঁহার অধীনে কতকগুলি কর্ম্মচারী থাকিত, তন্মধ্যে পাটোয়ার বা গোমস্তা এবং চৌকীদারই প্রধান ছিল। সামাজিক বিষয়েরত কথাই নাই, মনু আর্য্যদিগের পারিবারিক জীবনযাত্রাসংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থাপিত বিবাহ্ প্রণালী অতীব উৎকৃষ্ট, কোন কোন কারণে স্ত্রীলোকদিগের স্বামিসত্বেও পুনরুদ্বাহ ও বিধবা বিবাহেরও একরূপ ব্যবস্থা আছে; মনুসংহিতায় সহমরণের কোন আভাস নাই। মনুলিখিত দণ্ডবিধি সহজ ও সুসভ্যজাতি ব্যবহার্য্য ছিল না; সম্পত্তি সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছিল। মনুসংহিতায় বৈদিক ধর্ম্মের অল্পমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, ব্রাহ্মণদিগের জীবনকাল চারিপ্রকারে বিভক্ত ছিল, প্রথম বিদ্যাভ্যাস বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, দ্বিতীয় সংসারাশ্রম, তৃতীয় বানপ্রস্থ ও চতুর্থ সমাধি। মনু চিরপ্রচলিত প্রথায় অনাদর প্রকাশ করেন্ নাই ও তাঁহার বর্ণিত সময়ের হিন্দুদিগের সামাজিক আচারব্যবহার উৎকৃষ্ট না হইলেও অসভ্যতাব্যঞ্জক ছিল না। মনুসংহিতায় হিন্দুদিগের ষড়্‌দর্শনের

কোন উল্লেখ নাই, বোধ হয় ইহার পরেই উক্ত দর্শন সমূহের আলোচনা আরম্ভ হয়। ক্রমে ছয় খানি দর্শন প্রস্তুত হয়; যথা—কপিলকৃত সাঙ্খ্য, পতঞ্জলিকৃত যোগ, গৌতমকৃত ন্যায়, কণাদকৃত বৈশেষিক, জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব মীমাংসা ও ব্যাসকৃত বেদান্ত বা উত্তর মীমাংসা। ষড়দর্শন হিন্দুদিগের চিন্তাশলতার প্রথম পরিচয় নহে, বেদ সমূহের শেষভাগ উপনিষদে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত হয়।

হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার বলে ভারতবর্ষে একটী ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়া উঠে; সেইটী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব মহাত্মা শাক্যসিংহ বা গৌতম তাহার উদ্ভাবন কর্ত্তা। কেহ কেহ কহেন যে, শাক্যসিংহ পূঃ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। নেপাল ও সিকিমের মধ্যে কপিলবস্তু নামক একটী রাজ্য ছিল, তত্রত্য রাজা শুদ্ধতনের ঔরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে শাক্যসিংহের জন্ম হয়, তিনি সুদৃশ্য, প্রতিভাশীল ও বাল্যকাল হইতে চিন্তাপ্রিয় ছিলেন। শাক্যসিংহ গোপা নাম্নী এক রূপবতী কন্যাকে বিবাহ করেন ও তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। কথিত আছে শাক্যসিংহ একটী মৃত, একটী পীড়িত ও একটী জরাগ্রস্ত লোক দেখিয়া জীবন দুঃখময় জ্ঞান করেন ও একজন ভিক্ষুর চিন্তাবিহীন জীবন দেখিয়া শান্তি ও মুক্তি পাইবার প্রত্যাশায় বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। শাক্য সিংহ জ্ঞান লাভার্থ ক্রমান্বয়ে দুইজন বিজ্ঞব্রাহ্মণের শিষ্য হন, কিন্তু তাহাতে বাসনানুরূপ ফললাভ হইল না দেখিয়া তিনি গয়ার নিকট একটী অরণ্যে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত

হইলেন। ইহাতেও শান্তি লাভ হইল না দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ও চিন্তাবলে জ্ঞান লাভ করিয়া আপনাকে "বুদ্ধ" অর্থাৎ জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয়মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতেই শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব নাম প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি বারাণসী গমন পূর্ব্বক স্বীয়মত প্রচার আরম্ভ করিলে, অচিরাৎ কতক গুলি লোক তাঁহার মতাবলম্বন করিল। ইহার কিছু দিন পরে বুদ্ধদেব একদা স্বরাজ্য গমন করিলে তাঁহার স্বজনগণ উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিতধর্ম্ম অতি সরল, সুতরাং তাহা অনেকেরই হৃদয়গ্রাহ্য হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের মত এই যে, মনুষ্য জীবন কেবল দুঃখময়, এই দুঃখ সমূহ পার্থিবপদার্থসকলের প্রতি মমতাপ্রযুক্ত উৎপন্ন হয়; সুতরাং সমস্ত মমতা ছেদ করিয়া মুক্তি চিন্তায় রত হইলে মনুষ্যকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ও তাঁহাদিগের মুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে। মনুষ্যগণ নিজ নিজ বাক্যে, কার্য্যে ও কোন বিষয় চিন্তনে সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করিলে জন্মান্তরে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে। তাঁহার মতে জাতিভেদ নাই, বৈদিকধর্ম্মের উপকারিতা নাই ও প্রাণিহিংসার প্রয়োজন নাই। বারাণসী হইতে বুদ্ধদেব মগধরাজ বিম্বিসারের আহ্বানে তাঁহার রাজধানী রাজগৃহে (গিরিব্রজে) গমন করেন; এই স্থানে বুদ্ধদেব পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। বিম্বিসার বুদ্ধদেবের একজন শিষ্য হন, কিন্তু রাজা স্বীয়পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, বুদ্ধদেব কোশলরাজ্যের রাজধানী

শ্রাবস্তি নগর ও তথা হইতে কপিলবস্তু গমন করেন। পরে অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, বুদ্ধদেব তাঁহার আহ্বানে পুনরায় রাজগৃহে আগমন করেন। তথা হইতে গমনকালে তিনি কুশিনগরের নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এইরূপে এক ক্ষত্রিয়রাজকুমার স্বীয় অলৌকিক চিন্তাবলে পৃথিবীতে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করেন; যদিও তিনি সেই সময়ে রাজাদিগের বিসম্বাদবশতঃ ধর্ম্ম প্রচারণে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তথাপি ঐ ধর্ম্ম ক্রমে ভারতবর্ষ, তিব্বৎ, চীন; বর্ম্মা প্রভৃতি নানা স্থানে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হয় ও এই দেশে উক্ত ধর্ম্ম এক সময়ে অধিকাংশ লোকের মধ্যে ঐক্যসাধনের মূলীভূত কারণ হইয়া উঠে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুরপর তাঁহার শিষ্যেরা একটি সভা করেন, তাহার কিছু দিন পরে দ্বিতীয় সভা ও অশোক রাজার সময় তৃতীয় সভা হয়। এই শেষ সভায় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপুস্তক সংগৃহীত হয়; তাহা তিন অংশে বিভক্ত এই নিমিত্ত তাহাকে "ত্রিপিটক" কহে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎকর্ষসহকারে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের লোপ হয় এবং এই সময়ের মধ্যে দুই একটী রাজ্য প্রধান হইয়া উঠে; তন্মধ্যে মগধ রাজ্যই প্রধান। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, সহদেব এই রাজ্য স্থাপন করেন; বহু দিন পরে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। ইহাঁরা ক্ষত্রিয় জাতীয় নরপতি ছিলেন, পরে অজাতশত্রু হইতে ষষ্ঠ রাজা নন্দ ৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে মগধে শূদ্ররাজবংশ স্থাপিত করেন্ এবং ইহাঁর পরে উক্ত বংশীয় আটজন রাজা মগধে রাজ্য করেন। তাঁহারা সকলে নন্দনামে খ্যাত

ছিলেন, তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যমুনির সাহায্যে মগধের রাজসিংহাসন লাভ করেন; কথিত আছে তিনি ক্ষৌরকার পত্নীর গর্ভসম্ভূত ছিলেন, যাহা হউক তিনি নন্দদিগের কোনরূপ সম্পর্কীয় হইবেন। চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তিনি পূঃ খৃঃ ৩১৫ হইতে ২৯১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার প্রবর্ত্তিত রাজবংশকে মৌর্য্যবংশ বলিয়া থাকে। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার আটাইস বৎসর রাজ্য করিলে পর, ২৬৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন বা প্রিয়দর্শী প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও ভারতবর্ষের চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাজা অশোকের সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় ও তাঁহার আজ্ঞায় ভারত-বর্ষের নানা স্থানে গিরি ও স্তম্ভগাত্রে নানারূপ নীতিকথা খোদিত হইয়াছিল। তৎসমুদায় এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, সকলে স্ব স্ব মাতার উপর কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইবেন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবাসীর উপর সদ্ব্যব-হার ও তাঁহাদিগকে সতত সাহায্য করিবেন, কি হিন্দু কি বৌদ্ধধর্ম্মোপদেষ্টার উপর বদান্য হইবেন, কুকথা কহিতে কি কুকার্য্য করিতে বিরত থাকিবেন, সকল বিষয়ে মিতা-চারী হইবেন এবং সকলের উপর দয়া প্রকাশ করিবেন। মহারাজ অশোকের পর আর সাতজন মৌর্য্যবংশীয় রাজা মগধে রাজত্ব করেন। মৌর্য্যবংশের ধ্বংসের পর অপর দুইটী রাজবংশীয় রাজারা মগধে রাজ্য করেন, তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

মৌর্য্যবংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রব-

লতা হ্রাস হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রাধান্যের সূত্রপাত হয়। ইহার মধ্যে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, জৈনেরা অনেকাংশে বৌদ্ধদিগের ন্যায় হইলেও, হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন মত ইহাদের ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। হিন্দু ধর্ম্মের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সংস্থাপিত হয়; এই সময়েই পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্র নামক ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি প্রণীত হয়, এই সময়েই হিন্দুদিগের অসংখ্য দেব দেবীর আরাধনা করিবার ব্যবস্থা প্রকটিত ও প্রতিমা পূজা আরব্ধ হয়। আমরা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ যেরূপ দেখিতেছি, তাহা এই সময়েই সংগঠিত হয়। ব্রাহ্মণদিগেব হৃতক্ষমতার পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে পৌবাণিক একটী ইতিবৃত্ত আছে, তাহা এই যে, আবুপর্ব্বতস্থিত ঋষিরা রাক্ষস অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের কর্ত্তৃক বেদসমূহের অবমাননা ও হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহাদিগেব অত্যাচাবেব বিষয় ব্রহ্মাকে জানাইলে, তিনি তাঁহাদিগকে পরশুরাম কর্ত্তৃক ধ্বংসীকৃত ক্ষত্রিয় জাতিব পুনর্জ্জননে আদেশ করেন। উক্ত ঋষিরা অগ্নিকুণ্ডে জাহ্নবী জল প্রক্ষেপ কবিলে তাহা হইতে চারিজন যোদ্ধা উত্থিত হন এবং এই যোদ্ধাগণের প্রভাবেই পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উন্নতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের নিপাত সাধিত হয়। ফলতঃ প্রমর, পরিহর, চালুক্য ও চৌহান নামে চারিজন ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের পরাক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতা ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক রাজপুতেরা অগ্নিকুলোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন; উক্ত কুলোদ্ভব অন্ধ্রবংশীয় রাজারা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহারা মগধ, উজ্জয়িনী, বরঙ্গুল ও অন্যান্য স্থানে

প্রবলপরাক্রমের সহিত অনেক দিন রাজ্য করিয়াছিলেন। অন্ধ্রবংশের একটী প্রধান শাখা হইতে উদ্ভূত নরপতি বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। অন্ধ্র বংশোৎপন্ন রাজা প্রথম শতকর্ণী ও ভোজ ভারতবর্ষের বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের পূর্ব্বে ও পরে ভারতবর্ষে কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে কান্যকুব্জে গুপ্তবংশ বলিয়া একটী হিন্দুরাজবংশ প্রাধান্য স্থাপন করেন, তাঁহারা পরে কাটিগরে বল্লভীনগর স্থাপিত করেন ও উক্ত বংশ বল্লভীবংশ বলিয়া আখ্যাত হয়; বল্লভীবংশীয়েরাই রাজপুতানায় মেওয়ার বা মিবার নামে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বিস্তার করেন। খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে চৌর বংশ গুর্জ্জরে প্রাধান্য লাভ করেন, অহ্নলবরা বা বর্ত্তমান পত্তন নগর উহাঁদিগের রাজধানী ছিল; পরে বিবাহ সূত্রে কল্যাণের সালোঙ্ক্য বা চালুক্যবংশ পত্তনের অধিকার প্রাপ্ত হন। খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে রাঠোর জাতীয় রাজপুত্রেরা কাণ্যকুব্জে রাজ্যস্থাপন করেন, কাণ্যকুব্জের বিখ্যাত নরপতি জয়চন্দ্র ঐ বংশীয় ছিলেন। পরে তাঁহারা অন্য এক রাজপুতবংশ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মাড়োয়ার বা যোধপুররাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে অপর এক রাজপুত বংশ দিল্লীতে (প্রাচীন হস্তিনাপুরে) রাজ্যাধিকার বিস্তার করেন, পরে একাদশ শতাব্দীতে আজমীরের চৌহান বংশীয় এক জন নরপতি দিল্লী অধিকার করেন। কিছু দিন উক্ত উভয় রাজ্য একত্র থাকিয়া পরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে;

পরে আজীমিরাধিপতি চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরায় দিল্লী রাজ্য লাভ করিলে, উভয়রাজ্য পূর্ব্বের ন্যায় মিলিত হয়। মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে, ইহাতে অনুমান হয় যে, বীরপ্রধান সময়ে আর্য্যগণ এইদেশ অধিকার করেন। মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ার সময় অবধি বঙ্গদেশে চারিটী পৃথক্ রাজবংশীয়েরা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। পালবংশের পর সেনবংশীয় হিন্দুরাজারা বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করেন, অনেকে কহেন যে, ইহাঁরা ক্ষত্রিয ছিলেন। গৌড় নগর এক সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল বলিয়া ইহাকে কখন কখন গৌড় দেশ কহিয়া থাকে।

কথিত আছে, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অগস্ত্যমুনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তথায় আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করেন; কিন্তু অনেকে অনুমান করেন যে, তাঁহার গমনের বহু পূর্ব্ব হইতে দাক্ষিণাত্যে সভ্যতালোক বিকীর্ণ হয়। দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল; যে কয়েকজন মহাপুরুষ তথায় পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থাপনে যত্ন করেন, তন্মধ্যে মহামতি শঙ্করাচার্য্য প্রধান ছিলেন। দাক্ষিণাত্যস্থিত কয়েকটী প্রধান প্রধান রাজ্যের বিষয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও ভারতবর্ষে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রবলতা সংস্থাপিত হইল, পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্র প্রস্তুত হইল, তথাপি ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে তিরোহিত হয় নাই। চীন প্রভৃতি দেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রচলন হইয়াছিল; ঐ দেশীয় ফা

হায়েন ও হুয়েন সাং নামক পরিব্রাজকদ্বয়ের ভ্রমণ বিবরণে ভারতবর্ষের তাঁহাদিগের আগমন সময়ের সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা বিষয় বিবৃত আছে; তন্মধ্যে হুয়েন সাং লিখিত বৃত্তান্তই সমধিক প্রধান। ফা হায়েন খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন ও কান্যকুব্জ, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, তাম্রলিপ্তি বা তমলুক প্রভৃতি স্থান সন্দর্শন করিয়া শেষে সিংহল ও যাবা হইয়া স্বদেশে প্রতিপ্রয়াণ করেন। হুয়েন সাং ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে ভারতবর্ষস্থ প্রায় সমস্ত রাজ্যই পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ও রাজাদিগের বৃত্তান্ত এবং ভারতবাসী-দিগের রীতিনীতি ও বিদ্যার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। হুয়েন সাং জাতিবিভাগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রীকদিগের ন্যায় ভারতবাসীদিগের সচ্চরিত্রতা ও সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

মেসিডোনিয়ার অধিপতি মহাবীর আলেক্‌জণ্ডার ৩২৭ পূঃ খৃঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পারস্যরাজ ডেরায়স্ হিস্‌টাস্‌পিস্‌ও ৫২১-৫১৮ পূঃ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলেক্‌জণ্ডার ও ডেরায়সের ভারতা-ক্রমণের বিষয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আলেক্‌জণ্ডারের মৃত্যুরপর তাঁহার সেনানী সেলিউকস্ প্রভুর অধিকৃত সিরিয়া, বাক্‌ট্রিয়া প্রভৃতি রাজ্য লাভ করিয়া ভারত জয় করিতে ইচ্ছু হন। চন্দ্রগুপ্ত সেই সময়ে ভারতবর্ষে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; গ্রীকেরা তাঁহাকে "সন্দ্রকোটস্" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সেলিউকস্ ভারতবর্ষ প্রবেশপূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রবর্ত্তী

হন, কিন্তু শেষে তাঁহাদিগের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, মগধরাজ সেলিউকসের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেলিউ-কসের দূত মিগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গমন করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে তৎকালে অন্যূন ১১৮টী স্বতন্ত্র রাজ্য থাকিলেও, মগধরাজ সন্দ্রকোটস্ একজন প্রধান নরপতি ছিলেন; পাটলীপুত্র বা গ্রীকদিগের অভিহিত পালিবোত্রানগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও বিবিধ উচ্চ উচ্চ অট্টালিকায় পরিশোভিত ছিল। ফলতঃ গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় গ্রীকদিগের ইতিহাসে প্রকাশিত আছে। তাঁহারা হিন্দুদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উল্লেখ করিয়াছেন ও তখন অসবর্ণবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। গ্রীকেরা সাতটী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—ধর্ম্ম ব্যবসায়ী, রাজস্বকর্ম্মচারী, রাজকর্ম্মচারী, যোদ্ধা, কৃষক, শিল্পী ও বণিক্ এবং গোমেষপালক। প্রথম তিনপ্রকার জাতি ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া বিবেচিত হয়, পঞ্চম ও সপ্তম বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন কিছুই নহে এবং ষষ্ঠ বর্ণ সঙ্করজাতি মাত্র। গ্রীকেরা ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহার দ্বারা বোধ হয় এই সময়ে শূদ্রেরা হীনাবস্থায় কালাতিপাত করিত না এবং শূদ্রনিগ্রহ সম্পূর্ণ-রূপে ক্ষান্ত হইয়াছিল। গ্রীকেরা হিন্দু তাপসগণের কঠোর তপস্যা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে তৎকালে ভারতে ধর্ম্মের আদর বিলক্ষণ ছিল। গ্রাম-সমূহের সাধারণকার্য্য সাধারণতন্ত্রের ন্যায় নির্ব্বাহিত

হইত, তাহা এরূপ সুব্যবস্থিত ছিল যে, লোকে, ধন-সম্পত্তি ও জীবন লইয়া নিরাপদে অবস্থিতি করিতেন; বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় গ্রামসকল ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত ছিল এবং কৃষিকার্য্যপ্রণালী ও শস্য এক্ষণে যেরূপ তখনও প্রায় সেইরূপ ছিল। ভারতবর্ষে অনেক বাণিজ্যপূর্ণ নগর এবং বন্দর ছিল ও বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত; ভারতবাসীরা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু পরিচ্ছদাদিধারণে আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা কার্পাসনির্ম্মিত শুভ্র ও সূক্ষ্ম ধুতিচাদর ব্যবহার ও অলঙ্কার ধারণ করিতেন, রং ও গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিতেন এবং তাহা ব্যবহারও করিতেন; পর্ব্ব বা কোন উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদিগের মহাসমারোহ হইত। এক্ষণে আমরা কেবল দেবার্চ্চনার সময় তাম্রপাত্র ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু প্রাচীনহিন্দুরা সকল কার্য্যেই প্রায় তাম্রপাত্র ব্যবহার করিতেন, গ্রীকেরা তাহা বলিয়াছেন। তৎকালে হিন্দুদিগের বিবাহপ্রথা অতি উত্তম ছিল, কন্যা বা বরপক্ষে কেহই অর্থ গ্রহণ করিতেন না; সহমরণপ্রথা কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল, সুতরাং হিন্দুরমণিগণ অদ্যাপিও যেরূপ পতিব্রতাধর্ম্মের বহুসমাদর করেন, পূর্ব্বেও সেইরূপ করিতেন। গ্রীকেরা হিন্দুদিগকে শিক্ষিত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদিগের বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের যে সমধিক উন্নতি হইয়াছিল তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, স্থপতি ও সংগীত বিদ্যার তাদৃশ চর্চ্চা হয় নাই। গ্রীকেরা হিন্দুদিগকে সাহসী, শান্তস্বভাব, মিতাচারী, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী বলিয়া মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করিয়াছেন ; তাঁহারা হিন্দুসভ্যতার আরও অনেক বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় প্রদত্ত হইল না। গ্রীকেরা হিন্দুসভ্যতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুদ্ধ ইহাও নহে ; উক্ত বৃত্তান্তে জানা যাইতেছে যে, মনু যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুদিগের সম্বন্ধে প্রায়ই তাহা দেখিয়াছেন এবং এদেশে তাঁহাদিগের আগমনেব সময় হইতে অদ্য প্রায় দ্বিসহস্রবৎসর অতীত হইল হিন্দু-দিগের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুগণের সভ্যতার বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, তাঁহাদিগের লিখিত জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কাব্য প্রভৃতিই তাহার সম্পূর্ণ পরিচায়ক। যে বিদ্যা প্রভাবে ধরাধামে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠপদবীতে সমারূঢ় হইতে পাবেন, প্রাচীন হিন্দুগণ সেই বিদ্যার প্রায় সকল অংশেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, অধিক কি তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে জগতের গুরু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগের সভ্যতা একদিনে উৎপন্ন হয় নাই, পঞ্জাবে পদার্পণ হইতে পৌরাণিকধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে শেষবার হিন্দুসমাজ আলোড়নপর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে উক্ত সভ্যতা ও তাহার মূলীভূত কারণ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়। যে মহাত্মা-গণ বেদ বা বেদাঙ্গ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা জগতে অতুল ; দর্শন শাস্ত্রে কপিল প্রভৃতি মহাত্মারা রত্নভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরাশর, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্য্য প্রধান ছিলেন। জ্যামিতি, পাটীগণিত ও বীজগণিতে হিন্দুরা সম্পূর্ণ উন্নতি করিয়াছিলেন, আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য অঙ্ক-

শাস্ত্রে অদ্বিতীয় লোক ছিলেন ; ব্যাকরণে পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বোপদেব প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ; পদ্যাদি কাব্যে কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী, মাঘ, শ্রীহর্ষ, সোমদেব, বিশাখ দেব, কৃষ্ণমিশ্র, শিহ্লণ, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ এবং গদ্য কাব্যে বিষ্ণুশর্ম্মা, বাণভট্ট, সুবন্ধু ও দণ্ডী প্রধান ছিলেন। পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রকারেরা যে মহোপাধ্যায় লোক ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রে হিন্দুরা প্রধান ছিলেন, চরক ও সুশ্রুতই তাহার প্রমাণ। অস্ত্রচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় ইহাঁদিগের নানারূপ অস্ত্র ছিল ; স্থপতিপ্রভৃতি শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যায় হিন্দুরা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া নিতান্ত হীনও ছিলেন না ; পণ্ডিতেরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করেন। সামাজিক কার্য্যকলাপ ও রাজ্যশাসনকার্য্য যে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। হিন্দুমহিলাগণ বিদ্যাবতী ছিলেন এবং তাঁহারা অনেকাংশে স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন। হিন্দুগণের বলবতী চিন্তা ও কল্পনা শক্তি, মহত্তর মানসিক বল, সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ় সমাজবন্ধন প্রভৃতি জাতীয় গুণগরিমা বোধ হয় ভারতে মুসলমানদিগের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়। আজকাল সেই পরমপবিত্র হিন্দুসন্তানগণের প্রতিভার বিকাশ নাই, সমাজ সংস্করণের প্রসঙ্গ নাই, জাতীয়গৌরবরক্ষারদিকে দৃষ্টি নাই, একথা বলিলে বোধ হয় কাহাকেও নিন্দার ভাজন হইতে হয় না। যদিও কয়েক বৎসর ধরিয়া কতকগুলি কৃতবিদ্য মহাত্মা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া প্রাচীন

হিন্দুদিগের পুরাতন বিষয় সমস্ত সাধারণের অবগতির মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আর ভারতের সে সুখের দিন হইবে কি না কে নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে!

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### মুসলমান রাজত্ব।

মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের সামান্য পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; হুয়েন সাং যখন ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন, তখন তিনি জীবিত ছিলেন। ৬২২ খৃঃ অব্দে মহম্মদের মদিনায় পলায়নের দিন হইতে মুসলমানেরা আপনাদিগের ধর্ম্মের প্রথম আরম্ভ বিবেচনা করেন; ঐ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আরবদেশে খ্রীষ্টানধর্ম্মের মত সমূহ অবিদিত ছিল না। কোরানের অনেক মত বাইবেলের অনুযায়ী, ইহাতে বোধ হয় মহম্মদ উক্ত ধর্ম্মপুস্তক যথাবৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। তথাপি অস্ত্রবলে ধর্ম্মপ্রচার ঈশ্বরানুমোদিত এই মত মহম্মদ জগতে কি জন্য প্রচার কবিলেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সহজ নহে। তিনি স্বীয়মত প্রকাশ করিলে পর, আরবীয়েরা বিধর্ম্মী বলিয়া তাহার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিলে তিনি মদিনায় পলায়ন করেন; অনুমান হয় তাহার পর হইতে ধর্ম্মসংস্থাপক-দিগের স্বভাবজাত শান্তভাব ত্যাগ করিয়া মহম্মদ পারুষ্য অবলম্বন করেন ও সাধারণকে সেই মত শিক্ষা দিতে বাধ্য হন। মহম্মদের মৃত্যুর পর ৬৩৩ খৃঃ অব্দ হইতে ৬৬০ খৃঃ

অব্দ পর্য্যন্ত আবুবকর, ওমর, ওটোমন ও আলী এই চারিজন খলিপা মদিনায় রাজত্ব করেন ও তৎপরে অন্য কয়েক জন খলিপা ৭৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ডামস্কসে ও ইহার পর হইতে কয়েক জন ১২৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাগদাদে রাজত্ব করেন। খলিপারা সমাজ ও বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যও পরিদর্শন করিতেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটী দল আছে, যথা সিয়া ও সুন্নি; সুন্নিরা কহেন যে, মহম্মদের মৃত্যুর পর মদিনার পূর্ব্বোক্ত চারিজন খলিপা তত্রত্য সাধারণ সভার অনুমোদন মতে মহম্মদের উত্তরাধিকারী হন; সিয়ারা কহেন যে, আলী ভিন্ন অপর কয়েক জন প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তরাধিকারী নহেন, কেবল বল দ্বারা খলিপার পদ লাভ করেন। আলী, মহম্মদের নিকট সম্পর্কীয় ছিলেন ও তাঁহার কন্যা ফাটিমাকে বিবাহ করেন; ইহাঁরই গর্ভে হাসেন ও হুসেন জন্মগ্রহণ করেন। ফলতঃ সুন্নিরা গোঁড়া মুসলমান ও অপর ধর্ম্মের উপর ইহাদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ। মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা নানাদেশ অধিকার করিলেও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই; খলিপা ওমরের জনৈক কর্ম্মচারী বোম্বাইর নিকটস্থ টানাদ্বীপ আক্রমণ করেন ও ইহার পরেও মুসলমানেরা সৈন্য লইয়া লুণ্ঠনার্থ ভারতবর্ষের দিকে আগমন করেন। ডামস্কসে খলিপাদিগের আধিপত্য বিস্তারের অল্প দিন পরে একজন মুসলমান সেনানী সিন্ধু প্রদেশে কিছু দিন অত্যাচার করিয়া চলিয়া যান। এই প্রথম আক্রমণে মুসলমানেরা ভারতবর্ষের বিষয় অবগত হন ও ৭১২ খৃঃ অব্দে খলিপা ওয়ালিদের বিখ্যাত সেনানী মহম্মদ কাসিম, রাজা দাহিরের

বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। দাহির সিন্ধু প্রদেশের অধিকাংশ ভূভাগের রাজা ছিলেন, দেবল, ব্রাহ্মণাবাদ, নিরুণ, আলোর, মুল্‌তান প্রভৃতি নগর তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল; তিনি আরবদেশীয় কতকগুলি জাহাজ লুণ্ঠন করিলে, প্রতি-শোধ লইবার নিমিত্ত কাসিম তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কাসিমের সহিত যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হন (৭১২)। কথিত আছে, কাসিম দুই বৎসর সিন্ধুদেশে অবস্থান করেন ও একসময়ে চিতোর আক্রমণ করিলে, প্রসিদ্ধ রাজ-পুত বাপা তাঁহাকে পরাস্ত করেন। বাপা কর্ত্তৃক তাড়িত বা নূতন খলিপার আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া কাসিম ৭১৪ খৃঃ অব্দে এই দেশ ত্যাগ করেন, পরে খলিপার আজ্ঞামতে নিহত হন। ইহার পরে প্রায় আড়াইশত বৎসরের মধ্যে মুসল-মানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই।

আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার ক্রীতদাস ও জামতা সবক্তগিন গজনী রাজ্য প্রাপ্ত হন, তিনি ক্ষমতাশীল লোক ছিলেন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যশালিতায় ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া লাহোররাজ প্রথম জয়পাল তাঁহার প্রতিকূলে গমন করেন। লঘমন্ নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে কোন পক্ষেরই বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। এই ঘটনায় সবক্তগিন ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্জাব আগমনপূর্ব্বক দুইবার জয়পালকে পরাস্ত করেন। ৯৯৬ খৃঃ অব্দে সবক্তগিনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র পরাক্রান্ত মামুদ গজনীরাজ্যের অধীশ্বর হন ও অচিরে খলিপার অধীনতা অস্বীকার করিয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। খলিপা তৎকালে অত্যন্ত হীনবল হইয়াছিলেন। সুলতান মামুদ ষোল কি সতরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ

করেন; তন্মধ্যে যে কয়েকটী প্রধান তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে; যথা—(১) মামুদ প্রথম জয়পালকে পেশোরে পরাস্ত ও বাহিন্দের পার্ব্বতীয় দুর্গ ধ্বংস করেন (১০০১); (২) বিতস্তাতীরবর্ত্তী ভাটিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন (১০০৪); (৩) মুল্‌তানের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে গমন করেন ও তথায় যাইবার কালে জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালকে পরাজয় করেন (১০০৪); (৪) পুনরায় পেশোবে অনঙ্গপালকে পরাস্ত করেন ও নগরকোটস্থ হিন্দুদেবালয় লুণ্ঠন করেন (১০০৮); (৫) মুল্‌তান গ্রহণ ও অনঙ্গপালের সহিত সন্ধি করেন (১০১০); (৬) থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ হিন্দুদেবালয় লুণ্ঠন করেন (১০১১); (৭) কাশ্মীর গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই (১০১৫); (৮) কনোজ আক্রমণ করেন; রাজা, সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিলে মামুদ তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন ও পরে মথুরা লুণ্ঠন করেন (১০১৭ বা ১০১৮); (৯) কালিঞ্জররাজকে আক্রমণ করিতে আসিয়া লাহোর অধিকার করেন (১০২২); (১০) এই যাত্রায় কাশ্মীর বৃথা আক্রমণ করেন (১০২৩); (১১) গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জরের রাজদ্বয়কে বশীকৃত করেন (১০২৪); (১২) কাটীগড় উপদ্বীপস্থ বিখ্যাত সোমনাথ দেবের মন্দির অধিকার পূর্ব্বক দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও তাহাতে মামুদ বিপুল ধন প্রাপ্ত হন (১০২৪ বা ১০২৬-২৭)। সুলতান মামুদ ১০৩০ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি একজন যুদ্ধকুশল, রাজনীতিজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন, ও গজনীতে একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

করেন ; দোষের মধ্যে মামুদ অত্যন্ত ধনলোভী ও একজন গোঁড়া মুসমলান ছিলেন। তাঁহার বংশীয়গণের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে প্রায় দেড়শত বৎসরের মধ্যে গজনীরাজ্য হীনত্ব প্রাপ্ত হয় ও লাহোর ব্যতীত উক্ত রাজ্যের সমস্ত অধিকৃত স্থান ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তগত হয়। মামুদের বংশীয় খসরু ও তৎপুত্র খসরু মালিক লাহোরে রাজ্য করেন, শেষোক্তের রাজ্যশাসন সময়ে ১১৮৪ বা ১১৮৬ খৃঃ অব্দে মহম্মদ ঘোরী লাহোরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন। উক্ত দেড়শত বৎসরের মধ্যে গজনী ও হিরাট প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী ঘোর নামক স্থানে আফ্গানেরা প্রাধান্য লাভ করে; ঘোররাজ গিয়াসউদ্দীন ১১৭৩ খৃঃ অব্দে গজনী অধিকার পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা সাহেবউদ্দীনকে তথায় রাখিয়া স্বয়ং স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। এই সাহেবউদ্দীন বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে মুসলমানরাজ্য সংস্থাপন করেন; তিনি ১১৭৫ খৃঃ অব্দে মুল্তান ও ১১৮৪ বা ১১৮৬ খৃঃ অব্দে লাহোর অধিকার করেন। ১১৯১ খৃঃ অব্দে তিরৌরী নামক স্থানে দিল্লীরাজ পৃথ্বীরায়ের সহিত যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পরাস্ত হন, কিন্তু পরে দিল্লীরাজের সহিত কনোজরাজের মনান্তর উপস্থিত হওয়ায় মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে আফ্গানদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন; এই গৃহবিচ্ছেদটী ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অমঙ্গলের বিষয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কনোজরাজ জয়চন্দ্র একটী যজ্ঞ আরব্ধ করিয়া অপরাপর রাজগণের উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার দেন; দিল্লীরাজের উপর দ্বাররক্ষার ভার হইলে, তিনি কনোজরাজের সর্ব্বপ্রধানতা অস্বীকারপূর্ব্বক উক্ত যজ্ঞে উপস্থিত

হন নাই ; ইহাতে রাজা জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের একটী প্রতিমূর্ত্তি দ্বারদেশে স্থাপিত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সময়ে জয়চন্দ্রের দুহিতার স্বয়ম্বরকার্য্যও শেষ হয় ; পূর্ব্ব হইতেই পৃথ্বীরায় উক্ত ললনাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন, রাজদুহিতা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে মাল্য প্রদান করেন। পৃথ্বীরায় একটী লুক্কায়িত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি সহসা গমন করিয়া কন্যারত্ন হরণ পূর্ব্বক সত্বরে দিল্লী প্রস্থান করেন। এই ব্যাপারের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত কনোজরাজ, মহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করিলে, তিনি এদেশে আসিয়া ১১৯৩ খৃঃ অব্দে পৃথ্বীরায়কে পরাস্ত করেন ; এই যুদ্ধে মহারাজ নিহত হন। জয়চন্দ্রও আপন দুষ্কৃতির সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হন ; ১১৯৪ খৃঃ অব্দে মহম্মদ ঘোরী পুনরায় এদেশে আগমন পূর্ব্বক চন্দ্রবর নামক স্থানে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। মহম্মদ ঘোরী আপন প্রিয় ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীনকে দিল্লীতে আপন প্রতিনিধি রাখিয়া প্রস্থান করেন ; কুতুবউদ্দীনের একজন উচ্ছৃঙ্খল সেনানী বক্তিয়ার খিলিজী ১২০৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা অধিকার করেন। মহম্মদঘোরী পুনরায় ১২০৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন ; উক্ত খৃঃ অব্দে প্রত্যাগমন কালে তিনি পঞ্জাবে কতকগুলি দুরাচার কর্ত্তৃক নিহত হন ; ইনিই দিল্লীর প্রথম মুসলমান সম্রাট্। স্বীয় প্রভুর মৃত্যুতে কুতুবউদ্দীন স্বাধীন হইয়া উঠেন, তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে অধিকাব বিস্তার করেন। কুতুবউদ্দীন হইতে দাসরাজ অভিহিতযে সম্রাটেরা দিল্লীতে রাজত্ব করেন, তাঁহাদিগের নাম ও সিংহাসনপ্রাপ্তির সময় নিম্নে লিখিত হইল।

দাসরাজগণ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) কুতুবউদ্দীন | ১২০৬ | (৬) বহরাম | ১২৩৯ |
| (২) আরাম | ১২১০ | (৭) মসায়ুদ | ১২৪১ |
| (৩) আলতমাস | ১২১০ | (৮) নাসিরউদ্দীন | ১২৪৬ |
| (৪) রুকুউদ্দীন | ১২৩৫ | (৯) বলবন | ১২৬৫ |
| (৫) রেজিয়া বেগম | ১২৩৬ | (১০) কৈকুবাদ | ১২৮৭ |

ইহাঁদিগের মধ্যে আল্‌তমাস ও বলবনের রাজ্যশাসনকাল সমধিক প্রসিদ্ধ। আল্‌তমাস সিন্ধু ও মালবদেশ জয় করেন. রিন্তাম্বুরের প্রসিদ্ধ দুর্গ আক্রমণ করেন এবং খিলিজীদিগের হস্ত হইতে বাঙ্গালা ও বেহার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্য ভুক্ত করেন; ফলতঃ তাঁহার সময়ে প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত দিল্লীর অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে মোগল-জাতির অধিনায়ক তাতার দেশীয় প্রসিদ্ধ জঙ্গিস্ খাঁ আসি-য়ার নানাস্থানে অত্যাচার করেন; যদিও তিনি ভারতবর্ষে আইসেন নাই, তথাপি তাঁহার দলভুক্ত অপর মোগল সর্দ্দারেরা আফ্‌গানদিগের শাসনসময়ে মধ্যে মধ্যে ভারত বর্ষে বিস্তর উপদ্রব করেন। সম্রাট্ বলবনের সময় বাঙ্গা-লার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া নিহত হইলে, তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র তথাকার নবাব হন। বলবনের সময় মালব দেশ স্বতন্ত্র হয়; মোগলদিগের ভয়ে আসিয়ার প্রায় পঞ্চ-দশ জন নরপতি ইহাঁর রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, অনেক সুপণ্ডিত লোকও পলাইয়া আইসেন, তন্মধ্যে পারস্যকবি আমির খসরু একজন প্রধান। কৈকুবাদ নিহত হইলে দিল্লীতে খিলিজীবংশীয়েরা প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহাদিগের নাম ও সিংহাসনপ্রাপ্তির সময় লিখিত হইল।

## খিলিজী বংশ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) জেলাল্‌উদ্দীন | ১২৯০ | (৪) উমার | ১৩১৫ |
| (২) ইব্রাহিম | ১২৯৫ | (৫) মুবারক | ১৩১৬ |
| (৩) আলাউদ্দীন | ১২৯৫ | (৬) খসরু | ১৩২০ |

জেলাল্‌উদ্দীন অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি ১২৯০ খৃঃ অব্দে রিন্তাম্বুর জয় করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র করাপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা বিখ্যাত আলাউদ্দীন বিন্ধ্য পর্ব্বতস্থিত ভীল্‌সা নামক স্থানের বৌদ্ধদিগের স্থাপিত মন্দিরসমূহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রচুর ধনাপহরণ করেন। পরে জেলাল্‌ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন, আলাউদ্দীন দেবগিরির সমৃদ্ধিশালিতার বিষয় অবগত হইয়া খুল্লতাতের অজ্ঞাতে তাহা আক্রমণ পূর্ব্বক ধনরাশি প্রাপ্ত হন; রাজা আলাউদ্দীনের সহিত সন্ধি করেন। আলাউদ্দীন লুণ্ঠিতদ্রব নিজেই সম্ভোগ করিতে বাসনা করিয়া, পাছে জেলাল্‌উদ্দীন বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করেন এই ভয়ে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবার নিমিত্ত তাহাকে তোষামোদপূর্ণ পত্র লিখিয়া করায় আসিতে অনুরোধ করেন। বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দীন খুল্লতাতের আগমনে মৌখিক সমাদর প্রকাশ করেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক নিয়োজিত ঘাতক অচিরে জেলালের প্রাণসংহার করিল। যদিও জেলালের পুত্র ইব্রাহিম সম্রাট্‌ হইলেন বটে, কিন্তু আলাউদ্দীনের আগমনে তিনি শীঘ্রই পলায়ন করিলেন। আলাউদ্দীন সম্রাট্‌ হইয়া দিল্লীতে অজস্র ধনদান ও মহা-সমারোহ করেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বলিয়াছিলেন যে, ইহার পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল। আলাউদ্দীন রিন্তা-

সুরের দুর্গ পরাজয় ও চিতোরনগর ধ্বংস করেন ; ১২৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার একজন সেনানী গুজরাট অধিকার করেন ও অপর সুযোগ্যসেনাপতি মল্লিক কাফুর ১৩০৬, ১৩০৯, ১৩১০ ও ১৩১২ খৃঃ অব্দে ক্রমান্বয়ে চারিবার দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৩১৫ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উৎসাহশীল, রণকুশল ও প্রতাপান্বিত বলিয়া বর্ণিত আছেন ; কিন্তু সকলকার্য্যে তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞতা প্রকাশ পায় নাই। তিনি মিতাচারী ছিলেন না ও সময়ে সময়ে নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না ; জেলাল্‌উদ্দীন কতকগুলি মোগলকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যান, একসময়ে তাহারা আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধাচারী হইলে, তাঁহার আজ্ঞায় সহস্র সহস্র মোগল নিহত ও তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রেরা দাসরূপে বিক্রীত হয়। আলাউদ্দীন প্রথমে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকে পরাজয় করেন। খিলিজীবংশের শেষ সম্রাট্ খসরুর মৃত্যুর পর একজন হিন্দু আপনাকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন, ইনি পূর্ব্বে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এই ঘটনায় তাঁহার অনুবর্ত্তী অপর হিন্দুরা দিল্লীতে মহাগোলযোগ করে। পাঁচ মাসের পর পঞ্জাবের তুর্কী শাসনকর্ত্তা গাজীবেগ তোগলক দিল্লীর সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক গায়স্‌উদ্দীন নাম ধারণ করিয়া সম্রাট্ হন। তোগলক বংশীয় সম্রাট্‌দিগের নাম ও সিংহাসনপ্রাপ্তির সময় লিখিত হইল।

তোগলক বংশ।

(১) গিয়াস্‌উদ্দীন ১৩২০ (৬) নাসির্‌উদ্দীন বা ২য় মহম্মদ ১৩৮৯

(২) মহম্মদ বিন্ ১৩২৫ (৭) সিকন্দর ১৩৯২

(৩) ফিরুজ ১৩৫১ (৮) মামুদ বা ৩য় মহম্মদ ১৩৯২

(৪) ২য় গিয়াস্উদ্দীন ১৩৮৮ (৯) নস্‌রত সা ১৩৯৫

(৫) আবুবকর ১৩৮৯

১৩৯৭ খৃঃ অব্দের পর ৩য় মহম্মদ পুনরায় সিংহাসন লাভ করিয়া ১৪১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনিই তোগলকবংশের শেষ সম্রাট্। তোগলক বংশীয়েরা দিল্লীর অনতিদূরে তোগলকাবাদ নামক রাজধানী স্থাপন করেন; বোধ হয় তাঁহারা দিল্লীতে হিন্দুদিগের প্রবলতা অবলোকন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন; এইটী ইতিহাসসম্বন্ধে একটী প্রধান ঘটনা বলিতে হইবে। উক্ত বংশের ২য় সম্রাট্ মহম্মদ বিন্ শিক্ষিত, বদান্য ও যুদ্ধনিপুণ হইলেও স্বীয় বুদ্ধিভ্রষ্টতা ও নিষ্ঠুরতা দোষে রাজ্যের বিস্তর অমঙ্গলকার্য্য করিয়া যান; তিনি দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সৈন্যপ্রেরণ করিলে পর মোগলেরা পঞ্জাব আক্রমণ করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করিতে রাজকোষশূন্য হইয়া পড়ে। সম্রাট্ করস্থাপন করিয়া আয়সংস্থানের চেষ্টা করিলে প্রজাদিগের কষ্টবৃদ্ধি হয়, তাহার উপর আবার অনাবৃষ্টিবশতঃ পঞ্জাব ও আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষজনিত শোচনীয় ঘটনা পরম্পরা অবলোকন করিয়া সম্রাট্ দিল্লী পরিত্যাগপূর্ব্বক অধিবাসীদিগকে লইয়া রাজধানী স্থাপনোদ্দেশে দেবগিরি গমন করেন, এই স্থানের সুন্দরতা পূর্ব্বে তাঁহার চক্ষে পতিত হয়। অধিবাসীরা তথায় গমন করিলে, তিনি পুনরায় তাহাদিগকে দিল্লী আসিতে আজ্ঞা

করেন, এইরূপে অধিবাসিগণের অত্যন্ত কষ্ট হয়। তিনি অর্থের অপ্রতুলতাবশতঃ চীনদেশপ্রচলিত কাগজমুদ্রার ন্যায় স্বরাজ্যে তাম্রমুদ্রা চালাইবার আজ্ঞা প্রদান করেন। প্রথমে সম্রাট্ এই তাম্রমুদ্রার বলে চীনদেশ আক্রমণার্থ সৈন্য পাঠাইয়া দেন, সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া শেষে প্রায় সকলেই নিহত হয়। তৎপরে তিনি পারস্যজয় করিবার অভিলাষে বহুলসৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু তখন তাম্রমুদ্রা গ্রহণে সকলেই অস্বীকৃত হইলেন। রাশি রাশি তাম্রমুদ্রা রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, রাজকোষে এত অধিক স্বর্ণ বা রৌপ্য ছিল না যে,তদ্দ্বারা উহার বিনিময়কার্য্য সাধিত হইতে পারে; ক্রমে বাণিজ্য বন্ধ ও চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্য স্বাধীন হইল; এই সময়েই দাক্ষিণাত্যে সুপ্রসিদ্ধ বামনিরাজ্য এবং বিজয়নগর ও গোলকুণ্ডাস্থ হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হয়। সম্রাট্ ফিরুজ সা রাস্তা, খাল, সেতু, সরাই প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করেন; তাঁহার সময়ের যমুনা হইতে ঘর্ঘরা পর্য্যন্ত কর্ত্তিত খালটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; ইংরাজেরা তাহার সংস্কার করিয়া খালটীকে কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। সম্রাট্ ৩য় মহম্মদ তোগলকের সময় ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করেন। ৩য় মহম্মদের সময়ে যে কয়েকটী রাজ্য স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, তন্মধ্যে এই চারিটীই প্রধান; যথা—খোজা জেহান কর্ত্তৃক স্থাপিত জৌনপুর রাজ্য; মুজঃফর সা কর্ত্তৃক স্থাপিত গুজরাট রাজ্য; দেলওয়ার খাঁ কর্ত্তৃক স্থাপিত মালব রাজ্য; নাজির খাঁ কর্ত্তৃক স্থাপিত

খান্দেশ রাজ্য। ইহাঁদিগের উত্তরাধিকারিগণের কার্য্যসমূহ ইতিহাসে নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। তোগলক বংশের অবসান হইলে পর, রাজধানীস্থ প্রধান প্রধান লোকেরা দৌলৎ খাঁ লোদীকে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করেন, কিন্তু ১৪১৪ খৃঃ অব্দে মুলতানের শাসনকর্ত্তা সৈয়দবংশীয় খিজির খাঁ তাহাকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং সম্রাট্ হন।

সৈয়দ বংশ

(১) খিজির খাঁ ১৪১৪ (৩) মহম্মদ ১৪৩৩

(২) মুবারক ১৪২১ (৪) আলাউদ্দীন ১৪৪৩

সৈয়দবংশীয় সম্রাটেরা তাদৃশ বীর্য্যবান্ ছিলেন না; লাহোরের শাসনকর্ত্তা প্রতাপান্বিত বহ্লল লোদী দিল্লী সাম্রাজ্য লাভে চেষ্টিত হইয়া শেষে কৃতকার্য্য হন। সম্রাট্ আলাউদ্দীন অগত্যা ১৪৫০ খৃঃ অব্দে বহ্ললের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন।

লোদী বংশ

(১) বহ্লল ১৪৫০ (৩) ইব্রাহিম ১৫১৭

(২) সিকন্দর ১৪৮৮

বহ্লল লোদী ছাব্বিশ বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধের পর জৌনপুররাজ্য অধিকার করেন; তিনি আর্য্যাবর্ত্তে একরূপ একাধিপত্য বিস্তার করেন। সম্রাট্ সিকন্দর ১৫০৩ খৃঃ অব্দে আগরায় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। পাঠানজাতীয় শেষ সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া মোগলবংশীয় বাবর দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন।

মোগলাধিকার।

ভারতে মোগলরাজ্য স্থাপয়িতা বাবর ১৪৮২ খৃঃ অব্দে

জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মাতৃপক্ষে জঙ্গিস্ খাঁ ও পিতৃপক্ষে তৈমুরের বংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি বার বৎসর বয়সে ফার্গনা (খোকন্দ) নামক পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন ও পরে সমস্ত বোখারা প্রদেশ অধিকার করেন; অনন্তর বাবর ইউজবেগ জাতিদিগের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া বোখারা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আফ্‌গানিস্থানে আসিয়া একটী রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি তথায় প্রায় কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন; এই স্থান হইতেই ভারতবর্ষ লাভ করিতে বাবরের ইচ্ছা জন্মে। ইব্রাহিম লোদীর সাহঙ্কার পূর্ণ ব্যবহারে প্রধান প্রধান আফ্‌গানেরা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। এই সময়ে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলৎ খাঁ লোদীর আহ্বানরূপ সুযোগে বাবর ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যোগ করেন; রাজপুতদিগের অগ্রণী চিতোরের রাণাও তাঁহাকে এই সময়ে দিল্লী আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন। কথিত আছে, বাবর পাঁচবার ভারতবর্ষে আগমন করেন, ১৫২৪ খৃঃ অব্দে চতুর্থ বার আগমনে তিনি লাহোর গ্রহণ ও শেষবারে ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। রাণা ভাবিয়াছিলেন যে, বাবর রাজপুতদিগের উপর দিল্লী শাসনের ভার দিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিবেন; কিন্তু যখন তাঁহার ভাব অন্যরূপ দেখিলেন, তখন বাবর ও রাজপুতদিগের মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। বাবর ফতেপুরসিক্রি নামক স্থানে রাজপুতদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। হিন্দুরা এই উপলক্ষে স্বীয় মাতৃভূমিকে পরহস্ত হইতে রক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া এই ঘটনাটী ইতিহাসে সমধিক

প্রসিদ্ধ। উক্ত যুদ্ধে যোধপুর ও জয়পুরের রাজা এবং চন্দেরীর প্রসিদ্ধ রাজপুতসেনানী মেদিনীরায় রাণার পক্ষে যোগ দেন। বাবর চন্দেরীও অধিকার করেন, এই উপলক্ষে মেদিনীরায় যুদ্ধে নিহত হন। বাবর এইরূপে দুই প্রসিদ্ধ হিন্দুসেনানীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বিনা উপদ্রবে কিছু দিন রাজত্ব করেন; তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের চেষ্টায় নানা স্থানের বিদ্রোহীসর্দ্দারগণ নিরস্ত হন। বাবরের সময়ে অযোধ্যা ও বেহার প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে বাবরের মৃত্যু হয়, তিনি সাহসী, সহিষ্ণু ও সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং আত্মীয়গণের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন; দোষের মধ্যে মদ্যপায়ী ও শত্রুগণের প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন।

হুমায়ুন ১৫৩০ খৃঃ অব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন; ইনিও পিতার ন্যায় আফ্‌গানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ আফ্‌গানজাতীয় প্রসিদ্ধ সের খাঁ কর্ত্তৃক তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হয়। জনৈক আফ্‌গান কর্ম্মচারীর পুত্র সের খাঁ বাল্যকাল হইতেই সাহসী ও চতুর ছিলেন, তিনি সাসিরাম নামক পৈতৃক জায়গির প্রাপ্ত হন। সের খাঁ চুণারনামক উপদুর্গ অধিকার করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে অচিরে উহা ত্যাগ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু সের খাঁ চাতুরীপূর্ণ বাক্যে ও কার্য্যে সম্রাট্‌কে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি তাহাতে কোনরূপ বিপদ আশঙ্কাই করিলেন না। সম্রাট্, গুজরাটরাজ বাহাদুর সাহের উপর পূর্ব্ব হইতেই কিছু অপরক্ত ছিলেন, এক্ষণে উক্ত রাজা চিতোর আক্রমণ করিলে, সুতরাং রাণার পত্নী হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন;

রাণার পুত্র সেই সময়ে নাবালক ছিলেন। সম্রাট্, রাণীর পক্ষ হইয়া বাহাদুর সাহকে পরাস্ত ও দূরীকৃত করেন। ইত্য-বসরে সের খাঁ বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছেন দেখিয়া সম্রাট্ আপন নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া চুণার অধিকারপূর্ব্বক গৌড়ের দিকে গমন করিলেন। সম্রাট্, সের খাঁ কর্ত্তৃক প্রথমে বক্সারে ও পরে কনোজে পরাজিত হন; তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে সিংহাসনলাভের কোন উপায় না দেখিয়া পারস্যদেশে পলায়ন করেন। ১৫৪০ খৃঃ অব্দে সের খাঁ দিল্লীর সম্রাট্ হন; তাঁহার দেশ বিজয়ের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালিঞ্জর আক্রমণের সময় সের খাঁর মৃত্যু হয়। ভারতে আফ্গানজাতির প্রতাপের অব-সান সময়ে একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর পুত্র প্রসিদ্ধ বাবরের পুত্রকে তাড়াইয়া সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক ইতিহাসে স্বীয় বলবীর্য্যের সম্যক্ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সের খাঁ স্বকার্য্যসাধনে বিশ্বাসঘাতকতা এবং কোন কোন সময়ে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলেও, বিজ্ঞতা, সাহসিকতা, হিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি সুবর্ণ-গ্রাম হইতে সিন্ধুনদীর তীরপর্য্যন্ত একটী পথ প্রস্তুত করেন; ইনিই প্রথমে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন; ইনিই এদেশে প্রথমে জমিজরীপ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। সের খাঁ রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় নানা সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন; তিনি সুরবংশীয় ছিলেন। এই বংশের ২য় সম্রাট্ ইস্লাম সা ১৫৪৫ হইতে ১৫৫২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তৎপরে মহম্মদ আদিল সা সম্রাট্ হন। ইনি আফ্গানদিগের স্বাভাবিকধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া হিন্দুদিগের

প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাঁহাদিগকে উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্ম প্রদান করেন; প্রসিদ্ধ হিমু তাঁহার একজন প্রধান মন্ত্রী ও সেনানী ছিলেন। হীনপ্রতাপ মহম্মদকে তাড়াইয়া ইব্রাহিম ও সেকেন্দর সুর কিছুদিন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিলেও তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্রাট্ নাম গ্রহণের উপযুক্ত নহেন, তথাপি তাঁহারা ইতিহাসে সুরবংশীয় চতুর্থ ও পঞ্চম সম্রাট্ বলিয়া বর্ণিত আছেন। হুমায়ুন পারস্যরাজ্যের সহায়তায় সৈন্যসংগ্রহ করিয়া সরহিন্দের যুদ্ধে সেকেন্দর সুরকে পরাজয়পূর্ব্বক আপন সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন, কিন্তু ছয় মাস অতীত হইতে না হইতেই তিনি সোপান হইতে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। হুমায়ুন দীর্ঘসূত্রী, কুসংস্কারসম্পন্ন, হীনপ্রতাপ ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

মৃত সম্রাটের পুত্র ভুবনবিখ্যাত আকবর ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে অতিভয়াবহ সময়ে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; কারণ সেইসময়ে হিমুর অধিনেতৃত্বে অসংখ্য আফ্‌গানসৈন্য দিল্লীরদিকে অগ্রবর্ত্তী হইতেছিল। হুমায়ুনের বিশ্বস্তমন্ত্রী ও নাবালক আকবরের প্রতিভূ বৈরাম খাঁ এবং সম্রাট্ স্বয়ং যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে ৫ই নবেম্বর পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে পরাস্ত করেন। সম্রাটের অনিচ্ছাসত্বেও বৈরাম হিমুকে হত্যা করেন। ইহার পরে চারিবৎসর আফ্‌গানদিগের সহিত নিরন্তর যুদ্ধ হয় ও শেষে সম্রাট্ বলে, ছলে, ও কৌশলে উহাদিগের সহিত সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া ফেলেন। অতঃপর ১৫৬০ খৃঃ অব্দে আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার

গ্রহণ করেন, বৈরাম মক্কা গমন কালে গুজরাটে নিহত হন। আকবর স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর তাঁহার কয়েকজন সেনানী ও একজন সহোদর বিদ্রোহী হন, এই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে প্রায় সাতবৎসর অতীত হয়। অপরিণতবয়স্ক আকবর রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ আফ্‌গান-দিগকে ক্ষান্ত করিয়া যেরূপ স্বীয় অসাধারণ রাজনীতি-কুশলতার পরিচয় প্রদান করেন, রাজপুতদিগের সহিত বিবাহসূত্রে ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াও সেইরূপ রাজনীতি-কুশলতা প্রকাশ করেন। আকবর সুশিক্ষিত লোক ছিলেন না, কেবল স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অধ্য-বসায়ের গুণে পৃথিবীস্থ সুসভ্যসমাজে মোগলকুলতিলক বলিয়া বিদিত আছেন। রাজপুতেরা সহজে মুসলমানকে কন্যাপ্রদানরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধকার্য্য করিতে স্বীকৃত হন নাই, আকবর তাঁহাদিগকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত করেন। আক-বর, জয়পুররাজ বিহারী মল্লের ও যোধপুররাজের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেলিমও (জাহাঙ্গীরও) বিহারীমল্লের পৌত্রী রাজা ভগবানদাসের কন্যাকে বিবাহ করেন। আক-বর, চিতোরের রাণাকে উক্তরূপে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে না পারিয়া ক্রোধবশতঃ পরে চিতোরনগর ধ্বংস করেন। জাতি ও ধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া আকবর কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন; বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজেরাও রাজ্যের শুভপ্রদ উক্ত রাজনৈতিক-প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। আকবরের দেশ বিজয়ের বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; ইহাঁর রাজ্যশাসনসময়ে তিল্লিকোটার যদ্ধে বিজয়নগরের রাজা

পরাজিত ও নিহত হইলে উক্ত রাজ্য ধ্বংস হয়। 'এই যুদ্ধের দুই বৎসর পরে ইউরোপীয় পর্য্যটক সিজর ফ্রেডেরিক বিজয়নগর জনশূন্য দর্শন করিয়াছিলেন। আকবর জীবনের শেষসময়ে স্বীয়পুত্রগণের মৃত্যুতে অত্যন্ত মনোবেদনা প্রাপ্ত হন, কেবল সেলিম জীবিত ছিলেন; তিনিও বিদ্রোহী হইয়া আকবরকে কিছুদিন জ্বালাতন করেন। মহাত্মা আকবর ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি সাহসী, চতুর, উৎসাহ-সম্পন্ন, মিতাচারী, দয়ালু এবং স্নেহশীল লোক হইলেও অহঙ্কৃত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে কর্কশতা ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। অনেকে কহেন যে, আকবর অদ্বৈতবাদী ছিলেন, ফলতঃ তিনি মুসলমান, হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মে সমান আস্থা প্রদর্শন করিতেন। আকবর পাঠান সম্রাট্‌দিগের সময়ের জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন; হিন্দু বিধবাগণের পুনরুদ্বাহবিষয়ক বিধি প্রচলিত করেন; সতীদাহ নিবারণে যত্ন করেন; বন্দিগণকে দাস করিবার প্রথা রহিত করেন। ফৈজী ও আবুল ফজল নামক সুপণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয় আকবরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; ফৈজী একজন কবি ছিলেন, তিনি বহুল সংস্কৃতগ্রন্থ ও বাইবেল পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আবুল ফজল আইন আকবরী ও আকবর নামা প্রণয়ন করেন; তিনি একজন বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা ছিলেন। ১৬০২ খৃঃ অব্দে সেলিমের আজ্ঞামতে তিনি নিহত হন। আবুল ফজল, ফৈজী, বৈরাম খাঁ, মুনিম খাঁ, মির্জা খাঁ, আজীজ, খাঁ জেহান, ভগবান দাস, মানসিংহ, রাজা তোড়রমল, জয়মল,

বীরবল প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা আকবরের প্রধান সহায় ও উপদেষ্টা ছিলেন। উহাঁদিগের পরামর্শে সম্রাট্ আপনরাজ্যের সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি সমস্ত রাজ্যকে পনরটী সুবায় বিভক্ত করেন; যথা—কাবুল, লাহোর, মুল্তান, আজমীর, গুজরাট, মালব, দিল্লী, আগরা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বেহার, বাঙ্গালা, খান্দেশ, বিরার এবং আহম্মদনগর। প্রত্যেক সুবায় একজন সুবেদার এবং দেওয়ান ও ফৌজদার নামে তাঁহার দুইজন সহকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন; দেওয়ানের উপর রাজস্বের ও ফৌজদারের উপর যুদ্ধ ও পুলিসবিভাগীয় কার্য্যের ভারার্পিত হয়। দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার স্বতন্ত্র বিচারপতির উপব ন্যস্ত হয়। প্রধান রাজস্বতত্ত্ববিৎ কর্ম্মচারী রাজা তোড়রমলের সাহায্যে আকবর রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন, সমস্ত জমিজরীপ করিয়া অবস্থানুসারে তৎসমুদায় তিন ভাগে বিভক্ত করেন, উৎপন্নের তৃতীয়াংশ রাজকর প্রদত্ত হইবে স্থিরীকৃত হয় ও শস্যের পরিবর্ত্তে তাহা মুদ্রায় দিবার ব্যবস্থা হয়। আকবর অন্যান্য সমস্ত আবওয়াব উঠাইয়া দেন; তাঁহার সৈনিকবিভাগের বন্দোবস্ত অপেক্ষাকৃত মন্দ ছিল। আকবর আরবীভাষা ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মপুস্তক পাঠের উৎসাহ কমাইয়া দেন ও হিজিরাব্দ পরিবর্ত্তিত করেন। মহম্মদের মদিনা পলায়নের দিন হইতে হিজিরাব্দ আরম্ভ হয়। আকবর চান্দ্রবৎসরের পরিবর্ত্তে হিজিরায় সৌরবৎসর গণনার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন; তাঁহার রাজ্যারম্ভের প্রথমবৎসর হইতে উক্তরূপেপরিবর্ত্তিত, হিজিরাব্দই বঙ্গদেশে "সন" বলিয়া প্রচলিত। আকবর ৯৬৩ হিজিরাব্দে রাজ্য লাভ করেন।

১৬০৫ খৃঃ অব্দে সেলিম, জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাট্ হন; তাঁহার পুত্র, মানসিংহের ভাগিনেয় ও আকবরের প্রিয়পৌত্র খস্রু পিতার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে ধৃত ও বন্দীকৃত হন। ১৬১১ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীর ভুবনবিখ্যাত নুরজেহানকে বিবাহ করেন; ইনি পারস্যদেশীয় একজন দরিদ্রলোকের কন্যা, ইহাঁর আদিনাম মিহরন্নীসা খানুম। পূর্ব্বেই জাহাঙ্গীর পিতার অন্তঃপুরে উক্ত সুন্দরীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু আকবরের চেষ্টায় ভাবী বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা সেরের সহিত মিহরন্নীসার বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীব এক্ষণে সুযোগ পাইয়া সেরের প্রাণসংহারপূর্ব্বক উক্ত কন্যাকে আগরায় আনয়ন করেন; কিছুদিন অতীত হইলে তিনি সম্রাট্কে বিবাহ করিতে সম্মত হন ও পরিণয়কার্য্য শেষ হইলে, মিহরন্নীসা, নুরমহল ও নুরজেহান এই দুইনাম প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীর নুরমহলের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া উঠেন ও সমস্ত রাজকার্য্যে তাঁহার অবিভক্তপ্রভুতা স্থাপিত হয়; সম্রাট্মহিষীও গুণশালিনী ছিলেন, সুতরাং ইহাতে রাজ্যের মঙ্গল ঘটে। নুরমহলের পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী হন, তন্মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা আজফ্ খাঁ সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। সম্রাট্পুত্র খরম (সাজাহান) আজফ্ খাঁর কন্যা মমতাজ মহলকেবিবাহ করেন। ১৬১৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডরাজ ১ম জেমসের দূত সার টমাস্ রো আজমীরে জাহাঙ্গীরের সভায় আগমন করেন, সম্রাট্ তাঁহাকে বহুসমাদরে গ্রহণ করেন; উক্ত দূতের লিখিত বৃত্তান্তে জাহাঙ্গীর, তাঁহার সভা ও খস্রুর উপর খরমের বিদ্বেষভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জাহাঙ্গীর ও খরমের দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা ও শেষোক্ত কর্ত্তৃক উদয়পুরের রাণার পরাজয়ের বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য হইতে আগমনকালে সম্রাটের সহিত খজ্রুর পুনর্ম্মিলন হইলে, তিনি কারা-মুক্ত হন। পরে খরমের মন্ত্রণায় খজ্রু নিহত হইলে সম্রাট্ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং খজ্রুর পুত্র বুলাকীর উপর প্রিয়ত্বপ্রদর্শন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে পুত্রশোক অপনোদন করেন। এই সময়ে নুরমহল, সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র ও সের আফকান কর্ত্তৃক উৎপাদিত স্বীয়কন্যার স্বামী সাবীয়ার যাহাতে ভবিষ্যতে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন সেই চেষ্টায় ব্রতীহন। উক্ত উভয়কারণে খরম, আজফ্ খাঁর পরামর্শে বিদ্রোহী হন ও পরে দিল্লীতে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন; সম্রাটের ২য় পুত্র পার্ব্বীজ ও সেনাপতি মহবৎ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, খরম নানা স্থানে পলাইয়া ও পুনরায় বাঙ্গালায় পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে নুরমহল রাজপুতদিগের বিশেষতঃ মহবৎ খাঁর উপর অত্যন্ত বিদ্বেষী হন; মহবৎ খাঁ রাজপুত ছিলেন, তবে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহবৎ, সম্রাট্কে কারারুদ্ধ করিলে, সম্রাট্মহিষী তাঁহার উদ্ধারে যত্নবতী হইয়া স্বয়ং সেই দশা প্রাপ্ত হন; কিন্তু শেষে তিনি আপনাদিগকে মুক্ত করিতে সমর্থ হন (১৬২৬)। মহবৎ দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিয়া তথায় খরমের সহিত মিলিত হন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়; তিনি প্রতাপহীন ও অমিতাচারী ছিলেন, কিন্তু স্বধর্ম্মে তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। ইহাঁরই সময়ে এদেশে তামাকের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

জাহাঙ্গীর বুলাকীকে আপন উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান; কিন্তু আজফ্ ও মহবৎ খাঁর কৌশলে সাজাহান রাজপদ লাভ করিলে বুলাকী পলায়ন করেন। পরে সারীয়ার নিহত হন ও নুরমহল কিছুদিন বৃত্তিভোগ করিয়া ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে জীবন বিসর্জ্জন করেন। পূর্ব্বোক্ত বিবাদে হুগলীস্থ পর্টুগীজেরা সাজাহানের বিপক্ষতাচরণ করেন, এক্ষণে জাতক্রোধবশতঃ সম্রাট্ পর্টুগীজদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন। ১৬৩২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্‌সৈন্য কর্ত্তৃক হুগলী আক্রান্ত হইলে স্ত্রী ও বালকবালিকাসমেত সমস্ত পর্টুগীজ বন্দী হইয়া আগরায় নীত ও তাহাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। এইটী ইতিহাসসম্বন্ধে একটী প্রধান ঘটনা। ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যের মোগলাধিকৃত স্থানে রাজা তোড়রমলকৃত রাজস্ববিষয়ক বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। সাজাহানের রাজ্যশাসনসময়ে দেশবিজয়ের বিবরণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে সম্রাটের মৃত্যুসম্ভাবনা হইলে, দারা, সুজা, আরঙ্জেব ও মুরাদ চারিপুত্রের মধ্যে রাজ্যলাভার্থ বিরোধ উপস্থিত হয়। আরঙ্জেব প্রথমে উজ্জয়িনীতে সম্রাটের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া পরে চম্বলনদীর তীরে দারাকে পরাস্ত করেন; এক্ষণে ধূর্ত্ত আরঙ্জেব বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে বন্দী করিয়া কৌশলক্রমে ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ হন। সাজাহান আট বৎসর বিষমক্লেশ সহ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি সাজাহানাবাদ বা নূতন দিল্লীনগর স্থাপিত করিয়া তাহা বিবিধ অট্টালিকায় সুশোভিত করেন; তৎকৃত ময়ূরসিংহাসন ও আগরাস্থ তাজমহল নামক তাঁহার

প্রিয়মহিষী মমতাজ মহলের সমাধিমন্দির অতীব আশ্চর্য্য-জনক। কথিত আছে, বিংশতিসহস্র মনুষ্য বিংশতি বৎসর কার্য্য করিয়া তাজমহল নির্ম্মাণ করে। সাজাহান একজন দক্ষ, উদারচেতা ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সময়ে অন্তঃপুরবাসিনী প্রধানা কামিনীগণের কর্তৃত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে উৎকোচ প্রদান করিলেই কাহার আশঙ্কা থাকিত না। জয়পুররাজ জয়সিংহ ও যোধপুররাজ যশোবন্ত সিংহ (সাজাহানের জামতা) সাজাহানের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কথিত আছে, কতকগুলি তাতার জাতীয় স্ত্রীলোক সাজাহানের শরীররক্ষক ছিল, ভারতবর্ষস্থ কোন কোন হিন্দুরাজার সম্বন্ধেও এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

আরঙ্গেব রাজপদ লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের উপদ্রবে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু অচিরে তাঁহারা সকলে একে একে নিহত হন। আরঙ্গেবের বিখ্যাতমন্ত্রী ও সেনাপতি মীরজুমলা বাঙ্গালার সুবেদার হইবার পর সম্রাটের শক্র হইয়া উঠেন, কিন্তু ১৬৬৪ খৃঃঅব্দে তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়। সম্রাটের এতাদৃশ সফলতা তাঁহারই দক্ষতাবলে নিষ্পন্ন হয়। মার্হাট্টাদিগের সহিত কলহ, আরঙ্গেবের রাজ্যশাসনসময়ের একটী প্রধান ঘটনা, তাহা পূর্ব্বে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। ক্রমে সম্রাটের অত্যাচারপূর্ণ ব্যবহারে চারিদিকে বিপৎপাতের সূত্রপাত হয়; হিন্দুধর্ম্ম বিনাশ করিয়া ভারতবর্ষে কোরানের মত প্রচলিত করিব, কুক্ষণপ্রাপ্ত এই মহামন্ত্রবলে তিনি হিন্দুদিগকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের উপর জিজিয়া নামক দুর্ব্বহ কর স্থাপন ও নানা

স্থানে হিন্দুদেবালয় নষ্ট করিয়া তদুপরি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। দারার রাজ্যপ্রাপণচেষ্টার প্রধান উদ্যোগী যোধপুররাজ যশোবন্তসিংহ ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সম্রাট্ জাতক্রোধবশতঃ মৃতরাজার পত্নী ও নাবালক সন্তানগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন; মহারাজ জয়-সিংহও তখন জীবিত ছিলেন না। এই অত্যাচার নিবারণ ও জিজিয়াকর উঠাইয়াদিতে অপরাপর রাজারা সমবেত হইলে, আরঙ্গেব তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন; অসংখ্য মনুষ্য বধের পর রাজপুতেরা পরাস্ত হন। সকলেই বশ্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু উদয়পুরের রাণা সেই সময়ে প্রস্থান করেন। সম্রাট্পুত্র আকবর বিদ্রোহী হইলে রাজপুতেরা পুনরায় সম্রাটের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগ দেন। আর-ঙ্গেব কৌশলে উক্তবিদ্রোহ স্থগিত করেন, কিন্তু তিনি ভীত হইয়া ১৬৮১ খৃঃ অব্দে রাজপুতদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন-পূর্ব্বক রাজপুতানা হইতে চলিয়া আইসেন। উক্ত অত্যাচারে রাজপুতেরা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হন; ইহাই সুপ্রসিদ্ধ মোগল-বংশের ধ্বংসের সূত্রপাত। দাক্ষিণাত্যজয়োদ্দেশে আরঙ্গেব পূর্ব্বেই দক্ষসেনানী সকল নিযুক্ত করেন, তিনি ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে বিপুলসৈন্য লইয়া স্বয়ং তথায় গমন করেন; সেনাপতি জলফিকর খাঁ দাক্ষিণাত্যবিজয়ে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। এইসময়ে মোগলসাম্রাজ্য বহুবিস্তৃত হইলেও তাহা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে; রাজপুত ও জটেরা রা-জ্যের প্রবলশত্রু হইয়া উঠেন এবং মার্হাট্টারা পুনরায় প্রবল হন। নানা দুষ্কার্য্যজনিত প্রবলপরিতাপে ও সেনানী এবং সন্তানগণ হইতে অশুভ আশঙ্কায় আরঙ্গেবের স্বাস্থ্য ভঙ্গ

হইয়া পড়ে; ১৭৭০ খৃঃ অব্দে আহম্মদনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। আরঙ্গেব পরিশ্রমী, যুদ্ধকুশল, ন্যায়পর ও একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, রাজ্যশাসনকার্য্যেও তাঁহার বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল, কিন্তু তিনি যে দুরূহরাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহাতে মোগলসাম্রাজ্যের ভবিষ্য উচ্ছেদরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। আকবর রাজপুতদিগের সম্মানবৃদ্ধি করিয়া ও প্রজাগণের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজ্যের দৃঢ়তাসংস্থাপন করেন; আরঙ্গেব তাহার ঠিক বিপরীত কার্য্য করিয়া মোগলবংশের ধ্বংসের কারণ হন। আরঙ্গের যদি রাজপুতদিগের উপর সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন এত শীঘ্র ঘটিত না।

আরঙ্গেবের মৃত্যুরপর বাহাদুর সা ১৭০৭ হইতে ১৭১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, পরে জেহেন্দার সা ১৭১২ হইতে ১৭১৬ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ও তৎপরে ফেরোক সের ১৭১৩ হইতে ১৭১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করেন। ফেরোক সেরের মৃত্যুর পর রাফিউদ্দরাজেত ও রাফিউদ্দৌলা স্বল্পদিন রাজ্যভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। পরে মহম্মদ সাহ ১৭১৯ হইতে ১৭৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ও আহম্মদ সাহ ১৭৪৮ হইতে ১৭৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত থাকেন; আহম্মদ সাহের মৃত্যুর পর ২য় আলমগীর ১৭৫৪ হইতে ১৭৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এইসময়ে দিল্লীতে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়, কাম্‌বক্‌স নামক জনৈক মোগলবংশীয়, সম্রাট্‌ পদে অধিরোপিত হন; কিন্তু তৎকালে মার্হাট্টারা দিল্লীতে প্রবল

হইয়া উঠেন, তাঁহারা পলায়িত ২য় সাহ আলমের পুত্র জেওয়ান বক্তকে রাজাসন প্রদান করেন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে ২য় সাহ আলম দিল্লীতে আসিয়া সম্রাট্ হন, ১৮০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আকবর পিতৃপদ লাভ করেন; ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যুরপর তাঁহার পুত্র মহম্মদ বাহাদুর সিংহাসন লাভ করিয়া ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত থাকায় নির্ব্বাসিত হন। মহম্মদ বাহাদুরই মোগলবংশের শেষ সম্রাট্। প্রসিদ্ধ জলফিকর খাঁর সহায়তায় বাহাদুর ও জেহেন্দার সাহ রাজপদ প্রাপ্ত হন, সুতরাং তিনিই রাজ্যের কর্ত্তাছিলেন; তাঁহার ঈদৃশ ক্ষমতা দৃষ্টে রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা ঈর্ষান্বিত হন। সেই সময়ে পাটনার শাসনকর্ত্তা হোসেন আলী ও এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা আবদুল্লা নামক ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষমতাশীল হইয়া উঠেন, তাঁহাদিগেরই দক্ষতাবলে ফেরোকসের ও পরবর্ত্তী সম্রাট্ত্রয় সিংহাসনলাভ করেন। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের পরামর্শে জলফিকর খাঁ ও জেহেন্দার সাহ নিহত হন। হোসেন, ফেরোকসেরের প্রধানমন্ত্রী ও আবদুল্লা প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, নিজাম উল্‌মুলুক্ ও সাদৎ আলী খাঁ দুই জন প্রধানরাজকর্ম্মচারী উহাঁদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন; প্রথমোক্ত নিজামরাজ্যের ও শেষোক্ত অযোধ্যা রাজ্যের স্থাপয়িতা। ফেরোকসের, সায়দদিগের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টিত হইয়া শেষে স্বয়ং নিহত হন, মহম্মদ সাহের সময়ে শক্রগণের চেষ্টায় হোসেন আলীর হত্যাকাণ্ড শেষ হয় ও আবদুল্লা নিস্তেজ হইয়া পড়েন। নিজাম উলমুলুকের জ্যেষ্ঠপুত্র ১ম গাজীউদ্দীন, মহম্মদ সাহের সময়ে কিছুদিন

দিল্লীতে আধিপত্য বিস্তার করেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ২য় গাজীউদ্দীনের ক্ষমতা ক্রমশই বাড়িয়া উঠে। তিনি চক্রান্ত করিয়া আহম্মদ সাহকে বন্দী করেন, দুর্ভাগ্য সম্রাট্ কারাগারেই জীবন বিসর্জ্জন করেন। ২য় গাজীউদ্দীন ২য় আলমগীরকে সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত করেন ও পরে নির্ব্বোধ সম্রাট্কে বধ করিয়া কামবক্সকে তৎপদ প্রদানপূর্ব্বক দিল্লী হইতে প্রস্থান করেন, আর তিনি দেখা দেন নাই। বাহাদুরের রাজ্যশাসনসময়ে রাজপুত ও মার্হাট্টারা প্রবল হইয়া উঠেন এবং শিখেরা বৈরনির্য্যাতনস্পৃহায় উত্তেজিত হইয়া মোগলদিগের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগকে দমন করিতে সম্রাট্ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নানক পঞ্জাবে নানকপন্থীধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, শিখেরা আদৌ শান্তশীল জাতি ছিল, পরে আরঞ্জেবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার উপায় করে; স্বীয় ভুজবলই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়, এই মহামন্ত্র ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে শিখেরা গুরুগোবিন্দ হইতে প্রাপ্ত হয়। তদবধি শিখদিগের বলবীর্য্য ক্রমশই বাড়িতে থাকে, এবং পৃথিবীর মধ্যে একটী প্রধান যোদ্ধৃজাতি হইয়া উঠে; অতীত সাক্ষী ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। মোগলেরা গুরুগোবিন্দের পরিবারবর্গ ও অনুচরগণকে হত্যা করেন, তিনি স্বয়ং আরঞ্জেবের আদেশমতে গোয়ালিয়রে নিহত হন। শিখেরা পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিলে, ফেরোকসের তাহাদিগের দমনার্থ প্রস্তুত হইয়া উহাদিগের নেতা বন্দুগুরু ও তাঁহার বহুসংখ্যক অনুচরকে দিল্লীতে ধরিয়া আনেন, পরে অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত ইহাঁরা নিহত হন। ফেরোকসের যোধপুরের

রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, বিবাহের দিনস্থির হইলে পর সম্রাট্ অত্যন্ত পীড়িত হন। সেই সময়ে ইংরাজদিগের দূতগণ দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ডাক্তার হ্যামিণ্টন সম্রাট্‌কে আরোগ্য করিয়া এদেশে স্বজাতির উপকার করিতে সমর্থ হন; উক্ত বিবাহটী ইতিহাসসম্বন্ধে একটী প্রধান ঘটনা বলিতে হইবে। মহম্মদ সাহের সময়ে রাজপুতেরা স্বাধীন হইয়া উঠেন ও রোহিলারা প্রবল হয় এবং সুবা বাঙ্গালা প্রায় স্বাধীন হয়। মহম্মদ সাহ জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন। ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত নাদির সাহ এদেশে আগমন করেন, তিনি কান্দাহার আক্রমণ কালে দিল্লীতে দুইবার দূত প্রেরণ করেন; তাঁহাদিগের উপর সদ্ব্যবহার করা দূরে থাকুক, সম্রাট্ তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতেও দেন নাই। এই কারণে নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু অনেকে কহেন যে, নিজাম উল্‌মুলুক্ ও সাদৎখাঁ সম্রাটের প্রিয়মন্ত্রী খাঁ দুরানের উপর ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া নাদিরকে এদেশে আসিতে জিদ করেন। মহম্মদ সাহের রাজ্যশাসনের শেষসময়ে অর্থাৎ ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত আমেদ আবদালী প্রথমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; নাদির ও আমেদ সাহের ভারতাক্রমণের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আহম্মদ সাহের শেষ সময়ে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, পঞ্জাব, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যস্থিত মহারাষ্ট্র ও নিজামরাজ্য দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করে। মোগলদিগের এই অবসানের সময়ই ভারতে ইংরাজদিগের প্রাধান্যলাভের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষে একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছেন।

ভারতবর্ষে মুসলমানরাজত্বকাল দুই অংশে বিভক্ত, যথা—পাঠানঅধিকারকাল ও মোগলঅধিকারকাল ; পাঠান বা আফ্গানেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিলেন। তোগলকদিগের সময়ে দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করিয়া ভারত-বর্ষের নানাস্থানে কতকগুলি স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হয়। যাহাহউক পাঠান সম্রাটেরা ও অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ সর্ব্বদা বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন, সুতরাং রাজ্যের উন্নতিরদিকে তাঁহাদিগের যত্ন অল্পই ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া অরাজকতাও ছিল না। কারণ যাহাদিগকে লইয়া রাজ্য, যাহাদিগের সুখদুঃখ ও উন্নতিঅবনতির তারতম্যানুসারে রাজার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি ঘোষিত হয় ও যাহাদিগের বল, রাজার বল সেই প্রজারা অনেকাংশে শান্তিসুখ ভোগ করিত এবং বাণিজ্যাদি কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিত। নিকলো ডি কন্টী, ইবুবাতুতা, বার্ব্বোসা, বার্ত্তীমা প্রভৃতি পর্য্যটকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আফ্গানদিগের নিকট হইতে হিন্দুরা কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই, পরন্তু কি পাঠান কি মোগল ইহাঁরা জিতদিগের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করেন। স্ত্রীগণকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত করা মুসলমানদিগের স্বাভাবিকধর্ম্ম, সুতরাং হিন্দুরা পাঠানদিগের অনুকরণে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা নষ্ট করেন ; ইহার উপর সেনানীগণের উপদ্রবেও স্ত্রীগণের নিমিত্ত উহাঁ-দিগকে সতত শঙ্কিত থাকিতে হইত। বিধর্ম্মীশাসনকর্ত্তৃ-গণের অধীনে থাকিয়া যদিও হিন্দুদিগের বিদ্যাচর্চ্চার হ্রাস হয়, তথাচ সংস্কৃতভাষার আলোচনা একবারে রহিত হয

নাই। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালা দেশে চণ্ডীদাস, রঘুনাথ, রঘুনন্দন শিরোমণি, কুল্লূকভট্ট ও চৈতন্য, বেহারে বিদ্যাপতি ও দাক্ষিণাত্যে সায়নাচার্য্য বা মাধবাচার্য্য ও মল্লিনাথ এই কয়েকজন সুপণ্ডিত ও গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কুল্লূকভট্ট, চৈতন্য, সায়নাচার্য্য ও মল্লিনাথ ইঁহারা সংস্কৃতভাষায় সমধিক পণ্ডিত ছিলেন। পাঠান শাসনসময়ে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবলতা সংস্থাপিত হয়, এইটা পৌরাণিকধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের অন্যতম ফল বলিতে হইবে; মহাত্মা চৈতন্য একজন প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতা, তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। মোগলেরা অপেক্ষাকৃত ভারতবর্ষের অনেকস্থানে আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করেন, তাহাদিগের শাসনপ্রণালী পাঠানদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিল, সুতরাং প্রজাগণের সুখও কিছু বৃদ্ধি হয়, প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল অধিকারকালে হিন্দুগণের বিদ্যাচর্চ্চা বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়; কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না, বাঙ্গালাদেশে কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র এইসময়ে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। উপসংহারকালে কয়েকজন প্রধান মুসলমান ইতিহাসলেখক ও কবির নাম বিবৃত হইল; ফিরিস্তা, আবুল ফজল ও কাফি খাঁ ইঁহারা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। কবিগণের মধ্যে ফার্দুসী, ফৈজী, অন্সারি ও আমির খসরু প্রধান।

---

সম্পূর্ণ।

# দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

## এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নাবলী।

### ১৮৫৮।

১। দাক্ষিণাত্যে ডিউপ্লের কার্য্য সমূহ বর্ণন কর।

২। টিপুসুলতানের সহিত লর্ড করণওয়ালিসের যে যুদ্ধ হয় সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দাও। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সন্ধির মর্ম্ম লিখ।

৩। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুর ও বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণের তুলনাকর।

### ১৮৫৯।

১। পাঠান বা আফ্গান বংশীয় প্রথম ও শেষ সম্রাট্ কে? বাবর কোন কোন্ স্থান জয় করিয়াছিলেন ও তাঁহার মৃত্যু কোন সময়ে হইয়াছিল, উল্লেখ কর। তাঁহার চরিত্র বর্ণন কর।

২। পর্টুগীজ জাতির সমধিক উন্নতির সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহাদিগের অধিকার কতদূর বিস্তৃত হয় এবং ভারতবর্ষে অদ্যাপি কোন্ কোন্ স্থান তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত আছে?

৩। ভারতবর্ষে মোগলদিগের প্রথম আক্রমণের কিছু পরিচয় দাও?

৪। আরঙ্গজেব যে উপায়ে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন তাহা বর্ণন কর। আকবরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি?

৫। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকার কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল ?

৬। ইংরাজদিগের সহিত মহীসুররাজের শেষ যুদ্ধের কারণ লিখ।

১৮৬০।

১। জাহাঙ্গীরের সভায় দুইবার ইংরাজদূতদলের আগমনের বিষয় লিখ; দূতদলের অধ্যক্ষেরা জাহাঙ্গীরের পরিচয় কিরূপ দিয়াছেন ?

২। মহারাষ্ট্রীয়বংশের স্থাপয়িতা কে ? তাঁহার কার্য্য সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। হায়দর আলী মহীসুর রাজ্য পাইবার নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ? তাহার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধের বিবরণ লিখ।

১৮৬১।

১। ১৫৮০ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে ইংরাজ বাণিজ্যের বিবরণ লিখ।

২। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সময় নির্দ্দেশ কর।

ক। প্রথমবার উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন;

খ। আম্বয়নার হত্যা;

গ। কুতুবউদ্দিন, আকবর, আরঙ্গেব ও হায়দর আলির অতীব ক্ষমতালাভ।

ঘ। আসাইর যুদ্ধ।

৩। টীপু সুলতানের জীবনচরিত বর্ণন কর।

৪। ভারতবর্ষে পর্টুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ ও মুসলমান

দিগের গতিবিধির প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ কর।

৫। সংক্ষেপে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয়যুদ্ধের পরিচয় দাও।

৬। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ কতগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল ?

১৮৬২

১। ভারতবর্ষে পাঠানদিগের আধিপত্যের স্থাপয়িতা কে, তাঁহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণনকর।

২। প্রথম হইতে ফেরোক সেব পর্য্যন্ত সম্রাট্‌দিগের নাম ও রাজ্যপ্রাপ্তির সময় লিখ।

৩। আরঙ্গেবের সময়ে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৪। মহবৎ খাঁর কার্য্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণন কর।

৫। কি কি ঘটনা উপলক্ষে এবং কি কি উপায়েই বা কলিকাতা এবং বোম্বাই নগর ইংরাজদিগের হস্তগত হয় ?

৬। লসোয়ারির যুদ্ধে কোন্ ব্যক্তি ইংরাজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন ? এই যুদ্ধে কোন্ দেশীয়রাজা তাঁহার বিপক্ষ ছিলেন ?

১৮৬৩

১। কোন্ সময়ে এবং কাহাদিগের মধ্যেই বা নিম্নলিখিত যুদ্ধগুলি ঘটিয়াছিল।

যথা—লাহোর ও পানিপথ।

২। কোন্ সময়ে এবং কোথায় বা নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা বাস করিয়াছিলেন এবং কিজন্যই বা তাঁহারা প্রসিদ্ধ ? আলফন্সো আলবুকার্ক, তৈমুরলঙ্গ এবং লালি।

৩। ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে কোন্ কোন্ মুসলমান-বংশীয়েরা রাজত্ব করেন তাহার উল্লেখ কর এবং প্রত্যেক বংশের স্থিতিকাল লিখ।

৪। হুমায়ুন ও সের সার বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

৫। মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন্ সময়ে প্রবল হইয়া উঠে, তাহাদের ক্ষমতাবর্দ্ধিত হইবারই বা কি সুবিধা ঘটে, কখনই বা তাহাদিগের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বাড়িয়া উঠে এবং কি সূত্রেই বা তাহার হ্রাস হয়?

৬। নিম্ন লিখিত স্থান গুলি কোথায় এবং কি কি ঐতিহাসিক ঘটনার নিমিত্ত ইহারা বিখ্যাত?

কালিকট, গোয়া, ভরতপুর, শ্রীরঙ্গপত্তন, আম্বয়না এবং গজনি।

১৮৬৪।

১। কোন্ সময়ে এবং কোথায় বা নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বাস করিয়াছিলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহারা প্রসিদ্ধ?

বাবর, নানক, কেব্রেল এবং সার আয়র কুট।

২। নিম্নলিখিত স্থানের যুদ্ধগুলি কোন্ সময়ে এবং কোন্ কোন্ পক্ষে ঘটিয়াছিল তাহা লিখ।

বন্দিবাস, আসাই, মাহিদপুর এবং পানীপথ।

৩। আরঙ্জেবের রাজত্বের বিষয় সংক্ষেপে লিখ।

৪। মহীসুর অধিকারের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণন কর।

৫। যে সময়ে ইংরাজেরা বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে উক্তদেশ কিরূপে শাসিত হইতেছিল? এই

বিদ্রোহের উভয়পক্ষের প্রধান প্রধান লোকদিগের নাম লিখ এবং কখন এই বিদ্রোহ আরম্ভ ও শেষ হয়।

১৮৬৫।

১। নিম্নলিখিত নাম গুলিতে কি বুঝা যায়?

বামনীরাজ্য, সালবাইর সন্ধি এবং ফক্‌স সাহেবের ইণ্ডিয়া বিল।

২। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বিবরণ লিখ।

নাদির সাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন।

৩। কোন্ সময়ে এবং কোথায়ই বা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবা বাস করিয়াছিলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহারা বিখ্যাত?

মহম্মদ তোগলক, সার টমাস্ রো, কাউণ্টলালী এবং সার জন সোর;

৪। মহম্মদ সাহ পর্য্যন্ত মোগলসম্রাট্‌গণের সিংহাসনাধিরোহণ ও মৃত্যুর সময় লিখ।

৫। কোন্ সময়ে ও কোন্ কোন্ পক্ষেই বা নিম্নলিখিত যুদ্ধগুলি ঘটিয়াছিল এবং তাহার ফল বা কি হইয়াছিল?

তিল্লিকটা এবং চাঙ্গামা।

৬। লর্ড করণওয়ালিসের রাজ্যশাসনসময়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ কর।

১৮৬৬।

১। কিরূপ অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা আরঞ্জেব পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

২। ভারতবর্ষীয় কোন্ কোন্ রাজার সিংহাসনপ্রাপ্তির বিবাদ লইয়া ইংরাজ ও ফরাসিরা দাক্ষিণাত্যে আপন আপন প্রাধান্য সংস্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন?

৩। ইংরাজদিগের নিকট হইতে কলিকাতা লইবার কি কারণ ঘটিয়াছিল এবং কি উপায়েই বা উহার পুনরুদ্ধার হয়?

৪। মোগলবংশের ধ্বংসের সময় ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ মুসলমানরাজ্য স্বাধীন হইয়া উঠে? মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য হইতে কোন্ কোন্ হিন্দুরাজ্য সমুত্থিত হইয়াছিল?

১৮৬৭।

১। নিম্নলিখিত যুদ্ধগুলির সময নির্দ্দেশকর এবং প্রত্যেক পক্ষের সেনাপতিদিগের নাম ও যে পক্ষেব জয়লাভ হয় তাহার উল্লেখ কর।

তিন্নিকটা, বন্দিবাস এবং প্রথম পানীপথেব যুদ্ধ।

২। বাবরের জীবনকালের কতিপয় প্রধান প্রধান ঘটনা বৎসরানুক্রমে উল্লেখ কর।

৩। লোদী বংশীয় সম্রাট্‌ত্রয়ের নাম ও তাঁহাদিগের সিংহাসনারোহণের সময় লিখ।

৪। মহম্মদ গেওয়ান, রাণাসঙ্গ, সের খাঁ, মীর জুম্‌লা এবং দাউদ খাঁ ইহাঁরা কে? প্রত্যেকের জীবন কালের কতিপয় প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ কর।

৫। লর্ড ক্লাইবের শেষবার বাঙ্গালায় আগমন হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সময়ের তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উল্লেখ কর।

১৮৬৮।

১। মহাবীর আলেক্জণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের বিষয় বর্ণন কর।

২। প্রাচীন মগধরাজ্যের দুইজন সমধিক বিখ্যাত রাজার কিছু পরিচয় দাও এবং তাঁহাদিগের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহাও লিখ।

৩। বিজয়নগররাজ্যের সংস্থাপন ও পতন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ এবং উক্ত ঘটনাগুলির সময় নির্দ্দেশ কর।

৪। আকবরের চরিত্র বর্ণন কর এবং তাঁহার রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষের যে যে অংশ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয় তাহাও লিখ।

৫। নানা ফর্ণাবিসের জীবনকালের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কি, এবং তাঁহার প্রাধান্যসময়ে ইংরাজেরা মহা-রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন?

১৮৬৯।

১। শিবজীর বংশ ও তাঁহার জীবনের প্রথমাবস্থার বর্ণন কর। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা কি; শিবজীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যাধিকার কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

২। চৌথ্ ও জিজিয়া কাহাকে কহে।

৩। লর্ড করণওয়ালিসের পদগ্রহণকালে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে যে কুকার্য্য প্রচলিত ছিল তাহার উল্লেখ কর; তিনি রাজস্ব বন্দোবস্তের এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্য্যের যে সংশোধন করেন তাহা লিখ।

৪। ফক্স ও পিট সাহেবকৃত ইণ্ডিয়াবিলের তুলনা কর।

৫। বামনিরাজ্যের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় বিশদ-রূপে উল্লেখ কর। এই রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইলে, যে কয়েকটী রাজ্যের উৎপত্তি হয় তাহার নাম লিখ।

৬। মেজর লরেন্স, জগৎশেঠ, কাপ্তেন নক্স এবং সেন্ট লুবিন্ ইহাঁরা কে।

১৮৭০

১। মুসলমানদিগের অধিকারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিরূপ ছিল? যে যে পুস্তক পাঠে আমরা প্রাচীন হিন্দুদিগের বিষয় অবগত হই তাহার নাম ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ কর; কোন্ সময়েই বা ঐ সকল পুস্তক রচিত হয় এবং কাহাতেই বা কোন্ বিষয় বর্ণিত আছে।

২। কোন্ সময়ে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথমবার সফল আক্রমণ করেন? এই আক্রমণে কোন্ ব্যক্তি নেতা ছিলেন, তিনি কোন্ কোন্ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কি কি কারণেই বা পরে সেই সেই অধিকৃত স্থান নষ্ট হয়।

৩। কি ঘটনা উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে বামনিরাজ্য সংস্থাপিত হয়? ইহা কতদিন স্থায়ী হয় এবং ইহার ধ্বংসের পর যে পাঁচটী স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয় তাহার নাম লিখ।

৪। মোগলদিগের আধিপত্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব যে দুইটী যুদ্ধদ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই দুইটী যুদ্ধ কোন্ কোন্ স্থানে এবং কখনই বা ঘটিয়াছিল? উক্তবংশের প্রথম ছয়জন সম্রাটের নামোল্লেখ কর; তাঁহারা কতদিনই বা

রাজত্ব করিয়াছিলেন। আকবরের রাজ্যশাসন সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিখ।

৫। রেগুলেটীং আক্ট, ফকস ও পীট সাহেবের ইণ্ডিয়া বিলের সময় লিখ; উক্ত বিলের মর্ম্মগুলি বর্ণন কর ও পরস্পরের তুলনা কর এবং কি কারণেই ফকসকৃত বিল মনোনীত হয় নাই লিখ;

৬। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রাজ্যশাসন প্রণালী ও তৎসম্বন্ধীয় প্রধান কার্য্যগুলির উল্লেখ কর।

৭। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখ। লর্ড করণওয়ালিস্কৃত বিচারপদ্ধতি সংস্করণের উল্লেখ কর।

১৮৭১

১। আকবরের চরিত্র কিরূপ? ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মতই বা কিরূপ ছিল? কোন্ ব্যক্তি তাঁহার রাজস্বসচিব ছিলেন এবং তৎকৃত রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত কিরূপ ছিল?

২। নুরজেহানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখ।

৩। কখন এবং কিরূপে কোম্পানী বোম্বাই প্রাপ্ত হন।

৪। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অভিযোগ সম্বন্ধে কোন কোনটী প্রধান? তাঁহার বিচার কতদিন চলিয়াছিল এবং কিরূপেই বা তাহার শেষ হয়?

১৮৭২।

১। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, উন্নতি ও ধ্বংসের পরিচয় দাও এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে উক্তধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক্ তাহা লিখ।

২। বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে, অত্রত্য রাজ্য-গুলির অবস্থা কিরূপ ছিল? বাবরের ভারতবর্ষ আক্র-মণের কিছু পরিচয় দাও।

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে রাজপদ লাভার্থ কিরূপ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল? এই বিবাদোপলক্ষে ইংরাজ ও ফরাসীরা এদেশে রাজকীয় ক্ষমতা লাভ করিবার কিরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

৪। ক্লাইব দ্বিতীয়বার শাসন সময়ে কি কি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

৫। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বিষয় কি জান লিখ?

আলবুকার্ক, চৈৎসিংহ, মীরকাশিম এবং সার আয়র কুট।

১৮৭৩।

১। হুমায়ুনের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লিখ।

২। উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া যে যে ব্যক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহার উল্লেখ কর এবং যাঁহারা আক্রমণের পর ভারতবর্ষ অধিকার করেন তাহাও লিখ।

৩। তৃতীয় পানীপথের যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর ব্যা-পিয়া ভারতবর্ষের রাজকীয় অবস্থা কিদৃশ হইয়াছিল?

৪। ফরাসীরা কি উপায়ে উত্তরসরকার প্রদেশ লাভ-করেন এবং কিরূপেই বা তাহা উহাঁদিগের হস্তবহির্ভূত হয়।

১৮৭৪।

১। আকবরের রাজ্যশাসন সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

লিখ। ইহার মধ্যে তাঁহার গুণসমূহ, ধর্ম্মবিষয়ে সংস্কার, রাজনৈতিকপ্রণালী, সখ্য, রাজস্বসম্বন্ধীয়ব্যবস্থা ও রাজ্যেব-বিভাগপ্রণালী বিশেষ রূপে উল্লেখ করিতে হইবে। আকবর কোন্ ইংলণ্ডীয় রাজার সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

২। কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া শিখেরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠে।

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে যে প্রধান মাহারাট্টা সর্দ্দারেরা সমধিক প্রসিদ্ধ হন, তাঁহাদের নাম কর? তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন্ ব্যক্তিই বা স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হন?

৪। সংক্ষেপে ক্লাইবের চরিত্র ও কার্য্যগুলির উল্লেখ কর।

৫। মহীসুর রাজ্যের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের যুদ্ধসমূহ সংক্ষেপে বর্ণন কর? কোন্ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং তাহার ফলই বা কি হইয়াছিল?

১৮৭৫

১। ভারতবর্ষে পর্টুগীজদিগের আসিবার পথ ও বাণিজ্যস্থান সংস্থাপনের বিষয় লিখ।

২। লাবোর্ডনে, মীর কাসিম, হুমায়ুন ও নানা ফর্ণাবিস ইহাঁরা কে?

৩। কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতশাসনকার্য্য মহারাণীর হস্তে ন্যস্ত হইবার সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার বিধি অনুসারে শাসনসম্বন্ধে কি কি পরিবর্ত্তন সমাহিত হয়।

৪। সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ওয়ারেণ হেষ্টিংস হইতে লর্ড ক্যানিং পর্য্যন্ত সমস্ত গবর্ণর জেনেরলের নামোল্লেখ কর।

৫। আকবর হইতে আরঙ্গেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিখ।

১৮৭৬

১। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান আদিম অধিবাসীদিগের নামোল্লেখ কর; তাহারা এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল? প্রধান প্রধান সংস্কৃত নাটকরচয়িতাদিগের নামোল্লেখ কর; তাঁহাদিগের প্রণিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ কয়েকখানি কি?

২। ভারতবর্ষ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে আগত আক্রমণকারিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, ঐ সকল আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। সুলতান মামুদ কে? তিনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহার দ্বাদশ ও ষোড়শবার আক্রমণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। তৈমুর কে? ভারতবর্ষে তৎকৃত কার্য্যের পরিচয় দাও; এবং একটী বংশাবলীর তালিকা দিয়া মোগল সম্রাট্গণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রদর্শন কর। সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রথম পাঁচ জন মোগল সম্রাটের নাম লিখ; আকবরের সময়ে মোগলসাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

৪। সার টমাস্ রো, অহল্যা বাই, মীরজুম্লা, মল্লিক আম্বর, রাঘব, প্যারাডি, বৌটন, সার আয়র কুট, রণজিৎ সিংহ ও চিতু ইহাঁরা কে?

৫। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল এবং তৎসম্বন্ধীয় প্রধান কার্য্য কি কি?

১৮৭৭।

১। কোন্ সময়, বুদ্ধদেবের স্থিতিকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে? তিনি স্বদেশীয়দিগের ধর্ম্মের কি কি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? ভারতবর্ষস্থ খ্যাতনামা দুই জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতির বিষয় কি জান লিখ? কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাস আরম্ভ হয়?

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয় দাও।
পৃথ্বি রায়, বৈরাম খাঁ, আমেদ সাহ আবদালি এবং রণজিৎসিংহ।

৩। কোন্ সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম সংগঠিত হয় এবং প্রথমে কোন্ রাজা তাঁহাদিগকে বাণিজ্য বিষয়ক সনন্দ প্রদান করেন? রেগুলেটীং আক্ট কাহাকে কহে এবং কোন্ সময়ে ইহা প্রচলিত হয়? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শেষ হইবার পর, রাজ্যশাসনসম্বন্ধে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে?

৪। ইংরাজদিগের সহিত মহীসুররাজের নিম্নলিখিত স্থানের সন্ধির নিয়ম ও তাহার সময় নির্দ্দেশ কর।
(ক) মান্দ্রাজ (খ) মঙ্গলুর (গ) শ্রীরঙ্গপত্তন।

৫। লর্ড ডালহৌসির সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। তাঁহার সময়ে এদেশে কি কি হিতজনক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১৮৭৮।

১। বর্গমের সন্ধি ( চুক্তি ) বর্ণন কর।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয় দাও।

তোড়রমল, আবুল ফজল ও মীর কাসিম।

৩। ভারতবর্ষের বীরপ্রধানসময়ের বর্ণন কর এবং আদিনিবাসভূমি হইতে গাঙ্গ্যপ্রদেশে আর্য্যদিগের আগমনের বিষয় উল্লেখ কর।

৪। ভারতবর্ষে গ্রীকজাতির ভিন্ন ভিন্ন আক্রমণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। কোন্ স্থানের যুদ্ধে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের ক্ষমতা দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয? কুতুবউদ্দিন কে? তদ্বংশের কতিপয় প্রসিদ্ধ নরপতির নাম কর।

৬। লর্ড করণওয়ালিস্ ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় সংস্করণ কি কি।

১৮৭৯।

১। মনু স্বকৃত সংহিতায় নিম্নলিখিত বিষয়ের কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন?

(ক) রাজ্যতন্ত্রের বিষয়।

(খ) গ্রাম্য সমিতির বিষয়।

(গ) জাতি বিভাগের বিষয়।

(ঘ) জীবনোপায়ের ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বনের বিষয়।

২। আকবর সাহের রাজ্য শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখ।

৩। প্রথম আফগান যুদ্ধের উৎপত্তি হইতে লর্ড এলেনবরার সময়ে ইহার শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন কর।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় শিখ সংগ্রামের কারণ লিখ। প্রত্যেকটার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে লিখ।

৫। শিবজীর জীবন চরিত লিখ।

১৮৮০।

১। গ্রীকজাতি ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিরের বর্ণিত ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত এমত আদরণীয় কেন?

২। শিখদিগের অভ্যুত্থানের বিষয় বর্ণন কর।

৩। টীপুস্থলতানের বিরুদ্ধে যে দুইটী সংগ্রাম হয় তাহা বর্ণন কর; তৎসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনার সময় উল্লেখ কর।

৪। লর্ড ডালহৌসি কর্ত্তৃক যে কয়েকটী প্রদেশ ইংরাজসাম্রাজ্য ভুক্ত হয় তাহার নাম কর। কি কারণে উক্ত রাজ্যগুলি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা লিখ।

১৮৮১।

১। মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিকও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার পরিচয়দাও? মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে কি কি প্রধান পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

২। দিল্লীতে যে যে মুসলমানবংশ ক্রমান্বয়ে আধিপত্য করেন সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহা লিখ। কি কি ঘটনা উপলক্ষে প্রত্যেক বংশের আধিপত্য লাভ হয় তাহাও বর্ণন কর।

৩। ভারতবর্ষে প্রাধান্যলাভ লালসায় ইংরাজ ও ফরাসী দিগের বিবাদ আমূল বর্ণন কর।

৪। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয় দাও।

চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, পৃথ্বিরায়, তৈমুর, ভাস্কোডিগামা এবং আমেদ সাহ আবদালি।

# অশুদ্ধ সংশোধন।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১।৯ | ৪।৫ | সংক্ষেপ | সংক্ষিপ্ত |
| ৭ | ২২ | তুলা | তূলা |
| ১৮।৬০ | ১।১৬ | প্রত্যার্পণ | প্রত্যর্পণ |
| ২০।২১ | ২২।৩ | সুঘঠিত | সুগঠিত |
| ২২ | ১৯ | তুয়ার | চৌহান |
| ২৮ | ১৪ | মুসলমানেরা | উহারা |
| ৩১ | ১৬ | নিহিত | নিহত |
| ৩৫ | ১৮ | ত্যাগ | প্রদান |
| ৩৮।৪৩ | ৭।৪ | অধিকৃঢ | অধিরূঢ়। |
| ৪৫ | ১৬ | পুনরাধিকার | পুনরধিকাব |
| ঐ | ২১ | ঐক্যমতাবলম্বন | ঐকমত্যাবলম্বন |
| ৪৭ | ১৯ | ১৬৭৭ | ১৬১৭ |
| ৪৮ | ৬ | ১৫২৬ | ১৬২৬ |
| ৪৮ | ২২ | অধিশ্বর | অধীশ্বর |
| ৫০ | ১৯ | সচীব | সচিব |
| ৫৭ | ১২ | জেওয়ান | জুম্মা |
| ৬৪ | ৪ | সচেষ্টিতা | সচেষ্ট |
| ঐ | ১২ | মন্ত্রীত্বে | মন্ত্রিত্বে |
| ৮৯ | ২৩ | বিখ্যাতনাম্নী | বিখ্যাতনামা |
| ৯৪ | ১২ | বিলোপ | বিলুপ্ত |
| ১১৩ | ৭ | গোপানে গোপানে | গোপনে গোপনে |
| ১১৬ | ৩ | প্রস্তাবনা | প্রস্তাব |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১২১ | ১৯ | স্বেচ্ছতঃ | স্বেচ্ছাতঃ |
| ১২২।১৩০ | ১৬।১৫ | ক্ষমতা | ক্ষমতার |
| ১২৭ | ৪ | অধিবাসীগণ | অধিবাসিগণ |
| ১৩৪ | ১ | তৃতীয় | দ্বিতীয় |
| ঐ | ১৭ | কর্ম্মচারীগণ | কর্ম্মচারিগণ |
| ১৩৫ | ২১ | স্থলে | ছলে। |
| ১৩৭ | ১৬ | বলিলেন | বসিলেন |
| ১৩৮ | ৯ | ১৭৫৬ | ১৮৫৬ |
| ১৪২ | ১ | একরূপ | একপ্রকার |
| ১৬৫ | ১২ | পল্তায় | ফল্তায় |
| ১৭৪ | ২৪ | উপপত্নীগর্ভজাতপুত্র | পুত্র |
| ১৮২ | ১৪ | অশ্রেদ্ধয় | অশ্রদ্ধেয় |
| ১৮৩।২২১ | ১৪।১০ | মনবাদ | মনোবাদ |
| ২২৬ | ৬ | সপ্তম পরিচ্ছেদ | সপ্তম পরিচ্ছেদ (ক) |
| ২২৯ | ২০ | বিদ্রোহীগণ | বিদ্রোহিগণ |
| ২৪৫ | ১৩ | সত্ববান | স্বত্ববান |
| ২৬২ | ৩ | লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮৩৭ / ১৮৩৭ | |
| (পরিশিষ্ট) ১৯ | ১৮ | সময়ের | এই সময়ের |